

৫৯. হযরত আবুদ্বারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি কি এ ব্যাপারে অক্ষম যে, সে একরাতে এক তৃতীয়াংশ কুরআন তিলাওয়াত করবে? সাহাবীগণ বললেন : কেমন করে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ এক রাতে তিলাওয়াত করবে? জবাবে তিনি বললেন : কুল হুয়াল্লাহু আহাদ কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তুল্য। (সুতরাং যে ব্যক্তি তা কোন রাতে পাঠ করলো, সে যেন কুরআন শরীফের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করে ফেললো।

-(সহীহ মুসলিম)

ইমাম বুখারী এ হাদীসটি হযরত আবু সাঈদ খুদরীর যবানীতে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী ঐ একই বক্তব্য সম্বলিত হাদীস হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) এর রিওয়ায়াত রূপে বর্ণনা করেছেন।

৬- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ إِنْ حُبَّكَ إِيَّاهَا ادْخُلَكَ الْجَنَّةَ (رواه الترمذی وروی البخاری عن معناه)

৬০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আরম্ভ করলো, আমি এই কুল হুয়াল্লাহু সূরাটি খুবই ভালবাসি। হযুর (সা) তাকে বললেন : এ সূরাটির প্রতি তোমার অনুরাগ ও মহব্বত তোমাকে জান্নাতে প্রাবশ করাবে। (জামে' তিরমিযী)

শব্দমালা তথা পাঠের সামান্য হেরফের সহ এ বক্তব্য সম্বলিত একটি হাদীস ইমাম বুখারী (রহ)ও রিওয়ায়াত করেছেন।

৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ وَجِبْتَ قُلْتَ وَمَا وَجِبْتَ قَالَ الْجَنَّةُ (رواه مالك والترمذی والنسائی)

৬১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) জনৈক ব্যক্তিকে 'কুলহুয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করতে শুনতে পেয়ে বললেন : "তার জন্যে অপরিহার্য হয়ে গেছে।" আমি বললাম : কি ওয়াজিব হয়ে গেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ? বললেন জন্নাতে। (মুয়াত্তা : ইমাম মালিক, জামিয়ে তিরমিযী ও সনানে নাসায়ী)

ব্যাখ্যা : সাহাবায়ে কিরাম, যাঁদের তা'লীম-তরবিয়ত সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাতেই হয়েছিল আর যারা প্রত্যেকটি আমলে তাঁর অনুসরণ-অনুকরণের ব্যাপারে পরম লালায়িত ছিলেন, তাঁদের কুরআন তিলাওয়াত কালে, বিশেষত সে সব খাস সূরা ও আয়াতের তিলাওয়াত কালে, যে গুলোতে আল্লাহর একত্ব ও তাঁর মহৎ গুণাবলীর অত্যন্ত কার্যকর ও মর্মস্পর্শী বর্ণনা রয়েছে, তখন নিশ্চয়ই দর্শক মাত্রই অনুভব করতেন যে, এটা তাঁদের অন্তরের অবস্থারই অভিব্যক্তি, তাঁদের রসনায় স্বয়ং আল্লাহ্ কথা বলেছেন! এ হাদীসে যে সাহাবীর 'কুলহুয়াল্লাহ' পঠের উল্লেখ রয়েছে, তাঁর অবস্থাও নিশ্চয়ই এরূপই ছিল। হুযর (সা) সুস্পষ্ট ভাবে অনুভব করছিলেন যে, এ ব্যক্তি তাঁর পূর্ণ ঈমানী অবস্থা ও প্রত্যয়ী মন নিয়ে সেরূপ উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে 'কুল হুয়াল্লাহ আহাদ' পাঠ করেছে। এহেন ব্যক্তির জন্যে জান্নাত যে অপরিহার্য, তা বলাই বাহুল্য। আল্লাহ তা'আলা সে নিয়ামতের কিছু অংশ আমাদের মত অভাগাদেরকেও দান করুন।

৬১- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ ثُمَّ قَرَأَ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ يَا عَبْدِي أُدْخِلْ عَلَى يَمِينِكَ الْجَنَّةَ (رواه الترمذی)

৬২. হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি শয্যা গ্রহণে উদ্যত, সে যদি একশ'বার 'কুলহুয়াল্লাহ আহাদ' পাঠ করে তা হলে যখন কিয়ামত কায়ম হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে লক্ষ্য করে বলবেন : হে আমার বান্দা! এই যে তোমার ডান দিকে জান্নাত রয়েছে, তুমি তাতে অবলীলাক্রমে প্রবেশ কর!

(জামে তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : হাদীসে উক্ত عَلَى يَمِينِكَ (তোমার ডান দিকে) এর অর্থ এও হতে পারে য, ঐ বান্দা হিসাব-নিকাশের সময় যে স্থানে দন্ডায়মান থাকবে জান্নাত সেখান থেকে ডান দিকেই থাকবে এবং তাকে বলা হবে, ডান দিকে অগ্রসর হয়ে জান্নাতে চলে যাও।

নিঃসন্দেহে এ সওদা বড়ই শস্তা যে, মাত্র একশ'বার 'কুলহুয়াল্লাহ' শরীফ পাঠ করে জান্নাতের মত চিরকাজিত পরম কাম্য নিয়ামত জুটে যায়। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দান করুন। এটা কোন তেমন কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয় যে, পারা যাবে না। আল্লাহর এমন অনেক বান্দাকেও দেখেছি, রাত্রে শয়ন কালে এর চাইতে অনেক বেশি আমল করা যাদের নিত্য দিনের অভ্যাস।

কুল আউযু বি-রাব্বিল ফালাক ও নাস

৬৩- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَ آيَاتِ اللَّيْلَةِ لَمْ يَرْمِثْ لَهَا قُلٌّ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلٌّ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (رواه مسلم)

৬৩. হযরত উক্বা ইবন আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) একদা বললেনঃ তোমরা কি অবগত নও যে, আজকের রাতে আমার কাছে যে আয়াত সমূহ নাযিল হয়েছে, (সেগুলো এসনি অনন্য সাধারণ যে,) তার অনুরূপ কখনো দেখা বা শোনা যায়নি। (সে আয়াতগুলো হচ্ছে) কুল আউযু বি-রাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বি-রাব্বিন্ নাস। (সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : এ দুটি সূরা এদিক থেকে অনন্য যে, এর আগাগোড়াই তাআব্বুয বা আল্লাহর নিকট শরণ প্রার্থনা। অর্থাৎ এ দু'টি সূরায় সমস্ত যাহেরী ও বাতেনী অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী বিরাট আছরও রেখেছেন। এ যেন অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্যে সুপরীক্ষিত দুর্গ। আর এ দুটো সূরা সংক্ষিপ্ত হলেও এর বক্তব্য অনেক ব্যাপক।

৬৪- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالْأَبْوَاءِ إِذْ غَشِيَتْنَا رِيحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيدَةٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِأَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَأَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَيَقُولُ يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوَّذٌ بِمِثْلِهِمَا (رواه ابو داود)

৬৪. হযরত উক্বা ইবন আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সফরে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে জুহুফা ও আবুওয়াযর মধ্যবর্তী স্থানে ছিলাম। (মদীনা ও মক্কার মধ্যবর্তী দু'টি মশহুর স্থান) হঠাৎ প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতাস শুরু হলো এবং ঘন অন্ধকারে চারদিকে ছেয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) কুল আউযু বি-রাব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বি-রাব্বিন্ নাস পড়ে পড়ে আল্লাহর কাছে শরণ প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং আমাকেও বললেন হে উক্বা, তুমিও এ দু'টি দিয়ে আল্লাহর কাছে শরণ প্রার্থনা কর। কোন শরণ প্রার্থী-এর সমকক্ষ কিছু দিয়ে কোনদিন শরণ প্রার্থনা করেনি। (অর্থাৎ শরণ প্রার্থনার এমন কোন দু'আ নেই যা এ দু'টি সূরার সমপর্যায়ের। এ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এ দু'টি সূরা অনন্য)। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন বিপদ-আপদ বা দুর্যোগ দেখা দিলে মুআবিযাতায়ন অর্থাৎ কুল আউযু বি-রাব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বি-রাব্বিন্ নাস পড়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। এর চাইতে উত্তম তো বটেই এমনকি এর সমকক্ষ কোন দু'আ এ মর্মের দ্বিতীয়টি নেই।

৬৫- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفْيَهُ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَمَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (رواه البخارى ومسلم)

৬৫. হযরত আইয়শা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) প্রতি রাতে যখন শয্যা গ্রহণ করতে যেতেন, তখন তিনি উভয় হাতকে একত্র করতেন (যেভাবে দু'আ বা মুনাজাতের সময় একত্র করা হয়ে থাকে) তারপর উভয় হাতে ফুক দিতেন এবং তাতে কুল হুয়া আল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বি-রাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বি-রাব্বিন্ নাস পড়তেন। তারপর যতদূর সম্ভব হাত পৌঁছিয়ে তাঁর বদন মুবারক মুছে নিতেন। সির মুবারক, চেহারা মুবারক এবং বদন মুবারকের সম্মুখের অংশ থেকে গুরু করতেন। (তারপর অবশিষ্ট দেহে যতদূর পর্যন্ত হাত পৌঁছে হাত বুলিয়ে নিতেন।) এরূপ তিনি তিনবার করতেন। (সহীহ বুখারী)

ব্যাখ্যা: রাতে শয়নের পূর্বকার এ সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম যা নবী করীম (সা) সর্বদা যথারীতি করতেন, যা অত্যন্ত সহজসাধ্য ব্যাপার। কমপক্ষে এ আমলটি তো আমাদের সকলেরই করা উচিত। এর বরকত সমূহ বর্ণনা করে শেষ করার মত নয়। আল্লাহ তা'আলা সকলকে এর তাওফীক দান করুন।

কয়েকটি বিশেষ বিশেষ আয়াতের ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য

উপরোক্ত হাদীস সমূহে যে ভাবে খাস খাস সূরা সমূহের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে অনুরূপ কোন কোন হাদীসে বিশেষ বিশেষ আয়াতের ফযীলত এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এ সিলসিলার কিছু হাদীস নিম্নে পাঠ করুন!

আয়াতুল কুরসী

৬৬- عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَعَكَ أَعْظَمُ؟

قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَعَكَ أَعْظَمُ؟ قُلْتُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ؟ قَالَ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ (رواه مسلم)

৬৬. উবাই ইব্ন কা'আব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন : যে আবু মুনযির (এটা তাঁর কুনিয়ত বা উপনাম) আল্লাহর কিতাবের সব চাইতে মাহাত্ম্যপূর্ণ কোন আয়াতটি তোমার কাছে রয়েছে, তা কি তুমি জানো? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি পুনরায় বললেন : হে আবু মুনযির! আল্লাহর কিতাবের সর্বাধিক মাহাত্ম্যপূর্ণ কোন আয়াতটি তোমার কাছে রয়েছে, তা কি তুমি জ্ঞাত আছো? তখন আমি বললাম :

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ.

রাবী বলেন, তখন তিনি আমার বুকে হাত চাপড়িয়ে বললেন : তোমার এ ইল্ম তোমার জন্য অনুকূল ও মুবারক হোক হে আবু মুনযির! (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : হযরত উবাই ইব্ন কা'আব (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশ্নের জবাবে প্রথম বার বলেছেন (اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) (আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত যে, কোন আয়াতটি কিতাবুল্লাহর মধ্যে সর্বাধিক মাহাত্ম্যপূর্ণ)। এ জবাবটি ছিল আদবের চাহিদা সম্মত। কিন্তু যখন তিনি দ্বিতীয়বার ঐ একই প্রশ্ন করলেন তখন উবাই ইব্ন কা'আব (রা) নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি অনুযায়ী জবাব দিলেন যে, আমার ধারণা মতে তো তা (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) অর্থাৎ আয়াতুল কুরসীই হচ্ছে কুরআনুল করীমের সর্বাধিক মাহাত্ম্যপূর্ণ আয়াত। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জবাব অনুমোদন করেন এবং এজন্যে তাঁকে সাবাস দেন এবং এই সাবাস দিতে গিয়ে তিনি সম্ভবত এজন্যেই তাঁর বুক চাপড়ালেন যে, কালব (যা ইলম ও মা'রিফতের ধারণ স্থল) বুকের মধ্যেই নিহিত থাকে।

মোট কথা, এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, কুরআনী আয়াতসমূহের মধ্যে আয়াতুল কুরসীই সর্বাধিক মাহাত্ম্যপূর্ণ আয়াত আর তা এ জন্যে যে, তাতে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, পবিত্রতা, কামালিয়াত ও উচ্চ মর্যাদার যে বর্ণনা রয়েছে, তা এক কথায় অনন্য ও অতুলনীয়।

সূরা বাকারার শেষের আয়াতসমূহ

৬৭- عَنْ أَيُّفَعِ بْنِ عَبْدِ الْكَلاَعِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ سُورَةِ الْقُرْآنِ أَعْظَمُ؟ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ فَأَيُّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ أَعْظَمُ قَالَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ قَالَ فَأَيُّ آيَةٍ يَا نَبِيَّ اللَّهِ تُحِبُّ أَنْ تُصِيبَكَ وَأَمَّتَكَ؟ قَالَ خَاتِمَةُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَإِنَّهَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ تَحْتِ عَرْشِهِ أَعْطَاهَا هَذِهِ الْأُمَّةَ لَمْ تَتَرَكَ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ (رواه الدارمی)

৬৭. আয়ফা' ইবন আব্দ কালাসি থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আরয করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কুরআনের সবচাইতে বেশি মাহাত্ম্যপূর্ণ সূরা কোন্টি? জবাবে তিনি বললেন, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। তারপর ঐ ব্যক্তি আবার প্রশ্ন করলো কুরআন শরীফের সর্বাধিক মাহাত্ম্যপূর্ণ আয়াত কোন্টি? জবাবে তিনি বললেনঃ আয়াতুল কুরসী 'الْحَيُّ الْقَيُّومُ' ঐ ব্যক্তি পুনরায় প্রশ্ন করলোঃ কুরআনের কোন্ আয়াতটির ব্যাপারে আপনি আশা করেন যে, তার উপকার আপনার এবং আপনার উম্মতের কাছে পৌঁছবে? জবাবে তিনি বললেন, সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ 'أَمِنْ الرَّسُولِ' থেকে শেষ পর্যন্ত। তারপর তিনি বললেন, এ আয়াতগুলো আল্লাহ তা'আলার রহমত ও তাঁর বিশেষ ভাগ্যের সম্পদরাশি, যা তাঁর আরশের তলদেশে রক্ষিত। আল্লাহ তা'আলা এ রহমতের আয়াতগুলি এ উম্মতকে দান করেছেন। ইহলোক ও পরলোকের তাবৎ মঙ্গল এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। (দারেমী)

ব্যাখ্যা : কুল হুয়াল্লাহু আহাদ ও আয়তুল কুরসীর মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উপরে আলোচিত হয়েছে। সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ সম্পর্কে হাদীসে যে বলা হয়েছে, এটা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমতের ভাগ্যের সম্পদ, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। শুরুতে 'أَمِنْ الرَّسُولِ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ' থেকে 'وَالْمُؤْمِنُونَ' পর্যন্ত ঈমানের শিক্ষা বিধৃত

হয়েছে। তারপর 'سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا' এর মধ্যেও আনুগত্যের অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে। তারপর 'رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ' অংশে সে সব ক্রটি-বিচ্ছাতি ও অপরাধের ক্ষমা ও মার্জনার প্রার্থনা রয়েছে যা ঈমান ও আনুগত্যের অঙ্গীকারের পরও বান্দা দ্বারা সংঘটিত হয়ে যায় তারপর 'وَسُعَهَا' তে দুর্বল বান্দাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার উপর এমন কোন বোঝা চাপানো হয় না, যা তার সাধ্যাতীত। তার পর 'رَبَّنَا لَا تَوَاخِذْنَا' থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ বান্দাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে এ আয়াতগুলো এমনভাবেই আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডার স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা এগুলোর মূল্যায়ন করার এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন।

৬৮- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَتَمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ بِآيَتَيْنِ أُعْطِيَتْهُمَا مِنْ كَنْزِهِ الَّذِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَعَلَّمُوهُنَّ وَعَلِّمُوهُنَّ نِسَاءَكُمْ فَإِنَّهَا صَلَواةٌ وَقُرْبَانٌ وَدُعَاءُ. (رواه الدارمی مرسلًا)

৬৮. জুবায়র ইবন নুফায়র তাবেয়ী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : সূরা বাকারার এমন দুটি আয়াত দ্বারা খতম হয়েছে, যা তিনি তাঁর সেই খাস ভাগ্য থেকে প্রদান করেছেন, যা তাঁর আরশের নীচে রক্ষিত। তোমরা নিজেরা তা শিখ এবং তোমাদের মহিলাদেরকেও তা শিক্ষা দাও। কেননা এ আয়াতদ্বয় আগাগোড়াই রহমত এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য হাসিলের মাধ্যম স্বরূপ এবং এর মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ নিহিত রয়েছে। (দারিমী)

ফায়দা : উল্লেখ্য, এ হাদীসের রাবী জুবায়র ইবন নুফায়র তাবেয়ী। তিনি তাঁর বর্ণনায় ঐ সাহাবীর নাম উল্লেখ করেন নি, যাঁর কাছ থেকে তিনি হাদীসটি শুনেছেন। এ জন্য এটি মুরসাল শ্রেণীভুক্ত হাদীস। অনুরূপ এর আগের হাদীসের রাবী আয়কা ইবন আবদ কালাসিও একজন তাবেয়ী। তিনিও কোন সাহাবীর নাম উল্লেখ না করেই তাঁর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৬৭- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَّتَاهُ (رواه البخارى ومسلم)

৬৯. হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত যে ব্যক্তি কোন রাতে তিলাওয়াত করবে তার জন্যে এ দু'টি আয়াতই যথেষ্ট হয়ে যাবে।

(সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : হাদীসের অর্থ বাহ্যত এই যে, সূরা বাকারার এই আখেরী দু'খানা আয়াত যে ব্যক্তি রাতের বেলা তিলাওয়াত করবে সে ব্যক্তি আল্লাহ চাহেতো সকল বিপদ-আপদ থেকে হিফায়তে থাকবে।

দ্বিতীয় আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি যদি তাহাজ্জুদে কেবল এ দু'খানা আয়াতই পড়ে নেয়, তবে তার জন্যে তাই যথেষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আলে ইমরান সূরার শেষ আয়াত

৭- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ قَالَ مَنْ قَرَأَ آخِرَ آلِ عِمْرَانَ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ (رواه الدارمى)

৭০. হযরত উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সূরা আলে ইমরানের শেষ আয়াতগুলো কোন রাতে তিলাওয়াত করবে তার জন্যে পূর্ণ রাত্রি জাগরণ করে সালাত আদায়ের ছাওয়াব লিখিত হবে। (মুসনদে দারিমী)

ব্যাখ্যা : আল ইমরানের শেষ আয়াতসমূহ বলতে السَّمَوَاتِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ فِي خَلْقِ الْوُجُوهِ وَالْأَرْضِ সূরার শেষাবধি বিস্তৃত আয়াতসমূহ বুঝানো হয়েছে। সহীহ রিওয়ায়াতসমূহ দ্বারা জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) রাতে যখন তাহাজ্জুদের উদ্দেশ্যে উঠতেন, তখন সর্বপ্রথম (ওযুরও পূর্বে) এ আয়াতগুলো পাঠ করতেন।

আলে ইমরানের এই আখেরী রুকুও সূরা বাকারার আখেরী রুকুর মত অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ সম্বলিত। সম্ভবত এর ফযীলতের রহস্য এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। সৃষ্টিজগতের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে চিন্তাকারী এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকরকারী বান্দাদের মুখে এ ব্যাপক দু'আ এ রুকুতে এভাবে বিধৃত হয়েছে :

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخُلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এটা নিরর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র। তুমি আমাদেরকে অগ্নি শাস্তি থেকে রক্ষা কর। হে আমাদের প্রতিপালক! কাউকে তুমি আগুনে নিক্ষেপ করলে তাকে তো তুমি নিশ্চয় হেয় করলে এবং সীমা লঙ্ঘনকারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহ্বায়ককে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন। সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর আমাদের মন্দ কার্যগুলি দূরীভূত কর এবং আমাদেরকে সৎকর্ম পরায়ণদের মৃত্যুর মত মৃত্যু দাও।

হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা আমাদেরকে দাও এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে হেয় করো না। তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না।

সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকুর এ দু'আ কুরআন শরীফের সবচেয়ে ব্যাপক অর্থবোধক তিনটি দু'আর অন্যতম। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে এ রুকুর বিশেষ ফযীলত ও বৈশিষ্ট্যর কারণ এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে, যে, এ আয়াতসমূহে দু'আগুলো সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

হযরত উছমান (রা) এর এরূপ বলা, যে ব্যক্তি রাতে এ আয়াতগুলো পাঠ করবে, তার জন্যে পুরো রাত জেগে নফল নামায পড়ার ছাওয়াব রয়েছে। বলা বাহুল্য, তিনি একথা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনে থাকবেন। হযূর (সা) থেকে শুনা ব্যতিরেক কোন সাহাবী নিজের পক্ষ থেকে এমন কথা বলতে পারেন না, এই জন্যে হযরত উছমানের এ উক্তি মারফু' (حديث مرفوع) এর পর্যায়ভুক্ত।

ফায়দা : মুসলিম উম্মাতের উপর আল্লাহর বিশেষ রহমত সমূহের অন্যতম হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা এ উম্মাতকে সামান্য সামান্য ও ছোট ছোট কাজে অনেক

বড় ও বেশি ছাওয়াব দানের অনেক পথ খোলা রাখতেন, যা তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাধ্যমে উম্মতকে বাথলিয়ে দিয়েছেন, যাতে করে যারা তাদের বিশেষ অবস্থার জন্য বড় বড় আমল করার সুযোগ পান না, তারাও যেন এ ছোট ছোট আমলগুলো করে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দান ও অনুগ্রহের যোগ্য হতে পারেন।

উপরে বর্ণিত যে হাদীস সমূহে রাসূলুল্লাহ (সা) খাস খাস সূরা ও বিশেষ বিশেষ আয়াতসমূহের ফযীলত বর্ণনা করেছেন তা এ সিলসিলারই কয়েকটি কাঠি। এ গুলোর উদ্দেশ্য হলো যারা অত্যন্ত ব্যস্ততার জন্য কুরআন তিলাওয়াতের খুব একটা সময় করে উঠতে পারেন না তারা যেন ঐ বিশেষ বিশেষ সূরা ও আয়াত সমূহ পাঠ করে বড় বড় ছওয়াব ও পুরস্কার লাভের আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহের যোগ্য হতে পারেন। এজন্য এ হাদীসগুলোর হক হলো এগুলোর উপর বিশ্বাস রেখে বিশেষত এ সূরা ও আয়াতগুলো নিয়মিত পাঠ করা, যাতে করে আল্লাহ তা'আলার খাস খাস অনুগ্রহে আমাদেরও একটা ভাগ থাকে। যদি এতটুকুও না করতে পারি, তা হলে নিঃসন্দেহে এটা আমাদের দুর্ভাগ্য ও বঞ্চনারই প্রমাণবহ।

এ পর্যন্ত যে সত্তরটি হাদীস লিখিত হয়েছে তা যিকরুল্লাহ এবং কুরআন মজীদ তিলাওয়াত সংক্রান্ত ছিল। তারপর আসছে ঐসব হাদীস, যেগুলোর সম্পর্ক দু'আর সাথে। তাতে এমন হাদীসও আছে, যাতে দু'আর মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে আবার এমন হাদীসও আছে, যেগুলোতে দু'আ সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে। এমন হাদীসও আছে, যেগুলোতে হযুর (সা) আল্লাহর দরবারে যে সব দু'আ করেছেন, সেগুলো সংরক্ষিত করে পেশ করা হয়েছে, যা উম্মতের জন্যে তাঁর মহত্তম উত্তরাধিকার।

সর্বশেষে ইস্তিগফার ও দুরূদ শরীফ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

সে সব স্থানে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী হিসাবে তাঁকে আবদ অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে। মি'রাজ প্রসঙ্গে সূরা ইসরায় বলা হয়েছে :

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ

তার ঐ মি'রাজেরই শেষ পর্যায়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে সূরা নজমে বলা হয়েছে :

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ

সূরা কাহফে আছে :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ

মোদ্দা কথা, বান্দার মকামসমূহের মধ্যে আবদিয়াতের মকাম হচ্ছে সবার উপরে। হযরত মুহাম্মাদ (সা) হচ্ছেন এ মকামের ইমাম। অর্থাৎ বিশেষ গুণে গুণান্বিত সকলের মধ্যে তিনি রয়েছেন সর্বোচ্চে। আর দু'আ যেহেতু আবদিয়াতেরই মণি ও বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ; তাই আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আর সময় (যদি প্রকৃতই তা দু'আ হয়) বান্দার যাহির ও বাতিন আবদিয়াতের মধ্যে নিমজ্জমান থাকে। এজন্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমস্ত হাল ও সিফাতের মধ্যে সবচাইতে প্রবল হাল ও সিফাত হচ্ছে দু'আর হাল ও সিফাত আর উম্মত তাঁর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সম্পদের যে বিশাল ও বহুমূল্য ভাণ্ডার লাভ করেছে তন্মধ্যে সর্বাধিক মূল্যবান ভাণ্ডার হচ্ছে এ দু'আর ভাণ্ডার যা বিভিন্ন সময় ও প্রেক্ষিতে তিনি তাঁর মাওলার দরবারে করেছেন; অথবা যার শিক্ষা তিনি তাঁর উম্মতকে দিয়েছেন।

এর মধ্যে কিছু দু'আ এমন, যা কোন বিশেষ অবস্থা, প্রেক্ষিত ও বিশেষ উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত আর অধিকাংশ দু'আগুলোর মূল্যমান ও ফায়দার একটি বাস্তব দিক হচ্ছে এই যে, এগুলোর দ্বারা দু'আর নিয়ম-পদ্ধতি জানা যায় এবং এ ব্যাপারে এমন নির্দেশনা পাওয়া যায় যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এর অপর ইলমী ও আধ্যাত্মিক দিক হচ্ছে এই যে, এগুলোর দ্বারা আঁচ করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রূহে পাক আল্লাহ তা'আলার সাথে কত ঘনিষ্ঠভাবে নিবিষ্ট ছিল এবং সে সম্পর্ক কত সার্বক্ষণিক ও অন্তরঙ্গ ছিল। তাঁর আন্তরকে আল্লাহ তা'আলার জালাল ও জামাল যে কী পরিমাণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, নিজের এবং গোটা বিশ্বের দীনতা-হীনতা এবং মালিকুল মুলকের কুদরতে কামেলা এবং সর্বব্যাপী রহমত এবং তাঁর রব্বিয়াতের প্রতি তাঁর প্রত্যয় যে কত দৃঢ় ছিল, তা ফুটে উঠেছে এসব দু'আর মধ্যে, যেন এটা তাঁর গায়েব নয়- প্রত্যক্ষ দর্শন। হাদীস ভাণ্ডারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যে শত শত দু'আ সংরক্ষিত রয়েছে, তাতে একটু গভীর ভাবে দৃষ্টিপাত ও মনোনিবেশ

দু'আ

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যে সমস্ত পূর্ণতা, কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য দানে ধন্য করেছেন, তন্মধ্যে সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য ও পূর্ণতা হচ্ছে 'আবদিয়াতে কামেলা' বা পূর্ণ আবদিয়াতের মকাম।

আবদিয়াত কি? আল্লাহ তা'আলার দরবারে পরম বিনয় ও দীনতা, গোলামী, মাথা কুটা, অক্ষমতা ও মুখাপেক্ষিতার পরিপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ এবং এ বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করা যে, সবকিছু একমাত্র তাঁরই ক্ষমতা ও ইখতিয়ারাধীন, তাঁর দ্বারের ফকীরী ও মিসকীনী এ সবার সমাহার হচ্ছে মাকামে আবদিয়াত। এটা হচ্ছে সকল মকামের উপরের মকাম। আর নিঃসন্দেহে হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা) এ গুলোর দিক থেকে আল্লাহ তা'আলার গোটা সৃষ্টি জাতের মধ্যে সবচাইতে কামিল এবং সবচাইতে উর্ধ্বে সমাসীন ব্যক্তিত্ব। আর এজন্যেই তিনি সৃষ্টির সেরা সবচাইতে গরিমান মহিয়ান পুরুষ।

নিয়ম হচ্ছে এই যে, প্রতিটি বস্তু তার উদ্দেশ্যের নিরিখে পূর্ণ বা অপূর্ণ বিবেচিত হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ ঘোড়ার কথাই ধরা যাক, যে উদ্দেশ্যে তা সৃষ্টি করা হয়েছে, অর্থাৎ আরোহণ ও দ্রুতগমন, সেটা কতটা সফল বা সঠিক; তা এ নিরিখেই বিবেচিত হবে। অনুরূপ গাভী বা মইষ এর লক্ষ্য হচ্ছে দুগ্ধদান। তার মূল্যমান এ নিরিখেই সাব্যস্ত হবে। অনুরূপ অন্য সব কিছু। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য তার সৃষ্টিকর্তা নিজে বলে দিয়েছেন, তা হচ্ছে আবদিয়াত ও ইবাদত।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

(মানব ও জিন জাতিকে আমি কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।) তাই সর্বাধিক পূর্ণ ও উচ্চমর্যাদার অধিকারী হবেন তিনিই, যিনি এ ব্যাপারে সবচাইতে পূর্ণতা ও কৃতিত্বের অধিকারী। সুতরাং সাইয়িদিনা হযরত মুহাম্মদ (সা) যেহেতু আবদিয়াতের পূর্ণতায় সবার শীর্ষ স্থানীয়, তাই সমস্ত সৃষ্ট জগতের মধ্যে তিনি সেরা ও সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন। এ জন্যেই কুরআন শরীফের যেখানে যেখানে তাঁর বৈশিষ্ট্য ও কামালাত এবং তাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলার খাস খাস ইনামের উল্লেখ করা হয়েছে,

করলে দেখা যাবে এ দু'আ গুলোর প্রত্যেকটিই মারিফতে ইলাহীর এক একটি স্মারক স্তম্ভ এবং তাঁর রূহানী কামালিয়তে আল্লাহর সাথে তার নিবিড় অন্তরঙ্গতার প্রমাণবহ। এদিক থেকে দেখলে তাঁর প্রতিটি দু'আ একা একটি মু'জিয়া স্বরূপ। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওআইহি ও বারিক ও সাল্লিম।

এ দীন লেখকের একটা নিয়ম হচ্ছে, যখন কোন শিক্ষিত অমুসলিম ভদ্রলোকের কাছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরিচিতি তুলে ধরার সুযোগ হয়, তখন আমি তাঁর কয়েকটি দু'আ অবশ্যই তাঁকে শুনিতে দেই। শতকরা প্রায় একশ ভাগ ক্ষেত্রেই এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে ঐ শ্রেণীর ভদ্রলোকেরা সবচাইতে বেশি প্রভাবান্বিত হন এই দু'আ দ্বারা। আল্লাহকে চেনার ও তাঁর সাথে নিবিড় সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি যে এক সফল পুরুষ, এ ব্যাপারে তারপর তাদের কোন সন্দেহ থাকে না।

এ ভূমিকার পর এমন কয়েকখানি হাদীস পাঠ করুন, যে গুলোতে রাসূলুল্লাহ (সা) দু'আ করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন এবং গুলোর বরকত বয়ান করেছেন, দু'আর আদব বর্ণনা করেছেন অথবা এ ব্যাপারে কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন। তারপর এক বিশেষ তরতীব অনুসারে সে সব হাদীস লিখিত হবে, যে যেগুলোতে সে সব দু'আর উল্লেখ রয়েছে, যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে পেশ করেছেন অথবা উম্মতকে তিনি যেগুলোর শিক্ষা দিয়েছেন।

দু'আর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য

৭৮- عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.

৭৯. হযরত নু'মান ইব্ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, দু'আ নিজেই ইবাদত। তারপর তিনি এর সনদ স্বরূপ আয়াতখানা তিলাওয়াত করলেন : وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي الْخ

(তোমাদের প্রতি পালকের ফরমান : তোমরা আমার কাছে দু'আ ও যাক্বা প্রার্থনা কর, আমি কবুল করবো এবং দান করবো। যারা আমার ইবাদত থেকে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেবে তাদেরকে লাঞ্ছিত-অপদস্থ হয়ে অচিরেই জাহান্নামে যেতে হবে।)

(মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইব্ন মাজা)

ব্যাখ্যা : আসল হাদীস কেবল এতটুকু, দু'আ নিজেই ইবাদত। সম্ভবত হযর (সা)-এর এ বাণীর অতীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে এই যে, কেউ যেন এরূপ না ভাবে যে, বান্দা

যেমন তার যত্নরত বা প্রয়োজন পূরণ করার জন্যে অন্য দশটা চেষ্টা-তদবীর করে মাকে, দু'আও সেরূপ একটা চেষ্টা মাত্র। সে তার চেষ্টার ফল পেয়ে গেল। আর যদি কবুল না হয় তা হলে তার সে চেষ্টা বিফলে গেল। বরং দু'আ হচ্ছে সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন ধাচের ব্যাপার। আর তা হচ্ছে তা উদ্দেশ্য সিদ্ধির একটি উসীলা বা মাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও নিজেও একটি ইবাদত। আর এ হিসাবে তা তার একটি পবিত্র আমলও বটে যার ফল সে অবশ্যই আখিরাতে লাভ করবে।

যে আয়াতখানা তিনি সনদ স্বরূপ তিলাওয়াত করছেন তার দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ নিজেই ইবাদত। পরবর্তী হাদীসে দু'আকে ইবাদতের মগজ বা সার নির্ঘাস স্বরূপ বলা হয়েছে।

৭২- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ مَخُّ الْعِبَادَةِ (رواه الترمذی)

৭২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, দু'আ হচ্ছে ইবাদতের মগজ বা সার নির্ঘাস স্বরূপ। (জামে তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : ইবাদতের মূলকথা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিজের দীনতা হীনতা-নিঃস্বতা ও মুখাপেক্ষিতার অভিব্যক্তি। দু'আর আউয়াল আখির যাহির বাতিন সব কিছু হচ্ছে একটি। এজন্যে দু'আ যে ইবাদতের মগজ এবং সার নির্ঘাস, তাতে সন্দেহ নেই।

৭৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ (رواه الترمذی وابن ماجه)

৭৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহর নিকট দু'আর চাইতে প্রিয়তর কোন আমল নেই। (তিরমিযী ও ইব্ন মাজা)

ব্যাখ্যা : যখন জানা গেল যে, দু'আ ইবাদতের মগজ ও সারনির্ঘাস এবং ইবাদতই মানব সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য, তখন স্বতঃসিদ্ধভাবে সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, মানুষের আমল সমূহের মধ্যে এবং তার হালসমূহের মধ্যে দু'আই সর্বোত্তম এবং সবচাইতে মূল্যবান। আল্লাহর রহমত ও করুণা দৃষ্টি আকর্ষণের সর্বাধিক ক্ষমতা এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে।

৭৬- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
فَتَحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فَتَحَ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سَأَلَ اللَّهُ
شَيْئًا يَغْنِي أَحَبَّ إِلَيْهِ عَنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ (رواه الترمذی)

৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির জন্য দু'আর দরজা খুলে গেছে, তার জন্য রহমতের দরজা উন্মুক্ত হয়ে গেছে। আর আল্লাহর নিকট এর চাইতে প্রিয়তর আর কিছু নেই যে, বান্দা তার কাছে আফিয়ত প্রার্থনা করবে। (জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : আফিয়তের মর্ম হচ্ছে এই যে, তাবৎ ইহলৌকিক পারলৌকিক যাহেরী বাতেনী আপদ-বিপদ ও বালা-মুসীবত থেকে বান্দা নিরাপদ ও হিফায়তে থাকবে। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আফিয়াত প্রার্থনা করে, সে যেন প্রকাশ্যে স্বীকারোক্তি করে যে, আল্লাহর ফসল ও করম, তাঁর সদয় দৃষ্টি এবং হিফায়ত ছাড়া সে জীবিত ও সুস্থ পর্যন্ত থাকতে পারে না। ছোটবড় কোন বিপদ থেকেও সে নিজে আত্মরক্ষা করতে অপারগ। তাই এরূপ দু'আই নিজের পূর্ণ দীনতা-হীনতা ও মুখাপেক্ষিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন এবং একটিই আবদীয়তের কামালিয়ত। এজন্যেই বান্দার আফিয়তের দু'আ আল্লাহর নিকট সকল দু'আর চাইতে প্রিয়তম।

দ্বিতীয় যে কথাটি এ হাদীসে বলা হয়েছে, তা হ'লো, যার জন্যে দু'আর দরজা খুলে গেছে অর্থাৎ দু'আর হাকীকত যে পেয়ে গেছে, অর্থাৎ যার কাছে দু'আর রহস্য উন্মোচিত হয়ে গেছে, আল্লাহর কাছে যাক্ষণ করার কৌশল যার রঙ হয়ে গেছে, তার জন্যে রহমতে ইলাহীর দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেছে। দু'আ আসলে সে সমস্ত দু'আ বোধক শব্দের নাম নয়, যা রসনার দ্বারা উচ্চারিত হয়ে থাকে, এ শব্দগুলিকে তো বেশি থেকে বেশি দু'আর বহিরাবরণ বলা চলে। দু'আর হাকীকত হচ্ছে মানুষের কলব ও রুহের তলব ও তড়পানি, তার হৃদয়-মনের আকুলি, বিকুলি ও আকুতি। হাদীসে পাকে এ বিশেষ অবস্থা সৃষ্টিকেই দু'আর দরজা খোলা বলে অভিহিত করা হয়েছে। বান্দা যখন তা পেয়ে যায় তখন রহমতের দরজা তার জন্যে খুলেই যায়। আল্লাহ তা'আলা তা সকলকে নসীব করুন।

৭৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ (رواه الترمذی)

৭৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে যাক্ষণ করেনা, আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। - (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : এ দুনিয়ায় এমন কেউ নেই, যার কাছে যাক্ষণ না করলে অসন্তুষ্ট হয়। পিতামাতা পর্যন্ত তাদের সন্তান সবসময় তাদের কাছে এটা-ওটা চাইতে থাকলে ত্যাক্ত-বিরক্ত হয়ে যান। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ হাদীস বলে দিচ্ছে আল্লাহ তা'আলা এতই রহীম করীম-দয়ালু ও বদান্যশীল, তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি এতই সদয় ও মেহেরবান যে, যে-বান্দা তাঁর কাছে যাক্ষণ করে না, তিনি তার প্রতি ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হন। যাক্ষণ করলে আদর-মমতা আরো বেড়ে যায়। উপরের হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহর কাছে বান্দার সবচাইতে প্রিয় আমল হচ্ছে তার দু'আ ও প্রার্থনা। لَكَ الْحَمْدُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

৭৬- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ
إِنْتِظَارُ الْفَرَجِ. (رواه الترمذی)

৭৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আল্লাহর কাছে তাঁর ফসল প্রার্থনা কর (অর্থাৎ দু'আ কর যেন তাঁর ফসল ও করম দান করেন) কেননা আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত প্রিয় যে, তাঁর বান্দা তাঁর কাছে যাক্ষণ করবে।

তিনি আরো বলেন, (আল্লাহ তা'আলার যমল ও করমের প্রতি আস্থা রেখে) এ আশা অন্তরে পোষণ করা যে, তিনি তাঁর ফসল ও করমে বালা-মুসীবত ও দুর্গতির অবসান ঘটাবেন, তা হচ্ছে উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত। (কেননা তাতে আল্লাহর দরবারে নিজের অক্ষমতা ও কাণ্ডালপনার স্বীকারোক্তি ও আকুতি রয়েছে)।

- (জামে' তিরমিযী)

দু'আর মকবুলিয়ত ও উপকারিতা

৭৭- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزَلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالْدُّعَاءِ
(رواه الترمذی ورواه احمد عن معاذ بن جبل)

৭৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, দু'আ বালা-মুসীবতের ব্যাপারেও উপকারী, যা এসে পড়েছে এবং সে সবার ব্যাপারেও উপকারী, যেগুলো এখনো আসেনি। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা! দু'আর ব্যাপারে নিষ্ঠাবান ও যত্নবান হও। (জামে' তিরমিযী)

ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদ এ হাদীসখানা আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর স্থলে মু'আয ইবন জাবাল (রা)-এর যবানীতে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : এর মর্ম হচ্ছে, যে সমস্ত বালা-মুসীবত এখনো নাযিল হয়নি, কেবল এগুলোর আশঙ্কা বা সন্দেহই রয়েছে, সেগুলো থেকে হিফায়তের জন্যও আল্লাহর কাছে দু'আ করা চাই। ইনশাআল্লাহ তাতে ফায়দা হবে। আর যে বালা-মুসীবত ইতিমধ্যেই নাযিল হয়ে গেছে তা প্রতিরোধের জন্যেও যদি দু'আ করা হয় ইনশাআল্লাহ তাও উপকারে আসবে এবং আল্লাহ তা'আলা তা দূর করে দিয়ে আফিয়াত দান করবেন।

৭৮. عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَبَّكُمْ حَيُّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا (رواه الترمذی وابو داؤد)

৭৮. হযরত সালমান ফারসী (রা) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের প্রভু-পরোয়ারদিগার অত্যন্ত লজ্জাশীল ও বদান্যশীল। যখন বান্দা তাঁর দরবারে তার দুটি হাত পাতে তখন তা খালি ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন। (কিছু না কিছু দানের ফয়সালা তিনি করেনই।) - (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

৭৭. عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِكُمْ وَيَدْرُ لَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ تَدْعُونَ اللَّهَ فِي لَيْلِكُمْ وَنَهَارِكُمْ فَإِنَّ الدُّعَاءَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ (رواه ابو يعلى فى مسنده)

৭৭. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে এমন দুটি আমল বাতলে দেব না, যা তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুদের কবল থেকে রক্ষা করবে এবং তোমাদেরকে তোমাদের জীবিকা দেওয়াবে। তা হচ্ছে এই যে, তোমরা অহোরাত্র আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করবে। কেননা দু'আ হচ্ছে মু'মিনের হাতিয়ার স্বরূপ। (অর্থাৎ এর বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে।)

-(মুসনদে আবু ইয়াল্লা মুসেলী)

ব্যাখ্যা : আসল দু'আ হচ্ছে ঐটি, যা অন্তরের গভীর থেকে নিঃসৃত এবং এই একীন-বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে, যমীন আসমানের সকল সম্পদ ভাণ্ডার একমাত্র আল্লাহরই ইখতিয়ারে রয়েছে। আর তিনি তাঁর দরজার ভিখারী বান্দাদেরকে দান করে

থাকেন। আমি কেবল তখনই তা পেতে পারি, যখন তিনি তা আমাকে দান করবেন। তাঁর দরজা ছাড়া আর কোথাও আমি তা পাবো না। এ বিশ্বাস এবং নিজের একান্ত মুখাপেক্ষিতা এবং চরম নিঃস্বতার অনুভূতি সংক্রান্ত যে অবস্থার উদ্বেক বান্দার অন্তরে হয়ে থাকে, যাকে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে اضطرار তাই হচ্ছে দু'আর প্রাণ। প্রকৃতপক্ষে বান্দা যখন এমন আকুতি নিয়ে কোন শত্রুর হামলা অথবা অন্য কোন বালা-মুসীবত থেকে রক্ষার জন্যে অথবা জীবিকা প্রশস্ত হওয়ার জন্যে অথবা এ জাতীয় অন্য কোন আম বা খাস প্রয়োজনে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করে তখন ঐ বদান্যশীল মহান সত্তার সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, তিনি ঐ দু'আ কবুল করেন। এজন্যে দু'আ নিঃসন্দেহে ঐ সব বান্দার অনেক বড় হাতিয়ার বা অস্ত্রকোষ, যাদের ঈমান ও একীনের দৌলত এবং দু'আর রূহ ও হাকীকত নসীব হয়েছে।

দু'আর ব্যাপারে কয়েকটি দিকনির্দেশনা

রাসূলুল্লাহ (সা) দু'আর ব্যাপারে কতিপয় দিকনির্দেশনাও দিয়েছেন। দু'আ করার সময় বান্দার সেদিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখা দরকার।

৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ قَلْبُ غَافِلٌ لَهُ (رواه الترمذی)

৮০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যখন আল্লাহর দরবারে দু'আ করবে তখন তা এ দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে করবে যে, তিনি তা অবশ্যই কবুল করবেন এবং প্রার্থিত বস্তু দান করবেন। জেনে রেখো, আল্লাহ কখনো এমন ব্যক্তির দু'আ কবুল করবেন না, দু'আ কালে যার অন্তর গাফেল বা আল্লাহর প্রতি বে-পরোয়া থাকবে। - (জামে তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : হাদীসটির মর্ম হচ্ছে এই যে, দু'আর সময় দেল পুরোপুটি আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট হওয়া চাই। তাঁর করীমী তথা বদান্যতার প্রতি দৃষ্টি রেখে একীনের সাথে কবুলিয়তের আশা রাখতে হবে। দোদুল্যমানতা এবং প্রত্যয়হীন দু'আ হবে প্রাণহীন।

৮১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ إِرْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ أَرْزُقْنِي إِنْ شِئْتَ وَلْيَعْزِمِ مَسْئَلَتَهُ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَلَا مَكْرَهَ لَهُ (رواه البخاری)

৮১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যকার কেউ দু'আ করবে তখন এরূপ বলবে না, হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে মাফ কর, তুমি চাইলে আমাকে দয়া কর, তুমি চাইলে আমাকে জীবিকা দান কর। বরং নিজের পক্ষ থেকে পূর্ণ দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে এবং নিশ্চয়তা সহকারে আল্লাহর দরগায় দু'আ করবে। নিশ্চয়ই তিনি যা চাইবেন তাই করবেন, কেউ তাকে চাপ দিয়ে কিছু করতে পারবে না।

-(বুখারী)

ব্যাখ্যা : এর মর্ম হচ্ছে, দৈন্য ও অক্ষমতা, নিজের কাঙালপনা ও মুখাপেক্ষিতার দাবী হচ্ছে, বান্দা তার সদয় মেরেবান প্রভুর দরবারে সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত ও দোদুল্য মাবতামুক্ত হৃদয়মন ও বিশ্বাস নিয়ে তার হাজত পেশ করবে। এরূপ বলবে না যে, হে আল্লাহ, তুমি যদি চাও তা হলে দাও। এতে কিছুটা বেপরোয়া মনোভাবের অভিব্যক্তি ঘটে। এটা মাকামে আবদিয়াত ও প্রার্থনার পরিপন্থী। (ভাবখানা যেন এই, তুমি না দিলেও তেমন কিছু যায়-আসে না) এভাবে দু'আ মোটেও প্রাণবন্ত হয় না। তাই বান্দার উচিত এরূপ বলা যে, হে আমার প্রভু, হে আমার দয়াল মনিব! আমার এ অভাব তোমাকে মিটাতে হবে (তুমি ছাড়া কে আমার অভাব মিটাতে, প্রার্থনা কবুল করবে?) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি যা চাইবেন তাই করবেন, এমন কোন সত্তা নেই যে তাঁর উপর চাপ প্রয়োগ করে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবে।

৮২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ فَلْيَكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ (رواه الترمذی)

৮২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি চায়, যে, বিপদ-আপদে আল্লাহ তার দু'আ কবুল করুন, তার উচিত সচ্ছল সময়ে বেশি বেশি করে দু'আ করা।

-(জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যারা কেবল দুর্দিনে ও সঙ্কটকালেই আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট হয় এবং কেবল ঐ সময় আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি ও ফরিয়াদ করে থাকে তাঁর কাছে হাত কেবল ঐ সময়ই তাদের উঠে। আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক খুবই দুর্বল থাকে। আল্লাহর রহমতের প্রতি তাদের তেমন ভরসাও থাকেনা, যাতে দু'আয় প্রাণ সঞ্চর হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, যে বান্দা সর্বাবস্থায় দু'আ ও ফরিয়াদে অভ্যস্ত আল্লাহ তা'আলার সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। আল্লাহর রহম ও করমের প্রতি তাদের দৃঢ় ভরসাও থাকে। এজন্যে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই তাদের দু'আ হয়

প্রাণবন্ত। রাসূলুল্লাহ (সা) এ হাদীসে এ হিদায়াতই দিয়েছেন যে, বান্দার উচিত স্বাভাবিক অবস্থায় এবং সচ্ছল সময়ে সে যেন আল্লাহর দরবারে বেশি বেশি দু'আর অভ্যাস ঘড়ে তোলে। তাহলে তার সেই মর্যাদা হাসিল হবে যে, সঙ্কট কালে তার দু'আ ও ফরিয়াদ বিশেষভাবে কবুল হওয়ার মত হবে।

দু'আয় তাড়াহুড়া করতে বারণ

দু'আ হচ্ছে বান্দার তরফ থেকে সর্বশক্তিমান সকল ইখতিয়ারের মালিক আল্লাহর দরবারে আবেদন-নিবেদন স্বরূপ। তিনি ইচ্ছে করলে দু'আর মুহূর্তেই নগদ নগদ প্রার্থনা পূরণ করে তাকে তার প্রার্থিত বস্তু দিতে পারেন। কিন্তু এটা তাঁর হিকমত সিদ্ধ নয় যে যালুম ও যাহুল তথা এক বেঁহুশ গোঁয়ার বান্দার খাহেশ বা প্রবৃত্তির তিনি এতই পাবন্দী করবেন যে, যখন যা চাইল তখন তাই তাকে দিয়ে দিলেন, বরং অনেক সময় খোদ বান্দার মঙ্গল তা তাৎক্ষণিকভাবে না দেওয়ার মধ্যেই নিহিত থাকে। কিন্তু স্বভাগতভাবে তাড়াহুড়া পছন্দ মানুষ চায় যে, তার প্রার্থনা নগদ নগদ পূরণ করে তাৎক্ষণিকভাবে তার প্রার্থিত বস্তু তাকে দিয়ে দেওয়া হোক। যখন সে দু'আ তাৎক্ষণিক কবুল হওয়ার কোন লক্ষণ দেখতে পায় না, তখন নিরাশ ও হতাশ হয়ে সে দু'আ করাই ক্ষান্ত দেয়। এটা মানুষের এমনি একটা ভুল যে, সে-ও তার দু'আর কবুলিয়তের যোগ্যতা তাতে হারিয়ে বসে। তার এই তাড়াহুড়াই তখন যেন তার বঞ্চনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৮৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يُعْجَلْ فَيَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي

(رواه البخارى ومسلم)

৮৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ তোমাদের দু'আ তখন পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য থাকে যাবৎ না তোমরা তাড়াহুড়া কর। (তাড়াহুড়া হচ্ছে এটা যে,) বান্দা বলতে শুরু করে দেয়, আমি তো দু'আ করেছি, কিন্তু আমার দু'আ কবুল হয় নি।

-(বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা : এর মর্ম হচ্ছে এই যে, নিজের তাড়াহুড়া ও অস্থিরতার জন্যে বান্দা তার কুবুলিয়তের যোগ্যতা হারিয়ে বসে। এজন্যে বান্দার উচিত সর্বদা তাঁর দরজার ফকীর হয়ে থাকা এবং সর্বদা দু'আ করতে থাকা। তার এ দৃঢ় প্রত্যয় ও আশা পোষণ করা উচিত যে, তুরা হোক আর দেরীতেই হোক, আমার মনিব মাওলা অবশ্যই আমার দু'আ শুনবেন। তাঁর রহমতের দৃষ্টি আমার দিকে নিবিষ্ট হবে। কখনো কখনো কোন

বিশুদ্ধচিত্ত যাত্রাকারীর আন্তরিক দু'আও এজন্যে তাৎক্ষণিকভাবে কবুল করা হয় না, যেন সে তার এ নির্মল চিত্তের আন্তরিক দু'আ সে অব্যাহত ভাবে চালিয়ে যায়, যা তার উন্নতি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের বিশেষ মাধ্যম বা ওসীলা হয়ে যায়। তার ইচ্ছা অনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে সে দু'আ কবুল করে ফেললে এ বিরাট নিয়ামত থেকে সে বঞ্চিত হয়ে যেতো!

হারাম ভোগীর দু'আ কবুল হয় না

৪৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبَّ يَا رَبَّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدَى بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ (رواه مسلم)

৮৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, “লোক সকল! আল্লাহ নিজে পাক, তিনি কেবল পাকই কবুল করেন। এ ব্যাপারে তিনি যে আদেশ তাঁর প্রেরিত পুরুষগণকে দিয়েছেন ঠিক সে আদেশই মু'মিন বান্দাদেরকেও দিয়েছেন। নবী রাসূলগণের প্রতি তাঁর নির্দেশ :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

-হে রসূলগণ! আপনারা পাক-পবিত্র খাবার খাবেন এবং নেক আমল করবেন আমি আপনাদের আমল সম্পর্কে সম্যক অবগত।

ঈমানদারদেরকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

হে ঈমানদারগণ! আমার দেয়া রিজিক থেকে হালাল ও পাক রিজিক তোমরা খাবে (এবং হারাম রিজিক বর্জন করবে)।

তারপর হযুর (সা) এমন এক ব্যক্তির উল্লেখ করলেন, যে দীর্ঘ সফর করে (কোন পবিত্র স্থানে এমন অবস্থায়) যায়, তার চুল অবিন্যস্ত, গায়ের কাপড়গুলি ধূসরিত আকাশ পানে হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক ফরিয়াদ করে, হে আমার প্রভু, হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাবার হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পরনের কাপড় হারাম এবং হারাম খাদ্যের দ্বারা তার দেহ পরিপুষ্ট হয়েছে। এমন ব্যক্তির দু'আ কেমন করে কবুল হবে ?

-(সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : আজ অনেক প্রার্থনাকারীর মনে এই প্রশ্ন জাগে, দু'আ ও তার কবুলিয়ত বরহক, যারা দু'আ করে তাদের জন্যে আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে :

أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

“তোমরা আমার কাছে যাত্রা কর আমি তা কবুল করবো।” তা হলে আমাদের দু'আ কবুল হয়না কেন ?

এ হাদীসে এ প্রশ্নের পূর্ণ জবাব দেয়া হয়েছে। আজ যারা দু'আ করছেন তাদের কয় জন এমন আছেন, যারা তাদের পানাহারের ব্যাপারে ষোল আনা নিশ্চিত আছেন যে, তারা যা খাচ্ছেন বা পরছেন তার সবটাই হালাল ও পাক। আল্লাহ তা'আলা আমাদের অবস্থার উপর রহম করুন!

নিষিদ্ধ দু'আ

মানব প্রকৃতিগত দিক থেকে অধীর, অধৈর্য এবং অল্পতেই ভড়কে যাওয়া বা ঘাবড়ে যাওয়াই তার স্বভাব। তার জ্ঞানের পরিধিও খুবই সীমিত। তাই কোন কোন সময় সে এমন দু'আও করে বসে, যা কবুল হয়ে গেলে নিজেরই ক্ষতি হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ দু'আ থেকে বারণ করেছেন।

৪৭- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ وَلَا تَوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْئَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ (رواه مسلم)

৮৫. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা কখনো নিজেদের উপর অভিশাপ দিওনা, কখনো নিজেদের সন্তানদের উপর অভিশাপ দিওনা, তোমাদের ধনসম্পদের উপর অভিশাপ দিওনা। এমন না হয়ে যায় যে, সময় ক্ষণটি

এমন কবুলিয়তের, যখন আল্লাহ যাই চাওয়া হয় তাই দিয়ে দেন। ফলে তোমাদের সে অভিশাপ বা বদ দু'আ কবুল হয়ে গেল! (ফলে তুমি নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়লে বা তোমার সন্তানরা বা তোমার সম্পদ সে অভিশাপের কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়লে)।

-(সহীহ মুসলিম)

৪৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرَهُ إِلَّا خَيْرًا (رواه مسلم)

৮৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা না করে অথবা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মৃত্যুর জন্যে যেন আল্লাহর নিকট দু'আ না করে। কেননা মৃত্যুর সাথে সাথে আমলের ধারা বন্ধ হয়ে যায়। (ফলে আল্লাহর সন্তুষ্টির কোন আমলই আর বান্দা করতে পারে না। যে আমলই করতে হবে জীবন কালেই তা করতে হবে) আর মু'মিন বান্দার আয়ু কেবল কল্যাণই বৃদ্ধি করে থাকে। (এজন্য মৃত্যুকামনা একটি মন্ত বড় ভুল।)

-(মুসলিম)।

৪৭- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْعُوا بِالْمَوْتِ وَلَا تَتَمَنَوْهُ فَمَنْ كَانَ دَاعِيًا لَا بُدَّ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي (رواه النسائي)

৮৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা মৃত্যুর দু'আ ও আকাঙ্ক্ষা করবে না। কেউ যদি একান্তই সেরূপ দু'আ করতেই চায় (অর্থাৎ তার জীবন তার জন্য দুর্বিষহ হয়ে উঠে) তাহলে বলবে :

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَ الدِّيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي

- হে আল্লাহ! যে পর্যন্ত বেঁচে থাকা আমার জন্যে কল্যাণকর, সে পর্যন্ত আমাকে বাঁচিয়ে রাখ; আর যখন মৃত্যুই আমার জন্যে শ্রেয় তখন আমাকে মৃত্যু দান কর।

-(সুনানে নাসায়ী)

ব্যাখ্যা : (এ হাদীস সমূহে আসলে সে মৃত্যুর দু'আ বা আকাঙ্ক্ষা থেকেই বারণ করা হয়েছে, যা কোন কষ্ট বা বিপদে পড়ে কেউ কামনা করে থাকে। কোন কোন হাদীসে তার স্পষ্ট উল্লেখও আছে। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসের পাঠেই আছে—

لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ (الْحَدِيثُ)

(তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন তার উপর আপতিত কোন কষ্ট বা বিপদের দরুন মৃত্যু কামনা না করে।)

এমন অবস্থায় মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা ও দু'আ নিষিদ্ধ হওয়ার একটি কারণ তো হচ্ছে এই যে, তা সবার বা ধৈর্যের পরিপন্থী। তার অপর ও ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হলো, মানুষ যতক্ষণ জীবিত থাকে ততক্ষণ তার জন্যে তওবা-ইস্তিগাফরের মাধ্যমে নিজেকে পাক-সাফ করা এবং ইবাদত-বন্দেগী ও নেক আমলের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথ তার জন্যে খোলা থাকে, তাই মৃত্যুর দু'আ আসলে সে খোলা দরজাটা বন্ধ করারই দু'আ হয়ে দাঁড়ায়। বলাবাহুল্য তাতে বান্দার কেবল ক্ষতিই ক্ষতি। অবশ্য আল্লাহর খাস নৈকট্যধন্য বান্দা যখন তার নির্ধারিত সময় ঘনিজে আসে, তখন দীদারে এলাহীর আগ্রহের প্রাবল্যের দরুন কখনো কখনো মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা সূচক বাক্য তার মুখ দিয়ে বের হয়ে আসে। কুরআন হাদীসে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের দু'আ উক্ত হয়েছে এরূপ—

فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

- হে আসমান যমীনের শ্রষ্টা, দুনিয়া ও আখিরাতে তুমিই আমার মাওলা-মুনিব। আমাকে এমন অবস্থায় দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নাও যখন আমি তোমার পূর্ণ অনুগত বান্দা এবং আমাকে তোমার নেককার বান্দাদের সাথে মিলিয়ে নাও।

অনুরূপ জীবনের অন্তিম মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'আ :

اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى

(হে আল্লাহ! আমি রফীকে আলা তথা শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সন্নিধান কামনা করছি) এ ধরনের দু'আ।

দু'আর কয়েকটি আদব

এক : সর্ব প্রথম নিজের জন্যে দু'আ করা : দু'আর একটি আদব হচ্ছে যখন অন্য কারো জন্যে দু'আ করতে হয়, তখন যদি কেবল অপরের জন্যই দু'আ করা হয়

তা হলে তা কোন মুখাপেক্ষী দু'আ প্রার্থীর দু'আ না হয়ে অনেকটা সুপারিশের পর্যায়ে দু'আ হয়ে যাবে। আর এটা দরবারে ইলাহীর কোন কৃপাপ্রার্থীর জন্যে আদৌ সমীচীন বা শোভনীয় নয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এরও নিয়ম ছিল, যখন তিনি অন্য কারো জন্যে দু'আ করতে চাইতেন তখন তিনি প্রথমে নিজের জন্যে দু'আ চেয়ে নিতেন। আবদিয়েতে কামেলার দাবী তাই।

৪৮- عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا فَدَعَا لَهُ بِدَأْ بِنَفْسِهِ (رواه الترمذی)

৮৮. হযরত উবাই ইব্ন কা'আব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কাউকে স্মরণ করতেন এবং তার জন্যে দু'আ করতেন তখন তিনি প্রথমে নিজের জন্যে দু'আ করতেন তারপর সেই ব্যক্তির জন্যে দু'আ করতেন। -(জামে' তিরমিযী)

দুই : হাত তুলে দু'আ করা

৪৯- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَلُوا اللَّهَ بِبُطُونِ أَكْفُكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ

بِظُهُورِهَا فَإِذَا فَرَعْتُمْ فَاْمَسَحُوا بِهَا وَجُوهَكُمْ (رواه ابوداؤد)

৮৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহর দরবারে এমনিভাবে হাত উঠিয়ে দু'আ কর যে, হাতের সম্মুখ দিক তোমার সম্মুখ দিকে থাকবে। হাত উল্টো করে দু'আ করবে না। আর যখন দু'আ শেষ হবে তখন উঠানো হাত দুটো নিজের মুখমণ্ডলে মুছে নেবে। -(সুনানে আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : অন্যান্য হাদীসে আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) কোন আগত বা আসন্ন সঙ্কট বা বালা-মুসীবত ঠেকানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করতেন তখন হস্তদ্বয়ের পিছন দিক আসমানের দিকে থাকতো, আর যখন দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কল্যাণের দু'আ করতেন তখন তিনি সিধা হাতে দু'আ করতেন যেমনটি কোন যাত্রাকারীর হাত বাড়িয়ে দিয়ে দু'আ করা চাই। এর আলোকে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) এর ঐ হাদীসের মর্মও এই যে, যখন আল্লাহর কাছে নিজের কোন কাজিত মঙ্গল প্রার্থনা করে দু'আ করা হবে, তখন তাঁর সম্মুখে ভিত্তারীর মত হাত পেতে সিধা হাতে দু'আ করতে হবে এবং সর্বশেষে সেই পাতা হাত দুটো নিজের মুখমণ্ডলে এ ধারণা বা কল্পনা করে মুছে নেবে যে, এ হাতগুলো আর শূন্য নেই। দয়াল প্রভু পরোয়ার দিগারের রহমত ও বরকতের কিছু না কিছু অবশ্যই এ হাত গুলোতে পড়েছে।

৯০- عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ (رواه ابو داؤد والبيهقى)

৯০. সাইব ইব্ন য়াযীদ তাবেরী তাঁর পিতা হযরত য়াযীদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন ছামামা (রা)-এর যবানীতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা)-এর নিয়ম ছিল, যখন তিনি দু'আ করতেন তখন হাত দুটি উর্ধ্বদিকে উঠাতেন এবং শেষে দুহাত দিয়ে মুখমণ্ডল মুছে নিতেন। -(সুনানে আবু সাঈদ, দাওয়াতে কবীর; বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : দু'আ কালে হাত উঠানো এবং মুখমণ্ডলে হাত মুছে নেয়ার বিবরণ রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে কাছাকাছি রিওয়ায়াত সমূহের দ্বারা প্রমাণিত। যারা এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন হযরত আনাস (রা) এর একটি হাদীসের দ্বারা তারা প্রভাবান্বিত হয়ে এ ভুল বুজাবুজির শিকার হয়েছে। ঈমাম নবভী তার শরহে মুহাযযাব (শَرْحُ مُهَذَّبٍ) গ্রন্থে এ সংক্রান্ত প্রায় ত্রিশ খানা হাদীস সঙ্কলিত করে তাদের ভুল বুজাবুজির স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ তিনি তাঁদের মতের খণ্ডন করে দিয়েছেন। অনুবাদক)

তিন : দু'আর শুরুতে হাম্দ ও সালাত পাঠ

৯১- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَوَتِهِ لَمْ يَحْمِدِ اللَّهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَلَ هَذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوَلْغَيْرِهِ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالتَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ (رواه الترمذی وابو داؤد والنسائی)

৯২. ফুযালা ইব্ন উবায়দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে নামাযে দু'আ করতে শুনলেন। দু'আর পূর্বে সে না আল্লাহ তা'আলার হাম্দ করলো আর না নবী করীম (সা)-এর প্রতি সালাত সালাম (দরুদ) প্রেরণ করলো। তখন তিনি বললেন : এ লোকটি দু'আর ব্যাপারে বহু তাড়াহুড়া করে

ফেললো। তারপর তিনি লোকটিকে ডেকে তাকে বা তার উপস্থিতিতে তাকে শুনিয়ে অন্যদেরকে লক্ষ্য করে বললেন :

“যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি নামায পড়ে তখন তার উচিত প্রথমে আল্লাহর হাম্দ ও ছানা (স্তব্ধত্ব) করবে তারপর নবী করীম (সা)-এর প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণ করবে। তারপর যা মনে চায় দু'আ করবে।”

-(জামে' তিরমিযী সুনানে আবু দাউদ ও নাসায়ী)

চার : দু'আর শেষে 'আমীন' বলা

৯২- عَنْ أَبِي زُهَيْرٍ النُّمَيْرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَاتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَحْ فِي الْمَسْئَلَةِ فَوَقَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ مِنْهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ أَنْ خَتَمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ بَيَّ شَيْءٌ يَخْتِمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِأَمِينٍ فَإِنَّهُ أَنْ خَتَمَ بِأَمِينٍ فَقَدْ أَوْجَبَ (رواه أبو داود)

৯২. হযরত আবু হুমায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক রাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বের হলাম। আমরা এমন এক ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত হলাম, যে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী কাকুতি-মিনতি সহকারে দু'আ করছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার সে কাকুতি-মিনতিপূর্ণ দু'আ শুনে লাগলেন।

তখন তিনি বললেন : أَوْجَبَ أَنْ خَتَمَ

“এ ব্যক্তি তো প্রার্থিত বস্তুর ফয়সলা করেই নিল যদি সে ঠিকমত খতম করতে পারে বা সীল-মোহর লাগাতে পারে।”

তখন সম্প্রদায়ের একব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো : হযরত, খতম করার বা ঠিকমত মোহর লাগানোর পন্থা কি ?

জবাবে তিনি বললেন : সর্বশেষে আমীন বলে দু'আ শেষ করবে। (যদি সে এরূপ করে তা হলে আল্লাহর নিকট দু'আ গ্রহণ করিয়েই নিল।) - (আবু দাউদ)

১. সালাত শব্দটি দরুদ ও নামায উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে নবী করীম (সা)-এর প্রতি সালাত বলতে আমরা দরুদ এবং শুধু সালাত অর্থে নামায ধরে নিতে পারি। প্রচলিত দরুদ ও নামায ফার্সী ভাষার শব্দ হওয়ায় ইদানীং তার আসল আরবী শব্দ ব্যবহারের চেষ্টা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পুস্তকাদিতে চালানো হচ্ছে। সালাত শব্দটি সাধারণ দরুদ রূপে বেশী পরিচিত বিধায় এখানে নামায শব্দটি ব্যবহার করতে হয়েছে। - অনুবাদক

ব্যাখ্যা : খতম শব্দটি শেষ করা এবং মোহরাক্ষিত করা দু'অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ দুটি একই শব্দের দুটি প্রকাশভঙ্গি। এজন্যে তরজমায় দুটি শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। হাদীছের আসল শিক্ষা প্রত্যেক দু'আ শেষে বান্দার 'আমীন' বলা চাই। এর অর্থ হচ্ছে, হে আল্লাহ! আমার এ দু'আটি কবুল করুন। এই বলেই দু'আ খতম করা উচিত। এর হিকমত অব্যবহিত পূর্বেই লিখা হয়েছে।

পাঁচ : ছোটদের কাছেও দু'আর দরখাস্ত করা

৯৩- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ فَاذَنْ وَقَالَ أَشْرَكْنَا يَا أُخَيَّ فِي دُعَائِكَ وَلَا تَنْيِنَا فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي أَنْ لِي بِهَا الدُّنْيَا (رواه أبو داود والترمذی)

৯৩. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উমরার উদ্দেশ্যে মক্কা যাত্রার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন এবং বললেন :

“ভাই, তোমার দু'আয় আমাদেরকেও শরীক রাখবে এবং আমাদেরকে ভুলে যাবে না কিছু।”

হযরত উমর (রা) বলেন, আল্লাহর নবী (সা) আমাকে (ভাই বলে) যে শব্দটি বললেন, তার বিনিময়ে গোটা সংসার দিয়ে দিলেও আমি রাজী বা খুশি হবো না।

-(আবু দাউদ, তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির দ্বারা বুঝা গেল যে, দু'আ এমনি একটি মূল্যবান ব্যাপার, যার দরখাস্ত বড়দেরও ছোটদের কাছে করা উচিত। বিশেষতঃ যখন তারা কোন মকবুল আমল বা পবিত্র স্থানের দিকে যাত্রা করে, যেখানে কবুলিয়তের বিশেষ আশা থাকে।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উমর (রা)-কে أُخَيَّ বা ভাইয়া বলে সম্বোধন করেছেন, যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ছোট ভাইটি। এতে হযরত উমর (রা) যে পরিমাণ আনন্দিত হয়েছেন (যা তিনি প্রকাশও করেছেন) তা যথার্থ। উপরন্তু হাদীসের দ্বারা হযরত উমর (রা)-এর মর্যাদা এবং আল্লাহর দরবারে তাঁর মকবুলিয়তের যে সাক্ষ্য পাওয়া গেল, এটি একটি বহুমূল্য সনদও বটে।

সে সব দু'আ, যেগুলো বিশেষ ভাবে কবুল হয়ে থাকে

৯৪- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ

رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ
أَمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِ - (رواه مسلم)

৯৪. হযরত আবু দ্বারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কোন মুসলমান যখন তার অনুপস্থিত কোন ভাইয়ের জন্যে দু'আ করে তখন তা কবুল হয়। তার কাছে একজন ফিরিশতা মোতামেন থাকেন, যার দায়িত্ব হলো যখন সে তার কোন ভাইয়ের জন্যে (অনুপস্থিতিতে) কোন মঙ্গলের দু'আ করবে তখন ঐ ফিরিশতা বলেন-আমীন তোমার এ দু'আ আল্লাহ কবুল করুন এবং তোমার জন্যে অনুরূপ মঙ্গল হোক। - (সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : গায়েবানা দু'আ কবুলিয়তের ও বরকতের যে বৈশিষ্ট্যের কথা ও হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, তার হেতু স্পষ্টতঃই তার ইখলাস বা অন্তরের নিষ্ঠার প্রাবল্য। এরূপ দু'আ যে নিছক মনোরঞ্জন বা দেখানোর জন্য হয় না, তা বলাই বাহুল্য।

৯৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَأَشَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ
وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ - (رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه)

৯৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তিন প্রকারের দু'আ বিশেষভাবে কবুল হয়ে থাকে। এগুলোর কবুলিয়ত সন্দেহাতীত :

১. সন্তানের জন্যে পিতামাতার দু'আ।
২. পরদেশী মুসাফিরের দু'আ।
৩. মযলুমের দু'আ।

-(জামে' তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ ও ইবন মাজা)

ব্যাখ্যা : এ দু'আগুলোর কবুলিয়তের রহস্য এগুলোর আন্তরিকতার মধ্যেই নিহিত। সন্তানের প্রতি পিতামাতার আন্তরিকতা তো সুস্পষ্ট। অনুরূপ বেচরা পরদেশী মুসাফির তার নিঃস্বতার জন্যে এবং মযলুম ব্যক্তি বেদনাক্লান্ত হওয়ার কারণে তাদের হৃদয়ও ভগ্নাবস্থায় থাকে এবং ভগ্ন হৃদয় আল্লাহর রহমত আকর্ষণের প্রচণ্ড ক্ষমতা রাখে।

৯৬- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَمْسُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لِهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ حَتَّى يَنْتَصِرَ
وَدَعْوَةُ الْحَاجِّ حَتَّى يَصْدَرَ وَدَعْوَةُ الْمُجَاهِدِ حَتَّى يَفْقَدَ

وَدَعْوَةُ الْمَرِيضِ حَتَّى يَبْرَأَ وَدَعْوَةُ الْإِخِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ثُمَّ
قَالَ وَاسْرِعْ هَذِهِ الدَّعَوَاتُ إجابة دَعْوَةِ الْإِخِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ
(رواه البيهقي في الدعوات الكبير)

৯৬, হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন, পাঁচ ব্যক্তির দু'আ বিশেষভাবে কবুল হয়ে থাকেঃ

১. মযলুমের দু'আ- যাবৎ না সে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।
 ২. হজযাত্রীর দু'আ - যাবৎ না সে নিজ ঘরে ফিরে আসে।
 ৩. আল্লাহর রাহে জিহাদকারী ব্যক্তির দু'আ-যাবৎ না সে শহীদ হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।
 ৪. ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির দু'আ- যাবৎ না সে নিরাময় হয়।
 ৫. এক ভাইয়ের জন্যে অপর ভাইয়ের গায়েবানা দু'আ।
- এ সব বর্ণনা করার পর তিনি বললেন : এগুলোর মধ্যে সবচাইতে দ্রুত কবুল হওয়ার মত দু'আ হচ্ছে কোন ভাইয়ের জন্যে গায়েবানা দু'আ।

- (দাওয়াতে কবীর : বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : দু'আ যদি প্রকৃতই দু'আ হয় আর দু'আ কারীর সন্তা এবং তার আমলের মধ্যে কোন কবুলিয়ত পরিপন্থী ব্যাপার-সাপ্যাপার না থাকে তা হলে সাধারণত দু'আ কবুলই হয়ে থাকে। কিন্তু মু'মিন বান্দার এমন কিছু বিশেষ হাল বা আমল থাকে যদ্বারা রহমতে ইলাহী বিশেষভাবে তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে থাকে এবং দু'আ কবুলের বিশেষ যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যায়। এ হাদীসে যে পাঁচ প্রকার দু'আর কথা বলা হয়েছে তন্মধ্যে মযলুমের দু'আ এবং গায়েবানা আর কথা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তারপর হজ্জ ও জিহাদ এমনি দুটি আমল, বান্দা যতক্ষণ তাতে লিপ্ত থাকে, ততক্ষণ যেন সে আল্লাহর দরবারেই উপস্থিত থাকে এবং তাঁর সন্নিধানেই থাকে। অনুরূপ মু'মিন বান্দার রোগব্যাদি তার পাপতাপ থেকে পবিত্রতা অর্জনের পথে বিরাট অগ্রগতির ওসীলা হয়ে থাকে। রোগভোগের শয্যায় শায়িত অবস্থায় সে বেলায়েতের অনেক সোপান অতিক্রম করে, এজন্য তার দু'আও বিশেষভাবে কবুল হয়ে থাকে।

দু'আ কবুলের বিশেষ বিশেষ হাল ও ক্ষণ-কাল

দু'আ কবুলের ব্যাপারে মৌলিক দখল যাকে দু'আ কারীর আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও তার সেই আন্তরিক হালের-যাকে কুরআন মজীদে ইয়তিরার (اضطرار) এবং ইবতিহাল (ابتهاال) বলে অভিহিত করা হয়েছে। এছাড়া কিছু খাস হাল ও খাস

ক্ষণকাল রয়েছে, যেগুলোতে আল্লাহর রহমত ও তাঁর ফয়ল-করমের আশা বেশিভাবে করা যেতে পারে + নিম্নে বর্ণিত হাদীস সমূহে সে বিশেষ হালসমূহও ক্ষণ-কালের দিকে ইঙ্গিত রাসূলুল্লাহ (সা) চিহ্নিত করে দিয়েছেন।

৯৭- عَنْ الْعَرَبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فَرِيضَةً فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ وَمَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ- (رواه الطبرانی فی الكبير)

৯৭. হযরত ইরবায় ইবন সারিয়া (রা)-থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি ফরয সালাত আদায় করে (এবং তারপর মনেপ্রাণে দু'আ করে) তার দু'আ কবুল হয়, আর যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ খতম করে (এবং দু'আ করে) তার দু'আও কবুল হয়ে থাকে। - (মু'জামে কাবীরঃ তাবারানী প্রণীত)

ব্যাখ্যা : সালাত বিশেষত ফরয সালাত এবং কুরআন মজীদ তিলাওয়াত কালে বান্দা আল্লাহ তা'আলার অনেক নিকটে অবস্থান করে। এ দু'সময় সে স্বয়ং বিশ্ব স্রষ্টা মনিবর সাথে কথা বলে থাকে। তবে শর্ত হচ্ছে তা প্রকৃত সালাত ও তিলাওয়াত হতে হবে। কেবল লোক দেখানো বা প্রথাগত সালাত ও তিলাওয়াত হলেই হবে না। এ দু'টি আমল যেন বান্দার মি'রাজ স্বরূপ। সুতরাং এ দুটি ইবাদত অস্তে বান্দা আল্লাহ তা'আলার কাছে যে দু'আ করে, তা আল্লাহর রহমত কর্তৃক অভ্যর্থনা পাওয়ার যোগ্যই বটে।

৯৮- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ لَا يَرُدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ- (رواه الترمذی و أبو داود)

৯৮. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে দু'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না। - (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

৯৯- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ التَّقَاءِ الصُّفُوفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعِنْدَ نَزُولِ الْغَيْثِ وَعِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَعِنْدَ رُؤْيَا الْكُفَّةِ- (رواه الطبرانی فی الكبير)

৯৯. হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : চারটি সময়ে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং দু'আ বিশেষ ভাবে কবুল হয়ে থাকে :

১. আল্লাহর রাহে লড়াই কালে,
২. আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ কালে (যখন রহমতের দৃশ্য থাকে),
৩. সালাতের ইকামতের সময় এবং
৪. কা'বা দর্শন কালে - (মু'জামে কাবীর : তাবারানী)

১০০- عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةُ مَوَاطِنَ لَا تَرَدُّ فِيهَا دَعْوَةُ رَجُلٍ يَكُونُ فِي بَرِيَّةٍ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ فَيَقُومُ وَيُصَلِّي وَرَجُلٌ يَكُونُ مَعَهُ فِتْنَةٌ فَيَفِرُّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ فَيَثْبُتُ وَرَجُلٌ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ (رواه ابن مندة فی مسنده)

১০০. হযরত রবী'আ ইবন ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তিনটি ক্ষেত্র এমন, যখন দু'আ করলে তা' প্রত্যাখ্যাত হয়না (অবশ্যই তা' কবুল হয়ে থাকে)

এক : কোন ব্যক্তি এমন কোন জনশূন্য প্রান্তরে যখন অবস্থান করে যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ তাকে দেখছে না, এমন অবস্থায় সে সালাতের জন্যে দাঁড়িয়ে যায়। তারপর সালাতেও দু'আ করে।

দুই : কোন ব্যক্তি জিহাদে দলবলসহ থাকে, এমন সময় তার দলবল তাকে একাকী রেখে পালিয়ে যায়; কিন্তু সে ব্যক্তি (শত্রুদের মধ্যে) দৃঢ়ভাবে অবস্থান করে (পালিয়ে যায় না এবং এ অবস্থায় দু'আ করে)

তিন : যে ব্যক্তি রাত্রের শেষ প্রহরে (শয্যা ত্যাগ করে) আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে দু'আ করে (তখন ঐ বান্দার দু'আ অবশ্যই কবুল হয়ে থাকে) - (মুসনাদে ইবন মুন্দা)

১০১- عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فِي اللَّيْلِ لِسَاعَةٍ لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْتَلُّ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ (رواه مسلم)

১০১. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে শুনেছি, রাত্রের মধ্যে এমন একটি বিশেষ সময় রয়েছে, ঐ সময় বান্দা আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের যে মঙ্গলই প্রার্থনা করুক না কেন আল্লাহ তাকে তা দিয়ে দেন। আর এটা কোন বিশেষ রাতের জন্যে নির্দিষ্ট নয়; বরং প্রতি রাতেই আল্লাহর এ দান অব্যাহত থাকে। - (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত ঐ হাদীসটি (মা'আরিফুল হাদীস-এর তৃতীয় খণ্ডে) তাহাজ্জুদ প্রসঙ্গে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বরাতে উদ্ধৃত হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে :

যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকী থাকে তখন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হন এবং স্বয়ং তাঁর পক্ষ থেকে ধনিত হয়ঃ আছো কোন যাজ্ঞকারী যাকে আমি দান করবো ? আছো কোন মার্জনা প্রার্থী, যাকে আমি দান করবো ? আছো কেউ প্রার্থনাকারী - যার প্রার্থনা আমি বঞ্চিত করবো ?

এ হাদীসের আলোকে সুনির্ধারিত ভাবে চিহ্নিত হয়ে যায় যে, হযরত জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসে প্রতিটি রাতের যে বিশেষ সময়টিকে কবুলিয়তের সময় বলে অভিহিত করা হয়েছে, তা ঐ রাতের শেষ তৃতীয়াংশের মধ্যেই রয়েছে। আল্লাহই সমধিক জ্ঞাত।

উপরোক্ত হাদীস সমূহে দু'আ কবুলের যে বিশেষ বিশেষ অবস্থা ও দিন-ক্ষণের কথা বলা হয়েছে সেগুলো হলো :

১. ফরয সালাত সমূহের পর।
২. কুরআন শরীফ খতমের পর।
৩. আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে।
৪. জিহাদের ময়দানে যুদ্ধের সময়টিতে।
৫. রহমতের বৃষ্টিধারা বর্ষণের সময়।
৬. কা'বা শরীফ দর্শনের সময়।
৭. বিরোধ প্রাপ্তি, যেখানে আল্লাহ ছাড়া দেখার মত কেউ নেই, এমন স্থানে নামায় পড়ে দু'আ করলে।
৮. জিহাদের ময়দানে যখন দুর্বল সাথীরা পর্যন্ত রণভঙ্গ দিয়ে পালায়।
৯. রাতের শেষ প্রহরে।

ঐ সমস্ত হাদীস ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোতে দু'আ কবুলের দিন-ক্ষণ হিসাবে আরো কয়েকটি বিশেষ বিশেষ দিনকালের কথা উল্লেখিত হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে :

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| * শবে কদরে | * আরাফাত দিবসে আরাফাত প্রান্তরে |
| * জুমার দিন বিশেষ সময়ে | * রোযার ইফতারের সময়ে |
| * হজের সফর কালে | * জিহাদের সফর কালে |
| * রুগ্নাবস্থায় | * মুসাফির থাকা অবস্থায় |
- দু'আ সমূহ কবুল হওয়ার বিশেষ আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

তবে এ কথাটি স্মর্তব্য যে, দু'আ মানে কেবল দু'আর শব্দ সমূহ এবং কেবল তার সূরত সমূহই নয়, বরং তার হাকীকত বা মর্মকথা হচ্ছে তাই যা পূর্বে উক্ত হয়েছে। চারাগাছ কেবল সেই বীজ থেকেই অমুকরিত হয়, যাতে মগজ বা সারবস্তু থাকে। অনুরূপ পরবর্তী হাদীস সমূহ থেকেও দু'আসমূহ কবুল হওয়ার অর্থ বুঝে নিতে হবে।

দু'আ কবুল হওয়ার অর্থ এবং তার সূরতসমূহ

অনেকে অজ্ঞতা বশত দু'আ কবুল হওয়া বলতে কেবল এ কথাই বুঝে থাকে যে, বান্দা আল্লাহর কাছে যাই চাইবে নগদ নগদ হুবহু তাই সে পেয়ে যাবে। যদি তা না পায় তখন তারা মনে করে তাদের দু'আ বুঝি কবুলই হলো না। এটা অত্যন্ত ভুল ধারণা। বান্দার ইলম বা জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত সীমিত। বরং সৃষ্টিগত দিক থেকে সে যালুম-জাহুল—অত্যন্ত গোঁয়ার ও অজ্ঞ। অনেক বান্দা এমন রয়েছে, যাদের জন্যে বিভূ-বিভব নিয়ামত স্বরূপ। আবার অনেকের জন্যে তা বিপদও বটে। অনেক বান্দার জন্যে হুকুমত বা শাসন ক্ষমতা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের বড় ওসীলা স্বরূপ। পক্ষান্তরে হাজ্জাজ ও ইবন যিয়াদের মত অনেকের জন্যে শাসনক্ষমতা আল্লাহ থেকে দূরত্ব ও তাঁর গযবের কারণ স্বরূপ হয়ে যায়। বান্দা জানেনা যে, কী তার জন্যে উত্তম আর কী তার জন্যে ফিৎনা বা বিষস্বরূপ। তাই অনেক সময় আল্লাহর দরবারে সে এমন বস্তু প্রার্থনা করে, যা তার জন্যে উত্তম নয় বা তা দান করা আল্লাহর হিকমতের পরিপন্থী। এ জন্যে পরম জ্ঞানী ও কুশলী আল্লাহ তা'আলার ইলম ও হিকমতের খেলাফ হয় যে বান্দা অজ্ঞতা বশত, যা চেয়ে বসেছে, তাই তাকে দিয়ে দেবেন। আবার এটাও তাঁর পরম বদান্যতার পরিপন্থী যে, বান্দা কাঙাল ও মিসকীনের মতো তাঁর কাছে হাত পাতবে আর তিনি তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেবেন। তাই আল্লাহ তা'আলার নিয়ম হলো, তিনি তার দরবারে প্রার্থনাকারীকে খালি হাতে ফিরান না কখনো তিনি তাকে তার প্রার্থিত বস্তুই দান করেন। আবার কখনো তার পরিবর্তে পারলৌকিক বিরাট কোন নিয়ামত দানের ফয়সালা করেন। এভাবে বান্দার এ দু'আ তার আখিরাতে সঞ্চল হয়ে যায়। আবার কখনো এমন হয় যে, এ পৃথিবীর কার্যকারণের হিসাবে এ দু'আকারী ব্যক্তির উপর কোন বিপদ আপত্তি হওয়ার মত থাকলে এ দু'আর কল্যাণে আল্লাহ তা'আলা সে বিপদ আপদ তার উপর পতিত হতে দেন না।

সর্বাবস্থায় দু'আ কবুল হওয়ার অর্থ হচ্ছে দু'আ কোন মতেই নিষ্ফলে যায় না। এবং দু'আকারী কখনো মাহরুম বা বঞ্চিত হয় না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইলম ও হিকমত অনুসারে কোন না কোন দানে তাকে ধন্য করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত খুলাসা করে তা বর্ণনা করেছেন।

১.২- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا أَنْتُمْ وَلَا قَطِيعَةٌ رَحِمَ اللَّهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا أَحَدًا ثَلَاثَ أَمْمًا أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ وَأَمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا قَالُوا إِذَا نَكَّرَ قَالَ اللَّهُ أَكْثَرُ- (رواه احمد)

১০২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে মু'মিন বান্দা এমন কোন দু'আ করে, যাতে কোন গুনাহর বা আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা থাকে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে তিনটি বস্তুর কোন একটি এর বিনিময়ে দান করেন।

১. হয়, সে যা প্রার্থনা করে তাই তিনি তাকে নগদ নগদ দান করেন।

২. নতুবা তার এ দু'আকে তার আখিরাতের সম্বল বানিয়ে দেন।

৩. নতুবা এ দু'আ অনুপাতে তার উপর পতিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল এমন কোন আপাদ থেকে তিনি রহিত করে দেন।

তখন সাহাবীগণ বললেন : ব্যাপারটা যখন এরূপই (যে দু'আ সর্বাবস্থায়ই কবুল হয়ে থাকে এবং এর বিনিময়ে কিছু না কিছু পাওয়াই যায়), তা হলে আমরা বেশি বেশি দু'আ করবো।

জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহর কাছে তার চাইতেও অনেক বেশি আছে।

-(মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা : এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর কাছে রক্ষিত সম্পদ ভাণ্ডার অনন্ত অসীম এবং চিরস্থায়ী। যদি সকল বান্দা অহরহ তার দরবারে প্রার্থনা করতে থাকে আর তিনি প্রত্যেককেই দানের ফয়সালা করেন, তবুও তাঁর নিয়ামত রাশিতে সামান্যও ঘাটতি পড়বে না। মুস্তাদরকে হাকিমে হযরত জাবির (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা যখন সেই বান্দাকে পরকালের জন্যে সঞ্চিত তার দুনিয়ার প্রার্থনা সমূহের বিনিময়ে রক্ষিত নিয়ামতরাশি দেখাবেন— যে দুনিয়াতে অনেক বেশি দু'আ করেছে অথচ বাহ্যতঃ দুনিয়ায় তা কবুল হয়নি তখন ঐ বান্দা বলে উঠবে :

يَا لَيْتَهُ لَمْ يُعَجَّلْ لَهُ شَيْئٌ مِنْ دُعَائِهِ (كنز العمال)

হায়, যদি দুনিয়ায় আমার কোন দু'আই কবুল না হতো আর এখানেই আমি সবগুলি দু'আর বিনিময় পেতাম তা হলে কতই না উত্তম হতো।

-(কানযুল উম্মাল পৃ: ৫৭ জিলদ-২)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'আসমূহ

দু'আ সম্পর্কে যে সমস্ত হাদীস এ পর্যন্ত আলোচিত বা উল্লেখিত হয়েছে সেগুলোতে হয় দু'আ সম্পর্কে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে অথবা দু'আর মাহাত্ম্য ও বরকতসমূহের বর্ণনা রয়েছে, অথবা দু'আর আদব এবং এ সংক্রান্ত হিদায়াত এবং কবুলিয়তের আনুসঙ্গিক ব্যাপারাদি বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো ছিল উপক্রমনিকাস্বরূপ। এবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আসল দু'আসমূহ এবং তাঁর অন্তরের আকৃতি ভরা সেই সব মুনাজাত যা তিনি তাঁর প্রভুর দরবারে করেছেন এবং যা তাঁর মা'রিফতের মাকাম এবং হৃদয়-মনের অবস্থা আঁচ করার সম্ভাব্য সর্বোত্তম ওসীলাস্বরূপ এবং উম্মতের জন্যে এটা তাঁর মহোত্তম উত্তরাধিকার স্বরূপ। এগুলোকে হাদীস ভাণ্ডারের চিরহরিৎ ডালিস্বরূপ বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না। নবী করীম (সা)-এর এ দু'আসমূহকে তিন অংশে ভাগ করা যায়।

প্রথমত ঐসমস্ত দু'আ, যা কোন বিশেষ দিনক্ষণের জন্যে খাস। যেমন উম্মালগ্নের দু'আ, সাক্ষ্যকালীন দু'আ, শয়নকালীন দু'আ, গাত্রোত্থানকালীন দু'আ, ঝড়ঝঞ্ঝা বা বর্ষণকালীন দু'আ, বিপদাপদ বা উৎকণ্ঠাকালীন দু'আ ইত্যাদি ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত ঐসব দু'আ যা সাধারণভাবে পঠিতব্য, কোন বিশেষ দিন-ক্ষণের সাথে সেগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। এগুলো সাধারণত অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক হয়ে থাকে।

তৃতীয়ত ঐসব দু'আ, যা নবী করীম (সা) সালাতে বা সালাত থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে অর্থাৎ সালাতের সালাম ফিরানোর পর আল্লাহর দরবারে করতেন। এখানে এই তৃতীয়োক্ত ধরনের অর্থাৎ সালাত সংশ্লিষ্ট দু'আগুলো সর্বপ্রথম লিখিত হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লামের এ মহামূল্যবান ও মাহাত্ম্যপূর্ণ উত্তরাধিকারের যথাযোগ্য মর্যাদা দান এবং এগুলো থেকে যথাযথভাবে উপকৃত হওয়ার পূর্ণ তাওফীক আমাদেরকে দান করুন।

সালাতে এবং সালাতের পর পড়ার দু'আসমূহ
তাকবীরে তাহরীমার পরের প্রারম্ভিক দু'আ

১৩- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
اسْتَفْحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ
اللَّهُمَّ اهْدِنِي لَأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لَأَحْسَنِهَا إِلَّا
أَنْتَ وَقِنِي سَيِّئَ الْأَعْمَالِ وَسَيِّئَ الْأَخْلَاقِ وَلَا يَقِي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ
(رواه النسائي)

১০৩. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাত শুরু করতেন তখন সর্বপ্রথম তাকবীর (মানে আল্লাহ আকবার) বলতেন (যাকে তাকবীরে তাহরীমা বলা হয়ে থাকে।) তার পর আল্লাহ তা'আলার দরবারে এরূপ আরয করতেন :

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي لَأَحْسَنِ
الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لَأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَقِنِي سَيِّئَ الْأَعْمَالِ
وسَيِّئَ الْأَخْلَاقِ وَلَا يَقِي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ.

নিঃসন্দেহে আমার সালাত (নামায) আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহ রাসূল 'আলামীনের জন্যে উৎসর্গীকৃত। যার কোন শরীক নেই। আর আমি এরই জন্যে নির্দেশিত আর আমি সর্বপ্রথম তাঁরই আনুগত্যকারী। হে আল্লাহ! আমাকে সর্বোত্তম আমল ও আখলাকের হিদায়াত দান কর। আর সর্বোত্তম আমল ও আখলাকের হিদায়াত তুমি ছাড়া আর কেউই দিতে পারেনা। আর আমাকে তুমি মন্দ আমল ও আখলাক থেকে রক্ষা কর আর মন্দ আমল ও আখলাক থেকে হিফাযত করতে পার একমাত্র তুমিই।

(সুনানে নাসায়ী)

ব্যাখ্যা : এ দু'আর সূচনাতেই যথোচিতভাবে আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্যের সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিজের দাসত্ব ও কাকুতি-মিনতি এবং একান্ত আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার একরার-অঙ্গীকার ও অভিব্যক্তি রয়েছে। সর্বশেষে আল্লাহ

তা'আলার নিকট উত্তম আমল-আখলাকের হিদায়াতের তাওফীক এবং মন্দ আমল-আখলাক থেকে হিফাযতের প্রার্থনা রয়েছে। আসলে এই হিদায়াত ও হিফাযতের মধ্যেই মানুষের সৌভাগ্য ও সাফল্যের সবকিছু নির্ভর করে।

মা'আরিফুল হাদীস তৃতীয় খণ্ডের (মূল উর্দু কিতাবের) ৩২৬-৩৪০ পৃষ্ঠায় হযরত আলী (রা) বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীস সহীহ মুসলিম এর বরাতে বর্ণিত হয়েছে। তাতে তাকবীরে তাহরীমার পর এই উদ্বোধনী দু'আটি বিস্তৃততর আকারে উল্লেখিত হয়েছে। আর সে বর্ণিত অংশগুলো অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। এছাড়া তাতে উদ্বোধনী দু'আ ছাড়াও রুকু, কাওমা, সাজদা, জালসা এবং শেষ বৈঠকের খাস খাস দু'আসমূহও উল্লেখিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে সালাতের দু'আসমূহের এটি একখানা দীর্ঘ ও ব্যাপক হাদীস। তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ কথাও বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ জাতীয় দু'আসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি রাতের বেলা নফল সালাতে পড়তেন। হযরত আলী (রা) এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সালাতের যে দু'আসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, তাতে তাঁর সালাত-কালীন বাতেনী হালতের প্রতিচ্ছবি যতদূর প্রত্যক্ষ করা সম্ভব, তা প্রত্যক্ষ করা যায়। হাদীসখানা অতি দীর্ঘ হওয়ায় এখানে তার পুনরুক্তি করা গেল না। উৎসাহী পাঠকগণ মা'আরিফুল হাদীসের তৃতীয় খণ্ডে তা পাঠ করে নেবেন।

১০৪- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قِيمُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ
فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ
الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَائُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ
حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ
اسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أُنِيتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ
وَأِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا
أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. (رواه البخارى ومسلم)

১০৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন রাতের বেলা তাহাজ্জুদ পড়তে উঠতেন, তখন তিনি এরূপ দু'আ করতেন :

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ الْخ.

“হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই। তুমিই কায়ম রেখেছো দুনিয়া ও আসমান এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুকে। মওলা! সমস্ত স্তব-স্তুতি তোমারই প্রাপ্য, তুমি দুনিয়া ও আসমানসমূহ এবং এগুলোতে যা কিছু রয়েছে, সবকিছুর নূর বা জ্যোতি। (অর্থাৎ বিশ্বভুবনে যেখানেই যে আলো বা জ্যোতি রয়েছে, সবই তোমারই জ্যোতি।) সমস্ত প্রশংসা তোমারই, তুমি যমীন ও আসমানসমূহ এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুর অধিপতি। সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্যে শোভনীয়, তুমি হক, তোমর ওয়াদা হক, মৃত্যুর পর তোমার দরবারে উপস্থিতি যথার্থ, তোমার ফরমান যথার্থ, জান্নাত জাহান্নাম যথার্থ, নবীগণ যথার্থ, মুহাম্মদ যথার্থ, কিয়ামত যথার্থ।

হে আল্লাহ! আমি তোমারই সমীপে আত্মনিবেদিত, তোমার প্রতি আমি ঈমান এনেছি। তোমারই উপর আমি ভরসা করেছি। তোমারই অবলম্বন ধরে আমি তোমারই অভিযুক্ত হয়েছি। (সত্যদ্রোহীদের মুকাবিলায়) তোমার সাহায্যই আমার অবলম্বন, তোমার কাছেই আমার যত ফরিয়াদ। সুতরাং তুমি আমার সকল অপরাধ মার্জনা করে দাও, যা আমি পূর্বে করেছি বা পরে করেছি যা গোপনে করেছি এবং যা প্রকাশ্যে করেছি আর যে সম্পর্কে তুমিই আমার চাইতে বেশি জ্ঞাত। তুমিই অগ্রসরকারী এবং তুমিই পশ্চাৎগামীকারী। যাকে ইচ্ছে তুমি উন্নত ও অগ্রসর কর আর যাকে ইচ্ছে পতিত ও পশ্চাৎগামী কর! তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউই নেই। কেবলমাত্র তুমিই মা'বুদ বরহক।

-(সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : এটাও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সে সব দু'আর অন্যতম, যদ্বারা তাঁর মা'রিফতের মকাম এবং বাতেনী হালচাল সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করা যায়।

১০৫. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) রাতের বেলা যখন তাহাজ্জুদের সালাতের জন্যে দাঁড়াতেন তখন সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার হুযুরে এরূপ দু'আ করতেন :

اللَّهُمَّ إِلَهَ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

অর্থাৎ হে আল্লাহ, হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রতিপালক! হে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, গায়েব ও হাযির, অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবকিছু সম্পর্কে সমান জ্ঞাত প্রভু! তুমিই বান্দাদের মধ্যে তাদের বিরোধপূর্ণ ব্যাপারসমূহের ফয়সালা দেবে। তোমার খাস তাওফীকের দ্বারা তুমি আমাকে হিদায়াতের পথে সত্যের পথে পরিচালিত কর যা নিয়ে লোকেরা মতভেদে লিপ্ত হয়েছে। তুমিই যাকে ইচ্ছে হিদায়াতের পথে পরিচালিত কর।

-(সহীহ মুসলিম)

রুকু ও সাজদার দু'আসমূহ

১০৬. হযরত আওফ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-এর সাথে সালাতে দাঁড়ালাম। তিনি যখন রুকুতে গেলেন তখন এত দীর্ঘক্ষণ ধরে রুকুতে রইলেন, যতক্ষণে সূরা বাকারা পড়ে শেষ করা যায়। এ রুকুকালে তাঁর পবিত্র যবানে এ দু'আটি উচ্চারণ করছিলেন :

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ.

“পবিত্র সেই সত্তা, যিনি প্রতাপ-বিক্রম, কর্তৃত্ব ও মাহাত্ম্যের অধিকারী।”

-(নাসায়ী)

ব্যাখ্যা : মা'আরিফুল হাদীসের তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে, সাধারণত রাসূলুল্লাহ (সা) রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى এবং سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ পড়তেন এবং এটাই তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি অন্যান্য দু'আও রুকু-সাজদাতে পড়েছেন, যদ্বারা আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীস সেখানে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া সেখানে আরো বলা হয়েছে যে, তিনি নফল সালাতসমূহে বিশেষত নৈশকালীন নফল সালাতসমূহে কোন কোন সময় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর রুকু-সাজদা করতেন। আওফ ইবন মালিক (রা) যে সালাতে তাঁর সাথে শরীক হয়েছিলেন, তাতে তিনি সূরা বাকারার পরিমাণ দীর্ঘ রুকু করেছিলেন, তাও ছিল নফল সালাত।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে-উম্মতীদেরকে এই আবেগ-আকৃতিপূর্ণ অবস্থার ফল নসীব করুন, যা ঐসময় নবী করীম (সা)-এর হয়েছিল।

১০৭- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. (رواه مسلم)

১০৭. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাত্রিতে (আমার চোখ খুললে) আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বিছানায় খুঁজে পেলাম না। আমি তখন (অন্ধকারে) তাঁকে হাত দিয়ে খুঁজতে লাগলাম। এ সময় আমার হাত তাঁর পদদ্বয়ে পড়লো, পবিত্র পদদ্বয় তখন খাড়া অবস্থায় ছিল আর তিনি সিজদারত অবস্থায় ছিলেন। তখন তিনি বলছিলেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

হে আল্লাহ! আমি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং তোমার শাস্তি থেকে তোমার মার্জনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং তোমার পাকড়াও থেকে তোমারই (বদান্যতার) আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আমি তোমার স্তব-স্তুতি বর্ণনা করে সারতে পারবো না (কেবল এটুকুই বলতে পারি) তুমি সেরূপ, যে রূপ তুমি নিজে তোমা'র ব্যাপারে বর্ণনা করেছো।

(সহীহ মুসলিম)

১০৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً وَجَلَّةً وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ. (رواه مسلم)

১০৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) সাজদাতে কোন কোন সময় এরূপ দু'আও করতেন :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً وَجَلَّةً وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ.

“হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গুনাহরাশি মাফ করে দাও- ছোট-বড় আগের-পরের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব গুনাহই।”

(সহীহ মুসলিম)

শেষ বৈঠকের কিছু দু'আ

১০৯- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَمِنَ الْمَغْرَمِ. (رواه البخارى ومسلم)

১০৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) সালাতে এ দু'আও করতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَمِنَ الْمَغْرَمِ.

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি- কবরের আযাব থেকে, দাজ্জালের ফিৎনা থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিৎনা থেকে, পাপের সর্ববিধ কাজ থেকে এবং ঋণের বোঝা থেকে।”
(বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা : সহীহ মুসলিমে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর এ হাদীসের সাথে সাথে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পাঠের পর দোযখের আযাব, কবরের আযাব, দাজ্জালের ফিৎনা এবং জীবন-মরণের সকল ফিৎনা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা চাই। হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীস দ্বারা একথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, এ দু'আটি শেষ বৈঠকে সালামের পূর্বে পড়া হবে। হযরত আবু হুরায়রা বর্ণিত এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমের বরাতে মা'আরিফুল হাদীসের তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে।

১১. - عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَوَتِهِ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الثَّبَاتَ فِی الْاَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ عَلٰی الرُّشْدِ وَاَسْئَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْئَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَاَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرٍ مَا تَعْلَمُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ (رواه النسائي)

১১০. হযরত শাদ্দাদ ইবন আওস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) সালাতে আল্লাহর দরবারে এরূপ প্রার্থনা করতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الثَّبَاتَ فِی الْاَمْرِ.

“হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করছি দ্বীনের উপর দৃঢ়তা, হিদায়াতের উপর স্থৈর্য, তোমার নিয়ামতের শোকর গুজারী, তোমার উত্তম ইবাদত, আর আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি ব্যাধিমুক্ত হৃদয় ও সত্যবাদী রসনা আর তোমার কাছে প্রার্থনা করি তোমার জ্ঞাত কল্যাণ এবং তোমার শরণ প্রার্থনা করি তোমার জ্ঞাত অকল্যাণ থেকে এবং মার্জনা প্রার্থনা করি তোমার জ্ঞাত পাপরাশি থেকে।
(সুনানে নাসায়ী)

১১১. - عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ صَلَّى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ بِالْقَوْمِ صَلَوةً اَخْفَهَا فَكَانَتْهُمْ اَنْكُرُوْهَا فَقَالَ اَلَمْ اَتِمَّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ ؟

قَالُوا بَلٰی قَالَ اَمَا اِنِّیْ دَعَوْتُ فِيْهَا بِدُعَاءٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ بِهِ-

১১১. হযরত কয়েস ইবন আব্বাদ (তাবেঈ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সাহাবী আম্মার ইবন ইয়াসীর (রা) অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সালাত পড়ালেন (অর্থাৎ সালাতের ইমামতি করতে গিয়ে খুবই সংক্ষেপে সালাত সারলেন) লোকজনের মধ্যে তাতে চাপা গুঞ্জরণ দেখা দিল। তিনি বললেন : আমি কি রুকু সাজদা ঠিকমত আদায় করিনি ? জবাবে লোকজন বললো, তা করেছেন। (তবে, আমাদের কাছে আপনার আদায়কৃত সালাত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও দায়সারা গোছের মনে হয়েছে।)

তখন তিনি বললেন : এ সালাতে আমি এমন দু'আ করেছি যা নবী করীম (সা) সালাতে পড়তেন (আর তা হলো) :

اَللّٰهُمَّ بَعْلَمِكَ الْغَيْبُ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيَيْنِيْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِّیْ وَتَوَفَّنِيْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّیْ اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُكَ خَشِيَّتَكَ فِی الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَاَسْئَلُكَ كَلِمَةَ الْاِخْلَاصِ فِی الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَاَسْئَلُكَ الْقَصْدَ فِی الْفَقْرِ وَالْغِنٰی وَاَسْئَلُكَ نَعِيْمًا لَا يَنْفَدُ وَاَسْئَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَا وَاَسْئَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَاَسْئَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَاَسْئَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ اِلٰی وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلٰی لِقَائِكَ فِیْ غَيْرِ ضَرَّاءٍ مُّضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَا بِزَيْنَةِ الْاِيْمَانِ وَاَجْعَلْنَا هُدًى مُّهْتَدِيْنَ.

হে আল্লাহ, তুমি আলেমুল গায়ব আর তোমার সমস্ত সৃষ্টির উপর তুমি পূর্ণ শক্তিমান, তোমার সে পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ ক্ষমতার দোহাই, তুমি আমাকে এ দুনিয়াতে জীবিত রাখ যতক্ষণ জীবিত থাকা আমার জন্যে কল্যাণকর বলে তুমি জান, আর ঠিক তখনই আমাকে মৃত্যু দান কর, যখন আমার মৃত্যু শ্রেয় বলে তুমি জান। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি তোমার ভয় নির্জনে ও জনসমক্ষে এবং তোমার কাছে প্রার্থনা করছি ইখলাসপূর্ণ কথাবার্তা (যাতে তোমার সন্তুষ্টি আমার একমাত্র কাম্য হবে) সন্তোষের মুহূর্তে ও ক্রোধের মুহূর্তে (অর্থাৎ শান্ত-সমাহিত স্বাভাবিক অবস্থাই হোক, অথবা ক্রুদ্ধ অবস্থাই হোক, কোন অবস্থায়ই যেন আমি সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত না হই কারো সন্তুষ্টির জন্যে বা কারো অসন্তুষ্টির ভয়ে) আর আমি

তোমার কাছে প্রার্থনা করছি মধ্যম পন্থা অভাবকালে ও প্রাচুর্য ও সচ্ছলতার সময়ে। আর তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এমন নিয়ামতরাশি, যা শেষ হয়ে যায় না এবং আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি ললাট লিখনের উপর সন্তুষ্টি এবং তোমার নিকট প্রার্থনা করছি চোখের এমন শীতলতা, যা কোন দিন শেষ হয়ে যায় না। এবং আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি মৃত্যু পরবর্তী শান্ত-সমাহিত আয়েশ-আরাম। আর তোমার নিকট প্রার্থনা করছি তোমার দীদার সুখ; এবং তোমার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ কোন অকল্যাণকর পরিস্থিতির উদ্ভব বিহনে এবং কোন বিভ্রান্তিকর বিপর্যয় ছাড়াই।

‘হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঈমানের ভূষণে ভূষিত করো এবং আমাদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং অন্যদের হিদায়াতের মাধ্যমে বালিয়ে দাও!’ - (সুনানে নাসায়ী)

ব্যাখ্যা : হযরত আশ্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) বর্ণিত এ হাদীস এবং এর পূর্ববর্তী হাদীসে একথার সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ঠিক কোন অবস্থায় এ দু'আগুলো করতেন। তবে অন্যান্য হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, তিনি এ দু'আগুলো সালাতের শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বেই করতেন। সালাতে এরূপ দু'আর এটা ই হচ্ছে প্রকৃত ক্ষেত্র। এক্ষেত্রে পড়ার জন্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর দরখাস্তের প্রেক্ষিতে হযুর (সা) তাঁকে যে দু'আটি শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে-

দু'আটি মা'আরিফুল হাদীসের তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখিত হয়েছে এবং এরই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কার্যকারণ ও দলীল প্রমাণাদি উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এ সমস্ত দু'আর ক্ষেত্র হচ্ছে তাশাহুদদের পর এবং সালাম ফিরানোর পূর্ববর্তী সময়টাই।

১১২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا بَعْدَ التَّشَهُّدِ أَلْفَ اللَّهُمَّ عَلَى الْخَيْرِ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلَحِ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ قَابِلِيهَا وَآتِمِّهَا عَلَيْنَا (رواه ابو داود)

১১২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে তাশাহুদদের পর পড়ার এরূপ দু'আ শিক্ষা দিতেন :

أَلْفَ اللَّهُمَّ عَلَى الْخَيْرِ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلَحِ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ قَابِلِيهَا وَآتِمِّهَا عَلَيْنَا

“হে আল্লাহ! কল্যাণের প্রতি আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে দাও, আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে সুসমন্বিত করে দাও। আমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথে পরিচালিত কর! আমাদেরকে অশ্লীলতার থেকে আলোর পথে নিয়ে যাও! আমাদের যাহির-বাতিনকে সমস্ত পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত রাখ! বরকত দান কর আমাদের কানসমূহে, চোখসমূহে, অন্তরসমূহে, আমাদের সহধর্মিণীদের মধ্যে এবং আমাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে। আমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দান কর। কেননা তুমিই সদয় দৃষ্টিদানকারী, অত্যন্ত দয়ালু, মেহেরবান। আমাদেরকে তোমার নিয়ামতসমূহের শোকর আদায়কারী এবং সাদর অভ্যর্থনাকারী বানাও এবং পূর্ণ নিয়ামত আমাদেরকে দান কর!” (সুনানে আবু দাউদ)

সালাতের পরবর্তী দু'আসমূহ

১১৩- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ. اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّكَ أَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اجْعَلْنِي مُخْلِصًا لَكَ وَأَهْلِي فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اسْمَعْ وَاسْتَجِبْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرِ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرِ (رواه ابو داود)

১১৩. হযরত যয়েদ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীমে (সা) প্রত্যেক সালাতের পর এরূপ দু'আ করতেন :

হে আল্লাহ, হে আমাদের ও সবকিছুর প্রতিপালক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই একমাত্র প্রতিপালক। তুমি একক, তোমার কোন শরীক নেই। হে আল্লাহ! হে আমার ও সকল বস্তুর প্রতিপালক! আমি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তোমার বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! হে আমার ও সবকিছুর প্রতিপালক, আমি এমর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, বান্দারা পরস্পরে ভাই ভাই। (বন্দেগীর সূত্রে পরস্পরে গ্রথিত।) হে আল্লাহ, হে আমার ও সবকিছুর প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে দুনিয়ার প্রতিটি মুহূর্তের জন্যে তোমার প্রতি পরম নিষ্ঠাবান ও আনুগত্যশীল বান্দা বানিয়ে দাও: হে প্রবল প্রতাপাবিত ও মহাসম্মানী প্রভু! তুমি আমার দু'আ শুনে নাও ও কবুল করে নাও। আল্লাহ সকল মহানের চাইতে মহান আল্লাহ আসমানরাজী ও যমীনের নূর! সারাজাহান তাঁর নূরের দ্বারাই কায়েম ও আলোকিত রয়েছে। আল্লাহ সকল মহানের চাইতে মহানতম। আমার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি কতই না উত্তম অবলম্বন ও ভরসাস্থল। আল্লাহ সকল মহানের চাইতেও মহান।” - (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : দু'আসমূহ দুই প্রকারের হয়ে থাকে। এক প্রকারের দু'আ হচ্ছে ঐসব দু'আ, যাতে হইলৌকিক বা পারলৌকিক কোন মঙ্গল প্রার্থনা করা হয়ে থাকে, অথবা কোন বাল্য-মুসীবত-অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়ে থাকে। আর দ্বিতীয় প্রকার দু'আ হচ্ছে ঐসব দু'আ, যাতে বান্দা আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য ও প্রবল প্রতাপের কথা উল্লেখ করে তাঁর অনন্ত অসীম দয়ার কথা স্মরণ করে নিজের পরম নিবেদিত মন ও কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি ঘটিয়ে তাঁর নৈকট্য হাসিলে যত্নবান হয়। সালাত আদায়ের পর হযর (সা)-এর এ দু'আটি যা হযরত যায়দ ইবন আরকামের বরাতে এখানে উদ্ধৃত হয়েছে, তা এই দ্বিতীয় প্রকারের দু'আ। এর আগে বর্ণিত অধিকাংশ দু'আও এ পর্যায়েই।

১১৫- عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يَقْبَلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ (رواه مسلم)

১১৪. হযরত বারী ইবন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে সালাত আদায় করতাম, তখন আমাদের কাম্য হতো যে, তাঁর ডান পাশে দাঁড়াই। (সালাত অন্তে) তিনি আমাদের দিকে মুখ করতেন। (এমনি একদিন) আমি গুনতে পেলাম, তিনি (দু'আচ্ছলে) বলছেন :

رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

“প্রভো, আমাকে আপনার শাস্তি থেকে রক্ষা করুন- যে দিন আপনি আপনার বান্দাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন।” (সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : হযরত বারী বর্ণিত এ হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সালাত শেষে ডানদিকে ফিরে বসতেন। আর হযরত সামুরা ইবন জুনদুব বর্ণিত এক হাদীসে আছে, যা ইমাম বুখারী (র) ও রিওয়ায়াত করেছেন- তাতে আছে, সালাম ফিরানোর পর তিনি মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে বসতেন। এ দুটি বক্তব্যের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। মনে হয়, তিনি এমনভাবে মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে বসতেন যে, কিছুটা ডানদিকে তাঁর মুখ ঘুরানো থাকতো। এজন্যে এ দুটি বর্ণনাই যথার্থ। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

১১৫- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ (رواه الترمذی)

১১৫. হযরত আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) প্রত্যেক সালাতের পর এরূপ দু'আ করতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

“হে আল্লাহ! আমি তোমার শরণ প্রার্থনা করছি কুফর থেকে, দারিদ্র্য থেকে এবং কবরের আযাব থেকে।” - (তিরমিযী)

১১৬- عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (رواه ابو داود)

১১৬. হযরত আলী মুরতায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) যখন সালাত শেষে সালাম ফিরাতেন, তখন এরূপ দু'আ করতেন :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا
أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ
الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

“হে আল্লাহ! আমার সকল গুনাহ মাফ করে দাও যা আমি পূর্বে করেছি, যা পরে
করেছি, যা গোপনে করেছি যা প্রকাশ্যে করেছি, যেটুকু আমি বাড়াবাড়ি করেছি আর
যে সম্পর্কে তুমিই আমার চাইতে বেশি জ্ঞাত। তুমিই অগ্রসরকারী, তুমিই
পশ্চাৎগামীকারী, তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই।” (আবু দাউদ)

১১৭- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ
فِي دُبْرِ الْفَجْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا
طَيِّبًا (رواه رزين)

১১৭. হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) ফজরের পর
এরূপ দু'আ করতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا طَيِّبًا.
হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি উপকারী ইলম, গ্রহণযোগ্য আমল
ও হালাল-পবিত্র রিযিক।” (জামে' রাযীন)

১১৮- عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَسَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي
مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ ثُمَّ
مُتَّ فَيَ لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَازٌ مِنْهَا وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ ذَلِكَ
فَإِنَّكَ إِذَا مِتَّ يَوْمَكَ كُتِبَ لَكَ جَوَازٌ مِنْهَا (رواه ابو داود)

১১৮. হযরত মুসলিম ইবনুল হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে
বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়েছেন যে, যখন তুমি মাগরিবের সালাত আদায় করবে তখন
কারো সাথে বাক্যলাপ করার পূর্বেই সাতবার مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي (আল্লাহ্‌মা
আজিরনী মিনান্নারে) অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমাকে দোষখ থেকে রক্ষা কর” বলবে।
মাগরিবের পর এরূপ বলার পর ঐ রাতে যদি তোমার মৃত্যু হয়, তা হলে দোষখ
থেকে তোমাকে রক্ষার ফয়সালা করা হবে। অনুরূপ যখন তুমি ফজরের সালাত

আদায় করবে, তখন অনুরূপ বলবে, তাহলে ঐদিন মৃত্যু হলে দোষখ থেকে তোমার
রক্ষার ফয়সালা হয়ে যাবে।
- (সুনানে আবু দাউদ)

১১৯- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا مُعَاذُ وَاللَّهِ لَأُحِبُّكَ أَوْصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدْعُهُنَّ
فِي كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ
عِبَادَتِكَ (رواه ابو داود والنسائي)

১১৯. হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) একদা
আমার হাত ধরে বললেন : হে মু'আয, আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে অত্যন্ত
ভালবাসি। আমি তোমাকে ওসিয়ত করছি যে, প্রতি সালাতের পর অবশ্যই এ দু'আ
করতে ভুলবে না :

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

“হে আল্লাহ! আমাকে তোমার যিকর তোমার শোকর গোযারী ও তোমার ইবাদত
উত্তমরূপে করার তাওফীক দান কর।” (সুনানে আবু দাউদ ও নাসায়ী)

ব্যাখ্যা : অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এটি অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ
দু'আ। এর মাহাত্ম্য ও গুরুত্বের জন্যে এটাই যথেষ্ট যে, হযুর (সা) হযরত মু'আয
ইবন জাবালকে তাঁর ভালবাসার দোহাই দিয়ে অত্যন্ত তাগিদ সহকারে তা শিক্ষা
দিয়েছেন এবং তার জন্যে ওসিয়ত করেছেন। অনুরূপ পূর্ববর্তী হাদীসে বর্ণিত
দু'আ ও তিনি হযরত মুসলিম ইবনুল হারিছ (রা)-কে
বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এত গুরুত্ব সহকারে হযুর
পাক (সা) তা শিক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও এর কদর না করাটা হচ্ছে একান্তই দুর্ভাগ্যের
লক্ষণ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন!

তাহাজ্জুদের পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ

১২- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْلَةً حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي وَتَجْمَعُ
بِهَا أَمْرِي وَتُلَمُّ بِهَا شَعْنِي وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِي وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي
وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي وَتُلْهِمْنِي بِهَا رُشْدِي وَتَعْصِمْنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ

اللَّهُمَّ اعْطِنِي إِيمَانًا وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ وَرَحْمَةً أَنَالَ بِهَا شَرَفَ
كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ فِي الْقَضَاءِ
وَنَزَلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعْدَاءِ وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي
أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِي وَضَعُفَ عَمَلِي افْتَقَرْتُ إِلَى
رَحْمَتِكَ فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْأُمُورِ وَيَاشَا فِي الصُّدُورِ كَمَا تَجِيرُ
بَيْنَ الْبُحُورِ أَنْ تَجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ
وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِ اللَّهُمَّ مَا قَصَرَ عَنْهُ رَأْيِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِي وَلَمْ
تَبْلُغْهُ مَسْئَلَتِي مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرٍ أَنْتَ
مُعْطِيهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَإِنِّي أَرْغِبُ إِلَيْكَ فِيهِ وَأَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ
رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيدِ وَالْأَمْرِ الرَّشِيدِ أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ
يَوْمَ الْوَعِيدِ وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ الرُّكَّعِ
السُّجُودِ وَالْمُؤَفِّينَ بِالْعَهْدِ إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ وَأَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ
اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ سَلَامًا
لِأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوًّا لِأَعْدَائِكَ نَحْبُ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ وَنُعَادِي بِعَدَاوَتِكَ
مَنْ خَالَفَكَ اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ وَهَذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ
التَّكْلَانُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبِي وَنُورًا فِي قَبْرِي وَنُورًا مِنْ
بَيْنَ يَدَيَّ وَنُورًا مِنْ خَلْفِي وَنُورًا عَنْ يَمِينِي وَنُورًا عَنْ شِمَالِي
وَنُورًا مِنْ فَوْقِي وَنُورًا مِنْ تَحْتِي وَنُورًا فِي سَمْعِي وَنُورًا فِي
بَصَرِي وَنُورًا فِي شَعْرِي وَنُورًا فِي بَشَرِي وَنُورًا فِي لَحْمِي
وَنُورًا فِي دَمِي وَنُورًا فِي عِظَامِي اللَّهُمَّ اعْظِمْ لِي نُورًا وَاعْطِنِي
نُورًا سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ الْعِزُّ وَقَالَ بِهِ سُبْحَانَ الَّذِي لَبَسَ
الْمَجْدَ وَتَكْرَمَ سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

১২০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাহাজ্জদের সালাত অন্তে নিম্নরূপ দু'আ করতে শুনে পেলাম :

“হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে এমন রহমত প্রার্থনা করছি, যদ্বারা আমার হৃদয়কে তোমার হিদায়াত লাভে ধন্য করবে এবং এর দ্বারা আমার সকল ব্যাপার স্যাপারকে সুবিন্যস্ত করবে। এর দ্বারা আমার সকল বিশৃঙ্খলা দূর করবে আমার অসাক্ষাতের সকল ব্যাপার ঠিকঠাক করবে এবং এর রহমতের দ্বারা আমার সাক্ষাতের সকল ব্যাপারকে সমুন্নত করবে। এ রহমতের দ্বারা আমার আমলকে পবিত্র করবে এবং এর দ্বারা আমার অন্তরে আমার জন্যে যা যথার্থ তাই প্রতিভাত করবে এবং এর দ্বারা তুমি আমাকে সকল অনিষ্ট থেকে হিফায়ত করবে। হে আল্লাহ! আমাকে এমন ঈমান-একীন দান কর, যার পর কুফরী নেই। এবং এমন রহমত দানে আমাকে ধন্য কর, যদ্বারা আমি দুনিয়া ও আখিরাতের মর্যাদা লাভে সমর্থ হই। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি ভাগ্যনির্ধারিত সৌভাগ্য ও শহীদদের মর্যাদা, পুণ্যবানদের জীবন এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়।

হে আল্লাহ! আমার প্রয়োজনাঙ্গ ও অভাব-অনটন নিয়ে আমি তোমার দরবারে হাযির, যদিও বা আমার বুদ্ধি-বিবেচনা অপরিপাক এবং আমল ও প্রচেষ্টা দুর্বল। আমি তোমার রহমতের ভিখারী, সুতরাং হে সর্ব ব্যাপারের ফয়সালাকারী এবং অন্তরসমূহের ব্যাধিহারী প্রভু পরোয়ারদিগার! যেভাবে তুমি তোমার কুদরতের দ্বারা একই সাথে প্রবাহিত সমুদ্রের শোভা ধারাকে পৃথক পৃথক করে দাও (মিঠা পানি ও লোনা পানি একত্রে মিশ্রিত হয় না।) তেমনি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে পৃথক রাখ, যা দৃষ্টে মানুষ মৃত্যুকে আহ্বান করবে এবং অনুরূপ কবরের বিপর্যয় থেকে তুমি আমাকে রক্ষা কর! হে আল্লাহ! আমার বুদ্ধি-বিবেচনার যা অতীত এবং আমি যার নিয়ত বা কল্পনাও করতে পারি না, আর প্রার্থনাও যে পর্যন্ত পৌঁছেনি, এমন মঙ্গল যার ওয়াদা তুমি তোমার সৃষ্টির মধ্যকার কারো সাথে করেছো অথবা এমন মঙ্গল যা তুমি তোমার কোন না কোন বান্দাকে দান করেছো, তোমার রহমতের দোহাই, আমি তা-ই তোমার কাছে কামনা-প্রার্থনা করছি হে রাব্বুল আলামীন।

হে সুদৃঢ় সম্পর্কের অধিকারী এবং প্রতিটি ব্যাপারে যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী আল্লাহ! কঠোর হুঁশিয়ারী দিবস অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের নিরাপত্তা আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করছি এবং প্রার্থনা করছি স্থায়িত্বের দিন তথা কিয়ামতের দিনে জান্নাতের ফয়সালা আমার জন্যে কর। তোমার সেই সব নৈকট্যপ্রাপ্ত ও সর্বদা তোমার হযুরে হাযির বান্দাদের সাথে যারা রুকু-সাজদাকারী ও প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী। নিঃসন্দেহে তুমি পরম দয়ালু ও প্রেমময়।

তুমি যা ইচ্ছে কর তাই করতে পার। এমন প্রচণ্ড শক্তির তুমি অধিকারী হে আল্লাহ! আমাদেরকে অন্যেদের হিদায়াতের কারণ এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত করে দাও,

আমারা যেন নিজেরা বিভ্রান্ত এবং অন্যদেরকে বিভ্রান্তকারী না হই। তোমার বন্ধুদের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন এবং তোমার শত্রুদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হই। তোমাকে ভালবাসার দরুন তোমার প্রিয়জনের প্রতি যেন অন্তরে ভালবাসা পোষণ করি এবং তোমার বিরুদ্ধাচারীদের প্রতি তোমার প্রতি তারা বিদ্রোহভাবাপন্ন বলে আমরাও তাদের প্রতি বিদ্রিষ্ট হই।

হে আল্লাহ! এই আমার দু'আ আর কবুল করা হচ্ছে তোমার কাজ। এই আমার যৎকিঞ্চিৎ প্রচেষ্টা আর ভরসা তোমারই উপর। হে আল্লাহ! আমার হৃদয়কে জ্যোতির্ময় করে দাও! আমার কবরে নূর দান কর! আমার সম্মুখে নূর দান কর। আমার পেছনে নূর দান কর। আমার ডানে নূর দান কর। আমার বামে নূর দান কর। আমার উপরে নূর দান কর। আমার নীচে নূর সৃষ্টি কর। আমার কানে নূর সৃষ্টি কর। আমার চোখে নূর দাও। আমার চুলে চুলে নূর দাও। আমার চর্মে নূর দাও। আমার গোশতে নূর দাও! আমার রক্তে নূর দান কর! আমার অস্থিতে নূর দান কর! আমার নূরকে তুমি বৃদ্ধি করে দাও। আমাকে নূর দান কর এবং নূরকে আমার চিরসঙ্গী করে দাও। পাক পবিত্র সেই সত্তা, যিনি ইয়যত ও সজ্জমের চাদরে নিজেকে আবৃত করেছেন। পাক-পবিত্র সেই সত্তা, যিনি সজ্জম ও মর্যাদার পোশাক পরিধান করেছেন। পাক-পবিত্র সেই সত্তা, যিনি প্রবল প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : সুবহানাল্লাহ! কত উচ্চ মার্গের এবং কতই না ব্যাপক অর্থপূর্ণ এ দু'আটি! (ইতিপূর্বে উল্লেখিত দু'আগুলির দ্বারাও) এ দু'আটি থেকে আন্দাজ করা চলে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর বিচিত্র শান ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে কী গভীর মা'রিফাত ও ইলমের অধিকারী ছিলেন! বান্দার সবচাইতে বড় শান আবদীয়তের কী উচ্চ মার্গে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তার কিছুটা আঁচ করা যায় এ থেকে। বিশ্বজাহানের সাইয়েদ বা নেতা ও রাব্বুল আলামীনের সর্বাধিক প্রিয়ভাজন হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে তার রহমতের কতটুকু কাঙাল নিজেকে মনে করতেন, তারও পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটেছে এ দু'আসমূহে। কী অপূর্ব বিনয় ও দীনতা সহকারে তিনি দু'আ করতেন, দু'আর সময় তাঁর অন্তরে কী গভীর আকুতি থাকতো এবং আল্লাহ তা'আলা মানবীয় প্রয়োজনের কী গভীর অনুভূতি তার অন্তরে প্রদান করেছিলেন, এ দু'আসমূহে তার অভিব্যক্তি ঘটেছে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি যেরূপ দয়াময়, প্রেমময় ও বদান্যশীল, সেদিকে লক্ষ্য রেখে এটাও অনুমান করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এসব দু'আর প্রতিটি বাক্যের দ্বারা তাঁর রহমতের দরিয়ায় কিরূপ ঢেউ খেলে থাকবে এবং তাঁর কাছে তা কতই না প্রিয়বোধ হয়ে থাকবে।

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, হুযুর (সা)-এর এ দু'আগুলো হচ্ছে তাঁর মহত্তম উত্তরাধিকার। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ মহান উত্তরাধিকারের মূল্যমান অনুধাবন করে এর পূর্ণ অংশ লাভের তাগুফীক দান করুন!

বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন অবস্থায় পাঠের দু'আসমূহ

এ যাবৎ যে সমস্ত দু'আর উল্লেখ করা হলো, সেগুলো ছিল সালাতের মধ্যকার অথবা সালাত অন্তে পাঠ করার দু'আ। আর সালাত যেহেতু তার স্পীরিট ও প্রকৃতির দিক থেকে নিজেই দু'আ এবং মুনাযাত; বরং তার পূর্ণতর রূপ আর তার প্রতিপাদ্যই হচ্ছে আল্লাহর দরবারে বান্দার দীনতা-হীনতা প্রকাশ, আত্মনিবেদন এবং দু'আ ও মুনাযাত, তাই তাতে এরূপ দু'আ পূর্ণ মা'রিফাত ও পূর্ণ আবদীয়তের আলামত হওয়া সত্ত্বেও এতে বৈচিত্র্য বা বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু যেসব দু'আ রাসূলুল্লাহ (সা) অন্যান্য সময়ে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে করেছেন, বিশেষত খানা-পিনা, শয়ন-জাগরণ ও অন্যান্য মানবীয় ও জৈবিক প্রয়োজনাঙ্গী পূরণকালে যে সব দু'আর শিক্ষা দিয়েছেন, যেগুলোর মাধ্যমে এসব একান্তই দুনিয়াবী বলে পরিচিত আমলগুলোও আগাগোড়া রূহানী ও নূরানী আমল এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য হাসিলের ওসীলা বনে যায়। এগুলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তালীম ও হিদায়াতের একান্তই খাস মু'জিয়া বা অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য স্বরূপ। এবার আমরা সে জাতীয় দু'আর সিলসিলা শুরু করছি।

সকাল-সন্ধ্যার দু'আসমূহ

প্রতিটি মানুষের জন্যে রাতের পর প্রভাত এসে দিনের সূচনা করে, আবার সন্ধ্যা এসে সে দিনের পরিসমাপ্তি ঘটায়। এ সকাল ও সন্ধ্যায় যেন জীবনের এক একটি মঞ্জিল অতিক্রম করে বান্দা পরবর্তী মঞ্জিলের দিকে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বাণী ও বাস্তব জীবনের নমুনার দ্বারা এ উম্মতকে আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতিটি সকাল-সন্ধ্যায় তার সম্পর্কের নবায়নের ও দৃঢ়ীকরণের এবং তাঁর নিয়ামতসমূহের শোকরিয়া আদায় করে এবং নিজেদের 'ভুল-ত্রুটি ও খাতা-কসূরের স্বীকারোক্তি করে তাঁর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে পরম বদান্যশীল মনিবের দরবারে ভিখারী সেজে সময়োপযোগী দু'আর শিক্ষা দিয়েছেন।

১২১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نِ الصَّدِيقِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ قُلْ اَللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِكَةُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَه قَالَ قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتُ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ (رواه ابو داؤد والترمذی)

১২১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) আরম্ভ করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! সকাল-সন্ধ্যায় পাঠের জন্যে আমাকে (যিক্র ও দু'আর) কয়েকটি কালিমা শিক্ষা দিন! জবাবে হযুর (সা) বললেন : তুমি বলবে :

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِكَةُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَه-

“হে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, গায়েব ও হাযির সবকিছুর সম্যক জ্ঞানের অধিকারী প্রতিটি বস্তুর প্রতিপালক ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার শরণ প্রার্থনা করছি নিজ নফসের অনিষ্টকারিতা থেকে এবং শয়তান ও তার শিরক থেকে (অর্থাৎ সে আমাকে যেন শিরকের গুনাহতে লিপ্ত করতে না পারে।) হযুর (সা) বললেন : হে আবু বকর! তুমি সকালে, সন্ধ্যায় এবং শয্যাগ্রহণকালে এরূপ দু'আ করবে! (সুনানে আবু দাউদ, জামে' তিরমিযী)

১২২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَبِكَ اَلْمَصِيرُ وَإِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ اَللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَبِكَ اَلْمَصِيرُ (رواه ابو داؤد والترمذی واللفظ له)

১২২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীগণকে এরূপ শিক্ষা দিতেন যে, যখন রাত্রি শেষে প্রত্যুষ হবে তখন আল্লাহ তা'আলার দরবারে এরূপ দু'আ করবে :

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَبِكَ اَلْمَصِيرُ.

“হে আল্লাহ! তোমারই হুকুমে আমাদের সকাল হয় তোমারই হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা হয়, তোমারই ফয়সালা মতে আমাদের জীবন ধারণ, তোমারই হুকুমে নির্ধারিত সময়ে আমাদের মৃত্যুবরণ, তারপর তোমারই সমীপে আমাদের প্রত্যাবর্তন।” অনুরূপভাবে যখন সন্ধ্যা হবে, তখন বলবে :

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَبِكَ اَلْمَصِيرُ.

“হে আল্লাহ! তোমারই হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা আসে, তোমারই আদেশে আমাদের ভোরের আগমন, তোমারই ফয়সালা মতে আমাদের জীবন ধারণ, আবার তোমারই ফয়সালা মতে আমাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে; তারপর মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হয়ে তোমারই সমীপে আমরা উপস্থিত হবো।”

(জামে' তিরমিযী ও সুনানে আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : রাতের আঁধাররাশি বিদূরিত হওয়ার পর ভোরের আলোর উদয় আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত স্বরূপ। মানুষ সাধারণত দিবা ভাগেই তার দৈনন্দিন কাজ-কর্ম করে থাকে। রাত্রির অবসানে ভোরের আগমন না ঘটলে তা হবে কিয়ামত তুল্য। অনুরূপ দিবা অবসানে সন্ধ্যার আগমন ও রাত্রির সূচনাও একটি বড় নিয়ামত স্বরূপ। সন্ধ্যা এসে দিবসের বিদায় ঘন্টা বাজিয়ে কর্ম ব্যস্ততা থেকে বিদায়ের বার্তা ঘোষণা করে। এবার বিশ্রাম ও আরামের পালা। যদি কোন দিন সন্ধ্যা না আসে, তাহলে কী অবস্থা দাঁড়াবে কর্মব্যস্ত মানুষের? রাসূলুল্লাহ (সা) এ হাদীসে তাই শিক্ষা দিয়েছেন, সকাল-সন্ধ্যার আগমনে মানুষ যেন কৃতজ্ঞ চিন্তে আল্লাহ তা'আলার এ নিয়ামতের স্বীকারোক্তি করে। সাথে সাথে তারা যেন একথাও স্মরণ করে যে, যেভাবে তাঁরই হুকুমে দিবাভাগের অবসানে ঘটে রাত্রির আগমন, আর রাত্রির অবসানে ঘটে দিনের আগমন, ঠিক তেমনি চলছে আমাদের জীবনও। তাঁরই নির্ধারিত সময়ে একদিন মৃত্যু এসে আলিঙ্গন করবে এবং আল্লাহর সমীপে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে।

মোদ্দা কথা, প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর নিয়ামতের স্বীকারোক্তি করা এবং মৃত্যু ও আখিরাতকে স্মরণ করা চাই। কোন সকাল বা সন্ধ্যায়ই এ ব্যাপারে উদাসীন থাকা উচিত নয়।

১২৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمْسَى قَالَ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ أَتِي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكِسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ الْخ (رواه مسلم)

১২৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। যখন সন্ধ্যা হতো, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন :

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ أَتِي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا

“এ সন্ধ্যা এমন অবস্থায় হচ্ছে যে, আমরা এবং বিশ্বভুবনের সবকিছু আল্লাহরই, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র সেই আল্লাহরই, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব ও প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। তিনি প্রত্যেকটি বস্তুর উপর শক্তিমান।

হে আল্লাহ! এ আসন্ন রাত এবং এর মধ্যে নিহিত সকল মঙ্গল আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এবং এর যাবতীয় অনিষ্ট এবং এর মধ্যে নিহিত যাবতীয় অনিষ্ট থেকে আমি তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আলস্য থেকে (যা মঙ্গল থেকে বঞ্চনার কারণ হয়ে থাকে) জরা থেকে, অতি বার্ধক্য থেকে, দুনিয়ার ফিৎনা ও কবরের আযাব থেকে। আবার যখন সকাল হতো তখন তিনি অনুরূপ বলতেন।

-(মুসলিম)

ব্যাখ্যা : এ দু'আতে নিজের সত্তা এবং গোটা বিশ্বজাহানের উপর আল্লাহ তা'আলার আধিপত্যের স্বীকারোক্তি এবং তাঁর স্তব-স্তুতির সাথে সাথে তাঁর একত্ববাদের ঘোষণা রয়েছে। এছাড়া আছে রাত বা দিনের মধ্যে নিহিত মঙ্গলের প্রার্থনা এবং যে সব দুর্বলতা কল্যাণ ও সৌভাগ্য থেকে বঞ্চনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সেগুলো থেকে আশ্রয় প্রার্থনা। সর্বশেষে দুনিয়ার ফিৎনা ও কবরের আযাব থেকে মুক্তির দরখাস্ত। সুবহানাল্লাহ। কী ব্যাপক অর্থপূর্ণ দু'আ! নিজের বান্দা হওয়ার ও দীনতার কী অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তিই না ফুটে উঠেছে এ দু'আটির মধ্যে!

১২৪- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

১২৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো সকাল-সন্ধ্যায় দু'আর এ কলিমাগুলো পড়া বাদ দিতেন না। সে কলিমাগুলো হচ্ছে :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي. (رواه ابو داود)

“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষমা, নিরাপত্তা ও নিরাময়তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার ইহলোকের, আমার পরলোকের, আমার পরিবার-পরিজনের এবং আমার সম্পদের ব্যাপারে ক্ষমা, নিরাময়তা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমার লজ্জাকর ব্যাপারগুলো তুমি গোপন রাখ এবং আমার পেরেশানীসমূহ দূর করে শান্তি ও নিরাপত্তা দান কর! হে

আল্লাহ! আমাকে হিফায়ত কর আমার সমুখ দিক থেকে, আমার পিছন দিক থেকে, আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে আমার উপর দিক থেকে এবং তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন আমার নীচ দিক থেকে কোন আপদ আমাকে গ্রাস না করে তা থেকে তুমি আমাকে হিফায়ত কর! - (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সকাল-সন্ধ্যায় দু'আসমূহের মধ্যে এ দু'আটিও অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। মানবীয় প্রয়োজনের এমন কোন দিক নেই, যা এ কয়েকটি বাক্য থেকে বাদ পড়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এর কদর করার এবং এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন!

১২৫- عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ إِذَا أَمْسَى وَإِذَا أَصْبَحَ ثَلَاثًا رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه احمد والترمذی)

১২৫. হযরত ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এমন কোন মুসলিম বান্দা নেই, যে সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার পড়বে :

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

(অর্থাৎ আল্লাহকে আমার প্রভুরূপে পেয়ে, ইসলামকে আমার দীনরূপে পেয়ে আর মুহাম্মদ (সা)-কে নবীরূপে পেয়ে আমি সন্তুষ্ট।)

কিয়ামতের দিন তাকে সন্তুষ্ট করা আমার দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াবে।

-(মুসনাদে আহমদ ও জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : সুবহানাল্লাহ! কতবড় সৌভাগ্যের সুসংবাদ যে, যে মুসলিম বান্দা এ সংক্ষিপ্ত কালিমাগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তিন তিনবার মাত্র উচ্চারণ করে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর দীনের সাথে তার ঈমানী সম্পর্ককে ময়বৃত্ত করবে, আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা হচ্ছে কিয়ামতের দিন তিনি তাকে অবশ্যই খুশি করবেন।

বস্তুত এত বড় সুসংবাদের কথা জানার পরও এ বিরাট নিয়ামত লাভে তৎপর না হওয়া বা এ থেকে গাফেল থাকা চরম বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

১২৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَنَامٍ الْبَيَّاضِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ

نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحَدَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِي فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَيْلَتِهِ- (رواه ابو داود)

১২৬. আবদুল্লাহ ইবন গান্নাম আল বায়াযী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে এরূপ মিনতি করে বলে :

اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ أَبِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحَدَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ-

“হে আল্লাহ! এ সকালে তোমার যে নিয়ামতই আমি পেয়েছি বা তোমার কোন সৃষ্ট জীবই পেয়েছে, তা কেবল তোমারই দয়ার দান। তোমার কোন শরীক নেই। সমস্ত স্তব-স্তুতি তোমারই।” সে ব্যক্তি ঐ দিনের সকল নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে ফেললো। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যা সমাগমে অনুরূপ দু'আ করলো, সে ঐ রাতের নিয়ামত সমূহের শুকরিয়া আদায় করে ফেললো। - (সুনানে আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : হক কথা হলো, বান্দা কোনক্রমেই আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত রাজির হক আদায় করার মত শুকরিয়া আদায় করতে পারে না। এটা মহাবদান্যশীল মুনিবের দয়া যে, এমন সামান্য শুকরিয়াকেও তিনি যথেষ্ট বলে স্বীকৃতি দিয়ে দেন।

কথিত আছে, হযরত দাউদ (আ) আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরম্ভ করলেন : হে আল্লাহ! আপনার নিয়ামতের তো কোন সীমা-সংখ্যা নেই, আমি কী করে এত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবো? জবাবে আল্লাহ তা'আলা বললেন : তোমার এই যে অনুভূতি, সকল নিয়ামতই একমাত্র আমার পক্ষ থেকে, এটাই শুকরিয়া হিসাবে যথেষ্ট। لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

হে আল্লাহ, তোমারই সকল স্তব-স্তুতি, তোমারই সকল শুকরিয়া!

১২৮- عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَفَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ ثُمَّ إِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ (رواه ابو داود)

১২৭. হযরত আবু মালিক আশআরী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যখন সকাল হবে তখন বলবে :

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَتَحَهُ وَنَصَرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهَدَاهُ.

“আমি এবং গোটা বিশ্বজাহান এমন অবস্থায় সকালে উঠেছে যে, সবকিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মালিকানাধীন। হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করছি এ দিনের মঙ্গল, বিজয়, সাহায্য, নূর, বরকত ও হিদায়াত এবং তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এর মধ্যে নিহিত অমঙ্গল এবং এর পরবর্তী অমঙ্গল থেকে।” তারপর যখন সন্ধ্যা হয় তখনো অনুরূপ বলবে। (সুনানে আবু দাউদ)

১২৮- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تَخْرُجُونَ أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ هُنَّ حِينَ يُمْسِي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ (رواه ابو داود)

১২৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা (সূরা রুমের এ তিনটি আয়াত) তিলাওয়াত করবে :

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تَخْرُجُونَ

সে ঐ দিনের সকল কল্যাণ ও বরকত লাভ করবে যা সে পায়নি, আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তা তিলাওয়াত করবে, সে ঐরাতের সকল মঙ্গল ও বরকত লাভ করবে, যা সে পায়নি। - (সুনানে আবু দাউদ)

১২৭- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءٍ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ

১২৮. হযরত উছমান ইবন আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিনের সকালে এবং প্রতি রাতের সন্ধ্যায় এ দু'আটি তিনবার করে পড়বে কোন ক্ষতিই তাকে স্পর্শ করবে না বা সে কোন দুর্যটনার শিকার হবে না। দু'আটি হচ্ছে :

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

সেই আল্লাহর নামে যার নামে দুনিয়া ও আসমানের কোন বস্তুই ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি সবকিছু শুনে সবকিছুই জানেন।

-(জামে তিরমিযী ও সুনানে আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : হযরত উছমান (রা) থেকে এ হাদীসটির বর্ণনাকারী হচ্ছেন তারই পুত্র আব্বান। তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, যার প্রভাব তাঁর দেহে দৃশ্যমান ছিল। একবার যখন তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করছিলেন, তখন তার জনৈক শাগরিদ তাঁর দিকে বিশেষ অর্থবহ দৃষ্টিতে তাকালেন। তিনি বুঝতে পারলেন শাগরিদটি মনে মনে বলছে, আপনি যখন স্বয়ং আপনার পিতা উছমান (রা) থেকে এ হাদীসটি শুনেই ছিলেন, তা হলে আপনার নিজের এ দুর্গতির কারণ কি? আপনার নিজের আবার পক্ষাঘাত হলো কি করে? এ হাদীসে তো সকাল-সন্ধ্যায় তা পাঠে সর্বপ্রকার নিরাপত্তার গ্যারান্টি রয়েছে! তখন তিনি বললেন : মিঞা, আমার দিকে কী দেখছো? না আমি ভুল রিওয়ায়াত করছি আর না হযরত উছমান (রা) আমার কাছে ভুল রিওয়ায়াত করেছেন। একদা কী একটা কারণে আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধাবস্থায় ছিলাম, ফলে সে দিন ঐ দু'আটি পড়তে আমি ভুলে যাই আর ঐ দিনটিতেই আমি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হই। যেহেতু ভাগ্যের লিখন ছিল ঐ দিন আমার পক্ষাঘাত হবে, তাই সেদিন আল্লাহর পক্ষ থেকেই আমাকে তা ভুলিয়ে রাখা হয়। হযরত আব্বানের এ মন্তব্যটুকু হাদীসের সাথে সাথে সুনানে আবু দাউদ ও জামে' তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় তিন তিন বার এ দু'আটি পাঠ করা হচ্ছে আল্লাহর নেক বান্দাদের

নিত্যদিনের অভ্যাস। নিঃসন্দেহে এতে আসমানী ও যমীনী বালা-মুসীবত থেকে নিরাপত্তার গ্যারান্টি রয়েছে।

১২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْبٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذُ تَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (رواه ابو داود)

১৩০. হযরত আবদুল্লাহ ইবন খুবায়ব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেছেন, সকাল-সন্ধ্যায় (অর্থাৎ দিবাভাগের শুরুতে ও রাতের শুরুতে) তুমি তিন তিনবার কুলহুয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিন নাস পাঠ করবে, তা হলে সর্বব্যাপারে তা তোমার জন্যে যথেষ্ট হবে।

— (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : কুলহুয়াল্লাহ এবং এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস হচ্ছে কুরআন শরীফের সংক্ষিপ্ততম সূরাগুলোর অন্যতম; অথচ বিষয়বস্তুর দিক থেকে এর গুরুত্ব অত্যধিক। তিলাওয়াতের ফযীলত সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। হাদীসের দ্বারা এতটুকু বুঝা যাচ্ছে যে, যারা বেশি তিলাওয়াত করতে না পারলে, সকাল-সন্ধ্যায় অন্তত তিনবার করে এ তিনটি সূরা যদি পড়ে নেয় তা হলে এগুলোই তাদের জন্যে ইনশাআল্লাহ যথেষ্ট প্রতিপন্ন হবে। প্রত্যেকটি মুসলমানের তা মুখস্থও থাকে।

শয়ন কালীন বিশেষ বিশেষ দু'আসমূহ

মৃত্যুর সাথে নিদ্রার বেশ সামঞ্জস্য রয়েছে। নিদ্রিত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির মত পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাপার-সাপার সম্পর্কে বে-খবর থাকে। এ হিসাবে নিদ্রা হচ্ছে জীবন মৃত্যুর মধ্যবর্তী একটি অবস্থা। এ জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) বিশেষ তাগিদসহ হিদায়াত দিতেন, যেন শয়নের পূর্বে বিশেষ ধ্যান ও মনোযোগের সাথে আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তাঁর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয় এবং সময়োপযোগী দু'আ করা হয়। এ ব্যাপারে তিনি যে সমস্ত দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন এবং নিজে আমল করেছেন, তা নিম্নে পাঠ করুন!

১৩১- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا قَالَ إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ قُلْ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوْفُّهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاها إِنَّ أَحْيَيْتَهَا فَأَحْفَظْهَا وَإِنْ أَمَتَهَا فَاغْفِرْ لَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فَقِيلَ لَهُ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مسلم)

১৩১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক ব্যক্তিকে এ মর্মে আদেশ করলেন, যখন তুমি শয্যা গ্রহণ করবে, তখন আল্লাহর দরবারে আরয় করবে :

اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوْفُّهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاها إِنَّ أَحْيَيْتَهَا فَأَحْفَظْهَا وَإِنْ أَمَتَهَا فَاغْفِرْ لَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ—

হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রাণ সৃষ্টি করেছে আর যখন তুমি চাইবে তখন তুমিই তা কেড়ে নেবে, আমার জীবন-মরণ তোমারই হাতে। যদি তুমি আমাকে জীবিত রাখ তা হলে (সকল গুনাহ এবং বালা-মুসীবত থেকে) হিফায়ত করবে আর যদি মৃত্যুই দান কর, তা হলে আমাকে মাগফিরাত করবে।

হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে ক্ষমা ও নিরাময়তা প্রার্থনা করছি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) যখন এ দু'আটি শিক্ষা দিলেন, তখন কেউ একজন জিজ্ঞেস করলো, এটা নিশ্চয়ই আপনি আপনার পিতা হযরত উমর (রা) থেকে শুনে থাকবেন। তিনি বললেন : বরং উমর (রা) এর চাইতে উত্তম সত্তা থেকেই আমি তা শুনেছি, তিনি নবী করীম (সা)।

(সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : এ মুখতসর দু'আটি আবদীয়তের বক্তব্য সমৃদ্ধ। আল্লাহর দরবারে আবদীয়ত, নিজের দীনতা-হীনতা-নিঃস্বতার অভিব্যক্তিই হচ্ছে সর্বাধিক রহমত আকর্ষণকারী। বিশেষত কোন বান্দার এরূপ দু'আ করার তাওফীক হচ্ছে তার প্রতি আল্লাহর খাস রহেমতের নজর থাকারই আলামত।

১৩২- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَأَوَانَا فَكَمْ مَنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوَى لَهُ.

১৩২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন এভাবে আল্লাহর স্তুতি-শুকতি করতেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَّلَنَا وَأَوَّانَا فَكَمْ مَنْ لَا كَافِيَ
لَهُ وَلَا مُؤْوِيَّ لَهُ-

অর্থাৎ সেই আল্লাহরই সকল প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে আহার্য ও পানীয় দান করেছেন, আমাদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার দান করেছেন এবং আরামের জন্য আমাদেরকে ঠিকানা দান করেছেন। এমনও তো কত অভাগা বান্দা রয়েছে, যাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বা ঠিকানা দেওয়ার মত কেউ নেই। (সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ আমরা যা খাচ্ছি পান করছি বা প্রয়োজনাদি পূরণের জন্যে পাচ্ছি, সবই ঐ মহান বদান্যশীল আল্লাহর দান। আমাদের কোন কর্মকুশলতা বা কৃতিত্ব এতে নেই। এজন্যে সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। যে ব্যক্তি শয়নকালে এরূপ দু'আ করলো সে যেন তার ব্যবহৃত সমস্ত নিয়ামতেরই হক আদায় করে ফেললো।

১২৩- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَى وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ-

১৩৩. হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন রাতের বেলা শয্যাগ্রহণ করতেন, তখন তিনি তাঁর (ডান) হাত (ডান) গালের নিচে রাখতেন (অর্থাৎ ডান পার্শ্বের উপর ভর করে কিবলামুখী হয়ে) তিনি শয়ন করতেন, যা অন্যান্য হাদীসে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।) এবং আল্লাহর দরবারে এভাবে আরম্ভ করতেন :

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَى-

“হে আল্লাহ! তোমারই নামে আমার মৃত্যুবরণ এবং তোমারই নামে আমার জীবন ধারণ।”

আর যখন তিনি নিদ্রা থেকে জাগতেন, তখন এভাবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন :

قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ-

“সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুদানের পর জীবন দান করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরই কাছে আমাদেরকে যেতে হবে।” (সহীহ বুখারী)

ব্যাখ্যা : যেহেতু মৃত্যুর সাথে নিদ্রার অনেক বেশি সামঞ্জস্য রয়েছে, এজন্যে এ হাদীসে নিদ্রাকে মৃত্যুর সাথে এবং জাগ্রত হওয়াকে জীবিত হওয়া বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর এভাবে দৈনন্দিন শয়ন ও জাগরণকে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে স্মারক এবং পরকালের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যম প্রতিপন্ন করা হয়েছে। শয়নের পর জাগরণকালীন দু'আসমূহের মধ্যে এ দু'আটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং সহজেই তা মুখস্থও করা যায়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাগণকে এর তাওফীক দান করুন।

১২৪- عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ وَقُلْ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَنَّةُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مِتُّ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ (رواه البخارى ومسلم)

১৩৪. হযরত বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বলেছেন, যখন তুমি শয্যা গ্রহণ করতে উদ্যত হবে, তখন প্রথমে সালাতের ওয়ুর মত ওয়ু করবে, তারপর ডান পার্শ্বের উপর শয়ন করবে এবং আল্লাহর দরবারে এরূপ নিবেদন করবে :

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَنَّةُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مِتُّ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ-

“হে আল্লাহ! আমি আমার পূর্ণ সত্তাকে তোমারই হাতে সমর্পণ করলাম। আমার সকল ব্যাপার তোমারই হাতে তুলে দিলাম, তোমাকেই আমার পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ করলাম, তোমারই প্রতাপ ও বিক্রমের ভয়ে ভীত অবস্থায় তোমারই রহমত ও দয়ার আশায় বুক বেঁধে। তুমি ছাড়া আর কোন আশ্রয় স্থল বা নিরাপদ স্থান নেই, হে আমার মওলা! আমি ঈমান এনেছি তোমার সে কিতাবের প্রতি, যা তুমি নাখিল করেছো এবং সে মহান নবীর প্রতি, যাকে তুমি প্রেরণ করেছো।

এ দু'আটি শিক্ষা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত বারাকে বললেন : শয়নকালে এগুলোই যদি হয় তোমার শেষ কথা (অর্থাৎ এর পর আর অন্য বাক্যলাপ না করো) আর এ অবস্থায় তুমি মৃত্যু মুখে পতিত হও, তা হলে তোমার মৃত্যু অত্যন্ত বরকতপূর্ণ এবং স্বভাব ধর্মের উপরই হলো। রাবী বারা ইবন আযিব (রা) বলেন, আমি তখনই তা মুখস্থ করতে লাগলাম এবং দু'আর শেষ অংশে বললাম وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ (অর্থাৎ অর্থগত দিক থেকে ঠিক থাকলেও শব্দগত যে ভুলটুকু ছিল, তাও নবী করীম (সা) ঠিক করে দিলেন। - (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : এ দু'আতে আল্লাহর প্রতি ভরসা ও আত্মনিবেদনের পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটেছে। সাথে সাথে রয়েছে ঈমানের নবায়ন। এ মর্ম প্রকাশের জন্যে পৃথিবীর কোন বড় কথা সাহিত্যিকও এর চাইতে উত্তম ও যথাযথ বাক্য চয়ন করতে সমর্থ হবে না। নিঃসন্দেহে এটাও নবী করীম (সা)-এর মু'জিয়া সুলভ দু'আগুলোর অন্যতম।

১২৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَقُولُ

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالْتَّوَلَّى مُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَآغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ (رواه مسلم)

১৩৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণি। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে আদেশ করতেন, আমাদের কেউ যখন শয়ন করতে উদ্যত হয়, তখন সে যেন তার ডান পার্শ্বের উপর শয়ন করে এবং এরূপ দু'আ করে : হে আসমানসমূহ ও যমীনের প্রতিপালক প্রভু, এবং মহান আরশের প্রভু আমাদের এবং সকল বস্তুর প্রতিপালক, শস্যকণা এবং আঁটি ভেদ করে অঙ্কুর উদ্যমকারী, তওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআন শরীফের নাযিলকারী প্রভু! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ভূপৃষ্ঠে

বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর অনিষ্ট থেকে, যেগুলো সম্পূর্ণ তোমারই কর্তৃত্বাধীন। হে আল্লাহ! তুমিই আদি তোমার পূর্বে কিছুই ছিল না, তুমিই অন্ত; সুতরাং তোমার পরে আর কিছুই থাকবে না, তুমিই আমার দেনা শোধ করে দাও এবং অভাব-অনটন দূর করে আমাকে তুমি অমুখাপেক্ষী করে দাও। - (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : হাদীসেও শয়নকালে ডান পার্শ্বের উপর শয়নের কথা বলা হয়েছে। স্বয়ং হযুর (সা) ও এরূপই আমল করতেন। এভাবে শয়ন করলে কল্ব যা বাম পার্শ্বে অবস্থিত তা ঝুলন্ত অবস্থায় উপর দিকে থাকে। আল্লাহ ওয়ালা বুয়ুর্গগণের অভিজ্ঞতা হচ্ছে শয়নকালে এরূপ অবস্থায় দু'আ ও আল্লাহর ধ্যান অধিকতর কার্যকর হয়ে থাকে। এ দু'আটি আল্লাহর ঐসব বান্দাদের জন্যে বেশি উপযোগী, যারা ঋণগ্রস্ত এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে পেরেশানীর শিকার। বান্দা এভাবে দু'আ করে শয়ন করবে এবং মহান দাতা প্রতিপালকের দরবারে আশা পোষণ করবে যে, তিনি তার রিয়িকে বরকত দান করে আর্থিক দূরবস্থা থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করেই দেবেন।

১২৬- عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (رواه ابو داود)

১৩৬. হযরত হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি নিদ্রা যাওয়ার ইচ্ছে করতেন, তখন তিনি তাঁর ডান হাত তাঁর গণ্ডদেশের নীচে রাখতেন তারপর তিনবার এরূপ দু'আ করতেন :

اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

“হে আল্লাহ! আমাকে তোমার শাস্তি থেকে রক্ষা কর, যে দিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) তোমার বান্দাদেরকে তুমি উত্তিত করবে।” - (সুনানে আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : শয়নকালে বিশেষভাবে এ দু'আ পাঠের কারণ স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মৃত্যুর সাথে নিদ্রার যে বিশেষ সামঞ্জস্য রয়েছে, সে জন্যে নিদ্রার উদ্দেশ্যে শয্যা গ্রহণকালে তিনি মৃত্যু, পরকাল এবং সেখানকার হিসাব-নিকাশ এবং ছওয়াব ও শাস্তির কথা স্মরণ করতেন। আর আল্লাহর মা'রিফাত সম্পন্ন কোন ব্যক্তির যখন মৃত্যু ও পরকালের কথা স্মরণ হবে, স্বভাবত তাঁর সবচাইতে বড় চিন্তা এবং মনের কথা হবে এই যে, সেই বিষম সঙ্কটকালে যেন সেদিনের কঠোর শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি নসীব হয়।

১২৭- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتَّوَبَ إِلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَ عَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا (رواه الترمذی)

১৩৭. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি শয্যাগ্রহণকালে আল্লাহর দরবারে এরূপ ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তিনবার বলে :

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتَّوَبَ إِلَيْهِ.

অর্থাৎ আমি মাগফিরাত প্রার্থনা করছি সেই আল্লাহর, যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর, আমি তাঁরই সমীপে তাওবা করছি। তাহলে তার সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে যদিও তা বৃক্ষপত্র, 'আলিজ' মরুভূমির বালুকণা ও দুনিয়ার দিনসমূহের মত অগণিতও হয়ে থাকে। - (জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে শয়নকালে এ শব্দমালা যোগে তাওবা ও ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার দ্বারা সমস্ত গুনাহ মা'ফির সুসংবাদ শুনানো হয়েছে। যদি এ আমলটিও আমরা না করতে পারি তবে তা কত বড় বঞ্চনার কথা! অবশ্য এ তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা অন্তর্যামী। মুখের কথা দিয়ে তাঁকে ধোঁকা দেওয়া সম্ভবপর নয়।

১২৮- عَنْ فَرُوءَةَ بِنِ نَوْفَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ نِمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشَّرِّ (رواه أبو داود والترمذی)

১৩৮. ফারুওয়া ইবন নওফল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার পিতা নওফলকে উদ্দেশ্য করে বললেন : যখন তুমি শয়ন করতে উদ্যত হও, তখন 'আবী ইব্রাহীম' সূরাটি পড়ে নেবে, তারপর শয়ন করবে। কেননা এতে শিরক থেকে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা রয়েছে।

-(সুনানে আবু দাউদ ও জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : তিরমিযীর বর্ণনায় একথাও আছে যে, হযরত নওফল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে শয়নকালে কী পড়তে হবে তা জানতে চাইলেই রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে এ আমলটি শিক্ষা দিয়েছিলেন।

১২৯- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفِّهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدٍ يَبْدَأُ بِهَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (رواه أبو داود والترمذی)

১৩৯. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি রাতের বেলা শয্যাগ্রহণ করতে যেতেন, তখন তাঁর দু'হাত একত্রিত করে কুল হুয়াল্লাহ আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিন নাস পড়ে তাতে ফুঁক দিতেন তারপর যতটুকু তাঁর হাত পৌঁছতো শরীরের ততটুকু সে দু'হাত দিয়ে মুছে নিতেন। প্রথমে মাথা, মুখমণ্ডল এবং শরীরের সম্মুখের অংশ মুছতেন। এরূপ তিনি তিনবার করতেন। (সুনানে আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের একটি বর্ণনায় বাড়তি এতটুকুও আছে যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন : অন্তিম রোগ শয্যায় যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কষ্ট বৃদ্ধি পেলো, তখন তিনি আমাকে আদেশ করলেন : যেন উক্ত সূরা তিনটি পড়ে নিজের হাতে দম করে তাঁর পবিত্র বদন মুছে দেই। সে মতে আমি তা করে দিতাম।

দ্রষ্টব্য : কারো কারো জন্যে নিদ্রাকালীন অন্যান্য দু'আ-দরুদ মুখস্থ করা কঠিন ঠেকলেও কম পক্ষে কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন, কুল হুয়াল্লাহ আহাদ এবং সূরা ফালাক ও নাস তো তারা পড়েই নিতে পারেন। তাদের জন্যে এগুলোই সবকিছু। কমপক্ষে এতটুকু আমল তো রীতিমত করা উচিত। যারা এতটুকুও করতে পারেন না, তাদের বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্য সত্যিই চিন্তার বিষয়।

অনিদ্রা কালীন দু'আ

১৪- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ شَكَّى خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يَنَامُ اللَّيْلَ مِنَ الْأَرَقِ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ .

১৪০. হযরত বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা খালিদ ইব্ন ওলীদ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অনুযোগ করলেন যে, রাতে তাঁর ঘুম আসে না। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন তাঁকে বললেন : শয্যা গ্রহণকালে তুমি আল্লাহ তা'আলার দরবারে এরূপ দু'আ করবে :

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَتُ وَرَبَّ الْأَرْضَيْنِ وَمَا أَقْلَتُ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ أَوْ أَنْ يَبْغِيَ عَلَيَّ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ تَنَازُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. (رواه الترمذی)

“হে আল্লাহ! সাত আসমান এবং এগুলোর নীচে অবস্থিত সবকিছুর প্রভু! যমীনসমূহের এবং এগুলোর উপরস্থিত সবকিছুর প্রতিপালক, শয়তানসমূহ এবং তাদের বিভ্রান্তিকর তৎপরতাসমূহের মালিক। আমাকে তোমার আশ্রয় ও হিফায়তে নিয়ে নাও তোমার সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে। কেউ যেন আমার প্রতি যুলুম বা বাড়াবাড়ি করতে না পারে। তোমার আশ্রিত জন সম্মানিত। তোমার স্তব-স্তুতি সবার উর্ধ্বে, তুমি বিনে কোন উপাস্য নেই। তুমি ছাড়া নেই কোন মা'বুদ।

(জামে' তিরমিযী)

নিদ্রিত অবস্থায় ভয় পেলে পাঠের দু'আ

١٤١- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَبْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَزَعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعَذَابِهِ وَمَنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُلْقِنُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ أَوْلَادِهِ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَ فِي صَكٍّ وَعَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ (رواه ابو داود والترمذی)

১৪১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি নিদ্রিত অবস্থায় (কোন দুঃস্বপ্ন দেখে) ভয় পেয়ে যায়, তখন সে এরূপ দু'আ করবে :

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعَذَابِهِ وَمَنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ-

আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের মাধ্যমে তার ক্রোধ ও শাস্তি থেকে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে, শয়তানদের প্ররোচনা ও প্রভাব থেকে এবং তাদের আমার নিকট আগমন (ও উৎপাত) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : তাহলে শয়তান তার কোনই অনিষ্ট করতে পারবে না।

(হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস থেকে তাঁর পুত্র এ হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, আমার পিতা) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস তাঁর বালগ সন্তানদেরকে এ দু'আটি শিক্ষা দিতেন, যাতে করে তারা এর উপর নিয়মিত আমল করে আর তাদের মধ্যকার না-বালগদের জন্যে একটি কাগজে তা লিখে (তাবিয আকারে) তাদের গলায় ঝুলিয়ে রাখতেন। (সুনানে আবু দাউদ ও জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির দ্বারা জানা গেল যে, ভীতিকর স্বপ্ন শয়তানের প্রভাব বিস্তারেরই ফলশ্রুতিতে হয়ে থাকে। এ দু'আটি নিয়মিত আমল করলে ইনশাআল্লাহ শয়তানের কুপ্রভাব থেকে হিফায়ত হবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল আসের এ আমলটি থেকে আরো জানা গেল যে, আল্লাহর নাম বা তাঁর কালাম কাগজে লিখে গলায় তাবিযরূপে ব্যবহার করাও দোষণীয় কিছু নয়।

নিদ্রা থেকে গাঙ্গোথান কালীন দু'আ

١٤٢- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ.....

১৪২. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন রাতের বেলা ঘুম থেকে জাগতেন, তখন আল্লাহর দরবারে এভাবে আরম্ভ করতেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تَزَعْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْلِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ-

হে আল্লাহ! তুমিই একমাত্র উপাস্য, তুমি বিনে কোন উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র প্রতিটি স্তব-স্তুতির যোগ্য তুমিই, হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহের জন্যে আমি

তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার কাছে প্রার্থনা করছি তোমার রহমত। হে আল্লাহ! আমার ইলম ও মা'রিফত বৃদ্ধি কর এবং আমার অন্তরের এমনি হিফায়ত কর, যেন হিদায়াত প্রাপ্তির পর তা বিভ্রান্তিতে নিপতিত না হয় এবং তোমার রহমত দানে আমাকে ধন্য কর, কেননা তুমিই মহা বদান্যশীল। - (সুনানে আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : এ দু'আটি সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও কতই না ব্যাপক অর্থপূর্ণ! এর প্রতিটি শব্দে শব্দে আবদীয়তের কী আকৃতি ফুটে উঠেছে তা কেবল তারাই অনুধাবন করতে পারবেন, যাদের আল্লাহ ও বান্দার গভীর সম্পর্ক সম্পর্কে কিছু ধারণা আছে! নিঃসন্দেহে বান্দা যখন ঘুম থেকে জেগেই ইখলাস ও ছ্যুরে কালবের সাথে এরূপ দু'আ করবে, তখন সে আল্লাহর খাস রহমত ও কৃপা দৃষ্টির যোগ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমতের সত্যিকারের কাঙাল বানান এবং তা হাসিল করার তাওফীক দান করুন!

১৬৩- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا أُسْتَجِيبَ فَإِنْ تَوَضَّأَ قُبِلَتْ صَلَاتُهُ (رواه البخارى)

১৬৩. হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যখন রাত্রে কোন ব্যক্তির নিদ্রা ভঙ্গ হয় এবং সে তখন বলেঃ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, সকল স্তব-স্তুতিও তাঁরই। প্রত্যেক বস্তুর উপরই তিনি পূর্ণ শক্তিমান। সকল প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ পবিত্র। কোন উপাস্য নেই একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। পুণ্য কাজ করার বা পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই হাতে। তারপর বলবে : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

“হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর!” অথবা কোন দু'আ করবে, তার দু'আ কবুল হবে। তারপর সে যদি (সাহস করে উঠে যায় এবং) ওয়ু করে (এবং সালাত আদায় করে) তাহলে তার সালাতও কবুল করা হবে। - (সহীহ বুখারী)

ব্যাখ্যা : হাদীসের উক্ত পাঠটি বুখারী শরীফ থেকে নেয়া। এতে কালিমা 'আলহামদুলিল্লাহ' উল্লেখিত হয়েছে সুবহানাল্লাহ এর পূর্বে। কিন্তু ইমাম বুখারী ছাড়া ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী প্রমুখ যে সমস্ত ইমাম এ হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন তাঁদের রিওয়ায়াতে প্রথমে 'সুবহানাল্লাহ' এবং 'আলহামদুলিল্লাহ' পরে রয়েছে যেমনটি কালিমায়ে তামজীদে আছে। এজন্যে হাফিয ইবন হাজার প্রমুখ বুখারী শরীফের ভাষ্যকারগণ বলেছেন যে, বুখারীর রিওয়ায়াতে আলহামদুলিল্লাহ পূর্বে বর্ণিত হওয়ার মূলে কোন রাবীর হাত রয়েছে। মোদ্দা কথা, ঐসব ভাষ্যকারের মতেও এ কালিমাগুলির ঐ ক্রম বা তরতীবই সহীহ, যা সুনানে আবু দাউদ ও তিরমিযীর রিওয়ায়াতে রয়েছে। সে মতে এ তর্জমায় সেই তরতীব অনুযায়ী লিখিত হয়েছে।

এ হাদীসে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, যে বান্দা রাতের বেলা চোখ খুললে আল্লাহ তা'আলার তওহীদ, তসবীহ তহমীদ তথা তাঁর একত্ব, মাহাত্ম্য, পবিত্রতা ও প্রশংসামূলক এ কলিমাসমূহ পাঠ করে, তাঁরই দেওয়া শক্তি-সামর্থ্য ব্যতীত পুণ্য কাজ করার বা পাপকর্ম থেকে বেঁচে থাকার শক্তি কারো নেই বলে স্বীকারোক্তি করে এ দু'আটি পাঠ করবে এবং তারপর আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজের মাগফিরাতের বা অন্য কোন দু'আ করবে, তা নিশ্চিতভাবেই কবুল হবে। অনুরূপ, ঐ সময় ওয়ু করে সালাত আদায় করলে তাও কবুল হবে। কোন কোন বুয়ুর্গ বলেন, যে বান্দার নিকট এ হাদীসটি পৌছলো সে যেন একে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিশেষ উপহাররূপে গণ্য করে এবং তাঁর প্রদত্ত এ সুসংবাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে মুতাবিক আমল করে ইস্তেগফার ও দু'আ কবুলের এ সুযোগ গ্রহণ করার জন্যে পূর্ণ যত্নবান হয়। নিঃসন্দেহে ছ্যুর (সা)-এর এমন মূল্যবান উপহারের কদর না করা দুর্ভাগ্যেরই লক্ষণ। ইমাম বুখারীর যবানীতে সহীহ বুখারীর জনৈক রাবী ইমাম আবু আবদুল্লাহ ফরবরী (রা) বলেন, একদা রাতের বেলা নিদ্রা যাওয়ার পর হঠাৎ আমার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। আল্লাহ তাওফীক দিলেন আর আমি এ কালিমাগুলো পাঠ করলাম। তারপর আবার আমি ঘুমিয়ে পড়ি। স্বপ্নে দেখলাম, কে একজন আমার নিকট এসে এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ

তাঁদের অনেক উত্তম কথার তওফীক নসীব হলো এবং তারা আল্লাহর পথে পরিচালিত হলো।” (ফত্বুলবারী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬১০)

ইস্তিঞ্জাকালীন দু'আসমূহ

শয়ন এবং খানা-পিনার মতই প্রশাব-পায়খানাও মানব-জীবনের একটি অপরিহার্য দিক। নিঃসন্দেহে সেই বিশেষ সময়টাতে (যখন মানুষ মলমূত্র ত্যাগে লিপ্ত থাকে)

আল্লাহর নাম নেওয়া এবং তাঁর সমীপে দু'আ করাটাও শিষ্টাচারের পরিপন্থী। এজন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) হিদায়াত দিয়েছেন যে, মলমূত্র ত্যাগে লিঙ্গ হওয়ার প্রাক্কালেই যেন মানুষ আল্লাহর কাছে দু'আ করে এবং তারপর তা থেকে ফারোগ হওয়ার পর এরূপ দু'আ করে।

১৪৪- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشُ مُحْتَضِرَةٌ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ (رواه ابو داؤد وابن ماجه)

১৪৪. হযরত যায়দ ইবন আরকম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : এ সমস্ত মলমূত্র ত্যাগের স্থানসমূহ হচ্ছে শয়তান ও ক্ষতিকর জীবদের আড্ডাখানা। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন মলমূত্রত্যাগের উদ্দেশ্যে বাইরে যাবে তখন আল্লাহ তা'আলার দরবারে এভাবে আরখ করবে :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

“হে আল্লাহ, খবীছ ও খবীছনী নোংরাদের থেকে তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আবু দাউদ ও ইবন মাজা)

ব্যাখ্যা : মাছি এবং অন্যান্য নোংরামীপ্রিয় প্রাণী যেভাবে আবর্জনা ও মলমূত্রের উপর পতিত হয়, ঠিক তেমনি শয়তান প্রভৃতি অনিষ্টকর মখলুক এসব নোংরা স্থানের প্রতি বিশেষ সম্পর্ক রাখে। এ জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ স্থানে যাওয়ার সময় এ দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযুর (সা)-এর খাস খাদেম হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) পায়খানায় যাওয়ার সময় সর্বদা এ দু'আটি পড়তেন।

১৪৫- عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي (رواه ابن ماجه)

১৪৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে যখন পায়খানা থেকে বের হয়ে আসতেন, তখন বলতেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

সেই আল্লাহর সব প্রশংসা, যিনি আমার দেহ থেকে ময়লা ও কষ্টকর বস্তু বের করে দিয়ে আমাকে স্বস্তি দান করলেন। - (সুনানে ইবন মাজা)

ব্যাখ্যা : প্রশাব-পায়খানা প্রাকৃতিক নিয়মে নির্গত না হয়ে যদি মানবদেহে রুদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে তা কতইনা কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তখন তা নির্গমনের জন্যে হাসপাতালসমূহে কত রকম চেষ্টা-তদবীর ও আয়োজন করতে হয়। বান্দা যদি একটু এ কথাটা খেয়াল করে তা হলেই বুঝতে পারে যে, প্রাকৃতিকভাবে প্রশাব পায়খানা নিষ্কাশন কত বড় একটা নিয়ামত এবং তা আল্লাহর কতবড় একটা দয়া। এ অনুভূতির প্রেক্ষিতেই রাসূলুল্লাহ (সা) এমন ক্ষেত্রে এ কালিমাগুলোর দ্বারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় ও তাঁর প্রশংসা করতেন। সুবহানাল্লাহ! কী অর্থপূর্ণ, কত সময়োপযোগী এবং কতই না আরিফ সূভ এ দু'আটি! আল্লাহর পূর্ণ মা'রিফত বঞ্চিত কোন লোকের পক্ষে এরূপ দু'আ করা কখনো সম্ভবপর হতে পারে না।

ঘর থেকে বেরোবার এবং ঘরে ফেরার সময় পড়বার দু'আসমূহ

মানুষের জন্যে সকাল-সন্ধ্যার আবর্তন ও শয়ন-জাগরণের মতো ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং আবার ঘরে ফিরে আসাও তার দৈনন্দিন জীবনের একটা অপরিহার্য অঙ্গ। বান্দা তার প্রতি পদে পদেই আল্লাহর রহম ও করম এবং তাঁর হিফাযতের মুখাপেক্ষী, এ জন্যে যখনই সে ঘর থেকে বাইরে পদার্পণ করবে অথবা বাইরে থেকে ঘরে ফিরবে তখনই বরকত ও সাহায্য প্রার্থনা করে আল্লাহর দরবারে তার দু'আ করা উচিত। রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ ক্ষেত্রে যে সব দু'আ-কালাম শিক্ষা দিয়েছেন, তা নিম্ন লিখিত হাদীসসমূহে পাঠ করুন।

১৪৬- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يُقَالُ لَهُ حَسْبُكَ هُدَيْتَ وَكُفَيْتَ وَوُقِيتَ وَيَتَحَيَّ عَنْهُ الشَّيْطَانُ (رواه ابو داؤد والترمذی واللفظ له)

১৪৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলে :

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

অর্থাৎ “আমি আল্লাহর নামে বের হচ্ছি, আল্লাহরই উপর আমার ভরসা, কোন মঙ্গল লাভ বা অমঙ্গল থেকে রক্ষা পাওয়ার সফলতা অর্জন একমাত্র তাঁরই হুকুমে সম্ভব।”

তখন অদৃশ্য জগত থেকে তার উদ্দেশ্যে বলা হয় (অর্থাৎ ফিরেশতাগণ তার উদ্দেশ্যে বলেন) হে আল্লাহর বান্দা, তোমার এ দু'আটি তোমার জন্যে যথেষ্ট, তুমি

পূর্ণ দিকদর্শন লাভ করেছে। এবং তোমার হিদায়াতের ফয়সালা হয়ে গেছে।" আর শয়তান নিরাশ হয়ে তার নিকট থেকে দূরে সরে যায়। —(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : এ মুখতসর হাদীসের পয়গাম ও মর্মবাণী হচ্ছে, বান্দা যখন ঘর থেকে বাইরে পদার্পণ করবে, তখন সে যেন নিজেকে একান্তই নিঃস্ব ও অসহায় এবং আল্লাহর রহমত ও হিফাযতের একান্তই মুখাপেক্ষী মনে করে, নিজেকে তাঁরই হিফাযতে সমর্পণ করে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর নিজ হিফাযতে নিয়ে নেবেন। শয়তান তার কোনই অনিষ্ট করতে পারবে না।

১৬৭- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ أَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نُضِلَّ أَوْ يُظْلَمَ عَلَيْنَا أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا (رواه احمد والترمذى والنسائى)

১৪৭. হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) যখন ঘর থেকে বের হতেন, তখন বলতেন :

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ أَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نُضِلَّ أَوْ يُظْلَمَ عَلَيْنَا أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا

আল্লাহর নাম নিয়ে আমি বের হচ্ছে, আল্লাহরই উপর আমার ভরসা। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই আশ্রয় প্রার্থনা করছি পদস্থলন থেকে অথবা বিভ্রান্তি থেকে (নিজেও যেন বিভ্রান্ত না হই আর অন্যের বিভ্রান্তির কারণও যেন না হই) কারো প্রতি যুলুম করা থেকে অথবা নিজেরা ময়লুম হওয়া থেকে, আমরা যেন কারো প্রতি গোয়াতুর্মী না করি অথবা অন্য কেউ যেন আমাদের প্রতি গোয়াতুর্মী করতে না পারে।

—(মুসনাদে আহমদ, জামে' তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী)

ব্যাখ্যা : মানুষ যখন কোন কাজে ঘর থেকে বের হয়, তখন নানা অবস্থা ও নানা লোকের সে সম্মুখীন হয়। সে যদি আল্লাহর মদদ ও তাঁর প্রদত্ত তাওফীক ও হিফাযত না পায়, তা হলে তার পদে পদে বিভ্রান্তি ও অপকর্মের শিকার হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। শুধু কি তাই? এমন ব্যক্তি অন্যদের বিভ্রান্তি ও ঝটতার হেতুও হয়ে যেতে পারে। সে কোন কলহ-বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারে। পারে অন্যের প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করে বসতে বা অন্যের অন্যায় আচরণের শিকার হয়ে পড়তে। এ জন্যে নবী করীম (সা) ঘর থেকে বেরোবার সময় আল্লাহর নাম নেয়া এবং তাঁর প্রতি

তার নিজ ঈমান-বিশ্বাসের আস্থা ও ভরসার নবায়নের সাথে সাথে এসব সঙ্কট থেকেও তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। নিজ আমল ও আচরণের দ্বারা তিনি একথার প্রমাণ দিতেন যে, তিনি নিজেও প্রতি পদে পদে আল্লাহ তা'আলার মদদ, তাওফীক, হিফাযত ও পৃষ্ঠপোষকতার মুখাপেক্ষী। আনাস (রা) বর্ণিত ইতি পূর্বকার হাদীসে উক্ত بِاللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ তেও আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনার এ মর্মটি নিহিত রয়েছে। এজন্যে সে উদ্দেশ্যে তাও যথেষ্ট।

১৬৮- عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَهْلِهِ —(رواه ابو داود)

১৪৮. হযরত আবু মালিক আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি নিজ ঘরে প্রবেশ করে তখন সে আল্লাহর দরবারে এরূপ আরয করবে :

اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا-

“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি ঘরে প্রবেশের এবং ঘর থেকে বের হওয়ার মঙ্গল। (অর্থাৎ আমার ঘরে প্রবেশ ও ঘর থেকে বের হওয়া যেন মঙ্গলজনক হয়।) আমরা আল্লাহর নাম নিয়েই প্রবেশ করি আল্লাহর নাম নিয়েই বের হই এবং আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপরই আমাদের সকল ভরসা।”

তারপর প্রবেশকারী ঘরের লোকজনকে সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করবে। (অর্থাৎ আসসালামু আলাইকুম বলেই ঘরে প্রবেশ করবে।) (সুনানে আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : এ তালীম ও হিদায়াতের মর্মকথা হচ্ছে ঘরে প্রবেশ এবং ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বান্দার অন্তরের নজর থাকবে আল্লাহ তা'আলার উপর। তার যবানে থাকবে তাঁরই পবিত্র নাম এবং একথার দৃঢ় বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করবে যে, প্রতিটি কল্যাণ ও বরকত তাঁরই হাতে রয়েছে। দু'আ ও প্রার্থনা করতে হবে তাঁরই সমীপে। তাঁরই দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রতি ভরসা করতে হবে। তারপর ঘরের ছোট-বড় সকলকে সালাম দিতে হবে-যা প্রকৃত পক্ষে তাদের জন্যে আল্লাহর দরবারে কল্যাণ ও বরকতের দু'আরই নামান্তর।

মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়ের দু'আ

মসজিদ হচ্ছে আল্লাহর ঘর ও তাঁর দরবার স্বরূপ। আগমনকারী সেখানে এ উদ্দেশ্যই এসে থাকে যে, আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি ও রহমত হাসিল করবে। এ জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) উদাসীনভাবে গাফলতির সাথে মসজিদে প্রবেশ করতে এবং তা থেকে বের হতে বারণ করেছেন। বরং মসজিদে প্রবেশকালে এবং বের হওয়ার সময় তাঁর মুখে যথোপযুক্ত দু'আ থাকবে। আল্লাহর দরবারে হাযিরী এটাই হচ্ছে জরুরী আদব।

১৬৭- عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا
خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ (رواه مسلم)

১৪৯. হযরত আবু উসায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে আল্লাহ তা'আলার দরবারে এরূপ দু'আ করবে : اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

“হে আল্লাহ! আমার জন্যে তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।” এবং যখন সে মসজিদ থেকে বের হবে তখন এরূপ দু'আ করবে : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে করুণা প্রার্থনা করছি।” (সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : কুরআন মজীদ থেকে বুঝা যায় যে, ‘রহমত’ শব্দটি বিশেষত রূহানী ও পারলৌকিক নিয়ামতসমূহের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। যেমন নবুয়াত, বেলায়েত, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য এবং জান্নাতের নিয়ামতসমূহ। যেমন সূরা যুখরুফে আছে :

وَرَحْمَةً رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

“তোমার প্রভুর রহমত তাদের সে অর্থ-সম্পদের চাইতে উত্তম যা তারা সংগ্ৰহ করে থাকে।”

পক্ষান্তরে ‘ফযল’ শব্দটি প্রধানত দুনিয়াবী নিয়ামতসমূহের ব্যাপারেই প্রযোজ্য হয়ে থাকে। যেমন জীবিকার সচ্ছলতা, জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বা প্রাচুর্য ইত্যাদি। যেমন সূরা জুমু'আয় বলা হয়েছে :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“যখন সালাত সমাপ্ত হয়ে যায়, তখন তোমার যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর ফযল অন্বেষণ কর।”

সূত্রাতঃ মসজিদ যেহেতু সে সমস্ত আমলের জন্য নির্দিষ্ট স্থান, যেগুলো দ্বারা রূহানী ও পারলৌকিক নিয়ামতসমূহ লাভ করা যায়, এজন্যে মসজিদে প্রবেশকালে রহমতের দরজা খুলে দেওয়ার প্রার্থনা এবং মসজিদ থেকে নির্গমনকালে আল্লাহর ফযল বা পার্থিব নিয়ামতসমূহ প্রার্থনার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।^১

মজলিস থেকে উঠাকালীন দু'আ

মানুষ যখন কোন মজলিসে বসে তখন অনেক সময় সে মজলিসে এমন কিছু কথাবার্তা হয়েই যায়, যা একজন মু'মিনের জন্যে শোভনীয় নয় এবং যার জন্যে তাকে পরকালে জবাবদিহী করতে হতে পারে। এজন্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হিদায়াত হলো, যখন কেউ মজলিস থেকে উঠবে, তখন সে যেন আল্লাহর হামদ, তসবীহ, তওহীদের সাক্ষ্য ও তওবা-ইস্তিগফার সম্বলিত দু'আ পাঠ করে, যা তার মজলিসের কাফকারা স্বরূপ হবে।

১৫০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ (رواه الترمذی)

১৫০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসে এবং তাতে অনেক আপত্তিকর ও অনর্থক বাক্যালাপ করে বসে, কিন্তু ঐ মজলিস থেকে উঠার পূর্বে সে যদি বলে :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

১. আবু দাউদ বা ইবন মাজার উদ্ধৃতসহ মসজিদে নববীর ঠিক হযুর (সা)-এর মাযার শরীফ সংলগ্ন গেটে একখানি হাদীস দেখার সুযোগ এ অনুবাদকের ১৯৯৪ সালের হজ্জের সময় হয়েছে, যাতে হযুর (সা) মসজিদে প্রবেশকালে এরূপ দু'আ করতে বলেছেন :

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ
অর্থাৎ বিসমিল্লাহ ও দুরূদের পর রহমতের দু'আ করতে সে হাদীসে বলা হয়েছে।

“হে আল্লাহ! তোমার স্তব-স্তুতির সাথে সাথে আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকট গুনাহসমূহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দরবারে তওবা করছি।” তা হলে আল্লাহ তা'আলা ঐ মজলিসে কৃত তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন।

-(জামে' তিরমিযী)

১৫১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتُ لَا يَتَكَلَّمُ بِهِنَّ أَحَدٌ فِي مَجْلِسِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا كَفَّرَ بِهِنَّ عَنْهُ وَلَا يَقُولُهُنَّ فِي مَجْلِسٍ خَيْرٌ أَوْ مَجْلِسٍ ذِكْرٍ إِلَّا خُتِمَ لَهُ بِهِنَّ عَلَيْهِ كَمَا يُخْتَمُ بِالْخَاتَمِ عَلَى الصَّحِيفَةِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ (رواه ابوداؤد)

১৫১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এমন কয়েকটি কালিমা আছে, কোন বান্দা যদি মজলিস থেকে প্রস্থানকালে ঐগুলি ইখলাসের সাথে তিনবার পাঠ করে নেয়, তাহলে সেগুলি তার ঐ মজলিসের কাফফারা স্বরূপ হয়ে যায়। আর ঐ কালিমাগুলি যদি কোন উত্তম মজলিস বা যিক্রের মজলিসের শেষে পাঠ করা হয়, তা হলে ঐগুলির দ্বারা ঐ মজলিসের আমলনামায় মোহর অঙ্কিত করে দেয়া হয়- যেমনটি মোহরাঙ্কিত করা হয় গুরুত্বপূর্ণ দলীল-দস্তাবেজের উপর। সে কালিমাগুলো হচ্ছে :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

“হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা ও তোমার স্তব-স্তুতি বর্ণনা করছি, তুমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তোমারই দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমারই সমীপে তওবা করছি।”

-(আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : কত মুখতসর অথচ ব্যাপক অর্থবোধক এ দু'আটি। এতে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও স্তব-স্তুতির বর্ণনা যেমন রয়েছে, তেমনি আছে তাঁর একত্বের সাক্ষ্য এবং গুনাহসমূহ থেকে তাওবা ও ইস্তিগফার। আল্লাহর কোন কোন মকবুল বান্দাকে দেখার সুযোগ হয়েছে, তাঁরা কিছুক্ষণ পর পরই বিশেষত কোন প্রসঙ্গে

কথাবার্তা শেষেই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে-যা তাঁদের সে সময়ের চেহারার অভিব্যক্তি এবং আওয়ায থেকেই সুস্পষ্ট অনুভূত হতো- এ কালিমাগুলো এমনভাবে উচ্চারণ করতেন যে, শ্রোতাদের অন্তরে পর্যন্ত তা রেখাপাত করতো।

নিঃসন্দেহে এ কালিমাগুলো অর্থ ও বিন্যাসের দিক থেকে এমনি তাৎপর্যপূর্ণ যে, বান্দা যদি ইখলাসের সাথে তা আল্লাহর দরবারে নিবেদন করে তাহলে তাঁর রহমত ও করুণার দৃষ্টি তার দিকে পতিত না হয়ে যায় না। এ কালিমাগুলোও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিশেষ উপদেক্ষন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এগুলোর মূল্য অনুধাবনের এবং এথেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন!

১৫২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَلَّمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ لِأَصْحَابِهِ اللَّهُمَّ أَقْسِمُ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تَبْلُغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تَهْوُنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلِ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تَسْلُطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا (رواه الترمذی)

১৫২. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন খুব কম সময়ই আছে যে, নবী করীম (সা) কোন মজলিস থেকে উঠার সময় তাঁর নিজের সাথে সাথে নিজের সাহাবীগণের জন্যেও এরূপ দু'আ না করেছেন :

اللَّهُمَّ أَقْسِمُ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تَبْلُغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تَهْوُنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلِ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي

دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمًّا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تَسْلُطْ عَلَيْنَا
مَنْ لَا يَرْحَمُنَا-

হে আল্লাহ! আমাদের মনে তোমার এমন ভয় দান কর, যা আমাদের এবং তোমার না-ফরমানীর মধ্যে অন্তরায় হতে পারে। (অর্থাৎ তোমার সে ভয় যেন আমাদেরকে তোমার অবাধ্যতার দিকে পা বাড়াতে কার্যকরীভাবে বাধার সৃষ্টি করে) এবং তোমার ততটুকু আনুগত্য আমাকে দান কর- যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশিত করাবে (অর্থাৎ যা হবে আমার জান্নাতে প্রবেশের ওসীলাস্বরূপ) এবং ততটুকু ঈমান-য়াকীন আমাকে দান কর, যা পার্থিব বিপদাপদকে আমার পক্ষে লঘুতর করে দেবে। আর যতদিন পর্যন্ত আমাকে জীবিত রাখবে, ততদিন পর্যন্ত চোখ-কান ও অন্যান্য শক্তি দ্বারা আমাকে উপকৃত হতে দেবে। (অর্থাৎ তোমার এসব নিয়ামত থেকে যেন মৃত্যুর পূর্বে আমি বঞ্চিত না হই) এবং মৃত্যুর পরও যেন এগুলোর দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি। (অর্থাৎ এগুলোর দ্বারা আমি যেন এমন সব কাজ করে যেতে পারি, যা মৃত্যুর পরেও আমার কাজে আসবে)। হে মাওলা ও মালিক! যারা আমাদের (অর্থাৎ ঈমানদারদের) প্রতি যুলুম করে, তুমি তাদের উপর আমাদের প্রতিশোধ নেবে। যারা আমাদের প্রতি শত্রুতা করে, তুমি তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য ও জয়যুক্ত করবে। আমাদের দীনের উপর যেন কোন বিপদ না আসে। (অর্থাৎ দ্বিনী সঙ্কট ও ফিৎনা থেকে আমাদের হিফায়ত করবে)। আর হে আল্লাহ! দুনিয়াই যেন আমাদের সবচাইতে বড় দুর্ভাবনার কারণ ও বিদ্যা-বুদ্ধির চরম লক্ষ্যবস্তু হয়ে না দাঁড়ায়, আর এমন শাসক আমাদের উপর চাপিয়ে দিওনা, যারা আমাদের প্রতি নির্দয় বে-রহম হয়। (জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ দু'আটিও অত্যন্ত ব্যাপক অর্থপূর্ণ, অলঙ্কার সমৃদ্ধ এবং মু'জিয়া সূভদ দু'আগুলির অন্যতম। সত্য কথাতো এই যে, এ দু'আসমূহের মূল্যায়ন করার উপযুক্ত ভাষা আমাদের কাছে নেই।

আল্লাহ তা'আলা সে সব সাহায্যে কিরাম এবং তাঁদের পরবর্তী যুগের বুয়ুর্গানের কবরসমূহকে আলোকিত করুন, যাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এ দু'আগুলো সংরক্ষিত রয়েছে এবং উম্মতের কাছে পৌঁছেছে। আমাদেরকে তিনি এগুলোর মূল্যমান উপলব্ধি করার এবং এগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন।

বাজারে গমনকালীন দু'আ

মানুষ তার প্রয়োজনে ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাজারে যায়, যেখানে তার লাভ-লোকসান দুটোরই সম্ভাবনা বা ঝুঁকি থাকে। বাজারে অন্য যে কোন স্থানের তুলনায় আল্লাহ থেকে বেশি গাফেলকারী উপকরণসমূহ থাকে। এজন্যই একে

البقاع বা সর্বনিকৃষ্ট স্থান বলে অভিহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোন প্রয়োজনে বাজারে যেতেন তখন আল্লাহর যিক্র ও দু'আ পাঠ করতে ভুলতেন না।

১০২- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوقِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ أَنْ أَصِيبَ فِيهَا صَفْقَةً خَاسِرَةً- (رواه البيهقي فى الدعوات الكبير)

১৫৩. হযরত বুদায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) যখন বাজারে যেতেন, তখন তিনি নিয়মিত এ দু'আটি পাঠ করতেন :

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوقِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ أَنْ أَصِيبَ فِيهَا صَفْقَةً خَاسِرَةً

“আমি আল্লাহর নাম নিয়ে বাজারে প্রবেশ করছি। হে আল্লাহ! এ বাজারে এবং এর বস্তুসমূহের মধ্যে যা মঙ্গলজনক, তোমার দরবারে আমি তা প্রার্থনা করছি এবং এ বাজারে ও এর বস্তুসমূহের মধ্যে নিহিত অনিষ্ট থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (দাওয়াতে কবীর : বায়হাকী)

বাজারের পরিবেশে আল্লাহর যিক্রের অসামান্য ছাওয়াব

১০৪- عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَبَنَّا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (رواه الترمذی وابن ماجه)

১৫৪. হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি বাজারে (কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে ইখলাসের সাথে) পাঠ করে :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোষ উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং স্তব-স্তুতি একমাত্র তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন, তিনি চিরজীব, তাঁর মৃত্যু নেই এবং সমস্ত কল্যাণ তাঁরই হাতে এবং সর্ববিষয়ে শক্তিমান। আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্যে হাজার হাজার নেকী লিখিত হয়, আল্লাহ তার হাজার হাজার গুনাহ মোচন করে দেন, তার হাজার হাজার দর্জা বুলন্দ করে দেন এবং তার জন্যে বেহেশতে একখানা শানদার মহল নির্মাণ করে দেন।

-(তিরমিযী ও ইবন মাজা)

ব্যাখ্যা : বাজার নিঃসন্দেহে গাফলত ও পাপতাপের স্থান এবং শয়তানের আড্ডাখানা হয়ে থাকে। এমন পাপতাপপূর্ণ শয়তানী পরিবেশে আল্লাহর যে নেককার বান্দাগণ এমন তরীকা ও এমন কালিমা অবলম্বনে আল্লাহর যিক্র করেন যে, এর দ্বারা সে পাপ-পঙ্কিলতা দূর হয়ে যায় তাঁরা নিঃসন্দেহে আল্লাহর বে-হিসাব পুরস্কার ও নেকি লাভের যোগ্য পাত্র। তাদের জন্যে হাজার হাজার নেকি লিখিত হওয়া, তাদের হাজার হাজার গুনাহ মোচন হওয়া এবং হাজার হাজার দর্জা বুলন্দ হওয়া এবং বেহেশতে তাঁদের জন্যে একটি মহল তৈরি হওয়া হচ্ছে তাঁর সে পুরস্কারেরই বর্ণনা মাত্র।

বাজারে পদে পদে এমন সব বস্তু মানুষের চোখে পড়ে, যা দর্শনে সে ভুলে যায় আল্লাহর কথা, ভুলে যায় তার নিজের ও এ বিশ্বভুবনের নশ্বরতা ও অস্থায়িত্বের কথা। এ সব বস্তু তাকে আকর্ষণ করে নিজেদের দিকে। কোনটা তার কাছে অত্যন্ত মনোহর আবার কোনটা অনেক উপকারী, উপাদেয় ও উপভোগ্য বলে প্রতিভাত হয়। কোন সফল ব্যবসায়ী বা ধনাঢ্য ব্যক্তিকে দেখে মনে হয় এমন বিত্ত-বিভবের মালিকের সাথে কোনরূপ সম্পর্ক বা ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করতে পারলেই বুঝি বাজীমাত হবে। বাজারের পরিবেশে এরূপ ওসওয়াসাই সাধারণত মন-মানসকে বিভ্রান্ত-বিপথগামী করে থাকে। এরই প্রতিকার প্রতিষেধক রূপে রাসূলুল্লাহ (সা) শিক্ষা দিয়েছেন যে, যখন বাজারে যাবে, তখন তোমাদের যবানে থাকবে উক্ত ব্যাপক অর্থপূর্ণ ও মোহাশ্ব্যপূর্ণ দু'আটি। এ কালিমা বা দু'আটি উক্তরূপ শয়তানী ওসওয়াসা ও বিভ্রান্তিকর ধ্যান-ধারণার উপর কার্যকর আঘাত হানবে, যা সাধারণত: বাজারের পরিবেশে মানুষের দেল-দেমাগকে প্রভাবান্বিত করে রাখে। উক্ত দু'আটি দ্বারা মন-মগজে যে একীক-বিশ্বাসের স্মৃতি জাগরুক হয় তা হলো :

১. সত্যিকারের ইলাহ বা উপাস্য-আরাধ্য হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তাঁর ইবাদত ও সন্তুষ্টিই হবে জীবনের সবচাইতে বড় চাওয়া পাওয়া। এ ব্যাপারে অন্য কেউ বা অন্য কিছুই তাঁর শরীক হতে পারে না।

২. সারা ভূ-মণ্ডলে একমাত্র তাঁরই রাজত্ব-আধিপত্য। নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিক একমাত্র এবং একমাত্র তিনিই। গোটা বিশ্বের মালিক-মুখতার এবং সার্বভৌমত্বের অধিকার একমাত্র তাঁরই।

৩. স্তব-স্তুতির মালিকও একমাত্র তিনিই। তিনি ব্যতীত তাঁর সৃষ্ট এ বিশ্বভুবনে যা কিছু সুন্দর, মনোহর ও চিত্তাকর্ষক, সেসব তাঁরই সৃষ্ট, তাঁরই কুশলী হাতের কারিগরী। এগুলোর সৌন্দর্য-সুখমা তাঁরই দান।

৪. তিনি এবং একমাত্র তিনিই সেই সত্তা, যিনি চিরজীব, যার মৃত্যু নেই, বিনাশ নেই। তিনি ছাড়া আর সবকিছুই নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। সবকিছুর জীবন-মৃত্যু, স্থায়িত্ব ও ধ্বংস তাঁরই হাতে।

৫. সমস্ত মঙ্গলের অধিপতিও একমাত্র তিনিই। তিনি ছাড়া আর কারো হাতেই কোন ইখতিয়ার বা ক্ষমতা নেই।

৬. তিনি এবং একমাত্র তিনিই সর্বশক্তিমান। প্রতিটি বস্তু এবং প্রতিটি উত্থান-পতন তাঁরই কুদরতী হাতে রয়েছে।

বাজারের পরিবেশে আল্লাহর যে বান্দা আল্লাহকে এভাবে স্মরণ করে, সে যেন শয়তানেরই রাজত্বে আল্লাহর পতাকা উড্ডীন করে এবং গোমরাহীর ঘোর অন্ধকারে হিদায়াতের প্রদীপই প্রজ্বলিত করে। এজন্যে এমন ব্যক্তি এ অসাধারণ খায়র ও বরকত এবং রহমতের অধিকারী হয়, যার বর্ণনা উক্ত হাদীসে রয়েছে।

হাদীসের পাঠে আরবী শব্দটির অনুবাদ আমরা ইচ্ছাকৃতভাবেই দশ লাখ না করে হাজার হাজার করেছি। কেননা, আমাদের মতে হাদীসের ঐসব ভাষ্যকারের মতই বেশি যুক্তিযুক্ত, যাঁরা বলেছেন, এখানে এ শব্দটি নির্দিষ্ট সংখ্যা জ্ঞাপক নয়, এবং ছাওয়াবের আধিক্য বুঝানোই এখানে উদ্দেশ্য। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

বিপন্ন ব্যক্তিকে দর্শনকালে পাঠের দু'আ

অনেক সময় আমাদের চোখে এমন সব লোকও পড়ে থাকে, যারা কোন বিপদ বা দুর্গতির শিকার, যাদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। এমন দৃশ্য দর্শন কালে হুযুর (সা) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যেন আমরা তখন আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করি যে, তিনি আমাদেরকে সে করুণ অবস্থার শিকার করেন নি। তিনি বলেন যে, এই স্তব-স্তুতি ও শুকরিয়ার কল্যাণে এমন ব্যক্তি ঐ বিপদ থেকে মুক্ত থাকবে।

১০০- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ

خَلَقَ تَفْضِيلًا إِلَّا لَمْ يُصِبهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ كَائِنًا مَا كَانَ

(رواه الترمذی ورواه ابن ماجه عن ابن عمر)

১৫৫. আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব এবং হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন দুঃখ-দুর্দশার শিকার লোককে দেখে বলবে :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا

প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাকে মুক্ত রেখেছেন সেই দুর্দশা থেকে, যাতে তিনি তোমাকে লিপ্ত করেছেন এবং তাঁর অনেক সৃষ্ট জীবের উপর আমাকে মর্যাদা মণ্ডিত করেছেন। সে ব্যক্তি ঐ দুর্দশা বা বিপদ থেকে মুক্ত থাকবে, চাই সে বিপদ যাই হোক না কেন। (তিরমিযী)

(সুনানে ইবন মাজা ঐ একই রিওয়াযাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর বরাতে হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা : ইমাম তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনার সাথে সাথে অনেকটা এর ব্যাখ্যা রূপে ইমাম যয়নুল আবেদীনের পুত্র ইমাম বাকের (র)-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, বান্দা যখন কোন ব্যক্তিকে কোন বিপদে লিপ্ত দেখবে, তখন এ দু'আটি পড়বে এমনভাবে, যেন সেই বিপন্ন ব্যক্তি তা শুনতে না পায়। বলা বাহুল্য, তা শুনলে সে ব্যক্তি মনে কষ্ট পাবে।

হযরত শায়খ শিবলী (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন কোন ব্যক্তিকে আখিরাতে থেকে উদাসীন হয়ে দুনিয়ার ধান্দায় বিভোর ও মগ্ন দেখতে পেতেন, তখন তিনি পড়তেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا

অর্থাৎ এমন ব্যক্তিকে তিনি একজন চরম বিপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত লোক বলে গণ্য করে দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে পড়বার জন্যে বিধিবদ্ধ দু'আটি তাকে লক্ষ্য করে তিনি পড়তেন।

পানাহারকালীন দু'আ

পানাহার হচ্ছে মানব জীবনের এক অপরিহার্য দিক। পানাহারের কোন বস্তু যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্যে জুটতো, তখন তিনি একে আল্লাহর দান বলে বিশ্বাস করে

তাঁর স্তব-স্তুতি ও শুকরিয়া আদায় করতেন এবং অন্যদেরকেও এরূপ করতে বলতেন।

১৫৬- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه ابو داود والترمذی)

১৫৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কিছু খেতেন বা পান করতেন তখন তিনি বলতেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“সেই আল্লাহর প্রশংসা ও শুকর, যিনি আমাকে খেতে ও পান করতে দিলেন সর্বোপরি যিনি আমাকে তার মুসলিম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

-(সুনানে আবু দাউদ ও জামে' তিরমিযী)

১৫৭- عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقْنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (رواه الترمذی)

১৫৭. হযরত মু'আয ইবন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন খাবার খেয়ে বলবে :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقْنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ -

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাকে এ খাবার খাওয়ালেন এবং আমার নিজ শক্তি-সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও কেবল নিজ দয়ায় তা আমাকে জীবিকাস্বরূপ দিয়েছেন। সেই হামদ ও শুকরের বিনিময়ে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মার্ফ করে দেয়া হবে। (জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : কোন কোন আমল বাহ্যিকভাবে দেখতে খুবই নগণ্য হয়ে থাকে, কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে তা অনেক বড় এবং নেকির পাল্লায় তা অত্যন্ত ভারী হয়ে থাকে।

তার ফল হয় অত্যন্ত সুদূর প্রসারী ও অনন্য সাধারণ। এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি খাদ্য গ্রহণের পর ইখলাসের সাথে এই স্বীকারোক্তি করে যে, এটা একান্তই আমার প্রতিপালক আল্লাহর দয়ার দান, আমার নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি বা কৃতিত্বের ফসল নয়, যা কিছু তিনি দান করেছেন, নিজ দয়াবলেই দান করেছেন। সুতরাং সকল স্তব-স্তুতি ও শুকরিয়া কেবল তারই প্রাপ্য, তা হলে আল্লাহ তা'আলা তার এ প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার এতই কদর করবেন যে, তার অতীতের সকল গুনাহ তিনি মাফ করে দেবেন।

সুনানে আবু দাউদের রিওয়ায়াতে বর্ণিত আরো এতটুকু আছে যে, যে ব্যক্তি কাপড় পরিধান করে বলবে :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ-

সমস্ত স্তব-স্তুতি ও শুকরিয়া সেই আল্লাহর, যিনি আমাকে এটা পরতে দিয়েছেন এবং আমার নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ্য-কৃতিত্ব ছাড়াই এটাকে আমার ভোগ্য করেছেন; তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

আসলে বান্দার এই অনুভূতি ও একথা স্বীকার করে নেয়া যে, তার কাছে যা কিছু রয়েছে, তার সবটুকুই একান্তই তার প্রভু-পরোয়ারদিগারের দান, নিজের কোন কৃতিত্ব তাতে নেই। এটাই আবদীয়তের মূল কথা এবং আল্লাহর কাছে এর অত্যন্ত কদর রয়েছে। এ সত্য অনুধাবনের তাওফীক ও এরূপ একীন-বিশ্বাস তিনি আমাদেরকে নসীব করুন।

কারো ঘরে আহ্বানের পর মেজবানের জন্যে দু'আ

১০৪- عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَنَعَ أَبُو الْهَيْثَمِ التَّيْهَانَ طَعَامًا فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ فَلَمَّا فَرَّغُوا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَيْبُوا أَخَاكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا أَثَابَتُهُ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَأَكَلَ طَعَامَهُ وَشَرِبَ شَرَابَهُ فَدَعَا لَهُ فَذَلِكَ أَثَابَتُهُ (رواه ابو داود)

১৫৮. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। আবুল হায়ছাম ইবন তায়হান একদা খাবার তৈরি করে রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণকে দাওয়াত দিলেন। তাঁরা পানাহার সম্পন্ন করলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তোমাদের ভাইকে তার প্রতিদান

দাও! তাঁর জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! তার প্রতিদান কী হতে পারে? তখন জবাবে তিনি বললেন : যখন কারো ঘরে প্রবেশ করা হয়, তার আহ্ব্য ও পানীয় গ্রহণ করা হয়, তারপর আপ্যায়িতরা তার জন্যে দু'আ করে, তখন এটাই বান্দাদের পক্ষ থেকে তার প্রতিদান হয়ে থাকে।

-(সুনানে আবু দাউদ)

১০৭- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَهُ بِخَبْزٍ وَزَيْتٍ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامُكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ (رواه ابو داود)

১৫৯. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী করীম (সা) হযরত সা'আদ ইবন উবাদার ঘরে তশরীফ নিলেন। তিনি তাঁর সম্মুখে পাকানো রুটি ও যয়তুন তৈল এনে হাযির করলেন। তিনি তা খেয়ে তার জন্যে এভাবে দু'আ করলেন :

أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامُكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ.

আল্লাহর রোযাদার বান্দারা যেন তোমাদের এখানে ইফতার করেন, নেককারগণ যেন তোমাদের আহ্ব্য গ্রহণ করেন এবং আল্লাহর ফেরেশতাগণ যেন তোমাদের জন্যে দু'আ করেন।

-(সুনানে আবু দাউদ)

১১৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوُطْبَةً فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ أَتَى بَتْمَرَ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ اصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى ثُمَّ أَتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ فَقَالَ أَبِي وَآخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ أَدْعُ اللَّهُ لَنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ (رواه مسلم)

১৬০. হযরত আবদুল্লাহ ইবন বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমার পিতা বুসর আসলামীর ঘরে মেহমান হলেন। আমরা তাঁর সম্মুখে খাবার এবং 'ওতাবা' নামক একপ্রকার মালীদা পেশ করলাম। তারপর তাঁর সম্মুখে খেজুর

পেশ করা হলো। তিনি তা খাচ্ছিলেন এবং মধ্যমা ও তর্জনী অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যে রেখে তার বীচিগুলো ফেলছিলেন। তারপর তাঁর সম্মুখে পানীয় আনা হলো, তিনি তা পান করলেন। তারপর তিনি যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন আমার পিতা তাঁর বাহনের লাগাম ধরে আরম্ভ করলেন : আমাদের জন্যে দু'আ করুন! তখন তিনি এভাবে দু'আ করলেন :

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاعْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

হে আল্লাহ, তুমি তাদেরকে যে জীবিকা সামগ্রী দান করেছো তাতে বরকত দান কর তাদেরকে তোমার মাগফিরাত ও রহমত দানে ধন্য কর! - (সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যেভাবে খানাপিনার পর আল্লাহ তা'আলার স্তব-স্তুতি ও শুকরিয়া আদায় করা দরকার, ঠিক তেমনি যখন আল্লাহর কোন বান্দা পানাহারে আপ্যায়িত করে, তখন তার জন্যেও দু'আ করা উচিত। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উবাদা (রা)-এর বাড়িতে পানাহার শেষে তাঁর জন্যে যে দু'আ করেন, যার বর্ণনা হযরত আনাস বর্ণিত উপরের হাদীসে রয়েছে অর্থাৎ-

أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ.....

আর হযরত বুসর আসলামীর ওখানে পানাহারের পর তাঁর ওখানে তিনি যে দু'আ করেছেন- যার বর্ণনা আবদুল্লাহ ইবন বুসর (রা) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে অর্থাৎ-

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ.....

এ দু'আ দু'টির বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্যের কারণ যতদূর মনে হয় তাঁদের দু'জনের দীনী মর্যাদার ভিত্তিতে হয়েছে। হযরত সা'আদ ইবন উবাদা (রা)-হযুর (সা)-এর বিশেষভাবে ফয়েযপ্রাপ্ত বিশিষ্ট সাহাবীগণের অন্যতম। তাঁকে তিনি এভাবে দু'আ করলেন যেন আল্লাহ তা'আলা সর্বদা তাঁর ঘরে রোযাদারদের ইফতার-আপ্যায়ন করান, পুণ্যবান বান্দারা যেন সর্বদা তাঁর বাড়িতে আতিথ্য-আপ্যায়ন লাভ করেন এবং ফেরেশতাগণ যেন তাঁর জন্যে দু'আ করেন। হযরত সা'আদ ইবন উবাদার দীনী মর্যাদা হিসাবে এ দু'আই তাঁর জন্যে অধিকতর প্রযোজ্য ছিল। পক্ষান্তরে সাধারণ পর্যায়ের সাহাবী বুসর আসলামী (রা)-এর জন্যে খায়র ও বরকত ও ক্ষমা-মাগফিরাতের দু'আই বেশি প্রযোজ্য ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জন্যে সেরূপ দু'আই করেছেন। আল্লাহই উত্তম জানেন।

নতুন পোশাক পরিধানকালীন দু'আ

পোশাকও আল্লাহর একটি বড় নিয়ামত এবং পানাহারের মত এটাও মানব জীবনের জন্য অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হিদায়াত বা নির্দেশনা হচ্ছে, যখন

আল্লাহ তাঁর কোন বান্দাকে নতুন কাপড় পরার তাওফীক দেন এবং সে তা পরিধানও করে নেয় তখন সে ব্যক্তি যেন আল্লাহ তা'আলার এ দয়ার কথা স্মরণ করে তাঁর প্রশংসাবাদ ও শুকরিয়া আদায় করে এবং যে বস্ত্রটি সে পরিধান পুরনো করে ফেলেছে তা যেন সদকা করে দেয়। তিনি এ মর্মে সুসংবাদ দান করেছেন যে, যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে ইহকালে তার জীবিত অবস্থায় এবং মৃত্যু পরবর্তীকালেও আল্লাহর হিফায়ত লাভ করবে।

১৬১- عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَيْسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَاتَّجَمَلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ عَمِدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِي كَنْفِ اللَّهِ وَفِي حِفْظِ اللَّهِ وَفِي سِتْرِ اللَّهِ حَيًّا وَمَيِّتًا (رواه احمد والترمذی وابن ماجه)

১৬১. হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরে বলবে :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَاتَّجَمَلُ بِهِ فِي حَيَاتِي.

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাকে সেই পোশাক দান করেছেন, যদ্বারা আমি লজ্জা ঢাকতে পারি এবং যাকে আমি আমার জীবনের সৌন্দর্য সামগ্রী রূপে গ্রহণ করতে পারি।

তারপর সে ব্যক্তি তার যে বস্ত্রটি পুরনো করে ফেলেছে, তা সদকা করে দেয়, সে ব্যক্তি আল্লাহর হিফায়ত ও নিগাহবানীর অধীনে চলে যায়- চাই সে ব্যক্তি জীবিতই থাক অথবা মৃত্যুই বরণ করুক। (মুসনদে আহমদ, তিরমিযী ও ইবন মাজা)

আয়না দর্শনকালীন দু'আ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَوَّى خَلْقِي وَأَحْسَنَ صُورَتِي وَزَانَ مِنِّي مَا شَانَ مِنْ غَيْرِي. (رواه البزار)

১৬২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) যখন আয়নার দিকে তাকাতেন, তখন এ দু'আটি পড়তেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَوَّى خَلْقِي وَأَحْسَنَ صُورَتِي وَزَانَ مِنِّي مَا شَانَ مِنْ غَيْرِي.

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং আমার অবয়বকে সুষমা প্রদান করেছেন এবং আমাকে এমন সৌন্দর্য-সুখমা দান করেছেন, যা অন্য অনেককেই দান করেননি। (মুসনাদে বাযযার)

ব্যাখ্যা : আন্যান্য অনেক দু'আর মত এ দু'আর মর্মকথাও হচ্ছে এই যে, বান্দা তার নিজের মধ্যে যে সৌন্দর্য-সুখমা ও গুণপনা প্রত্যক্ষ করবে, তা একান্তই আল্লাহর দান বলে জ্ঞান করে তাঁর স্তব-স্তুতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। তার এ মানসিকতা ও আচরণ আল্লাহর সাথে তার ঘনিষ্ঠতা এবং উবুদিতের ভাবে চাঙা করবে এবং শনৈঃ শনৈঃ তাকে উন্নতর করবে। সাথে সাথে সে আত্মগরিমা ও অহংবোধের মারাত্মক ব্যাধিসমূহ থেকে মুক্ত থাকবে।

বিবাহ-শাদী সংক্রান্ত দু'আ সমূহ

বিয়ে-শাদীও মানবজীবনের জন্য অপরিহার্য। বাহ্যত তার সম্পর্ক কেবল মানুষের একটি জৈবিক ও পাশবিক দ্বারীর সহিত। তাই এ সময় তার আল্লাহর কথা বিস্মৃত থাকার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ সময়ও উন্নতকে আল্লাহর দিকে নজর রাখার এবং এ ব্যাপারে কল্যাণ অকল্যাণও একান্তই তাঁরই হাতে রয়েছে বলে বিশ্বাস রেখে দু'আ করায় শিক্ষা দিয়েছেন। এ ভাবে তিনি জীবনের এ দিকটিকেও ইবাদত-বন্দেগীর রঙে রঞ্জিত করে দিয়েছেন।

১৬৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ (رواه ابو داود وابن ماجه)

১৬৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি কোন নারীকে বিয়ে করে অথবা কোন সেবক-ভৃত্য খরিদ করে, তখন এরূপ দু'আ করবে :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

—“হে আল্লাহ! এর মধ্যে বা তার স্বভাব প্রকৃতিতে যে কল্যাণ রয়েছে, আমি তা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট এর অনিষ্ট এবং তার প্রকৃতিতে নিহিত অমঙ্গল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”

—(সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে ইবন মাজা)

১৬৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَأَ الْإِنْسَانُ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ (رواه احمد والترمذى وابو داود وابن ماجه)

১৬৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) নব বিবাহিত বরকে এ ভাবে আশীর্বাদ ও মুবারকবাদ দিতেন :

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বরকত দিন এবং তোমাদের দম্পতি যুগলকে কল্যাণের মধ্যে একত্রিত ও সমন্বিত রাখুন (অর্থাৎ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে ঐক্য-সখ্য-সম্প্রীতি ও সৌহার্দ বহাল রাখুন এবং কোনরূপ শয়তানী চক্রের অশুভ প্রভাবে যেন এ শান্তি-সৌহার্দ বিনষ্ট না হয়।)

(মুসনাদে আহমদ, জামে' তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে ইবন মাজা)

সঙ্গমকালীন দু'আ

১৬৫- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا (رواه البخارى ومسلم)

১৬৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীর কাছে গমন করতে উদ্যত হয়, তখন সে যেন আল্লাহর দরবারে এরূপ দু'আ করে :

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

বিসমিল্লাহ! হে আল্লাহ, আমাদেরকে এবং আমাদের মিলনের ফসল সন্তানকে শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা কর!

তা হলে এ সঙ্গমে যদি তাদের কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তবে শয়তান কশ্মিনকালেও তার কোন অনিষ্ট করতে পারে না। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা : শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি এ হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেন :

“এ হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সঙ্গমকালে যদি আল্লাহর কাছে এরূপ দু'আ করা না হয় (এবং আল্লাহর নাম বিস্মৃত হয়ে পশুর মত নিজের পাশবিক বৃত্তি চরিতার্থ করতে লেগে যায়, তাহলে সে সঙ্গমের ফলশ্রুতিতে ভূমিষ্ঠ সন্তান শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে না।”

তারপর তিনি আরো লিখেন :

فازا ينجأ است فساد احوال اولاد، تباه كاری ايشان

“আজকের প্রজন্মের নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত হীন চরিত্রের গোড়ায় এ গলদই নিহিত রয়েছে।”

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হিদায়াতসমূহের উপর আমল করার এবং এগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন।

সফরে গমন ও প্রত্যাগমনকালীন দু'আ সমূহ

দেশ থেকে যারা প্রবাসে যায়, পদে পদে তাদের সম্মুখে থাকে নানা সঙ্কট, নানা সম্ভাবনা। রাসূলুল্লাহ (সা) তাই সফরে যাত্রাকালীন দু'আ-কালাম শিক্ষা দিয়েছেন, যা মানুষের আল্লাহর দরবারে নিবেদন করা উচিত। সাথে সাথে সফর যাত্রীর স্মরণ করা উচিত সেই মহা সফরের কথা, যা একদিন পরকালের দিকে তাকে অবশ্যই করতে হবে, যাতে করে সেই নিশ্চিত সফরের প্রস্তুতি গ্রহণে সে গাফলতি না করে।

١٦٦- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى السَّفَرِ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ

قَالَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ (رواه مسلم)

১৬৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চিরাচরিত অভ্যাস ছিল, তিনি যখন সফরে যাত্রা করতেন, তখন তাঁর উটের উপর আরোহণ করেই তিনি প্রথমে তিনবার ‘আল্লাহ আকবার’ বলতেন, তারপর এরূপ দু'আ করতেন :

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ لِرَبِّنَا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتُلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ لَنَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْظَرِ وَسَوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ-

“পবিত্র সেই মহান সত্তা, যিনি আমাদের এ বাহনকে আমাদের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছেন অথচ আমাদের কোন ক্ষমতা ছিল না যে, আমরা তাকে বশীভূত ও নিয়ন্ত্রণাধীন করি।

أَتَبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.

এবং শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবো।

হে আল্লাহ! আমাদের এ সফরে আমরা তোমার কাছে মঙ্গল ও তাকওয়া প্রার্থনা করছি। আর এমন আমল প্রার্থনা করছি, যাতে তুমি সন্তুষ্ট থাক। হে আল্লাহ! আমাদের এ সফরকে তুমি সহজসাধ্য করে দাও! তার দূরত্বকে তুমি তোমার কুদরতের দ্বারা সঙ্কুচিত করে দাও। হে আল্লাহ! সফরে তুমিই সাথী এবং আমাদের অনুপস্থিতিতে তুমিই আমাদের বাড়িঘরের তত্ত্বাবধান ও হিফাযতকারী (এ ব্যাপারেও আমাদের ভরসাস্থল একমাত্র তুমিই!) হে আল্লাহ! তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সফরের কষ্ট ও অবসাদ থেকে এবং সফরে বিভীষিকাপূর্ণ দৃশ্য দর্শন থেকে এবং সফর থেকে ফিরে পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের ক্ষতি দর্শন থেকে।” আর তিনি যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখনো আল্লাহর দরবারে এ দু'আটি করতেন এবং তার সাথে আরো বলতেন : “আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, আমরা তওবাকারী, আল্লাহর ইবাদতকারী বান্দা এবং আমাদের প্রতিপালকের আমরা প্রশংসা ও শুব-স্তুতিকারী।”

-(সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : এ দু'আটির প্রতিটি অংশ তার মধ্যে বিরাট ভাব ও অর্থ ধারণ করছে।

প্রথম যে কথাটি হাদীসে বলা হয়েছে, তা হলো রাসূলুল্লাহ (সা) উটে আরোহণ করেই সর্বপ্রথম তিনবার 'আল্লাহু আকবর' বলতেন। সে যুগে বিশেষত উটের মত বাহনে আরোহণের পর আরোহীর মনে একটা অহমিকা ও আত্মস্তরিতার ওসওয়াসা উদ্বেক হওয়াটা ছিল স্বাভাবিক। দর্শকের মনেও তার সম্পর্কে একটা উচ্চ ধারণা ও সমীহবোধ জেগে উঠতে পারতো। (কেননা, উট ছিল তখনকার অভিজাত বাহন ও মর্যাদার প্রতীক।) রাসূলুল্লাহ (সা) তিনবার 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে তার উপর তিনটি কার্যকরী আঘাত করতেন। নিজের মনকে এবং দর্শকদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের প্রকৃত মালিক হচ্ছেন আল্লাহ রাসূলুল্লাহ আলামীন। তারপর তিনি বলতেন :

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ

“পবিত্র ও মহান সেই সত্তা, যিনি এ বাহনকে আমাদের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছেন; নতুবা আমাদের সাধ্য ছিল না যে, এতবড় একটা প্রাণীকে বশীভূত করে ফেলি এবং নিজ খেয়াল-খুশি মত যেরকম ইচ্ছে চালিয়ে নেই। এ বাক্যটির মধ্যে একথার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি রয়েছে যে, এ বাহনটিকে আমাদের বশীভূত ও নিয়ন্ত্রণাধীন করে দেয়াটা একান্তই তাঁরই দয়া ও দান। এটা আমাদের নিজেদের কোন কৃতিত্ব নয়। তারপর তিনি বলতেন :

অর্থাৎ যেভাবে আজ এ সফরে যাত্রা করছি, তেমনি একদিন এ দুনিয়া থেকেও সফর করে আমাদেরকে আমাদের মহান প্রভু পরোয়ারদিগারের পানে যাত্রা করে চলে যেতে হবে যা আমাদের আসল মকসুদ এবং চরম মঞ্জিলে মকসুদ। সে সফরটাই হবে আসল সফর এবং সে চিন্তা-ভাবনা থেকে বান্দার কখনো গাফেল বা উদাসীন থাকা উচিত নয়।

তারপর সর্বপ্রথম তিনি দু'আ করতেন :

“হে আল্লাহ! এ সফরে আমাকে তুমি এমন নেকি ও পরহেজগারীপূর্ণ আমলের তাওফীক দান করো, যা তোমার সন্তুষ্টির কারণ হতে পারে।”

নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী মানুষের সবচাইতে বড় চাওয়া পাওয়া এটাই। এজন্যে তার সর্বপ্রথম দু'আ এটা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তারপর তিনি সফর সহজসাধ্য ও সংক্ষিপ্ত হওয়ার দু'আ করতেন। তারপর আল্লাহর দরবারে আরয করতেন :

اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ-

“হে আল্লাহ! তুমিই সফরে আমার প্রকৃত সাথী এবং তোমার মদদ ও সাহচর্যের উপর আমার ভরসা। আর বাড়িতে যে পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদ আমি রেখে গাছি, তার দেখা-শোনা ও রক্ষার ব্যাপারেও আমি একান্তই তোমারই প্রতি নির্ভরশীল।

এসব ইতিবাচক প্রার্থনার পর তিনি সফরের ক্লেশ-কাতরতা এবং সফরে বা প্রত্যাবর্তনকালে কোন অবস্থিত দৃশ্য দর্শন থেকে আল্লাহর দরবারে পানাহ চাইতেন যার মোদদা কথা হচ্ছে, হে আল্লাহ! আমার এ সফরেও যেন আমি তোমার রহমত ও আনুকূল্য লাভ করি আর ফিরে এসেও যেন সবকিছু ঠিকঠাক দেখতে পাই।

হাদীসের শেষাংশে আছে, যখন বাড়িতে ফেরৎ আসার জন্যে তিনি আবার যাত্রা শুরু করতেন, তখন আল্লাহর দরবারে পুনরায় তিনি উক্ত দু'আটি করতেন। সাথে সাথে আরো বলতেন :

أَيُّبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ-

অর্থাৎ “এবার আমরা ফিরে চলেছি। নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি-অপরাধ থেকে তওবা করছি। আমরা আমাদের মালিক ও প্রভু-পরোয়ারদিগারের ইবাদত এবং স্তব-স্তুতি করছি।” একটু ভেবে দেখুন তো, সফরের সময় সওয়ারীতে আরোহণকালেই যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হৃদয়-মনের এ অবস্থা হতো, যা এ শব্দমালায় আকারে তাঁর যবান ধ্বারকে জারী থাকতো, সেখানে নির্জনে নিভৃতে তাঁর অবস্থাটা কী হতে পারে।

কত ভাগ্যবান সে উম্মত, যাদের কাছে তাদের নবীর উত্তরাধিকাররূপে এমন অমূল্য রত্নভাণ্ডার সংরক্ষিত রয়েছে। আর কতই না দুর্ভাবনার কারণ সে উম্মতের ভাগ্যবিড়ম্বনা ও বঞ্চনা, যার শতকরা ৯৯ জন বা তার চাইতেও অধিক সংখ্যক লোক সে সম্পর্কে কোন খবরই রাখে না বা তা দ্বারা উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিতই থাকে।

১৬৭- عَنْ عُمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ سَفَرًا أَوْ غَيْرَهُ فَقَالَ حِينَ يَخْرُجُ اأَمَنْتُ بِاللَّهِ اأَعْتَصَمْتُ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اأَرْزَقَ خَيْرَ ذَلِكَ الْمَخْرَجِ وَصَرَفَ عَنْهُ شَرَّ ذَلِكَ الْمَخْرَجِ

(رواه احمد)

১৬৭. হযরত উছমান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে মুসলমান সফরের উদ্দেশ্যে তার ঘর থেকে বের হবার সময় বলে :

أَمِنْتُ بِاللَّهِ اِعْتَصَمْتُ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ-

“আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি। আমি দৃঢ়ভাবে আল্লাহকেই ধারণ করেছি। আল্লাহরই উপর আমি ভরসা করেছি। এবং আমি বিশ্বাস করি যে, কোন চেষ্টা-তদবীর কোন সাধ্য-সাধনা কার্যকরী হতে পারে না আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতা ব্যতীত।” তার এ নির্গমন অবশ্যই মঙ্গলজনক হবে এবং এর অমঙ্গল থেকে সে অবশ্যই নিরাপদ থাকবে। (মুসনাদে আহমদ)

সফরকালে কোন মঞ্জিলে অবতরণের দু'আ

১৬৮- عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ أَعُوذُ بِكَمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ (رواه مسلم)

১৬৮. হযরত খাওলা বিন্ত হাকীম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার সফরকালে কোন মঞ্জিলে অবতরণ করে এরূপ দু'আ করে :

أَعُوذُ بِكَمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

“আমি আল্লাহর পূর্ণ কালিমাসমূহের পানাহ নিচ্ছি তার অকল্যাণকর সৃষ্টিকূল থেকে।” তাহলে ঐ মঞ্জিল থেকে তার নির্গমন পর্যন্ত কোন কিছু তার অনিষ্ট করতে পারবে না। (সহীহ মুসলিম)

কোন জনপদে প্রবেশকালীন দু'আ

১৬৯- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَأَى قَرْيَةً يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَهَا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ حَيَّاها وَحَبَّبْنَا إِلَى أَهْلِهَا وَحَبَّبَ صَالِحِي أَهْلِهَا لَنَا (رواه الطبرانی في الاوسط)

১৬৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে সফর করতাম। তাঁর অভ্যাস এরূপ ছিল যে, তিনি কোন জনপদ দেখতে পেয়ে তাতে প্রবেশ করতে ইচ্ছে করতেন, তিনি তিনবার বলতেন :

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهَا-

“হে আল্লাহ! আমাদের জনপদে প্রবেশকে বরকতময় কর।” তারপর এরূপ দু'আ করতেন :

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا حُبَّهَا وَحُبِّبْنَا إِلَى أَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا-

“হে আল্লাহ! এ জনপদের সর্বোত্তম উৎপন্নজাত দ্রব্যাদি আমাদের জীবিকারূপে দান কর, আমাদেরকে এখানকার অধিবাসীদের প্রিয়পাত্র করে দাও। এবং এখানকার পুণ্যবান অধিবাসীদেরকে আমাদের বন্ধু করে দাও।”

(মু'জামে আওসাত : তাবারানী সঙ্কলিত)

ব্যাখ্যা : কোন নতুন জনপদে অবতরণকারীর জন্যে এ তিনটিই হচ্ছে সেরা কাম্যবস্তু। সুবহানাল্লাহ! কত মুখতসর, সময়োপযোগী ও অর্থপূর্ণ এ দু'আটি!

সফরে গমনকালে সফরযাত্রীকে উপদেশ এবং তার জন্যে দু'আ

১৭০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسَافِرَ فَأَوْصِنِي قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالتَّكْوِينِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ اللَّهُمَّ أَطْوِلْ لَهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ (رواه الترمذی)

১৭০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আরম্ভ করলো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি সফর করবো মনস্থ করেছি, আমাকে কিছু উপদেশ দিন!

জবাবে তিনি বললেন : প্রথম উপদেশ তো হচ্ছে এই যে, আল্লাহর ভয় এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকতে সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করবে। (এ ব্যাপারে সামান্যতম গাফলতিও করবে না)

দ্বিতীয়ত যখন কোন উর্ধ্ব স্থানের দিকে উঠতে হয়, তখন ‘আল্লাহ আকবার’ বলবে। তারপর যখন লোকটি চলে যাচ্ছিল, তখন তিনি তাকে এভাবে দু'আ দিলেন : اللَّهُمَّ أَطْوِلْ لَهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ-

“হে আল্লাহ! তার সফরে দূরত্বকে সঙ্কুচিত করে দিও এবং তার এ সফর তা
জন্য সহজসাধ্য করে দিও!”

(জামে' তিরমিযী)

১৭১- عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِي فَقَالَ زَوَّدَكَ اللَّهُ
التَّقْوَى قَالَ زِدْنِي قَالَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ قَالَ بَابِي أَنْتَ وَأُمِّي قَالَ
يَسِّرْ لَكَ الْخَيْرُ حَيْثُ مَا كُنْتَ (رواه الترمذی)

১৭১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করী
(সা)-এর নিকট আরয করল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি সফরে যেতে মনস্থ করেছি
আপনি আমাকে সফরের পাথেয় দান করুন! (অর্থাৎ এমন দু'আ করে দিন, যা আমা
সফরে কাজে লাগে)।

জবাবে তিনি বললেন : আল্লাহ তা'আলা তাকওয়াকে তোমার পাথেয় বানি
দিন! (পূর্ণ সফরে তুমি যেন এর দ্বারা উপকৃত হও!) সে ব্যক্তি বললো : আমা
আরো বর্ধিত পাথেয় দিন! তিনি বললেন : আর আল্লাহ তোমার গুনাহ মাফ করে দিন
সে ব্যক্তি বললো : আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কুরবান হোন! আমার জন্মে
আরো বর্ধিত পাথেয় (দু'আ) দিন! তিনি বললেন : “আর তুমি যেখানেই থাকো
কেন, আল্লাহ তা'আলা যেন তোমাকে কল্যাণ দান করেন।” (জামে' তিরমিযী)

১৭২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْخَطَمِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ
أَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ (رواه ابو داود)

১৭২. হযরত আবদুল্লাহ আল খাতমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
(সা)-এর চিরাচরিত অভ্যাস ছিল এই যে, যখন তিনি কোন সেনাদলকে কোথা
অভিযানে প্রেরণ করতেন, তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে এরূপ বিদায় সম্বা
জানাতেন :

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ-

“আমি আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছি তোমাদের দীন, তোমাদের আমানত এ
তোমাদের শেষ আমলসমূহ।”

(সুনানে আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : এখানে আমানত বলতে মানব মনের সেই বিশেষ অবস্থা ও গুণকে
বুঝানো হয়েছে, যা মানুষকে আল্লাহ ও বান্দাদের হক আদায়ে অনুপ্রাণিত ও বাধ্য
করে। সংক্ষেপে একে বন্দেগীর যিম্মাদারীর অনুভূতি বলা যেতে পারে।

মু'মিন বান্দার আসল মূলধনই হচ্ছে তার এই আমানত গুণ, তার দীন ও দীনী
আমলসমূহ। তাই হযুর (সা) সেনাদলকে রওয়ানা করার সময় মুজাহিদদের এ
ব্যাপারসমূহ বিশেষভাবে আল্লাহরই হাতে সোপর্দ করে দিতেন এবং দু'আ করতেন
যেন তিনি এগুলোর হিফায়ত করেন। অনুরূপ কোন ব্যক্তিকে বিদায়দানকালেও তাঁর
চিরাচরিত অভ্যাস ছিল, তিনি বিদায়ী ব্যক্তির হাতকে নিজের মুঠোয় নিয়ে বলতেন :

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ-

তোমার দীন, তোমার আমানত এবং তোমার অন্তিম আমলসমূহ আল্লাহর হাতে
সোপর্দ করছি। তিনি যেন এগুলোর হিফায়ত করেন।

(তিরমিযী ইবন উমর থেকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন)

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, কাউকে বিদায় দেওয়ার সময় তার সাথে
মুসাসফাহা বা করমর্দন করাও তাঁর চিরাচরিত অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সঙ্কটকালীন দু'আ

১৭৩- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَا رَسُولَ
اللَّهِ هَلْ مِنْ شَيْءٍ نَقُولُهُ فَقَدْ بَلَغَتْ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ قَالَ نَعَمْ
اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا قَالَ فَضْرَبَ اللَّهُ وَجُوهَ أَعْدَائِهِ
بِالرَّيْحِ هَزَمَ اللَّهُ بِالرَّيْحِ (رواه احمد)

১৭৩. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের
দিন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আরয করলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ
গুরুতর সঙ্কটকালে আমাদের পড়বার জন্যে কি কোন বিশেষ দু'আ আছে, এদিকে
তো আতঙ্কে আমাদের কলিজা গলায় চলে আসছে?

তিনি বললেন : হাঁ, আল্লাহর দরবারে এরূপ দু'আ করবে :

اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا-

“হে আল্লাহ! আমাদের গোপনীয় ব্যাপারসমূহ গোপন রেখো, আমাদের আতঙ্কে
নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দাও!”

রাবী আবু সাঈদ (রা) বলেন : তারপর আল্লাহ তা'আলা ঝঞ্ঝাবায়ু পাঠিয়ে তাঁর শত্রুদেরকে পর্যুদস্ত করেন এবং এ ঝঞ্ঝাবায়ুর মাধ্যমেই তাদেরকে পরাস্ত করে দেন।

-(মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর আসহাবে কিরামের উপর যে কঠোরতম সঙ্কটকাল এসেছে, তন্মধ্যে খন্দকের যুদ্ধের কয়েকদিনও ছিল, যার বর্ণনা কুরআন মজীদে এসেছে এভাবে :

اِنْجَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ
وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ
الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (الاحزاب : ২৫)

আর যখন শত্রুরা উপরের দিক থেকে এবং নীচের দিক থেকে তোমাদের উপর চড়াও হলো আর যখন ভয়ে-বিস্ময়ে চোখসমূহ বিস্ফারিত এবং কলিজাসমূহ কণ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানারূপ ধারণা পোষণ করছিলে, তখন মু'মিনদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং তাদেরকে প্রবল প্রকম্পনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

(আল-আহযাব : ১১)

এমনি কঠিনতম পরিস্থিতিতে একদিন হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) ছয়র (সা)-এর নিকট দরখাস্ত করেন, যেমনটি উক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এ মুখতসর দু'আটি শিক্ষা দেন :

اَللّٰهُمَّ اسْتَرْعُوْرَاتِنَا وَاَمِنْ رَّوْعَاتِنَا-

তারপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরিত হয়, যা তাদের গোটা বাহিনীকে পর্যুদস্ত ও ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

১৭৫- عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ (رواه احمد وابو داؤد)

১৭৪. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোন শত্রু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা করতেন, তখন আল্লাহ তা'আলার দরবারে এরূপ দু'আ করতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ-

“হে আল্লাহ! আমরা তোমাকেই তাদের মুকাবিলায় পেশ করছি (তুমিই তাদেরকে প্রতিরোধ কর) এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমারই দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

-(মুসনাদে আহমদ ও সুনানে আবু দাউদ)

দুশ্চিন্তাকালীন দু'আ

১৭৫- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَّسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

১৭৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোন দুর্ভাবনায় পড়তেন তখন তাঁর যবান মুবারকে এ দু'আ বাক্যগুলো জারী থাকতো :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত, তিনি অত্যন্ত মহান ও পরম সহিষ্ণু। কোন মালিক ও মা'বুদ নেই আল্লাহ ব্যতীত, তিনি আসমানরাজির প্রভু এবং যমীনের প্রভু মহান আরশের অধিপতি।

(সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

১৭৬- عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَرِبَهُ أَمْرٌ يَقُولُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ وَقَالَ الطَّوَابِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (رواه الترمذی)

১৭৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোন দুশ্চিন্তা বা দুর্ভাবনায় পড়তেন, তখন তাঁর দু'আ হতো এরূপ :

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ -

“হে চিরজীব চিরন্তন সত্তা, তোমারই রহমতের ওসীলায় ফরিয়াদ করছি।” আর (অন্যদেরকে লক্ষ্য করে) বলতেন : ইয়া যাল জালালি ওয়ালা ইকরাম-কে শক্তভাবে আকড়ে ধর! (অর্থাৎ এ কালিমার সাহায্যে আল্লাহর দরবারে রহমতের ফরিয়াদ করতে থাক।

-(জামে' তিরমিযী)

১৭৭- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ ؟
اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا (رواه ابو داود)

১৭৭. হযরত আসমা বিন্তে উমায়স (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ আমি কি তোমাকে এমন কয়েকটি কালিমা শিখিয়ে দেবো না, যা তুমি দুর্ভাবনা কালে বলবে? (ইনশা আল্লাহ তা' তোমার পেরেশানী থেকে মুক্তির হেতু হবে)। তা হচ্ছেঃ

اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا -

“আল্লাহ আল্লাহ! তিনিই আমার প্রভু। তাঁর সাথে অন্য কিছুকে আমি শরীক সাব্যস্ত করি না।
-(সুনানে আবু দাউদ)

১৭৮- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَثُرَ هَمُّهُ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَأَبْنُ عَبْدِكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رِبِيعَ قَلْبِي وَجَلَاءَ هَمِّي وَغَمِّي مَا قَالَهَا عَبْدٌ قَطُّ إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ بِهِ فَرَجًا (رواه رزين)

১৭৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। যার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী বৃদ্ধি পায় সে যেন আল্লাহ তা'আলার দরবারে এভাবে দু'আ করেঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَأَبْنُ عَبْدِكَ وَأَبْنُ أَمَتِكَ وَفِي قَبْضَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَا ضَرَفِي قَضَاءُكَ أَسْأَلُكَ لِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ بِهِ نَفْسُكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي مَكْنُونِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رِبِيعَ قَلْبِي وَجَلَاءَ هَمِّي وَغَمِّي -

“হে আল্লাহ! আমি তোমারই বান্দা তোমারই বান্দার সন্তান, আমি তোমারই পূর্ণ ইখতিয়ারে এবং তোমারই কুদরতের হাতে রয়েছি। আমার উপর তোমারই আধিপত্য ও কর্তৃত্ব, আমার ব্যাপারে তোমার প্রতিটি ফয়সালা যথার্থ ও ইনসাফপূর্ণ। তোমার দরবারে প্রার্থনা করছি, তোমার সে সব পবিত্র নামের সাহায্যে, যদ্বারা তুমি নিজেকে

নিজে অভিহিত করেছে। অথবা তুমি তোমার কিতাবে তা অবতীর্ণ করেছে। অথবা তোমার গায়বের খাস গুণ্ডাগারে তা গোপন রেখেছো। আমি প্রার্থনা করছি মহান কুরআনকে আমার অন্তরের বাহার এবং আমার দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা ও শোক সন্তাপ বিদূরিতকারী বানিয়ে দাও।”

আল্লাহর যে বান্দা-ই এ কালিমাসমূহের মাধ্যমে দু'আ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার দুর্ভাবনা ও পেরেশানী দূর করে দিয়ে অবশ্যই শান্তি দান করবেন। -(রাযীন)

ব্যাখ্যাঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শিক্ষা দেয়া এ দু'আটির প্রতিটি শব্দে আবুদুয়্যতের কী চমৎকার অভিব্যক্তি ঘটেছে! সর্ব প্রথমেই স্বীকারোক্তি রয়েছে যে, হে আল্লাহ! আমি নিজের ও তোমার বান্দা এবং আমার পিতামাতাও একান্তই তোমার বান্দা ও বান্দী-দাসানুদাস। অর্থাৎ জনাগত ভাবেই আমি তোমার দাস। তুমি আমার মুনীব ও প্রতিপালক। আমি আপাদ মস্তক তোমার মর্জির অধীন, আমার দেহ-মন তোমারই পূর্ণ ইখতিয়ারে। আমার ব্যাপারে তোমার প্রতিটি ফয়সালাই বরহক এবং কার্যকর। আমার বা অন্য কারো টু শব্দটি করার উপায় নেই।

তারপর এ দু'আয় বলা হয়েছে, আমার এমন কোন আমল বা সৎকর্ম নেই, যার উপর ভিত্তি করে আমি তোমার দরবারে কোন দাবি তুলতে পারি। এজন্যে তোমার সে পবিত্র মহান নামগুলির ওসীলায়, যে সব নামে তুমি নিজে নিজেকে অভিহিত করেছে, বা তোমার কিতাবে যে সব নাম তুমি নিজে অবতীর্ণ করেছে অথবা সে সব পবিত্র নাম কেবল তোমারই গুণ্ডাগারে তুমি গোপনে সংরক্ষণ করে রেখেছো এবং যেগুলো তুমি কারো কাছে ব্যক্ত করনি, কেউ সেগুলো সম্পর্কে অবহিত নয়, সেগুলোর ওসীলায় আমি ফরিয়াদ করছি, তোমার পাক কুরআনকে আমার অন্তরের বাহার বানিয়ে দাও আমার সকল দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা ও পেরেশানী সেগুলোর বরকতে দূর করে দাও।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ বান্দা যখন এরূপ দু'আ করবে, তখন অতি অবশ্যই তার দুর্ভাবনা ও পেরেশানী দূর করে দেয়া হবে।

বিপদ-আপদকালে পাঠ করার দু'আ সমূহ

এ পৃথিবীতে মানুষ অনেক সময় কঠিন বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয়। এতে এ মঙ্গলটি নিহিত রয়েছে যে, এসব পরীক্ষা ও কঠিন সাধনার দ্বারা ঈমানদারদের শিক্ষা হয় এবং এগুলো তাদের আল্লাহমুখী হওয়ার এবং আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উন্নতি-অগ্রগতির ওসীলা স্বরূপ এবং আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির হেতু হয়ে যায়। এ সব দু'আর কয়েকটি নিম্নে দেয়া হলো।

১৭৭- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَةُ نِي النَّوْنِ الَّذِي دَعَا بِهَا وَهُوَ فِي

بَطْنِ الْحَوْتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ
(رواه احمد والترمذى والنسائى)

১৭৯. হযরত সা'আদ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যুননূন (আল্লাহর নবী ইউনুস আলাইহিস্ সালাম) যখন সমুদ্রগর্ভে মাছের পেটে ছিলেন তখন আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁর ফরিয়াদ ছিল এরূপ :

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ-

“হে আমার প্রভু ! তুমি বিনে কোন উপাস্য নেই (যার কাছে দয়া ভিক্ষা করতে পারি) তুমি পবিত্র (তোমার পক্ষ থেকে কোন যুলুম বা বাড়াবাড়ি নেই) যুলুম ও পাপ তাপ যা সব আমার নিজের।

যে মুসলিম ব্যক্তি নিজের কোন আপদে-সঙ্কট আল্লাহ তা'আলার দরবারে এরূপ দু'আ করবে আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করবেন।

-(মুসনদে আহমদ, জামে' তিরমিযী ও নাসায়ী)

ব্যাখ্যা : হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালামের এ দু'আ কুরআন মজীদে এ শব্দমালা সহযোগেই উল্লেখিত হয়েছে। (দেখুন সূরা আযিয়া রুকু ৬, আয়াত ৮৮)

বাহ্যত এতো কেবল আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ ও তসবীহ এবং নিজের অপরাধী ও পাপী-তাপী হওয়ার স্বীকারোক্তি; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এটা হচ্ছে আল্লাহর দরবারে নিজের অনুশোচনা প্রকাশ, ক্ষমা প্রার্থনা এবং তাঁরই প্রতি অত্মনিবেদনের সর্বোৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি। এতে আল্লাহর রহমত আকর্ষণের বিশেষ ক্রিয়া রয়েছে।

١٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ الْعَظِيمِ فَقُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (رواه ابن مردويه)

১৮০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যখন তোমরা কোন বিষয় সঙ্কটে পতিত হবে তখন বলবে :

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ-

“আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্ম-বিধায়ক!”

-(ইবন মরদুইয়া)

ব্যাখ্যা : এটিও কুরআন মজীদে একটি খাস কালিমা। সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর বরাতে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে যখন তাঁর সম্প্রদায়ের মূর্তি পূজকরা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল তখন তাঁর যবান মুরাকেও এ কালিমাই জারী ছিল। তিনি বলে যাচ্ছিলেন :

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ-

বিপদে আপদে প্রতিটি মুমিনের মুখে এ ধ্বনিটিই থাকা বাঞ্ছনীয়।

١٨١- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَكْفِنِي كُلَّ مُهِمٍّ مِنْ حَيْثُ شِئْتُ مِنْ أَيْنَ شِئْتُ إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ تَعَالَى هَمَّهُ
(رواه الخرائطى فى مكارم الاخلاق)

১৮১. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ যে বান্দা (কোন বিষয় সঙ্কটে পড়ে) বলে :

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الرُّشِ الْعَظِيمِ أَكْفِنِي كُلَّ مُهِمٍّ مِنْ حَيْثُ شِئْتُ مِنْ أَيْنَ شِئْتُ .

-হে সাত আসমান এবং মহান আরশের অধিপতি! আমার সকল সঙ্কট, সকল মুশকিলে তুমিই আমার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাও, সকল সমস্যার সমাধান করে দাও! যে ভাবে তুমি চাও এবং যেখান থেকে তুমি চাও।

তা হলে আল্লাহ তার সমস্যা দূর করে তাকে পেরেশানী থেকে মুক্ত করবেন।
-(মাকারিমুল আখলাকঃ খারায়তী সঙ্কলিত)

١٨٢- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ إِذَا حَزَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ اللَّهُمَّ احْرُسْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ وَبِكَ أَدْرَأُ فِي نُحُورِ الْأَعْدَاءِ وَالْجَبَّارِينَ
(رواه الديلمى فى مسند الفردوس)

১৮২. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে আলী! তুমি কোন গুরুতর সঙ্কটে পতিত হলে আল্লাহ তা'আলার দরবারে এভাবে দু'আ করবে :

اللَّهُمَّ احْرُسْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ وَاكْنُفْنِي بِكَفِّكَ الَّذِي لَا يَرَامُ وَاغْفِرْ لِي بِقُدْرَتِكَ عَلَىٰ فَلَا أَهْلَكَ وَأَنْتَ رَجَائِي رَبِّ كَمْ مِنْ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَهَا عَلَيَّ قُلْ لَكَ عِنْدَهَا شُكْرِي فَلَمْ يَحْرِمْنِي وَكَمْ مِنْ بَلِيَّةٍ ابْتَلَيْتَنِي بِهَا قُلْ لَكَ عِنْدَهَا صَبْرِي فَلَمْ يَخْذُلْنِي وَيَا مَنْ رَأْنِي عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَفْضَحْنِي يَا ذَا الْمَعْرُوفِ الَّذِي لَا يَنْقُضِي أَبَدًا وَيَا ذَا النُّعْمَاءِ الَّتِي لَا تُحْصَى أَبَدًا أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبِكَ أَدْرَأُ فِي نُحُورِ الْأَعْدَاءِ وَالْجَبَّارِينَ.

-হে আল্লাহ! তোমার সে চোখ দ্বারা আমার দেখাশোনা কর, যা নিদ্রা-তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় না এবং তোমার সে হিফাযতে আমাকে নিয়ে নাও- যার ধারে কাছেও কেউ ঘেঁষতে ইচ্ছে করতে পারেনা। এবং আমি অসহায় পাপীতাপী বান্দার উপর তোমার যে কুদরত ও ক্ষমতা রয়েছে, তার কল্যাণে তুমি আমাকে মার্জনা করে দাও, যেন আমি ধ্বংস হওয়ার কবল থেকে রক্ষা পাই। তুমিই আমার আশা-ভরসাস্থল।

হে আমার প্রতিপালক প্রভু। তোমার কত নিয়ামতে তুমি আমাকে ধন্য করেছো, তার জন্য আমি তোমার খুব কম শুকরিয়াই আদায় করেছি। কিন্তু সে জন্যে কোনদিন তুমি আমাকে বঞ্চিত রাখোনি। আর কত পরীক্ষায়ই তুমি আমাকে ফেলেছো, সে সব পরীক্ষায় আমি খুব কমই ধৈর্য ধারণ করেছি; অথচ তুমি কোনদিন আমায় অমর্যদা করেনি (বরং আমি পাপীতাপীর অপরাধ সমূহকে গোপন রেখেই চলেছো) ওহে সেই পবিত্র মহান সত্তা, যিনি আমাকে স্বচক্ষে পাপেতাপে লিপ্ত দেখেছেন অথচ জন সমাজে আমাকে অপদস্থ করেন নি।

হে এহসানকারী বদান্যশীল প্রভু! যার বদান্যতা ও এহসান কোনদিন শেষ হবার নয়। হে নিয়ামত প্রদানকারী প্রভু! যে নিয়ামতসমূহ কোন দিন গুণে শেষ করা যাবে না। আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করছি তুমি তোমার অফুরন্ত রহমত বর্ষণ করবে মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, ঘনিষ্ঠ জনদের উপর। হে মহান প্রভু! তোমারই বলে আমি প্রতিরোধ করি শত্রুদেরকে এবং প্রতাপশালী যালিমদেরকে।

-(মুসনাদে ফিরদাওস, দায়লমী প্রণীত)

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাৎলানো এ দু'আটির প্রতিটি শব্দের প্রতি লক্ষ্য করুন, এর প্রতিটি বাক্যে আবদীয়তের কী চমৎকার অভিব্যক্তি। আল্লাহ তা'আলা তা অনুভব করার, তার কদর করার এবং এথেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন!

শাসকের রোযানল ও অত্যাচার থেকে হিফাযতের দু'আ

অনেক সময় বিশেষত সত্যপন্থী লোকেরা শাসকদের বিরাগ ভাজন হয়ে তাদের রোযানলে পড়ে থাকেন। তাদের যুলুম ও বাড়াবাড়ির আশঙ্কা তখন প্রতি পদে পদেই তাঁদেরকে বিব্রত করে। রাসূলুল্লাহ (সা) বিশেষভাবে এ সংক্রান্ত দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন।

১৮৩- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَخَوَّفَ أَحَدُكُمْ السُّلْطَانَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ (رواه الطبراني في الكبير)

১৮৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি শাসকের পক্ষ থেকে নিগ্রহ-নিপীড়নের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়, তার উচিত আল্লাহ তা'আলার দরবারে এরূপ দু'আ করা :

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ فُلَانٍ بَنِ فُلَانٍ وَشَرِّ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَاتَّبَاعِهِمْ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَطْفِئَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَّاكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

“হে সাত আসমানের মালিক প্রভু! হে মহান আরশের অধিপতি! অমুকের পুত্র অমুকের (শাসকের) অনিষ্ট থেকে তুমি আমাকে রক্ষা কর! এবং সমগ্র দুষ্ট জিন ও ইনসান তথা মানব ও দানবের এবং তাদের অনুসারীদের অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা কর, যেন তাদের কেউই আমার প্রতি যুলুম করতে না পারে বা বাড়াবাড়ি করতে না পারে। তোমার আশ্রিত জন মহা সম্মানিত এবং তুমি বিনে কোন উপাস্য নেই।

-(তাবারানী : মু'জামে কবীর গ্রন্থে)

ঋণমুক্তি ও আর্থিক অসচ্ছলতা থেকে মুক্তির দু'আ

১৮৪- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ فَقَالَ يَا أَبَا أُمَامَةَ مَا لِي أَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ غَيْرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَالَ هُمُومٌ لَزِمْتَنِي وَدَيُونٌ يَأْرَسُوهُ اللَّهُ قَالَ

أَفَلَا أَعْلَمُكُمْ كَلَامًا إِذَا قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّكَ وَقَضَىٰ عَنْكَ دَيْنَكَ
قَالَ قُلْتُ بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ
وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدِّينِ
وَقَهْرِ الرِّجَالِ قَالَ فَفَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ هَمِّي وَقَضَىٰ دَيْنِي-
(رواه أبو داود)

১৮৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে প্রবেশ করে জনৈক আনসার-যাকে আবু উমামা নামে অভিহিত করা হতো দেখতে পান। তখন তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, কী হলো হে আবু উমামা; তোমাকে যে সালাতের সময় ছাড়াই অসময়ে মসজিদে বসা দেখতে পাচ্ছি?

জবাবে তিনি বললেন, অনেক দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা ও ঋণভার আমাকে জর্জরিত করে রেখেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন তিনি বললেনঃ আমি কি তোমাকে এমন দু'আ কলাম শিক্ষা দেবো না, যা পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দুশ্চিন্তা ও ঋণভার থেকে মুক্ত করবেন।

তখন আবু উমামা বললেন : আলবৎ ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর দরবারে এরূপ দু'আ করবে :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ
وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدِّينِ
وَقَهْرِ الرِّجَالِ-

—“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা থেকে, এবং তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি কাপুরত্ব ও কৃপণতা থেকে এবং ঋণের প্রাবল্য এবং লোকের দাপট থেকে।”

আবু উমামা (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা মত সেরূপ আমল করি তখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা এবং ঋণভার থেকে মুক্ত করে দেন।
—(সুনানে আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : এ ঘটনার সাহাবী আবু উমামা (রা) হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) নন। ইনি অন্য কোন আবু উমামা ছিলেন।

১৮৫- عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَاءَهُ مَكَاتِبُ فَقَالَ إِنِّي عَجِزْتُ عَنْ كِتَابَتِي
فَاعِنْنِي قَالَ أَلَا أَعْلَمُكُمْ كَلِمَاتٍ عَلَّمْنِيَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ كَبِيرٍ دِينًا آدَاهُ اللَّهُ عَنْكَ قُلْ
اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ
(رواه الترمذی والبيهقي في الدعوات الكبير)

১৮৫. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক মুকাতাব দাস তাঁর কাছে এসে অনুযোগ করলো যে, আমি আমার মনিবের সাথে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মত আমার মুক্তিপণ আদায় করতে পারছি না। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

তখন তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন : আমি কি তোমাকে এমন কিছু কালিমা বাতলে দেবো না, যা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন? যদি তুমি তার উপর আমল কর তা হলে তোমার যিম্মায় পাহাড় তুল্য ঋণ থাকলেও এ দু'আর বরকতে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে তোমাকে মুক্ত করে দেবেন। সে সংক্ষিপ্ত দু'আটি হচ্ছে :

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ-

হে আল্লাহ! আমাকে হালাল ভাবে এমন পরিমাণ উপার্জন দান কর, যা আমার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যায়, যদ্বারা আমার আর হারামের প্রয়োজন না হয়। এবং তোমার ফযল ও করমে আমাকে তুমি ব্যতীত অন্য সবার থেকে অমুখাপেক্ষী করে দাও! (আমার যেন আর কারো ধার ধারতে না হয়)।

—(জামে' তিরমিযী; দাওয়াতে কবীর : বায়হাকী সঙ্কলিত)

ব্যাখ্যা : মুকাতাব বলা হয় ঐ ক্রীতদাসকে, যার মনিব তাকে বলে দেয় যে, তুমি অমুক পরিমাণ অর্থ দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নাও। হযরত আলী (রা)-এর খিদমতে এমনি একজন মুকাতাব দাস এসে তার মুক্তিপণ আদায়ে তার অপারগতার অনুযোগ করে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি অর্থ দিয়ে তার সাহায্য করতে না পারলেও এ উদ্দেশ্যের সহায়ক একটি দু'আ তাকে শিক্ষা দিয়ে দিলেন, যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

এথেকে জানা গেল যে, কোন অভাবগস্ত ব্যক্তিকে যদি অর্থ-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করা নাও যায়, তা হলে তাকে এরূপ দু'আ শিক্ষা দিয়েই পথ প্রদর্শন করা যায়। এটাও এক প্রকার সাহায্যই।

আনন্দ ও শোকে পাঠের দু'আ

১৮৬- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى مَا يَسْرُ بِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَإِذَا رَأَى شَيْئًا مِمَّا يَكْرَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ (رواه ابن النجار)

১৮৬. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন এমন কোন বস্তু দর্শন করতেন, যা দেখে তিনি আনন্দিত হতেন তখন তিনি বলতেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ-

“সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যার করুণায় সমস্ত কল্যাণ পূর্ণতা লাভ করে।”

আর যখন তিনি এমন কোন বস্তু দর্শন করতেন, যা তাঁর কাছে অপসন্দনীয় ঠেকতো তখন বলতেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ- (ইবনুন নাজ্জার)

ব্যাখ্যা : এ দুনিয়ায় যা কিছু সংঘটিত হয়, তা আমাদের জন্যে আনন্দদায়ক হোক বা নিরানন্দের ব্যাপার, নিঃসন্দেহেই তা আল্লাহ তা'আলার হুকুমেই হয়ে থাকে। আর তিনি হচ্ছেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ও পরম কুশলী। তাঁর কোন হুকুম বা ফয়সালা হেকমত শূন্য নয়। এজন্যে সর্বাবস্থায়ই তিনি প্রশংসার হকদার।

ক্রোধ কালীন দু'আ

১৮৭- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَ لَذَهَبَ غَضَبُهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (رواه الترمذی)

১৮৭. হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপস্থিতিতে দুই ব্যক্তির মধ্যে বচসা হলো। এমন কি তাদের মধ্যকার এক জনের চেহারায়ে ক্রোধের চিহ্ন ফুটে উঠলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ আমি এমন একটি কালিমা জানি, যদি ঐ ব্যক্তি তা উচ্চারণ করে নেয় তাহলে অবশ্যই তার ক্রোধ প্রশমিত হবে। সে কালিমাটি হচ্ছে :

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ-

“বিভাঙিত শয়তানের কবল থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”

-(তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : কোন ব্যক্তি যদি অনুভূতি ও দু'আর মনোভাব সহ প্রবল ক্রুদ্ধাবস্থায়ও এ কালিমাটি পাঠ করে এবং আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে তা হলে আল্লাহ তা'আলা যে তার ক্রোধ প্রশমিত করে দেবেন তাতে সন্দেহ নেই। এভাবে সে ব্যক্তি ক্রোধের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে। কুরআন মজীদে তাই বলা হয়েছে :

وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (حم السجده)

“আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনরূপ ওসওয়াসা তোমাকে স্পর্শ করে তবে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। তিনি সম্যক শ্রবণকারী ও সম্যক জ্ঞানী।”

-(হা-মীম সাজদাহ : ৩৬)

কিন্তু এটাও একটা বাস্তব সত্য যে, ক্রোধগ্রস্ত অবস্থায় লোক হিতাহিত জ্ঞান ও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বসে। তখন এসব কথা তার প্রায়ই স্মরণ থাকে না। তখন তার হিতাকাঙ্ক্ষীদের উচিত তারা যেন হিকমতের সাথে তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ সোনালী শিক্ষার পথে তাকে পথ প্রদর্শন করেন।

রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে পড়বার দু'আসমূহ

রুগ্নব্যক্তির কুশল জানতে যাওয়া এবং তার সেবা-শুশ্রূষা করা অত্যন্ত ছাওয়াবের কাজ। এবং আল্লাহর নিকট মকবুল ইবাদত সমূহের অন্যতম বলে রাসূলুল্লাহ (সা) অভিহিত করেছেন। তিনি এজন্যে উৎসাহিত করেছেন এবং নিজ আচরণ ও বাণীর দ্বারা উন্নতকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, যখন কোন ব্যক্তি কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাবে তখন তার উচিত তার নিরাময়ের জন্যে দু'আ করা। বলা বাহুল্য, এতে সে সাহুনা পাবে। মা'আরিফুল হাদীসের তৃতীয় খণ্ডে কিতাবুল জানায়েয অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে কিতাবুদ দাওয়াত বা দু'আ অধ্যায়েও কয়েকটি বর্ণিত হাদীসসহ তা উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

১৮৮- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ أَذْهَبِ الْبَاسُ رَبِّ النَّاسِ وَأَشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا (رواه البخارى ومسلم)

১৮৮. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হতো তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ডান হাত তার গায়ে বুলিয়ে এ দু'আটি পড়তেন :

أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

—“এ বান্দাটির কষ্ট দূর করে দাও হে সমস্ত মানবের প্রতিপালক প্রভু! তুমি তাকে নিরাময় কর, কেন না, তুমিই তো নিরাময়কারী। তোমার শিফাই শিফা, এমন পূর্ণ শিফা দান কর, যেন রোগের কোন প্রভাবই আর অবশিষ্ট না থাকে।”—(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

১৮৯. হযরত আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ((একদা রাসূলুল্লাহ (সা) অসুস্থ হলে)) জিব্রাইল আমীন দরবারে এসে আবয করলেন : হে মুহাম্মদ! আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন? জবাবে তিনি বললেন : হ্যাঁ।

তখন জিব্রাইল (আ) বললেন :

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَحَاسِدِ اللَّهِ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ—

—“আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ফুক করছি এমন সব বস্তু থেকে, যা আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে, সকল নফসের অনিষ্ট থেকে এবং প্রতিটি বিদ্বিষ্ট লোকের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ আপনাকে নিরাময় করুন! আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ফুক করছি।”

১৯. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوَّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوَفَّى فِيهِ كُنْتُ أَنْفَثُ عَلَيْهِ

بِالْمُعَوَّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفَثُ وَأَمْسَحَ بِيَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البخارى ومسلم)

১৯০. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন অসুস্থ হতেন, তখন মুআবিযাত পড়ে নিজের উপর দম করতেন এবং নিজের হাত দিয়ে নিজের পবিত্র দেহ মুছতেন। তারপর যখন তাঁর অন্তিম ব্যাধি দেখা দিল যাতে তাঁর ইন্তিকাল হয়, তখন ঐ মুআবিযাত পড়ে আমিই তাঁকে দম করতাম যা পড়ে তিনি নিজে দম করতেন এবং তার পবিত্র হাত দিয়ে তার পবিত্র দেহ মুছে দিতাম।

—(সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে মুআবিযাত বলতে যে কুল আউযু বিরাক্বিন নাস ও কুল আউযু বি-রাব্বিল ফালাককেই বুঝানো হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। আবার এর দ্বারা সে সব দু'আও বুঝানো হতে পারে, যেগুলোর দ্বারা আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়ে থাকে এবং পীড়িত হলে তিনি যে সব দু'আ পড়ে প্রায়ই দম করতেন। এ জাতীয় কিছু দু'আ উপরে উল্লিখিত হয়েছে।

হাঁচি কালীন দু'আ

বাহ্যত হাঁচির তেমন কোন গুরুত্ব নেই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) এক্ষেত্রেও দু'আ পাঠের শিক্ষা দিয়েছেন। এভাবে তিনি এ সাধারণ ব্যাপারটিকেও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিণত করেছেন।

১৯১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بِأَلْسِنَتِهِ (رواه البخارى)

১৯১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যখন হাঁচি দেবে তখন তার বলা উচিত اللَّهُ الْحَمْدُ “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার,” আর তার অপর ভাই বা সাথীর বলা উচিত-আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হোন! اللَّهُ يَرْحَمُكَ যখন সে ব্যক্তি ইয়ার হামুকাল্লাহ বলবে তখন পাণ্টা তার বলা উচিত : اللَّهُ يَهْدِيكُمْ وَيُصْلِحْ بِأَلْسِنَتِهِ

—“আল্লাহ তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করুন এবং তোমার অবস্থা দূরস্ত করে দিন! (অর্থাৎ তোমাকে সর্বদিক দিয়ে ভাল রাখুন) —(সহীহ বুখারী)

ব্যাখ্যা : হাঁচি যদি সর্দিকাশি বা অন্য কোন ব্যাধির কারণে না হয়ে থাকে, তা হলে তাতে দেমাগ পরিষ্কার ও হাল্কা হয়। হাঁচির দ্বারা যা বের হয়ে আসে, তা যদি বের না হয়ে আবদ্ধ থাকতো তাহলে নানারূপ দেমাগের ব্যাধি দেখা দিত। এজন্যে বান্দার হাঁচি আসলে আল্লাহর শুকর আদায় করা এবং কমপক্ষে আলহামদু লিল্লাহ বলা উচিত। কোন কোন রিওয়াযাতে এক্ষেত্রে **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ** (সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা) এবং কোন কোন রিওয়াযাতে **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** ও এসেছে। তাই এ কালিমাগুলোর কোন একটি বললেই চলে।

শ্রবণকারীদের এরূপ ক্ষেত্রে বলা উচিত, ইয়ার হামুকাল্লাহ। এটা হচ্ছে হাঁচি দাতার জন্যে কল্যাণ কামনা বা দু'আ স্বরূপ। হাঁচিদাতার উচিত প্রত্যুত্তরে তার জন্যেও দু'আ করা। রাসূলুল্লাহ (সা) তার জন্যে দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন :

يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِالْكُم

ধন্য সেই শিক্ষা, যা' এক হাঁচিকেই হাঁচিদাতা ও তার শ্রোতা, সাথীদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি এবং তাঁর সাথে বান্দার সম্পর্কের নবায়নের মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছে।

কারো যদি সর্দি-কাশির কারণে অনবরত হাঁচি আসতে থাকে, তা হলে এরূপ ক্ষেত্রে হাঁচিদাতার প্রতিবার আলহামদু লিল্লাহ বলা বা শ্রোতার জন্যে প্রতিবার ইহার মামুকাল্লাহ বলার বিধান নেই।

১৯২- **عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ الرَّجُلُ مَزْكُومٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رَوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي الثَّلَاثَةِ أَنَّهُ مَزْكُومٌ-**

১৯২. হযরত সালামা ইবন আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তির রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এর সম্মুখে হাঁচি আসলে তিনি তাঁকে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে দু'আ দিলেন। তারপর আরেক ব্যক্তি তাঁর কাছে হাঁচি দিলে তিনি বললেন : লোকটি সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা: তিরমিযী শরীফের এক রিওয়াযাতে আছে, তিনি তৃতীয়বারে তাকে বললেন: লোকটি সর্দিগ্রস্ত। (এ জন্যে প্রতিবার ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা জরুরী নয়।)

অপর এক সাহাবী হযরত উবায়দ ইবন আবু রিফা'আ (রা) থেকে হযুর (সা)-এর একটি রিওয়াযাত বর্ণিত আছে :

شَمَّتِ الْعَاطِسَ ثَلَاثًا فَمَا زَادَ فَإِنْ شَبَّتْ فَشَمَّتْهُ وَإِنْ شَبَّتْ فَلَا-

হাঁচি দাতাকে তিনবার পর্যন্ত ইয়ার মামুকাল্লাহ বলবে, তার বেশিবার ইচ্ছে হলে বলবে ইচ্ছে না হলে বলবে না।

১৯৩- **عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ-**

১৯৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমরের খাদেম হযরত নাকি' থেকে বর্ণিত। হযরত ইবন উমরের কাছে একব্যক্তির হাঁচি আসলে সে বলে উঠলো, **الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ** (আলহামদু লিল্লাহ এবং নবী করীমের প্রতি সালাম) তখন হযরত ইবন উমর (রা) বললেন : আমিও বলি, আল হামদুলিল্লাহ ওসসালাতু আলা রাসুলিল্লাহ! অর্থাৎ এ কালামটি তো নিঃসন্দেহে একটি ভাল কালিমা, এতে আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি সালাম রয়েছে; কিন্তু এ মওকায় তা' বলাটা সহীহ নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ ক্ষেত্রে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন : **الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ** (সমস্ত প্রশংসা সর্বাবস্থায় আল্লাহর) বলতে। (জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর একথা দ্বারা একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ ও নীতিগত শিক্ষা এটা জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন খাস মওকায় পড়ার জন্যে যে সব দু'আ-কালাম শিক্ষা দিয়েছেন, এর সাথে সালাত ও সালাম বাড়িয়ে বলাও দুরস্ত নয়-যদিও সালাত ও সালাম বা দরুদ শরীফ যে একটি উত্তম আমল তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পূর্ণ কদরদানী, তাঁর মূল্যবান অবদান অনুধাবন করার এবং তাঁর পূর্ণ ইত্তেবা'-অনুসরণের তওফীক দান করুন।

বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমকানো কালীন দু'আ

মেঘমালার গর্জন ও বিদ্যুৎতের চমক আল্লাহ তা'আলার কুদরতের এক বিরাট নিদর্শন বা অভিব্যক্তি। আর যখন আল্লাহওয়াল্লা কোন বান্দার তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয় তখন তার উচিত পূর্ণ দীনতা-হীনতা ও বিনয়ের সাথে আল্লাহ তা'আলার রহম ও করম তথা দয়া ও নিজের নিরাময়-নিরাপত্তার জন্য দু'আ করা। এটাই রসূলে

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা এবং তাঁর আচরিত উসউয়ায়ে হাসানা বা উত্তম রীতি।

১৯৪- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرُّعْدِ وَالصَّوَاعِقِ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ (رواه أحمد والترمذی)

১৯৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) যখন মেঘমালার গর্জন এবং বজ্রের আওয়াজ শুনতে পেতেন তখন তিনি বলতেন :

اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ-

“হে আল্লাহ! তোমার গযব দিয়ে আমাদেরকে খতম করো না, তোমার আযাব দিয়ে আমাদেরকে ধ্বংস করোনা এবং এর আগেই আমাদেরকে নিরাময় কর।
-(মুসনাদে আহমদ, জামে' তিরমিযী)

মেঘের ঘনঘটা এবং প্রবল বায়ু প্রবাহ কালীন দু'আ

প্রবল বায়ুপ্রবাহ ও মেঘের ঘনঘটা কখনো আল্লাহ প্রেরিত শাস্তি রূপে আবার কখনো তাঁর রহমতরূপে (অর্থাৎ বারি বর্ষণের পূর্ব লক্ষণ রূপে) আবির্ভূত হয়। এ জন্যে আল্লাহ ওয়ালা বান্দাদের উচিত যখন এরূপ প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহ চলে, তখন আল্লাহর ক্রোধের ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর দরবারে দু'আ করা যেন এ প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহ অনিষ্ট ও ধ্বংস বয়ে না আনে, বরং রহমতের ওসীলা হয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপই করতেন।

১৯৫- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاهَبَتْ رِيحٌ قَطُّ الْأَجْثَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِيحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا (رواه الشافعی والبيهقي في الدعوات الكبير)

১৯৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর যবানীতে বর্ণিত। যখনই কোন ঝড়ো হাওয়া প্রচণ্ড বেগে বইতো তখনই রাসূলুল্লাহ (সা) হাটু গেড়ে আল্লাহর দরবারে দু'আয় লিপ্ত হতেন। তিনি তখন এরূপ বলতেন :

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِيحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا-

-(হে আল্লাহ! এ বায়ু প্রবাহকে আমাদের জন্যে রহমত স্বরূপ করে দাও! আর একে আযাব বা ধ্বংসের হেতু বানিও না হে আল্লাহ! একে আমাদের জন্যে (কুরআন শরীফে উল্লিখিত) রিয়াহ বানিয়ে দাও। এবং একে (কুরআনে উল্লিখিত) রীহ-এর রূপ দিওনা।”
-(মুসনাদে শাফেয়ী এবং বায়হাকীর আদদাওয়াতুল কাবীর)

ব্যাখ্যা : কুরআন মজীদে বিভিন্ন আয়াতে কোন জাতিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত বায়ু প্রবাহকে ‘রীহ’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে রহমত স্বরূপ প্রেরিত বায়ু প্রবাহকে রিয়াহ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এজন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) ও বায়ু প্রবাহ কালে দু'আ করতেন : হে আল্লাহ! এটা যেন রীহ বা শান্তি স্বরূপ প্রেরিত প্রলয়ংকরী ঝড়ের আকারে না আসে, বরং রিয়াহ বা রহমতের বায়ু প্রবাহরূপেই যেন এটা আমাদের জন্যে প্রতিপন্ন হয়।

১৯৬- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَإِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ تَغْيِيرَ لَوْنِهِ وَخَرَجَ وَدَخَلَ وَأَقْبَلَ وَآدَبَرَ فَإِذَا أُمْطِرَتْ سُرِّي عَنْهُ فَعَرَفْتُ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَعَلَّ يَا عَائِشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ عَادٍ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمِطِرُنَا. (رواه البخارى ومسلم)

১৯৬. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। ঝড়বায়ু প্রবাহিত হলে রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ দু'আ করতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

হে আল্লাহ! আমি এর এবং এর মধ্যে নিহিত এবং এর মাধ্যমে প্রেরিত মঙ্গল তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। এবং এর অকল্যাণ এর মধ্যে নিহিত অকল্যাণ এবং এর মাধ্যমে প্রেরিত অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আর যখন আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখা দিত, (যাতে মঙ্গল অমঙ্গল রহমত ও গযব উভয়টারই সম্ভাবনা বা আশঙ্কা থাকতো) তখন আল্লাহর ক্রোধ ও গযবের আশংকায় তাঁর চেহারার বরং বদলে যেতো (ফ্যাকাশে হয়ে যেতো) তিনি তখন কখনো ঘর থেকে বের হতেন আবার কখনো ঘরে প্রবেশ করতেন, কখনো সম্মুখে অগ্রসর হতেন, আবার কখনো পিছিয়ে যেতেন। তারপর যখন ভালোয় ভালোয় বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে যেতো তখন তাঁর সে অস্বাভাবিক অবস্থা দূর হতো।

(রাবী বলেন) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) তাঁর এ অবস্থা অনুধাবন করে এর কারণ কি জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তিনি বললেন : এতো এমনও হতে পারে আয়েশা, যেমনটি “আদ জাতি তাদের প্রান্তরের দিকে মেঘমালা অগ্রসর হতে দেখে বলেছিল, এ মেঘমালা আমাদের প্রান্তরে বর্ষিত হয়ে আমাদের খামার সমূহকে শস্যশ্যামল কর তুলবে (অথচ তা ছিল গযব ও আযাবের ঘনঘটা যা তাদের বিপর্যয় ও ধ্বংসের কারণ হয়েছিল।) —(সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

বৃষ্টি বর্ষণকালীন দু'আ

১৭৭- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ابْصَرْنَا شَيْئًا مِّنَ السَّمَاءِ تَعْنِي السَّحَابَ تَرَكَ عَمَلَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ فَإِنْ كَشَفَهُ حَمْدُ اللَّهِ وَإِنْ مَطَرَتْ قَالَ اللَّهُمَّ سَقِّيًا نَافِعًا (رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه والشافعى واللفظ له)

১৭৭. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখতে পেলেই রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সমস্ত স্বাভাবিক কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে তিনি তখন সেদিকে নিবিষ্ট হতেন এবং এরূপ দু'আ করতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ -

—“হে আল্লাহ! এর অন্তর্নিহিত অমঙ্গল থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।” তারপর সে ঘনঘটা কেটে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করতেন। আর যদি বৃষ্টি বর্ষিত হতো তা হলে তিনি বলতেন : —“হে আল্লাহ! এ বৃষ্টিকে পূর্ণ তৃপ্তিদায়ক এবং উপকারী বৃষ্টিতে পরিণত করে দাও!” —(আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবন মাজা ও শাফেয়ী)

১৭৮- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا .

১৭৮. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বৃষ্টি বর্ষিত হতে দেখতেন, তখন আল্লাহ তা'আলার দরবারে এরূপ দু'আ করতেন :

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا-

“হে আল্লাহ! মুশল ধারার বৃষ্টি এবং উপকারী বৃষ্টি দান কর!” —(সহীহ বুখারী)

ব্যাখ্যা : বৃষ্টিও হচ্ছে এমনি একটি ব্যাপার, যা ধ্বংসেরও কারণ হতে পারে আবার এর দ্বারা সৃষ্টি জগতের কল্যাণও হতে পারে, মৃত প্রকৃতিতে করতে পারে প্রাণের সজ্জার। এজন্যে যখন বৃষ্টি বর্ষিত হয়, তখন ঈমানদার বান্দাদের উচিত এ বৃষ্টি যেন উপকারী ও রহমতরূপে প্রতিপন্ন হয় সে জন্যে আল্লাহর দরবারে দু'আ করা। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বৃষ্টির প্রয়োজন বোধ করে তার জন্যে দু'আ করতেন, তখনো তিনি এরূপই দু'আ করতেন।

বৃষ্টির জন্যে দু'আ

১৭৭- عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاكِي فَقَالَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيثًا مُّرِيئًا مُّرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ أَجَلٍ قَالَ فَاطْبَقْتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءَ (رواه ابو داود)

১৭৭. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হাত তুলে এরূপ দু'আ করতে দেখেছি :

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيثًا مُّرِيئًا مُّرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ أَجَلٍ -

—“হে আল্লাহ! আমাদের জন্যে এমন মুশল ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করুন, যা ভূমির জন্যে অনুকূল ও উপকারী হয় এবং তার জন্যে অপকারী না হয়। (ভূমি তাতে শস্যশ্যামল হয়ে উঠে- বিরান না হয়)”

রাবী হযরত জাবির (রা) বলেন : তাঁর এ দু'আ শেষ হতে না হতেই আকাশ ঘনঘটায় ছেয়ে গেলে এবং মুশল ধারায় বৃষ্টিপাত হলো। —(সুনানে আবু দাউদ)

২০০. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَشْفَى قَالَ اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِيمَتَكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَخِي بَلَدَكَ الْمَيِّتَ (رواه مالك وابو داود)

২০০. হযরত আমর ইবন শুআয়ব (রা) তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর পিতামহ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বৃষ্টির জন্যে দু'আ করতেন তখন আল্লাহর দরবারে এভাবে দু'আ করতেন :

اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِيمَتَكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَخِي بَلَدَكَ الْمَيِّتَ -

-হে আল্লাহ! তোমার বান্দাদেরকে এবং তোমার সৃষ্ট চতুষ্পদ জন্তু এবং জীব জানোয়ারকে পরিতৃপ্ত কর! তোমার রহমত বর্ষণ কর এবং তোমার যে জনপদসমূহ বৃষ্টির অভাবে প্রাণহীন হয়ে পড়েছে, সেগুলোকে প্রাণবন্ত করে তোল!"

-(মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও সুনানে আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : একটু চিন্তা করে দেখুন, এ দু'আতে কী দারুন আবেদন এবং আল্লাহর রহমত আকর্ষণ করার কী বিপুল ক্ষমতা এগুলোতে রয়েছে।

নতুন চাঁদ দেখা কালীন দু'আ

২০১. عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ اللَّهُمَّ اهْلِهِ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ (رواه الترمذی)

২০১. হযরত তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোন মাসের নতুন চাঁদ দেখতেন তখন এরূপ দু'আ করতেন :

اللَّهُمَّ اهْلِهِ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ -

হে আল্লাহ! এ চাঁদ আমাদের জন্যে নিরাপত্তা এবং ঈমান ও শান্তির চাঁদ হোক। হে চাঁদ, তোমার ও আমার উভয়ের প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ। -(জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : প্রতিটি মাস হচ্ছে জীবনের এক একটি মঞ্জিল। এক মাস সমাপ্ত হওয়ার পর অপর মাসের আগমন বার্তা নিয়ে আকাশে উদ্ভিত হয় নতুন চাঁদ। এ যেন জীবনের একটি মঞ্জিল অতিক্রম করে নতুন মঞ্জিলের পাশে যাত্রার ঘোষণা আর কি। এমন মওকায় পড়ার সবচাইতে উপযোগী দু'আ এটাই হতে পারে— “হে আল্লাহ! এ চন্দ্রোদয়ের মাধ্যমে জীবনের যে মঞ্জিলটি অর্থাৎ নতুন মাস শুরু হচ্ছে তা যেন শান্তি-নিরাপত্তা এবং ঈমান-ইসলামের সাথে অতিবাহিত হয় এবং এতে যেন তোমার অনুগত্য নসীব হয়।” কেননা, এ পৃথিবীতে এমন লোকও আছে, যারা চাঁদকে একটা দেবতা জ্ঞানে তার পূজা করে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) উপরোক্ত দু'আর সাথে সাথে এ ঘোষণাও করে দিতেন যে, চাঁদ বিশ্ব সৃষ্টির একটি সৃষ্টি মাত্র, আর যে ভাবে আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক, ঠিক তেমনি চাঁদের স্রষ্টা এবং প্রতিপালকও সেই আল্লাহই।

২০২. عَنْ قَتَادَةَ بَلَّغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ هِلَالَ خَيْرٍ وَرُشْدٍ أَمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرٍ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرٍ كَذَا (رواه ابوداود)

২০২. হযরত কাতাদা (রহ) বর্ণনা করেন যে, তাঁর কাছে এ রিওয়ায়াত পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নতুন চাঁদ দেখতেন তখন তিনবার বলতেন “খায়র ও বরকত এবং হিদায়াতের চাঁদ।”

তারপর তিনি তিনবার বলতেন : “আমার ঈমান রয়েছে সেই আল্লাহর প্রতি, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন।”

তারপর বলতেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرٍ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرٍ كَذَا -

“সমস্ত প্রশংসা ও শুকরিয়া সেই আল্লাহর যার হুকুমে অমুক মাস খতম হলো এবং অমুক মাস শুরু হলো।”

-(সুনানে আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : নতুন চাঁদ দেখা কালীন পড়বার এটি আরেকটি দু'আ। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, নতুন চাঁদ দেখলে রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো প্রথমোক্ত দু'আটি করতেন, আবার কখনো এই দ্বিতীয়োক্ত দু'আটি করতেন।

তিনবার হিলাল খায়র ও রুশদ (খায়র ও বরকত এবং হিদায়াতের চাঁদ) বলার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, অনেকে কোন কোন মাসকে অশুভ জ্ঞান করে থাকে। তাদের ধারণা, এ সব মাসে কোন মঙ্গল মিহিত নেই। দু'আর এ বাক্য দ্বারা সে কুসংস্কার ও

অলীক ধারণার প্রতিবাদ করে এ কথা বলাই উদ্দিষ্ট ছিল যে, প্রতিটি মাসেই খায়র বরকত বা কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহর সৃষ্ট কোন মাসই অশুভ বা বরকতশূন্য নয়। (أَمِنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ) সেই আল্লাহর প্রতি আমি ঈমান এনেছি, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন বলে তিনি এ বিভ্রান্ত মুশরিকানা ধারণার উপর আঘাত হানতেন যে, চাঁদ নিজেই একটি উপাস্য দেবতা।

এ হাদীসের রাবী কাতাদা সম্ভবত কাতাদা ইবন দাআমা সাদুসী তাবেয়ী। তিনি এ হাদীসটি কোন সাহাবীর মুখে শুনে থাকবেন। কোন কোন তাবেয়ী এবং তাবে তাবেয়ী এরূপ রাবী নাম উল্লেখ না করে হাদীস রিওয়ায়াত করতেন এবং এরূপ বলতেন যে আমার নিকট এরূপ হাদীস পৌছেছে। মুহাদ্দিসীনদের পরিভাষায় এরূপ হাদীসকে (بَلَاغَات) বালাগাত বলা হয়ে থাকে। ইমাম মালিক (রা) এর মুআত্তায় এরূপ ভুরি ভুরি হাদীস রয়েছে।

লাইলাতুল কদরের দু'আ

কবুলিয়তের দিক দিয়ে শবেকদরের অনন্য সাধারণ মর্যাদার বিবরণ সম্বলিত হাদীসসমূহ মা'আরিফুল হাদীস চতুর্থখণ্ডের কিতাবুস-সাওম বা রোযা অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এ রাতে পাঠের একটি সংক্ষিপ্ততম দু'আ এখানেও দেয়া গেল:

২০২- عَنْ عَائِشَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَدْعُو بِهِ قَالَ قَوْلِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي (رواه الترمذی)

২০৩. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আরয করলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যদি শবেকদর পাই তা হলে কী দু'আ করবো? জবাবে তিনি বললেন : আল্লাহ তা'আলার দরবারে এরূপ আরয করবে : اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي - হে আল্লাহ! তুমি পাপী-তাপীদের ক্ষমাকারী ক্ষমার আধার; ক্ষমা করাকে তুমি অত্যন্ত ভালবাস, সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও! - (জামে' তিরমিযী)

আরাফাতের দু'আ

৯ যিলহজ্জে আরাফাতের ময়দানে যখন আল্লাহর খাস মেহমান হাজীগণ আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাযির হন তখন কিতাবুল হজ্জ-এ বর্ণিত হাদীসসমূহ অনুসারে সেখানে মুশলধারে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতে থাকে। দু'আ কবুল হওয়ার জন্যে এটা হচ্ছে সবচাইতে খাস মওকা। এ মওকায় পাঠের যে সব দু'আ রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত আছে, তা নিম্নে দেয়া হলো :

২০৪- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (رواه الترمذی)

২০৪. হযরত আমর ইবন শুআইব তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর পিতার (অর্থাৎ আমার পিতামহের) সূত্রে বর্ণনা করেন, আরাফাতের দিনের সর্বোত্তম দু'আ যা আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের মুখে উচ্চারিত হয়েছে, তা হচ্ছে :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই; তিনি একক তাঁর কোন শরীক বা সমকক্ষ নেই। রাজত্ব তাঁরই আর সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই; আর তিনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান সবকিছুই তাঁর কুদরাতের অধীন। - (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : এ কলিমাটি যদিও বাহ্যত নিছক আল্লাহর প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি, এতে বাহ্যত কোন প্রার্থনা বা আরজি নেই, কিন্তু তিনিই একমাত্র প্রতিপালক প্রভু, তিনিই একমাত্র উপাস্য, প্রতিটি ব্যাপার তাঁরই কুদরতের অধীন এবং রাজত্ব ও নিরংকুশ ক্ষমতা একমাত্র এবং একমাত্র তাঁরই। এটাও দু'আরই রূপান্তর। বরং এটা বড় অলঙ্কার সমৃদ্ধ দু'আ। যিক্ররের কালিমা সমূহ সংক্রান্ত আলোচনায় যেখানে ইতিপূর্বে এ কালিমা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে সেখানে এর বিশদ বর্ণনা রয়েছে :

২০৫- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَكْثَرُ مَا دَعَا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي الْمَوْقِفِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي تَقُولُ بِهِ الرِّيحُ (رواه الترمذی)

২০৫. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। আরাফাত দিবসে ওকূফের স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বাধিক এ দু'আটিই করেছেন:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي تَقُولُ وَخَيْرًا مِمَّا تَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ صَلَوَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي وَإِلَيْكَ مَابِي وَلَكَ رَبِّ تَرَأَيْتُ اللَّهَ إِنِّي

أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَاسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ اللَّهُمَّ
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيئُ بِهِ الرِّيحُ

—“হে আল্লাহ! তোমারই জন্যে সকল স্তব-স্তুতি শোভনীয়, যেমনটি তুমি নিজে বলেছো, তা আমাদের মুখে উচ্চারিত বা আমাদের ভাষায় বলা হামদের চাইতে উত্তম। হে আল্লাহ! আমার সালাত আমার হজ্ব ও আমার সমস্ত ইবাদত-বন্দেগী, আমার জীবন আমার মরণ তোমারই জন্যে এবং জীবন সমাপন করে আমাকে তোমারই সদনে চলে যেতে হবে; আর যা কিছু রেখে যাবো সবকিছুর তুমিই ওয়ারিছ— উত্তরাধিকারী।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে মনের ওস্ওয়াসা বা কুপ্রবৃত্তি থেকে এবং সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাওয়া থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি বায়ু বাহিত সমস্ত অনিষ্ট থেকে এবং তার কুপ্রভাব থেকে।

—(জামে' তিরমিযী)

২.৬— عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ دُعَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي حَبَّةِ الْوَدَاعِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَتَرَى
مَكَانِي. وَيَا خَيْرَ الْمُطِيعِينَ (رواه الطبراني في الكبير)

২০৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্বের দিন সন্ধ্যার সময় আরাফাতের ময়দানে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খাস দু'আ ছিল এরূপ :

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَتَرَى مَكَانِي وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَا نِيَّتِي
وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ
الْمُسْتَجِيرُ الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُقْرَأُ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ أَسْأَلُكَ مَسْئَلَةَ
الْمُسْكِينِ وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالِ الْمَذْنِبِ الدَّلِيلِ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ
الْخَائِفِ الضَّرِيرِ دُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ وَفَاضَتْ لَكَ عِبْرَتُهُ
وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي بِدُعَائِكَ شَقِيًّا وَكُنْ
لِي رَوْفًا رَحِيمًا يَا خَيْرَ الْمُسْتَوَلِينَ وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ

—“হে আল্লাহ! তুমি আমার কথা শুনে থাক আর আমি যখন যেখানেই থাকি না কেন, তুমি আমার অবস্থান দেখে থাক; এবং তুমি আমার যাহির-বাতিন প্রকাশ্য

অপ্রকাশ্য সবকিছুই জান, তোমার কাছে আমার কিছুই গোপন নেই। আমি দুঃখী, আমি ভিখারী, আমি ফরিয়াদকারী, আমি আশ্রয়প্রার্থী, আমি ভীত, আমি কল্পিত, নিজ পাপতাপ অপরাধের স্বীকারোক্তিকারী। আমি তোমার কাছে ভিখারীর যাত্ৰা করার মত যাত্ৰা করছি। তোমার দরবারে কাকুতি-মিনতি করছি, যেমন কাকুতি-মিনতি করে থাকে কোন দীন-হীন পাপী-তাপী অপরাধী। এবং তোমার কাছে দু'আ করছি, কোন ভীতিগ্রস্ত এবং বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন দু'আ করে থাকে, ঠিক তেমনি দু'আ এবং সে ব্যক্তির দু'আর মত দু'আ করছি, যার গর্দান তোমার দরবারে ঝুঁকে আছে আর যার অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে এবং যার দেহ তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তোমারই সম্মুখে নুয়ে রয়েছে এবং যার নাক তোমার সম্মুখে রগড়াচ্ছে। হে আল্লাহ! আমাকে তুমি এ দু'আর ব্যাপারে বঞ্চিত দুর্ভাগা বানিও না এবং আমার জন্যে তুমি প্রেমময় দয়াময় হয়ে যাও। হে সব দাতার বড় ও উত্তম দাতা! যাদের কাছে যাত্ৰা করা হয়ে থাকে আর তারা দানও করে থাকে।

—(মু'জামে কবীর : তাবারানী সঙ্কলিত)

ব্যাখ্যা : এ দু'আর প্রতিটি শব্দ আবদীয়তের স্পীরিটে পূর্ণ এবং মা'রিফতের পূর্ণ ভাষ্য। গোটা বিশ্বের প্রার্থনা ও দু'আর ভাণ্ডারে কোন ভাষায়ই এর নজীর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ দীন লেখকের জীবনে কয়েকবারই এ সুযোগ ঘটেছে যে, কোন কোন খোদাত্রেমিক অমুসলিম ব্যক্তিত্বকে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ দু'আটি শুনিয়েছি এবং তার অনুবাদ করে তাদেরকে এ সম্পর্কে ধারণা দিতে চেষ্টা করেছি। তখন তাঁরা এ ব্যাপারে তাঁদের প্রতিক্রিয়া এভাবে ব্যক্ত করতে বাধ্য হয়েছে যে, এ দু'আ কেবল সে হৃদয় নিংড়েই বের হতে পারে, যাঁকে আল্লাহ তাঁর ইলমের বিশেষ অংশ দান করেছেন এবং যাঁর ‘মা'রিফতে নফস’ বা আত্মজ্ঞান এবং মা'রিফতে রব তথা আল্লাহত্তে পূর্ণ দখল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) এ মহা মূল্য উত্তরাধিকারের কদর বুঝবার এবং এথেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। খাস খাস সময়ে ও স্থানে পাঠ্য দু'আ সমূহের সিলসিলা এখানেই সমাপ্ত হলো। وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ—এজন্যে সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই।

الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّىْ فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّىْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ
(رواه مسلم)

ব্যাপক অর্থবোধক বিভিন্নমুখী দু'আসমূহ

পূর্বেই বলা হয়েছে, হাদীসের কিতাব সমূহে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে যে সব দু'আ বর্ণিত হয়েছে, বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিচার করলে তা তিন প্রকারের :

১. ঐ সমস্ত দু'আ, যেগুলোর সম্পর্ক সালাতের সাথে।
২. যে গুলো কোন বিশেষ সময় স্থান বা অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত।
৩. ঐ সব দু'আ, যে গুলোর সম্পর্ক সালাত বা কোন বিশেষ স্থান-কাল-পাত্রের সাথে নয়; বরং সেগুলো সাধারণ প্রকৃতির।

প্রথমোক্ত দু'ধরনের দু'আ আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। এবার তৃতীয় ধরনের দু'আ সমূহ পাঠক সমক্ষে পেশ করা হচ্ছে। এগুলোর অধিকাংশই হচ্ছে ব্যাপক অর্থবোধক। এ জন্যে হাদীসের ইমামগণ এসব দু'আকে جَامِعُ الدَّعَوَاتِ শিরোনামের অধীনে তাঁদের সঙ্কলন সমূহে সঙ্কলিত করেছেন। এ দু'আগুলো উম্মতের জন্যে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ দান এবং অমূল্য উপহার। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উম্মতদেরকে এগুলোর যথার্থ মূল্যায়নের, এগুলোর শুকরিয়া আদায়ের এবং এগুলোকে নিজেদের অন্তরের ধনি এবং নাড়ির স্পন্দনে পরিণত করার তাওফীক দান দান করুন! যে বান্দার এ তাওফীক জুটে গেছে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে সবকিছুই পেয়ে গেছেন। এ ছোট ভূমিকার পর এ সিলসিলার হাদীসগুলো এবার পাঠ করুন :

২০৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

২০৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রায়ই এরূপ দু'আ করতেন :

اللَّهُمَّ اصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَاصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَاصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلْ

—“হে আল্লাহ! আমার দীনকে দুরন্ত করে দাও, আমার কল্যাণ ও নিরাপত্তা সবকিছু যার উপর নির্ভর করে, যা আমার সব কিছু এবং আমার দুনিয়াও দুরন্ত করে দাও, যেখানে আমাকে জীবন যাপন করতে হয় এবং আমার আখিরাতকে দুরন্ত করে দাও, যেখানে আমাকে ফিরে যেতে হবে এবং স্থায়ীভাবে থাকতে হবে এবং আমার জীবনকে সমূহ কল্যাণ বৃদ্ধির মাধ্যম বানিয়ে দাও! এবং আমার মরণকে সকল অকল্যাণ থেকে হিফায়ত ও আরামের মাধ্যম বানিয়ে দাও! —(মুসলিম)

ব্যাখ্যা : বলাবাহুল্য, এ দু'আটি অত্যন্ত ব্যাপক। তার সর্ব প্রথম বাক্যাটি হচ্ছে :

اللَّهُمَّ اصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي-

—“হে আল্লাহ! আমার দীনী হালত দুরন্ত করে দাও যা আমার সবকিছু অর্থাৎ এরই উপর আমার সকল কল্যাণ ও নিরাপত্তা নির্ভর করে।”

বস্তৃত দীনই হচ্ছে আসল বস্তু; যদি তা দুরন্ত হয়ে যায় তা হলে মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও লা'নত-গযব থেকে রক্ষা পেয়ে তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যের পাত্র হয়ে যায় এবং ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে তার জানমাল ইজ্জত আবরুজর জন্যে তা রক্ষাকবচ স্বরূপ হয়ে যায়। এজন্যে মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা, কল্যাণ ও সাফল্য মূলত এরই উপর নির্ভরশীল। নবী করীম (সা)-এর দু'আতে একেই عِصْمَةُ أَمْرِي বলে অভিহিত করা হয়েছে। দীন দুরন্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, বান্দার ঈমান-একীন তথা তার বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণা সহীহ এবং তার আমল আখলাক ও চালচলন দুরন্ত হবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সে প্রবৃত্তির চাহিদার পরিবর্তে আল্লাহর হুকুম ও বিধিনিষেধের অনুসারী হবে। বলা বাহুল্য, তা আল্লাহ প্রদত্ত তাওফীকের উপরই নির্ভরশীল। এজন্যে প্রতিটি মু'মিন বান্দার অন্তরের সবচাইতে বড় চাওয়া-পাওয়া তাই হওয়া উচিত, যা এ দু'আর দ্বিতীয় বাক্যে উচ্চারিত হয়েছে :

وَاصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي-

“আর আমার দুনিয়া দুরন্ত করে দাও, যেখানে আমাকে জীবন ধারণ করতে হয়।”

দুনিয়া দুরন্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে, এখানকার জীবিকা ইত্যাদি যেন হালাল ও জাযিয় পথে আসে। নিঃসন্দেহে প্রতিটি মু'মিন বান্দার দ্বিতীয় কাম্য এটাই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দু'আর তৃতীয় অংশ হচ্ছে : **وَأَصْلِحْ لِيْ أَخْرَتِيْ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ**

—“আর আমার আখিরাতকে দুরন্ত করে দিন, যেখানে আমাকে ফিরে যেতে হবে এবং স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে হবে।”

যদিও দীন দুরন্ত হলেই আখিরাতের মঙ্গল লাভ অনিবার্য; তবুও রাসূলুল্লাহ (সা) পৃথক ভাবে আখিরাতের দুরন্ত হওয়ার দু'আ করেছেন। এর প্রথম কারণ সম্ভবত এই যে, আখিরাতের গুরুত্ব অপরিসীম, তাই এটা তার হক। দ্বিতীয় কারণ এও হতে পারে যে, দীনী দিক থেকে উত্তম অবস্থায় থাকলেও মু'মিন বান্দার আখিরাত সম্পর্কে নিরুদ্বিগ্ন থাকা উচিত নয়। কুরআন মজীদে উত্তম বান্দাদের শান বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে :

**وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ
(الْمُؤْمِنُونَ ع ٦)**

দু'আর চতুর্থ ও পঞ্চম অংশ হচ্ছে :

**وَأَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّىْ فِى كُلِّ خَيْرٍ وَأَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّىْ
مِنْ كُلِّ شَرٍّ**

এবং দুনিয়ার জীবনকে আমার জন্যে কল্যাণ ও পুণ্য বৃদ্ধি এবং মৃত্যুকে সমস্ত অকল্যাণ ও পাপতাপ থেকে মুক্তি ও আরামের ওসীলা বানিয়ে দাও!

এ পৃথিবীতে জীবনের মেয়াদ পূর্ণ করে প্রতিটি মানুষকেই নিশ্চিত ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে। আল্লাহর দেয়া এ আয়ুষ্কাল সে পুণ্যকর্মের মাধ্যমেও অতিবাহিত করতে পারে, আবার পাপকর্মের মাধ্যমেও অতিবাহিত করতে পারে। এ জীবন তার সৌভাগ্য আর তরফদার কারণও হতে পারে আবার দুর্ভোগ ও দুর্ভাগ্য বৃদ্ধির কারণও হতে পারে। এ সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার হাতে। এজন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) দীন দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল কামনার সাথে সাথে এ দু'আও করতেন যে, হে আল্লাহ! আমার জীবন কালকে কল্যাণ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধির ওসীলা বানিয়ে দাও অর্থাৎ আমাকে তাওফীক দান কর যেন এ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এবং জীবনের প্রতিটি সময় তোমার সন্তুষ্টির কাজে ব্যয় করতে পারি; যাতে আমি সৌভাগ্য ও সফলতার সোপানসমূহ অতিক্রম করে ক্রমশ উন্নতি-অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাই আর আমার মৃত্যুকে নানারূপ অনিষ্ট ও ফিৎনা-ফ্যাসাদের কষ্ট থেকে মুক্তির মাধ্যম বানিয়ে দিন অর্থাৎ ভবিষ্যতে যতরূপ অনিষ্ট ও ফিৎনা-ফ্যাসাদ আমার কষ্টের কারণ হতে পারে

তোমার হুকুমে আগমনকারী যে মৃত্যু, সে সব থেকে আমার মুক্তির মাধ্যম ও আরামের কারণ হোক।

এ দু'আটিও **الْكَلِمَ جَوَامِعَ** বা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যাপক অর্থবোধক বাণী সম্পন্ন এবং সমুদকে কৌটায় ভর্তি করার প্রবাদ বাক্যটির উজ্জ্বলতম উদাহরণ। কত সংক্ষেপে কী বিপুল অর্থ এতে প্রকাশ করা হয়েছে।

২.৮ - **عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اللَّهُمَّ أَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
(رواه البخارى ومسلم)**

২০৮. হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'আ অধিকাংশ সময়ই এরূপ হতো :

—“হে আল্লাহ! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে মঙ্গল দান কর এবং আখিরাতেও মঙ্গল দান কর এবং আমাদেরকে দোষখের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।”

—(বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা : সুবহানাল্লাহ! কী সংক্ষিপ্ত অথচ কত ব্যাপক দু'আ! এতে আল্লাহ তা'আলার নিকট ইহলৌকিক জগতে এবং পারলৌকিক জগতের অফুরন্ত জীবনেও কল্যাণের প্রার্থনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এতে ইহলৌকিক ও পরলৌকিক লাভনীয় ও কাম্যবস্তুর প্রার্থনা এবং সর্বশেষে দোষখ থেকে রক্ষার দু'আও এসে গেছে। মোদ্দা কথা, দুনিয়া ও আখিরাতে একজন বান্দার যা কিছু প্রয়োজন রয়েছে তার সবকিছুই এ সংক্ষিপ্ত দু'আয় প্রার্থনা করা হয়েছে। এ দু'আর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এটা আসলে কুরআন মজীদেই দু'আ; তবে সামান্য একটি পার্থক্য হলো এর শুরু হয়েছে **اللَّهُمَّ** দিয়ে, আর কুরআন শরীফে সূচনার শব্দটি হচ্ছে **رَبَّنَا** তবে উভয় শব্দের মর্ম একই।

হযরত আনাস (রা) বর্ণিত এ হাদীসের দ্বারা জানা গেল, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রায়ই এ দু'আটি করতেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উম্মতীদেরকেও রাসূলুল্লাহ (সা) জীবনের এ বহুল প্রার্থিত দু'আটি বহুলভাবে করে তাঁর অনুসরণ-অনুকরণ করার তাওফীক দান করুন।

২.৯ - **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى**

১. এ আয়াতে মু'মিন বান্দাদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তারা সাদকা-খয়রাত করেন এবং তাদের মনে আমার ভয় থাকে যে, না জানি তা কবুল হয় কি না?

২০৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রায়ই এরূপ দু'আ করতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى -

“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি হিদায়াত, তাকওয়া, সচ্চরিত্রতা এবং প্রাচুর্য (সৃষ্ট জগতের কারো কাছে মুখাপেক্ষী না হওয়া)। - (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : এ দু'আতে চারটি বস্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে :

১. হিদায়াত অর্থাৎ হক পথে চলা এবং তার উপর অটল থাকা
২. তাকওয়া-পরহেযগারী অর্থাৎ আল্লাহর ভয় অন্তরে পোষণ করে তাঁর অবাধ্যতা থেকে আত্মরক্ষা করে চলা।
৩. সচ্চরিত্রতা বা চারিত্রিক সুখ্যাতি।
৪. প্রাচুর্য অর্থাৎ অন্তরের এমন অবস্থা। যাতে বান্দা কোন সৃষ্ট জীবের প্রতি মুখাপেক্ষী বোধ না করে। তার মালিকের দানকে নিজের জন্য যথেষ্ট বোধ করে।

এ দু'আটিও কَلِمَاتُ الْعَمَلِ এর একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

২১০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَى بِالْقَدْرِ (رواه البيهقي في الدعوات الكبير)

২১০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্নুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রায়ই এরূপ দু'আ করতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَى بِالْقَدْرِ -

“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি সুস্বাস্থ্য, সচ্চরিত্রতা আমানতদারী সদাচার এবং তকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি।”

ব্যাখ্যা : এ দু'আতে রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার কাছে সুস্বাস্থ্যের প্রার্থনা করেছেন। স্বাস্থ্য দীন ও দুনিয়ার বহু বড় নিয়ামত, এতে সন্দেহে কোন অবকাশ নেই। এর মূল্য ও কদর তখনই অনুভব করা যায়, যখন কে তাথেকে বঞ্চিত হয়ে কোন রোগ-ব্যধির শিকার হয়ে পড়ে। তখন সে হাড়ে হাড়ে টের পায় যে, স্বাস্থ্য আল্লাহর কত বড় নিয়ামত এবং স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ জীবনের এক একা

মুহূর্ত তাঁর কত মূল্যবান দান। আল্লাহ ওয়ালা বুয়ুর্গগণ এটা আরো বেশি করে অনুভব করেন এজন্যে যে, স্বাস্থ্য হানি ঘটলে তাঁদের ইবাদত-বন্দেগীর দৈনন্দিন কর্মসূচীতে বিরাট ব্যাঘাত ঘটে। এতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি মনোনিবেশের ব্যাপারটিও দারুণভাবে ব্যাহত হয়। আর এটা তাদের জন্যে আরো বেশি মনো কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

‘আমানত’ কুরআনী ও দ্বীনী পরিভাষার একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এর অর্থ মানব মনের সে অবস্থা, যাতে আল্লাহ ও বান্দাদের সাথে সম্পর্কের আলোকে তার উপর আরোপিত জিহাদারী সমূহ সমান ভাবে আদায় করার তাগিদ সে অনুভব করে এবং সেজন্যে সচেষ্ট হয়। সদাচার এবং তকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি এমন দু'টি ব্যাপার যার ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

এ দু'আতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম সুস্বাস্থ্যের সাথে সাথে সচ্চরিত্রতা, আমানতদারী, সদাচার ও তকদীরের প্রতি সন্তুষ্টির প্রার্থনা করেছেন। এ সবই হচ্ছে ঈমানী সিফাত বা মু'মিন সুলভ গুণাবলী এবং ঈমানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। অন্য দশটি দীনী ও দুনিয়াবী নিয়ামতের মত এগুলোও কেবল আল্লাহ তা'আলা কাউকে দান করলে সে তা পেতে পারে। ফার্সী কবির ভাষায় :

ایں سعادت بزور بازو نسیت

گر نه بخشد خرائی بخشنده

অর্থাৎ এ সৌভাগ্য বাহু বলে হয়না অর্জন,

মহান দাতা খোদা না করিলে দান।

২১১. عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَرِيرَتِي خَيْرًا مِّنْ عَلَانِيَتِي وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِّنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ غَيْرِ الضَّالِّ وَالْمُضِلِّ.

২১১. হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে এরূপ দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, তুমি আল্লাহ তা'আলার দরবারে এরূপ আরখ করবে :

اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَرِيرَتِي خَيْرًا مِّنْ عَلَانِيَتِي وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ غَيْرِ الضَّالِّ وَالْمُضِلِّ-

হে আল্লাহ! আমার বাতিনকে আমার যাহির থেকে উত্তম করে দাও! আমার যাহিরকে পুণ্যমণ্ডিত কর! হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাদেরকে যে উত্তম পরিবার-পরিজন উত্তম ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি দান কর, যারা না নিজে পথভ্রষ্ট না অন্যদেরকে পথভ্রষ্টকারী, তা-ই আমাকে দান কর।” (জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : এ দু'আর প্রথম অংশ হচ্ছে এই যে, হে আল্লাহ, আমাকে এমনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী কর যে, আমার যাহির-বাতিন উভয়টাই যেন উত্তম হয় এবং আমার বাতিনকে যাহির থেকে উত্তম করে দাও! আর এর দ্বিতীয় অংশ হলো, আমার পরিবার আমার আওলাদ এবং আমার বিত্তা বিভব সবকিছু যেন উত্তম হয়; না নিজে তারা বিভ্রান্তির শিকার হবে আর না অন্যদের জন্যে তারা বিভ্রান্তির কারণ হবে।

২১২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دُعَاءُ حَفِظْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَدْعُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَعْظَمُ شُكْرَكَ وَأَكْثَرُ ذِكْرَكَ وَاتَّبِعْ نَصْحَكَ وَاحْفَظْ وَصِيَّتَكَ. (رواه الترمذی)

২১২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি দু'আ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে শুনে মুখস্থ করেছিলাম, যা আমি (সর্বদা করে থাকি এরং) কখনো ত্যাগ করিনা, আর তা হলো :

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَعْظَمُ شُكْرَكَ وَأَكْثَرُ ذِكْرَكَ وَاتَّبِعْ نَصْحَكَ وَاحْفَظْ وَصِيَّتَكَ-

-হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এমন বানিয়ে দাও যাতে-

১. আমি যেন তোমার নিয়ামতের শুকরিয়া, গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে পারি (যাতে শুকরিয়া আদায়ে আমি ক্রটি না করি),
২. আমি যেন বহুল পরিমাণে তোমার যিক্র করতে পারি।
৩. আমি যেন তোমার উপদেশ অনুসরণ করি এবং
৪. তোমার ওসিয়ত ও হুকুমসমূহ স্মরণ রাখি (এবং এর তামিল করতে ভুলে না যাই।)

২১৩- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو يَقُولُ

২১৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) দু'আতে এরূপ বলতেন :

رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تَعِنْ عَلَيَّ وَأَنْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى لِي وَأَنْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شُكَّارًا لَكَ ذَكَارًا لَكَ وَهَابًا لَكَ مِطْوَاعًا لَكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ أَوَْاهًا مُنِيبًا. رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ خَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَثَبِّتْ حُجَّتِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَأَسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي (رواه الترمذی)

“হে আল্লাহ! আমাকে সাহায্য কর, আমার বিরুদ্ধে (আমার শত্রুদেরকে) সাহায্য করো না, আমার মদদ ও সহযোগিতা কর, আমার বিরুদ্ধে আমার শত্রুদের সহায়ক হয়ো না, তোমার সূক্ষ্ম চাল আমার স্বপক্ষে চলো, আমার বিপক্ষে চালো না। আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত কর এবং হিদায়াতের পথে চলা আমার জন্যে সহজসাধ্য করে দাও, যে কেউ আমার উপর যুলুম বা বাড়াবাড়ি করে, তার বিরুদ্ধে আমাকে মদদ কর! হে আল্লাহ! আমাকে তোমার অতি কৃতজ্ঞ বান্দা বানাও! তোমার বহুল পরিমাণে যিক্রকারী বান্দা বানাও! তোমার প্রতি অন্তরে ভীতি পোষণকারী বান্দা বানাও। তোমার একান্ত অনুগত বান্দা বানাও! তোমার প্রতি কাকুতি-মিনতিকারী বান্দা বানাও তোমারই দিকে রুজুকারী ও প্রত্যাবর্তনকারী বান্দা বানাও! হে আমার প্রতিপালক আমার তাওবা কবুল কর আমার পাপতাপ ধুয়ে মুছে দাও! আমার দু'আ কবুল কর! আমার ঈমান (যা আখিরাতে আমার দলীল হবে) ময়বূত করে দাও! আমার রসনাকে সংযত করে দাও! আমার হৃদয়কে হিফায়ত কর। আমার অন্তরের ক্রুদ্ধসমূহ দূর করে দাও!” (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : এ দু'আটির ব্যাপকতা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা। উপরোক্ত দু'আ সমূহের লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো এই যে, এ প্রত্যেকটি দু'আয় রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে একান্তই বাধ্য, অনুগত-বিনয়ী এবং জীবনের সর্ব ব্যাপারে একান্তই তাঁর মুখাপেক্ষীরূপে পেশ করেছেন। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, হে আল্লাহ! আমি একান্তই নিঃস্ব, এমন কি আমার যাহির-বাতিন, আমার হৃদয়-মন রসনা সবই একান্তই তোমারই নিয়ন্ত্রণাধীন। আমার আমল-আখলাক, আমার চিন্তা ভাবনা-অনুভূতি এবং আমার সমুদয় অবস্থার সংশোধনও একান্তই তোমার ফযল ও করম, দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল। আমার সুস্থতা-অসুস্থতাও তোমারই হাতে। দুশমন

ও অনিষ্টকারীদের অনিষ্ট থেকে রক্ষাও একান্তই তুমিই আমাকে করতে পার। এ ব্যাপারেও আমি একান্তই অসহায়, দুর্বল। তুমি বদান্যশীল, দয়ালু, দাতা আর আমি তোমার দুয়ারের কাঙাল ভিখারী। এটা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আবদিয়াতের কামাল—পূর্ণতা। নিঃসন্দেহে এ কামালিয়তের উর্ধ্বতম শিখরে তিনি অধিষ্ঠিত। তাঁর এ কামালিয়ত বা পূর্ণতা অন্য সব পূর্ণতাকে ছাড়িয়ে গেছে।

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ—

—“তাঁর প্রতি ও তাঁর পরিবার-পরিজন সঙ্গী-সাথীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত রহমত বর্ষিত হোক।”

২১৬- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ

২১৪. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে এ দু'আটি শিক্ষা দিয়াছেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ مِنْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَعَجَّلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا. (رواه ابن أبي شيبة وابن ماجه)

—“হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে সর্বপ্রকার মঙ্গলের প্রার্থনা করছি, ইহলৌকিক মঙ্গলও প্রার্থনা করছি আবার পারলৌকিক মঙ্গলও প্রার্থনা করছি। সে সমস্ত মঙ্গলও প্রার্থনা করছি, যা আমার জ্ঞাত এবং সে সব মঙ্গলও যা আমার অজ্ঞাত রয়েছে। এবং তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে, ইহলৌকিক অনিষ্ট থেকেও আর পারলৌকিক অনিষ্ট থেকেও। সে সব অনিষ্ট থেকেও, যা আমার জানা আছে এবং সে সব অনিষ্ট থেকেও, যা আমার জানা নেই। হে আল্লাহ! আমি

তোমার কাছে প্রার্থনা করছি সে সব কল্যাণ, যা তোমার কাছে প্রার্থনা করেছেন তোমার বান্দা ও তোমার নবী এবং তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি সে সব অকল্যাণ থেকে, যা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন তোমার বান্দা ও তোমার নবী। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি জান্নাত এবং যে সমস্ত কথা ও আমল আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে সে সব কথা ও আমল। এবং তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি জাহান্নাম থেকে এবং যে কথাবার্তা ও আমল তার নিকটবর্তী করে সে সব কথাবার্তা ও আমল থেকে। এবং হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এ প্রার্থনা করছি যে, আমার ব্যাপার দেওয়া তোমার সকল ফয়সালা যেন মঙ্গলময় হয়।”

—(মুসনাদে ইবন আবু শায়বা ও সুনানে ইবন মাজা)

ব্যাখ্যা : এ দু'আটির এক একটি অংশের প্রতি লক্ষ্য করণ, একজন মানুষের ইহলোক-পরলোকের যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যাপার এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ হাদীসের একটি রিওয়াযাতে এর বিশদ বর্ণনা এভাবে রয়েছে যে, একদা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে তাঁর ঘরে হাযির হলেন। তিনি একান্তই গোপনে তাঁকে কিছু বলতে চাচ্ছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) তখন সেখানে সালাতরত ছিলেন এবং তিনি অনেক দীর্ঘ দু'আয় লিপ্ত ছিলেন। হযুর (সা) তখন তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে, তিনি যেন ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ করে তাড়াতাড়ি তাঁদেরকে একান্তে কথা বলার সুযোগ করে দেন। তখন তিনি বলেন, তা হলে আমাকে সেরূপ ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ শিখিয়ে দিন। তখনই তিনি তাঁকে এ দু'আটি শিক্ষা দিয়েছিলেন।

২১৫- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعَوْتَ بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَجْمَعُ ذَٰلِكَ كُلَّهُ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ إِلَّا بِاللَّهِ (رواه الترمذی)

২১৫. হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) অনেক দু'আ করলেন, যার কিছুই আমি মনে রাখতে পারলাম না। তখন আমি তাঁর খিদমতে আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কত দু'আই তো আপনি করলেন, কিন্তু তার কোন কিছুই আমি স্মরণ রাখতে পারি নি! (অথচ আমার মন চায় যে, এ দু'আগুলো আমিও করবো এখন উপায় কি?)

তখন তিনি বললেন : আমি কি তোমাকে এমন ব্যাপক দু'আ শিক্ষা দেবো, যাতে এসব দু'আর সবকিছুই থাকবে ? আল্লাহ তা'আলার দরবারে এভাবে আরয করবে :

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (رواه الترمذی)

—“হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে সে সব মঙ্গলের প্রার্থনা করছি, যা তোমার কাছে তোমার নবী মুহাম্মদ (সা) প্রার্থনা করেছেন এবং আমি তোমার কাছে সে সব অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যে সব অনিষ্ট থেকে তোমার নবী মুহাম্মদ (সা) তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

তুমিই সেই পবিত্র সত্তা, যাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা চলে এবং তোমারই দয়ার উপর নির্ভর করে গন্তব্য স্থলে পৌঁছা এবং কোন কিছুর জন্যে চেষ্টা চরিত করা এবং লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার ক্ষমতা দানের মালিক তুমিই।” —(তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : দুনিয়ায় এমন লোকের সংখ্যাই বেশি, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাতানো দু'আগুলো মুখস্থ রাখার ক্ষমতা যাঁদের রয়েছে। এ জন্যে এ হাদীসে অত্যন্ত সহজভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহর কাছে এরূপ দু'আ করে :

—“হে আল্লাহ! তোমার নবী মুহাম্মদ (সা) তোমার দরবারে যে সব মঙ্গলের প্রার্থনা করেছেন, আমাকে সে সব মঙ্গল দান কর আর যে সব অমঙ্গল থেকে তিনি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, সে সব অনিষ্ট থেকে তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।” অধম লেখকের আরয হচ্ছে, এ কথাগুলো নিজের মাতৃভাষায় বলাতেও কোন দোষ নেই। তবে আল্লাহ তা'আলার দরবারে অন্তর থেকে দু'আ করা চাই। আসলে দু'আ পদবাচ্য কেবল তাই, যা অন্তর থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে।

২১৬- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ (رواه الحاكم)

২১৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেন :

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ-

“হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি তোমার রহমতকে অনিবার্যকারী এবং তোমার মাগফিরাত বা ক্ষমাকে পাকা করে দেয় এমন ‘আমলসমূহ এবং সকল গুনাহ থেকে নিরাসক্ততা এবং সকল নেকীর তওফীক এবং তোমার কাছে প্রার্থনা করি জান্নাত লাভের এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির।” —(মুত্তাদরকে থাকিম)

২১৭- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَائِمًا وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَاعِدًا وَلَا تُشْمِتْ بِيْ عَدُوًّا وَلَا حَاسِدًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ (رواه الحاكم)

২১৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেন :

اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَائِمًا وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَاعِدًا وَلَا تُشْمِتْ بِيْ عَدُوًّا وَلَا حَاسِدًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ-

—“হে আল্লাহ! ইসলামের সাথে আমার হিফাযত কর আমার দণ্ডায়মান অবস্থায়। হে আল্লাহ! ইসলামের সাথে আমার হিফাযত কর আমার উপবিষ্ট অবস্থায়। হে আল্লাহ! ইসলামের সাথে আমার হিফাযত কর আমার শায়িত অবস্থায়।

(অর্থাৎ সর্বাবস্থায় ইসলামের সাথেই আমার হিফাযত কর) এবং আমার ব্যাপারে তোমার কোন ফয়সালাই যেন আমার কোন শত্রুর বা আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীর উল্লাসের কারণ না হয়।

হে আল্লাহ! তোমার হাতে কল্যাণের যে ভাণ্ডার সংরক্ষিত রয়েছে, আমি তোমার কাছে তা প্রার্থনা করছি। এবং তোমার কাছে অকল্যাণের যে ভাণ্ডার রয়েছে, তা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।” —(মুত্তাদরকে হাকিম)

২১৮- عَنْ بُرَيْدَةَ مَرْفُوعًا اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي شَكُورًا
وَاجْعَلْنِي صَبُورًا وَاجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ
كَبِيرًا (رواه البزار)

২১৮. হযরত বুয়ায়দা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেন :
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي شَكُورًا وَاجْعَلْنِي صَبُورًا وَاجْعَلْنِي فِي عَيْنِي
صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا-

“হে আল্লাহ! আমাকে তোমার শুকরিয়া আদায়কারী বান্দা বানাও, আমাকে
তোমার সবুরকারী বা ধৈর্যশীল বান্দা বানাও। আমাকে আমার নিজের চোখে ছোট
এবং লোকের চোখে বড় বানাও।”

ব্যাখ্যা : এ দু'আটির শেষ অংশ বিশেষত প্রাধান্যযোগ্য। বান্দার উচিত নিজেকে
সে দীন-হীন ও ছোট মনে করবে এবং সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করবে
যেন অন্যদের দৃষ্টিতে সে তুচ্ছ ও হীন প্রতিপন্ন না হয়।

২১৯- عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ مُرْسَلًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ
لِمَحَابِّكَ مِنَ الْأَعْمَالِ وَصِدْقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَحُسْنَ الظَّنِّ بِكَ
(رواه ابو نعيم فى الحلية)

২১৯. ইমাম আওয়াজী মুরসাল পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি
রিওয়ায়াত করেছেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ لِمَحَابِّكَ مِنَ الْأَعْمَالِ وَصِدْقَ التَّوَكُّلِ
عَلَيْكَ وَحُسْنَ الظَّنِّ بِكَ -

“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, আমাকে সে সব আমলের
তাওফীক দান কর, যা তোমার নিকট পসন্দনীয়, এবং তোমার প্রতি সাদ্ধা তাওয়াক্কুল
এবং তোমার প্রতি সুধারণা।”

২২০- عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا اللَّهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِي
لِذِكْرِكَ وَارْزُقْنِي طَاعَتَكَ وَطَاعَتِ رَسُولِكَ وَعَمَلًا بِكِتَابِكَ
(رواه الطبرانى فى الاوسط)

২২০. হযরত আলী (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ দু'আটি বর্ণিত হয়েছে :
اللَّهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِي لِذِكْرِكَ وَارْزُقْنِي طَاعَتَكَ وَطَاعَتِ
رَسُولِكَ وَعَمَلًا بِكِتَابِكَ-

হে আল্লাহ তোমার যিক্র ও নসীহতের জন্যে আমার হৃদয়ের কান খুলে দাও।
আমাকে তোমার ও তোমার রাসূলের আনুগত্য এবং তোমার কিতাবানুসারে আমলের
তাওফীক দান কর।
(মু'জামে আওসাত-তাবারানী
সঙ্কলিত)

২২১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صِحَّةً فِي
إِيمَانٍ وَإِيمَانًا فِي حُسْنِ خُلُقٍ وَنَجَاحًا تَتَّبِعُهُ فَلَاحًا وَرَحْمَةً مِنْكَ
وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضْوَانًا (رواه الطبرانى فى الاوسط
والحاكم فى المستدرک)

২২১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ দু'আটি
বর্ণিত হয়েছে :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صِحَّةً فِي إِيمَانٍ وَإِيمَانًا فِي حُسْنِ
خُلُقٍ وَنَجَاحًا تَتَّبِعُهُ فَلَاحًا وَرَحْمَةً مِنْكَ وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً
مِنْكَ وَرِضْوَانًا-

“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি ঈমানের সাথে সুস্থাস্থ্য এবং
প্রার্থনা করছি সদাচরণের সাথে ঈমান। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি অভীষ্ট
লক্ষ্যে পৌছার সাফল্য, যার পেছনে থাকবে পারলৌকিক সাফল্য, আর প্রার্থনা করছি
তোমার রহমত, নিরাময় ও মাগফিরাত এবং তোমার সন্তুষ্টি।

(মু'জামে আওসাত-তাবারানী সঙ্কলিত এবং মুস্তাদরকে হাকিম)

২২২- عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا يُبَاشِرُ
قَلْبِي وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبَ لِي
وَرِضًا مِنَ الْمَعِيشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِي (رواه البزار)

২২২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ দু'আটি বর্ণিত হয়েছে :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِي وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبَ لِي وَرِضًا مِنَ الْمَعِيشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِي-

—“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এমন ঈমান, যা আমার হৃদয়ের মধ্যে প্রোথিত হয়ে থাকবে এবং এমন সাদ্কা ঈমান, যার আলোকে আমার কাছে এ সত্য উদ্ভাসিত হয়ে যায় যে, তুমি যা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছ, কেবল সে ভোগান্তিই আমাকে স্পর্শ করতে পারবে আর আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমার অন্তরে এ সন্তোষ ও বুঝ দান কর (যে তুমি আমার জন্যে যে জীবিকা নির্ধারিত করে রেখেছ তাই আমার প্রাপ্য। এতে সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া আমার কোন গতি নেই)।

—(মুসনাদে বাযযার)

২২৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا اللَّهُمَّ الطُّفَّ بِي فِي تَيْسِيرِ كُلِّ عَسِيرٍ فَإِنْ تَيْسِيرَ كُلِّ عَسِيرٍ عَلَيْكَ يَسِيرُ وَأَسْأَلُكَ الْيُسْرَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (رواه الطبرانی فی الاوسط)

২২৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ দু'আটি বর্ণিত হয়েছে :

اللَّهُمَّ الطُّفَّ بِي فِي تَيْسِيرِ كُلِّ عَسِيرٍ فَإِنْ تَيْسِيرَ كُلِّ عَسِيرٍ عَلَيْكَ يَسِيرُ وَأَسْأَلُكَ الْيُسْرَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ-

“হে আল্লাহ! আমার সকল মুশকিলকে আসান করে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ কর! কেননা সকল মুশকিল আসান করে দেওয়া তোমার জন্যে খুবই সহজসাধ্য। আর আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করছি দুনিয়া ও আখিরাতে আসানী এবং পূর্ণ নিরাময়।”

—(মু'জামে আওসাত-তাবারানী সঙ্কলিত)

২২৪- عَنْ مَالِكٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو اللَّهَ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ غَيْرَ مَفْتُونٍ (مالك في الموطا)

২২৪. ঈমাম মালিক (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট এ রিওয়ায়াত পৌঁছেছে যে রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ দু'আ করতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَإِذَا أَرَدْتُ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَأَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ-

“হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করছি আমাকে তাওফীক দিন যেন ভাল কাজ করতে পারি এবং মন্দ কাজ ত্যাগ করতে পারি, তোমার মিসকীন বান্দাদেরকে ভাল বাসতে পারি এবং যখন তুমি কোন সম্প্রদায়কে ফিৎনাগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত করার ফয়সালা করবে, তখন আমাকে সে ফিৎনায় ফেলার পূর্বেই তোমার কাছে উঠিয়ে নেবে।

—(মুআত্তা ঈমাম মালিক)

ব্যাখ্যা : ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইমাম মালিক (রহ) তাবে তাবিয়ীন ছিলেন। তিনি কখনো কখনো কোন কোন হাদীস সনদ বর্ণনা ব্যতিরেকেই কেবল আমার কাছে এরূপ রিওয়ায়াত পৌঁছেছে বলে বর্ণনা করে দিতেন। মুহাদ্দিসীনের পরিভাষায় এ হাদীস গুলোকে مَالِكٌ بِإِلَاحَاتِ বলা হয়ে থাকে এবং হাদীস শাস্ত্র বিশারদগণের নিকট এ গুলো বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য। এ রিওয়ায়াতটিও সে পর্যায়ায়ই একটি রিওয়ায়াত।

২২৫- عَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةٍ مَرْفُوعًا اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَاجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ (رواه احمد وابن حبان والحاكم)

২২৫. হযরত বুসর ইব্ন আরতাত (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যবানীতে এ দু'আটি বর্ণনা করেছেন :

اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَاجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ-

“হে আল্লাহ! আমাদের সকল কাজের পরিণতিকে উত্তম কর এবং আমাদেরকে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা ও আখিরাতে আযাব থেকে হিফায়ত কর।”

—(মুসনাদে আহমদ, সহীহ ইব্ন হিব্বান, মুস্তাদরাকে হাকিম)

ব্যাখ্যা : এ দু'আটিও অত্যন্ত মুখতসর অথচ অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক।

২২৬- عَنْ أُمِّ مَعْبِدٍ الْخَزَاعِيَّةِ مَرْفُوعًا اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَمَا تَخْفَى الصُّدُورُ (رواه الحكيم الترمذی والخطيب)

২২৬. উম্মে মা'বাদ খুযাইয়া (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ দু'আটি বর্ণিত হয়েছে :

اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِي مِنَ الْكُذْبِ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ-

“হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে কপটতা থেকে পবিত্র কর এবং আমার আমলকে রিয়া থেকে পবিত্র কর। এবং আমার বসনাকে মিথ্যা এবং আমার চোখকে খিয়ানত থেকে পবিত্র কর। কেননা, তুমি চোখের খিয়ানত এবং অন্তরের গোপন রহস্যাদি সম্পর্কে সম্যক অবহিত রয়েছে।” (নাওদিরে হাকীম তিরমিযী ও তারীখে খতীব)

ব্যাখ্যা : এ সব দু'আর ব্যাপকতা সুস্পষ্ট। এগুলোর বক্তব্যও কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। চিন্তাশীল ও সমঝদার লোকের জন্যে এর প্রতিটি অংশই মা'রিফতের এক একটি বিরাট ভাণ্ডার স্বরূপ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন যেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই সব সুসংরক্ষিত এবং মহামূল্যবান উত্তরাধিকারের যথার্থ কদর করতে পারি এবং এসব দু'আর মাধ্যমে দুনিয়া-আখিরাতের বরকত সরাসরি মালিকুল মুলকের ধনভাণ্ডার থেকে হাসিল করতে পারি!

২২৭- عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا أَنْ نَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشْدِ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (رواه الترمذی والنسائي)

২২৭ হযরত শাদ্দাদ ইব্ন আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন যেন আমরা আল্লাহর দরবারে এরূপ দু'আ করি :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَقَلْبًا سَلِيمًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ -

“হে আল্লাহ! তোমার কাছে প্রার্থনা করছি দীনের ব্যাপারে দৃঢ়তা-অবিচলতা এবং উন্নতমানের যোগ্যতা ও বোধ শক্তি। এবং তোমার কাছে প্রার্থনা করছি তোমার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের এবং উত্তমরূপে ইবাদতের তাওফীক। আর প্রার্থনা করছি তোমার নিকট সত্যবাদী রসনা ও বিমল অন্তর এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার নিকট সে সব অনিষ্ট থেকে, যা তুমিই অবগত রয়েছ এবং প্রার্থনা করছি তোমার নিকট সে সব কল্যাণ, যা তুমিই অবগত রয়েছো এবং তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি সে সব অপরাধ ও পাপতাপ থেকে, যা তুমিই অবগত রয়েছ। কেননা, তুমি সকল গোপনীয় ও লোকচক্ষুর অশ্রালে থাকা ব্যাপারসমূহ সম্পর্কে সম্যক অবহিত।” (তিরমিযী ও নাসায়ী)

ব্যাখ্যা : এ দু'আটির এক একটি অংশ নিয়ে ভাবুন-এর মধ্যে একজন মু'মিনের ইঙ্গিত প্রতিটি ব্যাপারই शामिल রয়েছে। ইব্ন আসাকির ও হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর রিওয়ায়াতে বাড়তি এতটুকু আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) শাদ্দাদ ইব্ন আওস (রা)-কে এ দু'আটি শিক্ষা দেওয়ার পর বলেছিলেন :

“হে শাদ্দাদ ইব্ন আওস! যখন তুমি দেখতে পাবে যে, লোক রাজস্বরূপে স্বর্ণরৌপ্য সম্পদ ভাণ্ডারে তুলছে তখন তুমি এ দু'আকেই তোমার সম্পদ ভাণ্ডার জ্ঞান করবে।”

২২৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُ دُعَاءَكَ اللَّيْلَةَ فَكَانَ الَّذِي وَصَلَ إِلَيَّ مِنْهُ أَنْكَ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِيْمَا رَزَقْتَنِي قَالَ : فَهَلْ تَرَاهُنَّ تَرْكُنَّ شَيْئًا ؟ (رواه الترمذی)

২২৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! গতরাতে আপনাকে আমি দু'আ করতে শুনেছি। সে দু'আর এ শব্দগুলো আমার কানে পৌঁছেছে। আপনি বলছিলেন :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي
فِيمَا رَزَقْتَنِي-

“হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দিন! এবং আমার বাড়ি আমার জন্য প্রশস্ত করে দিন! এবং আমাকে যে জীবিকা দান করেছেন তাতে বরকত দান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তুমি এ শব্দগুলো কিছু বাদ দিয়েছে দেখতে পাও ?
-(জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে বান্দাকে তার জীবিকার মধ্যে বরকত দেওয়া হবে, তার বসবাসের জন্যে এমন প্রশস্ত বাসভবন দেওয়া হবে যাকে সে প্রশান্ত ও যথেষ্ট মনে করে আর আখিরাতে তার ক্রটি-বিচ্যুতি ও পাপতাপের ক্ষমার ফয়সালা হয়ে যাবে, সেতো সব কিছুই পেয়ে গেল! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শেষ বাক্য :

هَلْ تَرَاهُنَّ تَرْكُنَ شَيْئًا ؟

এর অর্থও তাই যে, বান্দার যা প্রয়োজন, তার সবকিছুই এ দু'আতে এসে গেছে। ছোট ছোট এ তিনটি বাক্যে কিছুই আর বাদ পড়েনি।

২২৭- عَنْ طَارِقِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّاهُ رَجُلٌ فَقَالَ كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي (وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ إِلَّا الْإِبْهَامَ) فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَجْمَعُونَ لَكَ دِينَكَ وَدُنْيَاكَ (رواه ابن أبي شَيْبَةَ)

২২৯. হযরত তারিক আশজাই (রা) বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদ্মতে এক ব্যক্তি হাযির হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলো, আমি যখন আমার মনিবের (মানে আল্লাহর) কাছে প্রার্থনা করবো, তখন কি বলবো? (অর্থাৎ কি বলে তাঁর কাছে দু'আ করবো?) তখন তিনি বললেন : তুমি এ ভাবে দু'আ করবে :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي-

“হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও! আমাকে দয়া কর! আমাকে নিরাময় কর! আরাম দাও! আমাকে রিযিক দান কর!”

এ সময় তিনি তাঁর পবিত্র হাতের চারটি আঙ্গুল একত্রিত করে (চার বিষয়ের প্রতি) ঈঙ্গিত করলেন, শুধু বৃদ্ধাঙ্গুলি ছাড়া এবং বললেন- এ চারটি কালিমা তোমার

দীন ও দুনিয়ার সকল স্বার্থকে শামিল করে নিয়েছে।”

-(মুসান্নাফ ইবন আবু শায়বা)

ব্যাখ্যাঃ নিঃসন্দেহে যার দুনিয়ায় তার চাহিদা অনুযায়ী জীবিকা ও শান্তি সম্বলিত জুটে যায় আর আখিরাতেও তার মাগফিরাত ও রহমতের ফয়সালা হয়ে যায়, সে তো প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই পেয়ে গেল। এটাও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাতানো একটি অন্যতম সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক দু'আ।

সহীহ মুসলিমের এক রিওয়ায়াতে আছে, যখন কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতো তখন রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বপ্রথম তাকে সালাত শিক্ষা দিতেন এবং এ দু'আটিও সাথে সাথে শিক্ষা দিতেন :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي

২২৮- عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مَرْفُوعًا) اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي قُدْرَتِكَ وَأَدْخِلْنِي فِي رَحْمَتِكَ وَأَقْضِ أَجَلِي فِي طَاعَتِكَ وَأَخْتِمْ لِي بِخَيْرٍ عَمَلِي وَاجْعَلْ ثَوَابَهُ الْجَنَّةَ (رواه البيهقي في السنن)

২৩০. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেন :

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي قُدْرَتِكَ وَأَدْخِلْنِي فِي رَحْمَتِكَ وَأَقْضِ أَجَلِي فِي طَاعَتِكَ وَأَخْتِمْ لِي بِخَيْرٍ عَمَلِي وَاجْعَلْ ثَوَابَهُ الْجَنَّةَ -

“হে আল্লাহ! আমাকে তোমার কুদরত থেকে নিরাময় দান কর, আমাকে তোমার রহমতের ছায়াতলে নিয়ে নাও! আমার জীবন তোমার আনুগত্যের মধ্যে পূর্ণ করে দাও! (মানে গোটা জীবনই যেন আমি তোমার আনুগত্যের মধ্যে কাটিয়ে দিতে পারি সে তাওফীক দান কর।) আমার সর্বোত্তম আমলের মধ্যে আমার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাও এবং এর পরিণতি বা ফলশ্রুতিতে আমাকে জান্নাত দান করবে।

-(সুনানে কুবরা-বায়হাকী সম্বলিত)

২২৯- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (مَرْفُوعًا) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

وَرَحْمَتِكَ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُمَا إِلَّا أَنْتَ (رواه الطبراني في الكبير)

২৩১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি বর্ণনা করেছেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُمَا
إِلَّا أَنْتَ-

হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করছি তোমার ফলল ও তোমার রহমত। কেননা, একমাত্র তুমিই এ দুটির মালিক-তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।

-(তাবারানী)

ব্যাখ্যা : মা'আরিফুল হাদীসের এ সিরিজে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে সব জাগতিক ও বৈষয়িক নিয়ামত প্রদত্ত হয়ে থাকে, এ গুলোকে কুরআন-হাদীসের পরিভাষায় 'ফয়ল' (করুণা) বলা হয়। পক্ষান্তরে রুহানী ও পারলৌকিক রিয়ামতসমূহকে রহমত বলে অভিহিত করা হয়। সে হিসাবে এ দু'আর মর্ম দাঁড়াচ্ছে এই : হে আল্লাহ! ইহলৌকিক ও পারলৌকিক, বৈষয়িক ও আত্মিক সকল নিয়ামতের মালিক তুমিই; তুমি ছাড়া আর কেউ এমন নেই, যে কিছু দিতে পারে। এজন্যে আমি তোমারই কাছে উভয়বিধ নিয়ামত প্রার্থনা করছি।

২২২- عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مَرْفُوعًا) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَيْشَةً نَقِيَّةً
وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزٍ وَلَا فَاضِحٍ (رواه البزار والحاكم
والطبرانی في الكبير)

২৩২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَيْشَةً نَقِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ
مُخْزٍ وَلَا فَاضِحٍ-

“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি পরিচ্ছন্ন জীবন এবং সরল-সহজ মৃত্যু (যা অপমৃত্যু হবে না) এবং (আসল বাসস্থান আখিরাতের দিকে) এমন প্রত্যাবর্তন, যাতে কোন অপমান-অপযশ নেই।

-(মুসনাদে বাযযার, মুস্তাদরাক হাকিম, মু'জামে কবীর, তাবারানী সঙ্কলিত)

ব্যাখ্যা : মানুষের মঞ্জিল হচ্ছে তিনটি :

১. পার্থিব জীবন
২. মৃত্যু এবং
৩. পরকাল

এ সংক্ষিপ্ত দু'আতে তিনটি মঞ্জিলের জন্যে অত্যন্ত সরল-সহজ ভাবে সর্বোত্তম প্রার্থনাই নিহিত রয়েছে।

২২৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مَرْفُوعًا) اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي
وَعَلَّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَأَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ (رواه الترمذی وابن ماجه)

২৩৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেন :

اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلَّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا
الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ-

“হে আল্লাহ! আমাকে যে ইলম আপনি দান করেছেন, তা দ্বারা আমাকে উপকৃত করুন এবং আমার জন্যে যা উপকারী বা উপাদেয়, সেরূপ ইলম আমাকে দান করুন এবং আমার ইলম বৃদ্ধি করুন। আল্লাহর প্রশংসা সর্বাবস্থায় এবং আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি জাহান্নাম বাসীদের অবস্থা থেকে।”

-(জামে' তিরমিযী ও সুনান ইব্ন মাজা)

২২৪- عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مَرْفُوعًا) اللَّهُمَّ لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ
عَيْنٍ وَلَا تَنْزِعْ مِنِّي صَالِحَ مَا أَعْطَيْتَنِي (رواه البخاری)

২৩৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেন :

اللَّهُمَّ لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا تَنْزِعْ مِنِّي صَالِحَ
مَا أَعْطَيْتَنِي-

“হে আল্লাহ! আমাকে এক পলকের জন্যেও আমার নফস বা প্রবৃত্তির হাতে ছেড়ে রেখো না এবং উত্তম যা কিছুই আমাকে দান করেছো (তা উত্তম আমল হোক চাই তা উত্তম অবস্থাই হোক) তা আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিও না।”

-(মুসনাদে বাযযার)

ব্যাখ্যা : বান্দার কাছে যা কিছুই কল্যাণকর রয়েছে তার সবটা আল্লাহরই দান। আল্লাহ তা'আলা যদি একটি মুহূর্তের জন্যেও তাঁর দয়ার দৃষ্টি তুলে নেন এবং বান্দাকে

তার নফসের হাতে ছেড়ে দেন তা হলে সে দীন-হীন-রিজ হয়ে যাবে। এজন্যে প্রতিটি আল্লাহ ওয়ালা বান্দার অন্তরের ধ্বনি হয় : হে আল্লাহ! একটি মুহূর্তের জন্যেও তুমি আমাকে আমার নফসের হাওয়ালা করে দিওনা। অহরহ তুমি আমার দেখাশোনা কর এবং আমার প্রতি অনুক্ষণ তোমার সদয় দৃষ্টি রাখ!

২৩৫- عَنْ عَائِشَةَ (مَرْفُوعًا) اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ

كَبْرِ سِنِّيْ وَأَنْقِطَاعِ عُمُرِيْ (رواه الحاكم)

২৩৫. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেন :

اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كَبْرِ سِنِّيْ وَأَنْقِطَاعِ عُمُرِيْ-

“হে আল্লাহ! আমার বার্ধক্য কালে এবং আমার জীবনের অন্তিম অংশে আমার জীবিকা প্রশস্ততর করে দিও।”

(মুস্তাদরকে হাকিম)

ব্যাখ্যা : বার্ধক্য বা জীবনের শেষ অংশে জীবিকার অসচ্ছলতা অধিক কষ্টের কারণ হতে পারে। কেননা তখন মানুষ দৌড়-ঝোপ বা চেষ্টা-তদবীর করতে পারে না। এ ছাড়া এ সময়টা মৃত্যুর নিকটবর্তী কাল হয়ে থাকে। প্রত্যেক মু'মিনেরই আন্তরিক কামনা থাকে, এ সময়টা যেন আল্লাহর স্মরণ এবং পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যে অন্যান্য সাংসারিক চিন্তা থেকে মুক্ত থাকা যায়। এ জন্যে এ দু'আটি প্রতিটি মু'মিনের অন্তরের ধ্বনি হওয়া উচিত।

২৩৬- عَنْ أَنَسٍ (مَرْفُوعًا) اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِيْ آخِرَهُ وَخَيْرَ

عَمَلِيْ خَوَاتِيمَهُ وَخَيْرَ أَيَّامِيْ يَوْمَ الْقَاكَ فِيهِ (رواه الطبرانی)

২৩৬. হযরত আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেন :

اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِيْ آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِيْ خَوَاتِيمَهُ وَخَيْرَ

أَيَّامِيْ يَوْمَ الْقَاكَ فِيهِ-

“হে আল্লাহ! আমার জীবনের অন্তিম অংশকে আমার জীবনের সর্বোত্তম অংশ করে দাও আর আমার অন্তিম আমল বা কর্মকে আমার সর্বোত্তম আমল করে দিও এবং আমার জীবনের সর্বোত্তম দিন যেন হয় সেটি, সে দিন আমি তোমার সম্মুখে উপস্থিত হবো।” (অর্থাৎ আমার মৃত্যুর দিন) (মু'জামে কবীর : তাবারানী সঙ্কলিত)

২৩৭- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (مَرْفُوعًا) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا

الْخَيْرَ كُلَّهُ (رواه احمد وابن ماجه والطبرانی فى الكبير)

২৩৭. হযরত আবু উসামা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেন :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ

وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ -

“হে আল্লাহ! আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও! আমাদের প্রতি সদয় হও! আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও! আমাদের (দু'আ-দরুদ, ইবাদত-বন্দেগী) কবুল কর এবং আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দান করবে এবং আমাদের সকল ব্যাপার দুরস্ত করে দাও।”

তখন তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের জন্যে আরো বেশি দু'আ করুন! তখন তিনি বললেন :

এ দু'আতে কি আমি সকল অভীষ্ট বস্তুই একত্রিত করে দেই নি ?

(মুসনদে আহমদ, সুনান ইব্ন মাজা, মু'জামে কবীর)

ব্যাখ্যাঃ এ দু'আতে আল্লাহ তা'আলার নিকট মাগফিরাত বা ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে। রহমত প্রার্থনা করা হয়েছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও কবুলিয়তের দু'আ করা হয়েছে। জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির দু'আ করা হয়েছে। সর্বশেষে সকল ব্যাপারের তথা সকল মুয়ামেলা এবং সকল অবস্থা দুরস্ত করার প্রার্থনা জানান হয়েছে।

বলা বাহুল্য, এর পর মানুষের আর কোন প্রয়োজনই অবশিষ্ট থাকে না। এর পর আর যা কিছুই বলা হবে তা হবে এরই ব্যাখ্যা স্বরূপ। এজন্যেই রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : أَوْ لَيْسَ قَدْ جَمَعْنَا الْخَيْرَ كُلَّهُ ؟

“আমি কি এতে সকল কল্যাণকর ব্যাপারই शामिल করে নেইনি, যা একজন মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতে অভীষ্ট মকসুদ হতে পারে ?”

২৩৮- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ يَوْمًا.... فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ

زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَآكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَآرْضِنَا وَارْضِ عَنَّا (رواه احمد والترمذی)

২৩৮. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছিলো। (আর ওহী নাযিলের সময় যে বিশেষ অবস্থা তাঁর মধ্যে দেখা দিতো তা তাঁর মধ্যে দেখা দিল। যখন সে অবস্থার অবসান ঘটল) তখন তিনি কিবলামুখী হলেন। হাত উঠিয়ে এরূপ দু'আ করলেন :

اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَآكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَآرْضِنَا وَارْضِ عَنَّا-

—“হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃদ্ধি করে দাও, আমাদেরকে কম দিবে না! আমাদেরকে সম্মানিত কর, অপদস্থ করো না। আমাদেরকে সর্বপ্রকার নিয়ামত দান কর, আমাদেরকে বঞ্চিত করো না। আমাদেরকে আপন করে নাও, অন্যদেরকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিও না। আমাদেরকে প্রসন্ন করে দাও এবং তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে যাও।”

—(মুসনাদে আহমদ, জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে পরে এটুকুও আছে যে, এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি সূরা মুমিনূনের প্রথম দশটি আয়াত নাযিল হয়েছিল। তাঁর কলবে এর অনন্য সাধারণ প্রভাব পড়ে। সে অনুভূতিতে আপ্ত অবস্থায় তিনি নিজের এবং নিজ উম্মতের জন্যে এ দু'আটি করেছিলেন।

এ হাদীসের দ্বারা এটুকুও জানা গেল যে, ঐকান্তিক ভাবে দু'আ করার সময় কেবলামুখী হয়ে এবং দু'হাত তুলে দু'আ করাই বাঞ্ছনীয়।

২৩৯- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (مَرْفُوعًا) اللَّهُمَّ صَلِّحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَآلِفَ بَيْنِ قُلُوبِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُبِينِينَ بِهَا قَابِلِيهَا وَآتِمَّهَا عَلَيْنَا (رواه الطبرانی في الكبير والحاكم في المستدرک)

২৩৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেন :

اللَّهُمَّ صَلِّحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَآلِفَ بَيْنِ قُلُوبِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُبِينِينَ بِهَا قَابِلِيهَا وَآتِمَّهَا عَلَيْنَا-

—“হে আল্লাহ! আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক করে দিন! আমাদের অন্তর সমূহকে পারস্পরিক সৌহার্দময় করে দিন! আমাদের শান্তির পথসমূহে পরিচালিত করুন! আমাদেরকে সর্বপ্রকার গুমরাহীর অন্ধকার থেকে বের করে আলোর পানে নিয়ে যান। যাহেরী-বাতেনী সর্বপ্রকার অশ্লীলতা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! আমাদের কান-চোখ ও অন্তরসমূহে বরকত দান করুন। আমাদের সহধর্মিণীদের এবং আমাদের সন্তানদের মধ্যে বরকত দান করুন! আমাদের তাওবা কবুল করুন! নিশ্চয়ই আপনি আপনার তাওবা কবুলকারী এবং পরম দয়ালু। এবং আমাদেরকে আপনার নিয়ামত সমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী, প্রশংসাকারী এবং সাদরে বরণকারী বানাও এবং তোমার নিয়ামত পরিপূর্ণভাবে আমাদেরকে দান কর।”

—(তাবারানী তাঁর কবীর এ এবং হাকিম তাঁর মুস্তাদরাকে)

ব্যাখ্যা : এ ব্যাপক অর্থপূর্ণ দু'আতে সর্ব প্রথম পারস্পরিক সম্পর্কের দুরন্তি এবং অন্তরসমূহের সৌহার্দ-সম্প্রীতির প্রার্থনা জানান হয়েছে। বস্তুর অন্তরের অমিল এবং হিংসা-বিদ্বেষের দ্বারা মানুষের দীন-দুনিয়া, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক তাবৎ নিয়ামত থেকে যথাযথভাবে উপকৃত হওয়ার জন্যে জরুরী হচ্ছে সমাজ হিংসা-বিদ্বেষের অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে। এছাড়া ঈমানদারদের পারস্পরিক সম্প্রীতি-সৌহার্দ একটি কাম্য বস্তুও বটে।

চোখ-কান, বিবি বাচ্চর মধ্যে বরকতের অর্থ হচ্ছে এ সব নিয়ামত যেন আজীবন বহাল থাকে এবং আল্লাহ তা'আলা এগুলোর মধ্যে যে উপকার রেখেছেন, সেগুলো থেকে অব্যাহতভাবে যেন উপকৃত হওয়া যায়।

নিয়ামত সমূহের কদর এবং এগুলোর জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও প্রশংসার তাওফীকও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই প্রদত্ত হয়ে থাকে। এথেকে বঞ্চিত থাকাটাও একটা বড় রকমের বঞ্চনা। এজন্যে এটাও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা

উচিত এবং একজন কাঙাল ও দয়ার ভিখারী বান্দা হিসাবে প্রতিটি নিয়ামত পরিপূর্ণভাবে দানের জন্য আল্লাহর দরবারে দরখাস্ত জানানো উচিত।

২৪. عَنْ عَائِشَةَ (مَرْفُوعًا) رَبِّ أَعْطِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا (رواه احمد)

২৪০. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেন :

رَبِّ أَعْطِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا-

—“হে আমার প্রতিপালক! আমার প্রবৃত্তিকে তাকওয়া মণ্ডিত কর, তার শুদ্ধি সাধন কর। তুমিই তার সর্বোত্তম শুদ্ধিসাধনকারী এবং তার মালিক ও মওলা।
(মুসনাদে আহমদ)

২৪১. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (مَرْفُوعًا) قُلُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْسًا مُطْمَئِنَّةً تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ (رواه الضياء في المختارة والطبرانی في الكبير)

২৪১. হযরত আবু উমামা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْسًا مُطْمَئِنَّةً تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ-

—“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি পরিতৃপ্ত হৃদয়, মৃত্যুর পর তোমার সদনে হাযির হওয়ার প্রত্যয়ে যে হৃদয় প্রত্যাশী, তোমার ফয়সালায় যে সন্তুষ্ট, তোমার পক্ষ থেকে যে দানই প্রদত্ত হোক তাতেই যে তৃপ্ত।”

(মুখতারাতা যিয়া মাক্দেসী সঙ্কলিত এবং মু'জামে কবীর তাবারানী সঙ্কলিত)

ব্যাখ্যা : পরিতৃপ্ত হৃদয় বা নফসে মুত্মায়েনা বলে ঐ হৃদয়কে, যার এসব গুণ রয়েছে। আর এটা এমনি একটা নিয়ামত, যা বিশিষ্ট থেকে বিশিষ্টতর বান্দারাই কেবল লাভ করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফয়ল ও করমে আমাদেরকে তা নসীব করুন।

২৪২. عَنْ الْحَارِثِ قَالَ قَالَ لِي عَلِيٌّ أَلَا أَعْلَمُكَ دُعَاءً عَلَّمَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلَى قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِي لِذِكْرِكَ وَأَرْزُقْنِي طَاعَتَكَ وَطَاعَةَ رَسُولِكَ وَعَمَلًا بِكِتَابِكَ (رواه الطبرانی في الاوسط)

২৪২. হারিছ আ'ওয়ার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আলী (রা) আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন : আমি কি তোমাকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দেবো, যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি বললাম অবশ্যই।

তিনি বললেন তুমি বলবে :

اللَّهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِي لِذِكْرِكَ وَأَرْزُقْنِي طَاعَتَكَ وَطَاعَةَ رَسُولِكَ وَعَمَلًا بِكِتَابِكَ-

—“হে আল্লাহ! তুমি তোমার যিকর তথা হিদয়াত ও কুরআনের জন্যে আমার হৃদয়ের কানসমূহকে খুলে দাও! আমাকে তোমার ও তোমার রাসূলের তাবেদারী এবং তোমার কিতাবের উপর আমল করার তাওফীক দান কর।”
(মু'জামে আওসত-তাবারানী সঙ্কলিত)

২৪৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مَرْفُوعًا) اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَخْشَاكَ كَأَنِّي أَرَاكَ أَبَدًا حَتَّى أَلْقَاكَ وَأَسْعِدْنِي بِتَقْوَاكَ وَلَا تَشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ (رواه الطبرانی في الاوسط)

২৪৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেন :

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَخْشَاكَ كَأَنِّي أَرَاكَ أَبَدًا حَتَّى أَلْقَاكَ وَأَسْعِدْنِي بِتَقْوَاكَ وَلَا تَشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ-

—“হে আল্লাহ! আমার অবস্থা এমন করে দাও, যেন তোমার দরবারে হাযির হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ আমৃত্যু তোমার ক্রোধ ও দাপটের ভয়ে এমনি ভীত-সন্ত্রস্ত থাকি, যেন অহরহ আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, তোমার ভয়-ভীতি-তাকওয়া দিয়ে আমাকে ভাগ্যবান কর এবং তোমার না-ফরমানীতে লিপ্ত করে আমাকে ভাগ্য বিড়ম্বিত ও অভাগা বানিয়োনা।”
(মু'জামে আওসত : তাবারানী সঙ্কলিত)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত দু'আ সমূহে বিশেষত এ দু'আটিতে কত সংক্ষিপ্ত শাব্দমালার মাধ্যমে কী বিরাট বক্তব্য উপস্থান করা হয়েছে এবং কত বিরাট নিয়ামতসমূহের জন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছে। এ দু'আগুলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিশেষ উত্তরাধিকার স্বরূপ। এগুলোর মূল্যমান উপলব্ধি করার এবং কদর করার তাওফীক আল্লাহ আমাদেরকে দান করুন!

২৫৪- عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مَرْفُوعًا) اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي عَيْنَيْنِ هَطًا لَتَيْنِ تَسْقِيَانِ الْقَلْبَ بِذُرُوفِ الدَّمْعِ مِنْ خَشْيَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ الدَّمُ دَمْعًا وَالْأَضْرَاسُ جَمْرًا (رواه ابن عساكر)

২৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেন :

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي عَيْنَيْنِ هَطًا لَتَيْنِ تَسْقِيَانِ الْقَلْبَ بِذُرُوفِ الدَّمْعِ مِنْ خَشْيَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ الدَّمُ دَمْعًا وَالْأَضْرَاسُ جَمْرًا-

“হে আল্লাহ! আমাকে এমন দু'টি অশ্রু বর্ষণকারী চোখ দান কর, যা তোমার ভয়ে অশ্রুবর্ষণ করে আমার হৃদয়কে সিক্ত করে সে দিনের পূর্বে, যে দিন অনেক চোখই রক্তাশ্রু বর্ষণ করবে আর অনেক অপরাধী ব্যক্তির চোয়ালই (জ্বলে-পুড়ে) অঙ্গারে পরিণত হবে।” (ইবন আসাকির)

ব্যাখ্যা : যে সব বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা হাকীকতের জ্ঞান দান করেছেন তাদের দৃষ্টিতে সে সব চোখই দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন, যেগুলো আল্লাহর ভয়ে অশ্রুপাত করে এবং তাদের অন্তর সে বর্ষণেই সিক্ত হয়। এজন্যে তাঁরা অশ্রু বর্ষণকারী চোখের জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন।

২৫৫- عَنْ الْهَيْثَمِ الطَّائِي (مَرْفُوعًا) اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ كُلِّهَا وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ أَخَوْفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي وَاقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ وَإِذَا أَقَرَّرْتُ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرُرَ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ (رواه ابو نعيم فى الحلية)

২৪৫. হযরত হায়সম ইবন মালিক তাঈ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেন :

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ كُلِّهَا وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ أَخَوْفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي وَاقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ وَإِذَا أَقَرَّرْتُ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرُرَ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ-

“হে আল্লাহ! পৃথিবীর তাবৎ বস্তু থেকে তোমার প্রতি ভালবাসাকেই আমার জন্যে প্রিয়তম করে দাও! তোমার ভয়েকেই আমার কাছে সব চাইতে বেশি ভয়ের বস্তু করে দাও। তোমার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ আমার অন্তরে এত প্রবল করে দাও, যাতে আমার অন্তর যেন পৃথিবীর অন্য কিছুর প্রয়োজনই বোধ না করে। আর যেখানে তুমি অনেক পৃথিবীবাসীকে তাদের ঈঙ্গিত বস্তুসমূহ দান করে তাদের চোখ জুড়াও, তখন তুমি তোমার ইবাদত দিয়ে আমার চোখ জুড়িয়ে দিও!” - (আবু নুআয়ম : হিলইয়া)

২৫৬- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَآهْلِي وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَعْبَدَ الْبَشَرِ (رواه الترمذی)

২৪৬. হযরত আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহর নবী দাউদ (আ) যে দু'আ করতেন তা ছিল এরূপ :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَآهْلِي وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ-

“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি তোমার ভালবাসা এবং তোমাকে যারা ভালবাসে তাদের ভালবাসা আর সে আমল, যা আমাকে তোমার ভালবাসার

মাকামে পৌছাবে। হে আল্লাহ! তোমার ভালবাসাকে আমার কাছে আমার নিজের প্রাণ ও নিজের পরিবারবর্গ এবং শীতল পানির চাইতেও প্রিয়তর করে দাও!

রাবী হযরত আবুদারদা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) যখনই হযরত দাউদ (আ)-এর কথা উল্লেখ করতেন তখন তাঁর সম্পর্কে এও বলতেন যে, তিনি ছিলেন সর্বাধিক ইবাদত গুয়ার বান্দা।
-(জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : হযরত দাউদ (আ)-এর এ দু'আটিতে তাঁর অফুরন্ত খোদা প্রেমেরই অভিব্যক্তি ঘটেছে। তাই এ দু'আটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অত্যন্ত পসন্দনীয় ছিল। এজন্যে তিনি খাসভাবে সাহাবায়ে কিরামকে এটা শিক্ষা দিয়েছেন। নবুওতের গুণটি সব নবীর মধ্যে সাধারণ ও অভিন্ন হলেও কোন কোন নবীর বিশেষ বিশেষ কিছু গুণ রয়েছে, যে গুণটিতে তিনি অন্যদের তুলনায় অনন্য হয়ে থাকেন। এ হাদীসটির দ্বারা জানা গেল যে, ইবাদতের আধিক্য হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল।

২৪৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبَّهُ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِي فِيمَا تُحِبُّ (رواه الترمذی)

২৪৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়ীদ খাতিমী আনসারী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর দু'আর মধ্যে এরূপও বলতেন :

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبَّهُ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِي فِيمَا تُحِبُّ

-“হে আল্লাহ! আমাকে অন্তরে তোমার ভালবাসা দান কর এবং যার ভালবাসা তোমার নিকট আমার উপকারে আসবে তাঁর ভালবাসাও দান কর। হে আল্লাহ! আমার পসন্দনীয় যে সব বস্তু তুমি আমাকে দান করেছো, সেগুলো দিয়ে তোমার পসন্দনীয় কাজের শক্তি আমাকে দান কর। আর আমার পসন্দনীয় যে সব বস্তু তুমি আমাকে দান

করো নি (এবং আমার সময়কে সেগুলো থেকে অবসর দিয়ে রেখেছো) সে অবসরকে তোমার পসন্দনীয় কাজে ব্যায়ের তাওফীক তুমি আমাকে দান কর।”

-(জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : মানুষকে যদি তার ঈঙ্গিত বস্তুসমূহ দিয়ে দেওয়া হয় তা হলে সে সেগুলোতে ডুবে গিয়ে আল্লাহকে ভুলেও বসতে পারে বা তা থেকে গাফেল হয়ে যেতে পারে। অথবা এমন ভাবে সে এগুলো ব্যবহার করতে পারে, যাতে আল্লাহ থেকে তার দূরত্ব বেড়ে যেতে পারে। অনুরূপ তার ঈঙ্গিত বস্তুসমূহ না পাওয়ার বেলায় সে অন্যবিধ রঙ-তামাশায় লিপ্ত হয়ে জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করতে পারে। তাই বান্দার উচিত হচ্ছে সব সময় এ দু'আ করা যে, আল্লাহ তা'আলা যদি তাকে তার ঈঙ্গিত বস্তুসমূহ দানই করেন তা হলে এগুলোকে যেন আল্লাহর নৈকট্য লাভে ব্যবহারের তাওফীকও তিনি তাকে দান করেন। আর যদি ঈঙ্গিত বস্তুসমূহ তিনি একান্তই দান না করেন, ফলে তার অবসর জুটে তাহলে সে অবসর সময় যেন আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে ব্যায়ের তাওফীক তিনি দান করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতিটি দু'আই নিঃসন্দেহে মা'ফিকতের এক একটি ভাণ্ডার স্বরূপ।

২৪৮- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ اللَّهُمَّ الْهَمْنِي رُشْدِي وَأَعِزَّنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي (رواه الترمذی)

২৪৮. হযরত ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে এ দু'আটি শিক্ষা দিয়েছেন :

اللَّهُمَّ الْهَمْنِي رُشْدِي وَأَعِزَّنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي-

“হে আল্লাহ! আমার অন্তরে সততা ঢেলে দাও এবং আমাকে আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে রক্ষা কর।” (অর্থাৎ আমাকে আমার জন্যে কল্যাণকর অভিরূচির অধিকারী কর এবং অকল্যাণকর অভিরূচি ও প্রবৃত্তি থেকে আমাকে রক্ষা কর। এর অনিষ্ট থেকে তুমি আমাকে তোমার নিজ হিফায়তে রাখো।) (তিরমিযী)

২৪৯- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَكْثَرَ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَهَا يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ-

২৪৯. উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তাঁর পাশে থাকতেন তখন অধিকাংশ সময়ই তিনি এরূপ দু'আ করতেন :

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ-

“হে অন্তরসমূহের ওল্ট-পাল্টকারী, আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর অটলভাবে কায়ম রেখো!”
-(জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : এ রিওয়াযাতে তারপর হযরত উম্মে সালামার এ বর্ণনাও রয়েছে, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আরয করলাম, আপনি যে প্রায়ই এ দু'আটি করেন তার কারণ কি? হযরত উম্মে সালামা (রা) সম্ভবত এ প্রশ্নের দ্বারা বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, আপনি তো গুনাহখাতার উর্ধ্বে, আপনার তো কোন গুনাহ নেই, তাহলে এমনটি দু'আ করেন কেন? জবাবে হযুর (স) বললেন : প্রতিটি মানুষের অন্তঃকরণ আল্লাহ তা'আলার হাতে। যার অন্তঃকরণকে তিনি ইচ্ছা করেন সরল পথে রাখেন এবং যার অন্তঃকরণকে তিনি চান বক্র করে দেন। তাঁর এ জবাবের তাৎপর্য হচ্ছে আমার ব্যাপারটাও তাঁরই মর্জির অধীন। তাই আমারও উচিত তাঁর দরবারে এ জন্যে প্রার্থনা করা। নিঃসন্দেহে যে বান্দা তার নফসকে এর সাথে তার রবকে চিনবার তাওফীক লাভ করবে, তার অবস্থাই এরূপ হতে বাধ্য। এমন ব্যক্তি কখনো নিজেকে নিরাপদ বা নিঃশঙ্ক বোধ করবে না। বান্দার জন্যে এটাই তাঁর আত্মিক উন্নতি ও কৃতিত্বের লক্ষণ। ফার্সী কবির ভাষায় :
بیاض بود حیرانی :
তাহার হযরানী বটে হয় বহুবিশি।

۲۵۰- عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مَرْفُوعًا) اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوْنِي رِضَاكَ ضَعْفِي وَخُذْ إِلَى الْخَيْرِ بِنَا صِيَّتِي وَأَجْعَلِ الْإِسْلَامَ مُنْتَهَى رِضَائِي اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوْنِي وَإِنِّي ذَلِيلٌ فَأَعِزَّنِي وَإِنِّي فَقِيرٌ فَارْزُقْنِي (رواه الطبرانی فی الكبير)

২৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়াযাত করেছেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوْنِي رِضَاكَ ضَعْفِي وَخُذْ إِلَى الْخَيْرِ بِنَا صِيَّتِي وَأَجْعَلِ الْإِسْلَامَ مُنْتَهَى رِضَائِي اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوْنِي وَإِنِّي ذَلِيلٌ فَأَعِزَّنِي وَإِنِّي فَقِيرٌ فَارْزُقْنِي-

“হে আল্লাহ! আমি তোমার এক দুর্বল বান্দা, তোমার সন্তুষ্টি অন্বেষণের ক্ষেত্রে আমার দুর্বলতাকে তুমি শক্তিতে রূপান্তরিত কর। (যাতে করে আমি পূর্ণ শক্তিতে

তোমার সন্তোষের কাজগুলো করতে পারি।) তুমি আমার ঝুটি^১ চেপে ধরে আমাকে মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাও! ইসলামকে আমার পরম সন্তুষ্টির বস্তু বানিয়ে দাও!

হে আল্লাহ! আমি দুর্বল। তুমি আমার দুর্বলতা দূর করে দিয়ে আমাকে সবল করে দাও! হে আল্লাহ! আমি তুচ্ছ মর্যাদাহীন, তুমি আমাকে মর্যাদা মণ্ডিত কর। আমি নিঃস্ব আমি রিক্ত, তুমি আমাকে আমার জীবিকা তথা প্রয়োজনীয় সবকিছু দান কর!
-(মু'জামে কবীর : তাবারানী সঙ্কলিত)

۲۵۱- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (مَرْفُوعًا) إِلَيْكَ رَبِّ فَحَبِّبْنِي وَفِي نَفْسِي لَكَ فَذَلَّلْنِي وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ فَعَظَّمْنِي وَمِنْ سَيِّئِ الْأَخْلَاقِ فَجَنَّبْنِي (رواه ابن لال فی مكارم الاخلاق)

২৫১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়াযাত করেছেন :

إِلَيْكَ رَبِّ فَحَبِّبْنِي وَفِي نَفْسِي لَكَ فَذَلَّلْنِي وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ فَعَظَّمْنِي وَمِنْ سَيِّئِ الْأَخْلَاقِ فَجَنَّبْنِي-

“হে আল্লাহ! আমাকে তোমার প্রিয়পাত্র বানিয়ে নাও! আমাকে এমন বানিয়ে দাও যেন আমি নিজেকে তোমার সম্মুখে তুচ্ছ ও হীন জ্ঞান করি! অন্য লোকদের চোখে তুমি আমাকে মর্যাদা মণ্ডিত কর। মন্দ চরিত্র থেকে আমাকে তুমি বাঁচিয়ে রেখো!”
-(মাকারিমুল আখলাক : ইব্ন লাল সঙ্কলিত)

ব্যাখ্যা : কোন বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা নিজে ভালবাসবেন, এর চাইতে বড় নিয়ামত আর কী হতে পারে? প্রতিটি মু'মিনের অন্তরে এ কামনা বা আকাঙ্ক্ষা থাকা বাঞ্ছনীয়। এ দু'আটিতে সর্বপ্রথম তাই প্রার্থনা করা হয়েছে। অনুরূপ এটাও বান্দার প্রতি আল্লাহর একটা বিরাট দান যে, বান্দা নিজেকে দীনহীন ও তুচ্ছ জ্ঞান করবে; কিন্তু আল্লাহর বান্দারা তাকে সম্মানের চোখে দেখবে এবং সমীহ করবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ মর্মের এ দু'আটি ইতিপূর্বেও বর্ণিত হয়েছে :

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا
۲۵۲- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

১. মূল আরবীতে শব্দটি আছে ناصيتي যার শাব্দিক অর্থ আমার কপাল বা কপালের চুল। বাংলায় এরূপ ক্ষেত্রে ঝুটি বা ঝুটি শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে বিধায় অনুবাদে আমি এ শব্দটিই ব্যবহার করলাম। - অনুবাদক

وَسَلَّمَ قُلُوبَهُمُ أَنْتَ الْخَلَّاقُ الْعَظِيمُ..... يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
(رواه الديلمی)

২৫২. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে এ দু'আটি শিক্ষা দিয়েছেন :

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْخَلَّاقُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ أَنْتَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُمَّ إِنَّكَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُمَّ إِنَّكَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ الْجَوَادُ
الْكَرِيمُ فَاعْفِرْ لِي وَأَرْحَمْنِي وَعَافِنِي وَأَرْزُقْنِي وَأَسْتُرْنِي
وَأَجْبُرْنِي وَأَرْفَعْنِي وَاهْدِنِي وَلَا تُضِلَّنِي وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ-

“হে আল্লাহ! তুমিই সব কিছুর স্রষ্টা, মহান সৃষ্টিকর্তা। হে আল্লাহ! তুমি সবকিছু শুন ও জান, তুমি সামীউন আলীম। হে আল্লাহ! তুমি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু! হে আল্লাহ! তুমি মহান আরশের অধিপতি, হে আল্লাহ, তুমি পরম বদান্যশীল ও পরম মেহেরবান। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা কর, আমার প্রতি সদয় হও! আমাকে সার্বিক নিরাময় দান কর। এবং আমাকে জীবিকা দান কর। আমার গোপনীয়তা তুমি রক্ষা কর। আমার অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে দাও! আমাকে মর্যাদা মণ্ডিত কর! আমাকে তোমার পথে পরিচালিত কর! আমাকে গুমরাহী থেকে রক্ষা কর! আমাকে (মৃত্যুর পর) পরকালে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাও তোমারই রহমতের সাহায্যে ইয়া আরহামার রাহিমীন, হে সকল দয়ালুর বড় দয়ালু।

হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে এ দু'আটি শিক্ষা দিলেন এবং সাথে সাথে বললেন : “দু'আর এ বাক্যগুলো তুমি নিজেও শিখ এবং তোমার পরবর্তীদেরকেও এগুলো শিক্ষা দাও!”

ব্যাখ্যা : কত ব্যাপক দু'আ এটি! এ দু'আটি না শিখা এবং এথেকে উপকৃত না হওয়াটা যে অত্যন্ত ক্ষতিকর, তা বলাই বাহুল্য। আল্লাহ তা'আলা এ অমূল্য রত্ন ভাণ্ডারের মূল্য অনুধাবনের এবং এগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন।

আশ্রয় প্রার্থনামূলক দু'আসমূহ

হাদীস ভান্ডারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে কৃত যে সব দু'আর বর্ণনা পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই হচ্ছে ঐ জাতীয়, যে গুলোতে তিনি আল্লাহর দরবারে কোন ইহলৌকিক বা পারলৌকিক, কোন আত্মিক বা দৈহিক, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত নিয়ামত বা মঙ্গলের প্রার্থনা করেছেন এবং ইতিবাচক ভাবে কোন প্রয়োজন পূরণের বা অভাব মোচনের দু'আ করেছেন। এ পর্যন্ত এ জাতীয় দেড় শতাধিক দু'আ এ পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে।

এগুলো ছাড়াও এমন অনেক দু'আ এতে বর্ণিত হয়েছে, যে গুলোতে ইতিবাচক ভাবে কোন মঙ্গল ও নিয়ামতের বা প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা না করে ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোন অনিষ্ট থেকে বা কোন বাল্য-মুসীবত থেকে আশ্রয় ও হিফাযতের দু'আ করেছেন এবং উন্নতকেও তা শিক্ষা দিয়েছেন। এ সমস্ত দু'আকে সামগ্রিকভাবে সম্মুখে রেখে যে ভাবে একথাটি বলা একান্তই ন্যায্য ও যথার্থ যে, ইহকাল-পরকালের হেন কোন মঙ্গল বা প্রয়োজন নেই, যার দু'আ আল্লাহর রাসূল (সা) আল্লাহ তা'আলার দরবারে করেননি। এবং যার শিক্ষা তিনি উন্নতকে দেননি। ঠিক তেমনি এই দ্বিতীয় প্রকারের দু'আগুলোকে সামগ্রিক ভাবে সম্মুখে রেখে একান্তই ন্যায্য ও যথার্থ ভাবে বলা যায় যে, ইহকাল ও পরকালের হেন কোন অমঙ্গল বা অনিষ্ট নেই, হেন কোন ফিৎনা-ফ্যাসাদ-বিপর্যয় ও বাল্যমুসীবত আল্লাহর দুনিয়ায় নেই, যাথেকে আল্লাহর রাসূল (সা) তাঁর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করেননি এবং উন্নতকে তার শিক্ষা দেননি। চিন্তাশীল ও সমবদার লোকদের জন্যে এটা এ হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি উজ্জ্বল মু'জিযা যে তাঁর দু'আ সমূহে মানব জাতির ইহকালীন-পরকালীন, আত্মিক ও দৈহিক, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত, যাহেরী ও বাতেনী ইতিবাচক ও নেতিবাচক সর্বপ্রকারের প্রয়োজন ব্যক্ত হয়েছে। কোন গোপন থেকে গোপনতর, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর মানবীয় প্রয়োজন বা অভাব খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার প্রার্থনা তিনি সর্বোত্তম ভাষা ও ভঙ্গিতে সর্বোত্তম শব্দমালা প্রয়োগে করেননি বা উন্নতকে তার শিক্ষা দেননি। কুরআন মজীদেও এ দ্বিবিধ অর্থাৎ ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'আ সমূহ মওজুদ রয়েছে এবং এর সর্বশেষ দু'টি সূরাই

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

আগাগোড়া আশ্রয় প্রার্থনার বক্তব্যই ধারণ করছে। এ জন্যে এ দু'টি সূরাকে মুআব্বাযাতায়ন (মুআব্বাযাতায়ন) বা আশ্রয় প্রার্থনা মূলক সূরাদ্বয় বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে এবং এ দু'টি সূরার মাধ্যমেই কুরআন শরীফ সমাপ্ত করা হয়েছে।

এ কুরআনী পদ্ধতি অনুসারেই এ লেখকের কাছেও এটাই সমীচীন মনে হয়েছে যে, হাদীসে উক্ত যে সব দু'আর নানারূপ অনিষ্ট ফিৎনা-ফ্যাসাদ, বালা-মুসীবত, মন্দ আমল, মন্দ স্বভাব এবং সর্ব প্রকার অব্যাহিত ব্যাপার-স্যাপার থেকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে সেগুলো সর্বশেষে বর্ণনা করি এবং এ গুলোর মাধ্যমেই মা'আরিফুল হাদীসের এ সিলসিলার সমাপ্তি রেখা টানি।

এবার সহৃদয় পাঠক নিম্নে এ জাতীয় হাদীসগুলো পাঠ করুন :

২৫৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ (رواه البخارى ومسلم)

২৫৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর কঠোর বালা-মুসীবত থেকে, ভাগ্য বিড়ম্বনায় পাওয়া থেকে, মন্দ তকদীর থেকে এবং শত্রুদের উল্লাস থেকে।

-(সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে বাহ্যিক ভাবে তো চারটি বস্তু থেকে আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দুনিয়া ও আখিরাতের কোন অনিষ্ট, কোন কষ্ট, কোন বালা-মুসীবত এবং পরেশানী এমন খুঁজে পাওয়া যায়না, যা এ চারটির কোন না কোনটির আওতায় পড়ে না।

এ চারটির প্রথমটি হচ্ছে جَهْدُ الْبَلَاءِ (জাহদুল বালা)-কোন বালা-মুসীবতের প্রাবল্য। বালা হচ্ছে এমন প্রতিটি অবস্থা, যা মানুষের জন্য বিব্রতকর ও কষ্টদায়ক হয়ে থাকে এবং যাতে তার কঠিন পরীক্ষা হয়ে থাকে। এটা দুনিয়াবীও হতে পারে আবার তা দীনীও হতে পারে, ব্যক্তিগত পর্যায়েও হতে পারে, আবার তা সমষ্টিগতও হতে পারে। মোদ্দা কথা, এই একটি মাত্র শব্দ সমস্ত বালা-মুসীবত ও আপদ-বিপদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। দ্বিতীয় যে বস্তুটি থেকে এ হাদীসে আশ্রয় প্রার্থনা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তা হলো دَرْكُ الشَّقَاءِ বা ভাগ্য বিড়ম্বনায় পেয়ে যাওয়া। তৃতীয় ব্যাপার হচ্ছে سُوءُ الْقَضَاءِ বা মন্দ তকদীর। এ দুটি ব্যাপারে ব্যাপকতাও ব্যাখ্যার

অপেক্ষা রাখে না। যে বান্দা সর্বপ্রকার ভাগ্য বিড়ম্বনা ও মন্দ তকদীর থেকে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় ও হিফায়ত লাভ করেছে, নিঃসন্দেহে সে সবকিছুই পেয়ে গিয়েছে। সর্বশেষে যে ব্যাপারটি থেকে এ দু'আতে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, তা হচ্ছে شَمَاتَةُ الْأَعْدَاءِ বা শত্রুর উল্লাস অর্থাৎ কোন বিপদ বা ব্যর্থতা দেখে শত্রুদের হাসাহাসি। নিঃসন্দেহে শত্রুদের এ হাসাহাসি এবং খৌটা দেওয়া অনেক সময় অত্যন্ত মনঃকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে তা থেকে বিশেষ ভাবে আশ্রয় প্রার্থনার জন্যে স্বতন্ত্রভাবে বলা হয়েছে-যদিও পূর্বের তিনটির মধ্যেও এটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) এর এ আদেশের তা'মিল এবং উক্ত চারটি ব্যাপার থেকে আশ্রয় প্রার্থনার যথার্থ শব্দমালা হবে এরূপঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ-

“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি বালা-মুসীবতের প্রাবল্য থেকে, ভাগ্য বিড়ম্বনায় পাওয়া থেকে, মন্দ তকদীর থেকে এবং শত্রুর হাসাহাসি বা খৌটা থেকে।”

২৫৪- عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ (رواه البخارى ومسلم)

২৫৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) দু'আচ্ছলে বলতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ -

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে। ঋণভার থেকে এবং মানুষের দাপট বা চাপ থেকে।”

-(সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : এ দু'আতে যে আটটি ব্যাপার থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, তন্মধ্যে চারটি (দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, ঋণভার এবং বিরুদ্ধবাদী বা প্রতিপক্ষের চাপ বা দাপট) এমন, যা যে কোন অনুভূতিশীল ও সচেতন ব্যক্তির জন্যে

জীবনের আনন্দ উপভোগ থেকে বঞ্চিত এবং ভীষণ মনোকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এগুলো তার কর্মক্ষমতাকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। ফলশ্রুতিতে এগুলোতে জর্জরিত ব্যক্তিটি ইহলৌকিক ও পরলৌকিক অনেক সাফল্য ও সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকে।

অবশিষ্ট চারটি ব্যাপার (অক্ষমতা বা কর্মহীনতা, অলসতা, কৃপণতা ও কাপুরক্ষতা) এমন সব দুর্বলতা, যদ্বারা মানুষ সেই সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না বা মেহনত-কুরবানীওয়ালা কাজ করতে পারে না, যেগুলো ব্যতীত না দুনিয়াতে কামিয়াবী হাসিল করা যায় আর না আখিরাতেও সাফল্য ও আল্লাহর সন্তুষ্টির মকাম হাসিল করা যায়। এ জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) এগুলো থেকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং নিজ আমল বা অভ্যাস-আচরণের মাধ্যমে উন্নতকেও এর শিক্ষা দিতেন।

২০০- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ..... بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (رواه البخارى ومسلم)

২৫৫. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ দু'আ করতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْتَمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ التَّلَجِّ وَالْبَرْدِ وَنَقِّ قَلْبِي كَمَا يَنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ -

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অলসতা থেকে ও অতি বার্বাক্য থেকে (যা, মানুষকে একান্তই একেজো-অর্থহীন করে দেয়) ঋণভার থেকে এবং পাপাচার থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দোষখের শাস্তি এবং দোষখের ফিৎনা থেকে এবং কবরের ফিৎনা থেকে এবং কবরের আযাব থেকে এবং প্রাচুর্যের ফিৎনার অনিষ্ট থেকে এবং দারিদ্র্যের ফিৎনার অনিষ্ট থেকে এবং মসীহ দাজ্জালের ফিৎনার অনিষ্ট থেকে। হে আল্লাহ! আমার গুনাহ সমূহকে ধুয়ে-মুছে

দাও শিলা-বরফের পানি দিয়ে এবং আমার অন্তরকে এমনি ক্লেশ-কালিমা মুক্ত করে দাও, যেমনটি পরিচ্ছন্ন করা হয়ে থাকে শ্বেতশুভ্র কাপড়কে ময়লা থেকে এবং আমার ও আমার অপরাধরাশির মধ্যে এমনি দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেমনটি দূরত্ব সৃষ্টি করেছে উদয়াচল ও অন্তাচলের মধ্যে।”
-(সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : এ দু'আতে অন্যান্য ব্যাপারের সাথে সাথে هَرَم বা অতিবার্বাক্য থেকেও আমায় প্রার্থনা করা হয়েছে। যে পর্যন্ত হুঁশ-বুদ্ধি ঠিক থাকে এবং পরকালের সম্বল সংগ্রহের কাজ অব্যাহত থাকে, সে পর্যন্ত আয়ু বৃদ্ধি আল্লাহ তা'আলার একটি বিরাট নিয়ামত। কিন্তু যে বার্বাক্য মানুষ একান্তই একেজো হয়ে পড়ে, যাকে কুরআন পাকে اَرْذَلُ الْعَمْرِ বা অতি বার্বাক্য বলা হয়েছে এবং তা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। هَرَم বলে এ হাদীসে বয়সের এ পর্যায়েকেই বুঝানো হয়েছে। এ দু'আতে দোষখের শাস্তির সাথে সাথে দোষখের ফিৎনা এবং কবরের আযাবের সাথে সাথে কবরের ফিৎনা থেকেও পানাহ চাওয়া হয়েছে। عَذَابُ النَّارِ বা দোষখের আযাব বলতে দোষখের ঐ শাস্তিকেই বুঝানো হয়েছে, যা দোষখে কাফির ও মুশরিকদের তাদের শিরক ও কুফর পর্যায়ে গুরুতর অপরাধের জন্য ভুগতে হবে। অনুরূপ কবরের আযাব বলতে ঐ শাস্তিকেই বুঝানো হয়েছে, যা বড় বড় পাপী-তাপীকে কবরে দেওয়া হবে, কিন্তু তাদের চাইতে নিম্ন পর্যায়ে অপরাধীরা যদিও দোষখে নিষ্কিণ্ড হবে না বা কবরেও তাদের প্রতি ঐ রূপ শাস্তি দেওয়া হবে না, যা সর্বোচ্চ পর্যায়ে অপরাধীদেরকে দেওয়া হবে, তবুও দোষখ ও কবরের কিছু না কিছু কষ্ট তাদেরকেও স্পর্শ করবে এবং তাই তাদের জন্যে যথেষ্ট শাস্তি হবে। এ নগণ্য লেখকের মতে, দোষখের ফিৎনা এবং কবরের ফিৎনা বলতে এ হাদীসে তা-ই বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) দোষখের আযাব এবং কবরের আযাবের সাথে সাথে এই দোষখের ফিৎনা এবং কবরের ফিৎনা থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন এবং নিজ আমল-আচরণের দ্বারাও তার শিক্ষা দিয়েছেন।

দাজ্জালের ফিৎনাও সে সব মহা ফিৎনার একটি, যা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম বহুলভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং ঈমানদারদেরকে তিনি এর শিক্ষা দিতেন। আল্লাহ তা'আলা বড় দাজ্জালদের সংবাদ ছয়ুর (সা)-কে দিয়েছেন-তার ফিৎসা থেকে এবং সমস্ত দাজ্জালী ফিৎনা থেকে আমাদেরকে নিজ হিফায়ত ও আশ্রয়ে রাখুন এবং আমৃত্যু ঈমান ও ইসলামের উপর অটল-অবিচল রাখুন।

এ দু'আতে প্রাচুর্যের ফিৎনার সাথে সাথে দারিদ্র্য ও পরমুখাপেক্ষিতার ফিৎনা থেকেও আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। ধন-দৌলত নিজে মন্দ কিছু নয়, বরং তা আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত- যদি তার হুক আদায় করার এবং এর

সদ্যবহারেরও তওফীক মিলে। হযরত উছমান (রা) তাঁর বিত্ত-বিভব ও প্রাচুর্যের দ্বারাই সেই উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন যে, এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণা করে দেন “আজ থেকে উছমান যাই করুন না কেন তাঁর প্রতি আল্লাহর কোন অসন্তুষ্টি বা ধরপাকড় হবে না।”

(مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذَا مَرَّتَيْنِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুরূপ ভাবে দারিদ্র্যের সাথে যদি সবার বা ধৈর্য এবং কানআত বা অশ্লৈ তুষ্টির গুণ থাকে তা হলে তা-ও আল্লাহর একটি নিয়ামতই। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নিজের জন্যে এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্যে দরিদ্রসুলভ জীবনযাত্রাই পছন্দ করেছেন। তিনি দরিদ্র এবং দারিদ্র্য প্র-পীড়িত লোকদের অনেক মাহাত্ম্যের কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে প্রাচুর্য ও আর্থিক সচ্ছলতা যদি অহঙ্কারী করে তোলে অথবা বিত্ত-বিভব যদি যথাস্থানে যথাযথ ব্যবহারের তওফীক না জুটে, তা হলে তা-ই হয়ে যায় কারুনের কাজ এবং তার পরিণাম হবে জাহান্নাম। অনুরূপ ভাবে দারিদ্র্য ও পরমুখাপেক্ষিতার সাথে যদি সবার ও কানআত না থাকে আর এর ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নানা আকাম-কুকামে লিপ্ত হতে হয়, তা হলে তা হয়ে দাঁড়ায় আল্লাহর আযাব। এরই সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছে :

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

“দারিদ্র্য মানুষকে কুফর পর্যন্তও পৌছাতে পারে।”

এ দু'আতে প্রাচুর্য ও দারিদ্র্যের যে ফিৎনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, তা হচ্ছে এটাই। আর এটা এমনি ব্যাপার, যা থেকে হাজার বার আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত।

এ দু'আর শেষাংশে শুনাহ সমূহের প্রভাব ধুয়ে মুছে ফেলা, অন্তরের পরিচ্ছন্নতা এবং গুনাহরাশি থেকে অনেক অনেক দূরত্ব সৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা জানানো হয়েছে। বাহ্যত তা ইতিবাচক দু'আ হলেও গভীর ভাবে চিন্তা করলে তাও এক প্রকার নেতিবাচক দু'আ এবং আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা মূলক দু'আই।

২৫৬- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ — وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا (رواه مسلم)

২৫৬. হযরত যাইদ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রায়ই এরূপ দু'আ করতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ اللَّهُمَّ اتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি অক্ষমতা থেকে, অলসতা থেকে, কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে, অতি বার্ধক্য থেকে এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ! আমার আত্মাকে তাকওয়া দান কর! তুমি তাকে পবিত্র কর, তুমিই তার সর্বোত্তম পবিত্রতা সাধনকারী, তুমিই তার মলিক ও মাওলা।

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি সেই ইল্ম থেকে, যা কোন উপকারে আসে না, সেই অন্তর থেকে-যা তোমার ভয়ে ভীত হয় না। সেই নাক্স থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না আর সেই দু'আ থেকে- যা কবুল হয় না।” (সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : উপকার হীন ইল্ম, আল্লাহ ভীতি হীন অন্তর আর ভোগলিন্সু হৃদয়- যার ভোগ লিন্সার অন্ত নেই আর সেই দু'আ যা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়না, এ চার বস্তু থেকে পানাহ চাওয়ার অর্থ দাঁড়াচ্ছে আল্লাহ তা'আলা যেন উপাদেয় ইল্ম ও অন্তরে আল্লাহর ভয়ভীতি দান করেন এবং অন্তরকে ভোগ লিন্সা থেকে মুক্ত করে পরিতৃপ্তি বা অশ্লৈতুষ্টির গুণে মত্তিত এবং দু'আ সমূহের কবুলিয়তের দ্বারা ধন্য করেন সে প্রার্থনা জানানো।

২৫৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ (رواه مسلم)

২৫৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'আসমূহের মধ্যকার একটি দু'আ ছিল এরূপঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ— “হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার নিয়ামত চলে যাওয়া থেকে এবং তোমার প্রদত্ত নিরাপত্তা চলে যাওয়া থেকে এবং আকস্মিক ভাবে তোমার কোন শাস্তি এসে পড়া থেকে এবং তোমার সর্বপ্রকার অসন্তুষ্টি থেকে।”

— (সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ দু'আ থেকে বরং এ সিলসিলার প্রতিটি দু'আ থেকেই বুঝা যায় যে, নবুওত ও রিসালত বরং আল্লাহর মাহবুবীয়াত বা তাঁর প্রেমাস্পদের মাকামে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর ভাগ্য নির্ধারিণী ফয়সালা সমূহের ব্যাপারে কিরূপ ভীত ও কম্পিত থাকতেন এবং নিজকে আল্লাহর সদয় দৃষ্টি এবং তাঁর হিফাযত ও আশ্রয়ের প্রতি কতটুকু মুখাপেক্ষী বলে মনে করতেন। কবি যথার্থই বলেছেন :
 قَرِيبَانِ رَا بِيْشَ بُوْد حِيْرَانِيْ -

- নৈকট্য প্রাপ্ত যেই জন, বেশি হয় হয়রানী তারই অণুক্ষণ।

২৫৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنَّفَاقِ وَسُوءِ الْخُلَاقِ
 (رواه ابو داؤد والترمذى والنسائى)

২৫৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ দু'আ করতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنَّفَاقِ وَسُوءِ الْخُلَاقِ -

“হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিচ্ছেদকারী মনোমালিন্য থেকে, কপটচারিতা থেকে এবং অসচ্চরিত্রতা থেকে।”

- সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে নাসায়ী।

ব্যাখ্যা : সর্বপ্রথম এ দু'আতে যে বস্তু থেকে আল্লাহর পানাহ চাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে شَقَاق (শিকাক) অর্থাৎ সে কঠিন মনোমালিন্য, যার প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষের সাথে এমন চরম বিরোধ ও ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় এবং দু'পক্ষের পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়।

نِفَاق (নিফাক)-এর অর্থ হচ্ছে যাহির ও বাতিনের বিরোধ। বিশ্বাসগত নিফাক বা কপটচারিতা ছাড়াও এটা দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত মুনাফেকী আচরণের ব্যাপারেও প্রযোজ্য।

এ দু'আয় যে তিনটি মন্দ বস্তু থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে অর্থাৎ বিচ্ছেদকারী মনোমালিন্য, মুনাফেকী স্বভাব এবং অসচ্চরিত্রতা-এ তিনটি বদখাসলত মানুষের দীন বরং তার দুনিয়াও বরবাদ করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে মা'মুম বা পাপমুক্ত এবং মাহফুয (আল্লাহ যাঁকে গুনাহ থেকে হিফাযত করে রেখেছেন) হওয়া সত্ত্বেও এ বদখাসলতগুলো এতই মারাত্মক যে, তিনিও এগুলোর ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এগুলো থেকে আত্মরক্ষার মু'মিনসুলভ চিন্তা-ভাবনা দান করুন এবং আমরা সর্বদাই যেন এসব বদখাসলত থেকে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করি!

১০৭- عَنْ شَكْلِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلَّمَنِي تَعَوُّذًا اتَّعَوَّذُ بِهِ فَآخِذْ بِكَفِّيْ وَقَالَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِيْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِيْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيَّتِيْ
 (رواه ابو داؤد والترمذى والنسائى)

২৫৯. শকল ইবন হুমায়দ বাযিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে কোন আশ্রয় প্রার্থনামূলক দু'আ শিক্ষা দিন, যদ্বারা আমি আল্লাহর কাছে পানাহ ও হিফাযত প্রার্থনা করবো! তিনি তাঁর পবিত্র হাতের দ্বারা আমার হাত ধরে বললেন :
 তুমি বলবে :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِيْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِيْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيَّتِيْ -

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার কানের অনিষ্ট থেকে, আমার চোখের অনিষ্ট থেকে, আমার রসনার অনিষ্ট থেকে, আমার হৃদয়ের অনিষ্ট থেকে, এবং আমার বীর্ষ তথা যৌনাচারের অনিষ্ট থেকে।”

-(সুনানে আবু দাউদ, জামো' তিরমিযী এবং নাসায়ী)

ব্যাখ্যা : কান, চোখ, রসনা, হৃদয় এবং অনুরূপ যৌন ক্ষুধার অনিষ্ট বলতে এগুলো আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী পন্থায় ব্যবহৃত হওয়াকেই বুঝানো হয়েছে-যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহর গযব ও আযাব নেমে আসে। এজন্যে এগুলোর অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্যে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। তিনি রক্ষা করলেই বান্দা রক্ষা পেতে বা আত্মরক্ষা করতে পারে, নতুবা ধ্বংস অনিবার্য।

২৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ

بِئْسَ الضَّجِيعُ وَأَعُوذُكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِيُسْتِ الْبِطَانَةِ
(رواه ابو داؤد والنسائي وابن ماجه)

২৬০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ দু'আ করতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِيُسِ الضَّجِيعِ وَأَعُوذُكَ
مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِيُسْتِ الْبِطَانَةِ-

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, ক্ষুধার জ্বালা ও উপবাস থেকে, কেননা তা কতই না মন্দ শয্যাসঙ্গী। আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি খিয়ানত বা বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধ থেকে, কেননা, তা কতই না মন্দ গোপন অন্তরঙ্গ।

ব্যাখ্যা : যখন মানুষ ক্ষুধাকষ্টের মুখে পড়ে তখন তার নিদ্রা দূর হয়ে যায়। সে তখন ঘন ঘন পার্শ্ব পরিবর্তন করতে থাকে। এ অর্থেই ক্ষুধাকে ‘শয্যাসাথী’ বলা হয়েছে। আর খিয়ানত বা বিশ্বাসভঙ্গ সর্বদা লোক চক্ষুর অন্তরালে গোপনেই করা হয়ে থাকে-এর রহস্য কেবল খিয়ামতকারীরই জানা থাকে, এ জন্যে খিয়ানতকে ‘গোপন অন্তরঙ্গ’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। ক্ষুধা এবং খিয়ানতের মত বস্তু থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আশ্রয় প্রার্থনা তাঁর কামালে- আবদীয়তেরই পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন বলতে হয়। এটা নিঃসন্দেহে তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। এতে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় ব্যাপার রয়েছে।

২৬১- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُونِ وَمِنْ سَيِّئِ
الْأَسْقَامِ (رواه ابو داؤد والنسائي)

২৬১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ দু'আ করতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُونِ وَمِنْ
سَيِّئِ الْأَسْقَامِ-

“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুষ্ঠরোগ, চর্মরোগ, পাগলামো রোগ এবং সমস্ত বিশ্রী রোগব্যাদি থেকে।”

-(সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে নাসায়ী)

ব্যাখ্যা : কুষ্ঠরোগ, চর্মরোগ, পাগলামো প্রভৃতি এমন রোগ, যেগুলোর জন্যে লোকে রুগ্ন ব্যক্তিকে ঘৃণা করে থাকে এবং যেগুলোর জন্যে মানুষ বাঁচার চাইতে

মৃত্যুকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। এগুলো থেকে যে সর্বদা পানাহ চাওয়া উচিত, তা বলাই বাহুল্য। তবে হালকা ও মামুলী ধরনের রোগগুলো কোন কোন দিক থেকে আল্লাহর রহমত, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

২৬২- عَنْ أَبِي الْيُسْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَدْعُو اللَّهَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرْدَى وَمِنْ
الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ
عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُذْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا (رواه ابو داؤد والنسائي)

২৬২. আবুল যুসর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) দু'আ করতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرْدَى وَمِنْ
الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ
عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُذْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا-

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার উপর কোন কিছু (কোন ইমারত ইত্যাদি) পতিত হওয়া থেকে, আমার নিজের কোন উচ্চস্থান ইত্যাদি থেকে পতিত হওয়া থেকে, পানিতে ডুবে মারা যাওয়া থেকে, আগুনে পুড়ে মরা থেকে ও অতিবার্ধক্য থেকে। আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি মৃত্যুকালে শয়তান যেন আমাকে ওস্ওয়াসা বা কুপ্ররোচনা না দেয়।

আমি তোমার নিকট পানাহ চাইছি যে জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করতে গিয়ে যেন আমি মৃত্যুবরণ না করি। আমি তোমার শরণ প্রার্থনা করছি যে, কোন কিছুর (বিষাক্ত প্রাণীর) দংশনে যেন আমার মৃত্যু না হয়।”

-(সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে নাসায়ী)

ব্যাখ্যা : কোন প্রাচীর ইত্যাদির নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু বা কোন উঁচু স্থান থেকে পতিত হয়ে মৃত্যু, পানিতে ডুবে মৃত্যু অথবা আগুনে পুড়ে বা সর্প ইত্যাদি বিষাক্ত প্রাণীর ছোবলে মৃত্যু-এসবই হচ্ছে অপমৃত্যু, আকস্মিক মৃত্যু। মানুষ অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই স্বাভাবিক মৃত্যুর তুলনায় এ জাতীয় মৃত্যুকে বেশি ভয় করে থাকে। এ ছাড়া আরেকটি দিক হলো এ জাতীয় মৃত্যু হলে মানুষ মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের, ঈমানের নবায়নের, তাওবা-ইস্তিগফারের বা ইত্যাকার ব্যাপারের কোন সুযোগই পায়

না- যা সচরাচর স্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্বে পেয়ে থাকে। এ জন্যে একজন মু'মিনের এ জাতীয় মৃত্যু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত।

অনুরূপভাবে জিহাদের ময়দান থেকে পলায়নকালীন মৃত্যু থেকেও আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। কেননা, আল্লাহর দৃষ্টিতে এটি একটি জঘন্য অপরাধ যে, বান্দা তারই পথে জিহাদ করতে গিয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে।

অনুরূপভাবে মৃত্যুর সময় শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও আল্লাহর দরবারে অণুক্ಷণ পানাহ চাওয়া উচিত, যেন শয়তান সেই নিদারুণ সময়ে ঈমান হারা ও বিভ্রান্ত করতে না পারে। কেননা, অন্তিম সময়ের ভালমন্দের উপরই একজন মানুষের সবকিছু নির্ভর করে।

মৃত্যুর যে সব আকস্মিক কারণ থেকে এ হাদীসে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, অন্য অনেক হাদীসে এগুলোকে শহীদী মৃত্যু বলে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এ দু'টি বক্তব্যের মধ্যে কোন বিরোধ-বৈপারীত্য নেই। নিজেদের মানবিক দুর্বলতার দিকে খেয়াল রেখে এরূপ আকস্মিক মৃত্যু থেকে আমাদের পানাহ চাওয়াই উচিত। কিন্তু যদি কারো ভাগ্যে আল্লাহর লিখন এরূপ মৃত্যুরই থাকে, তাহলে আরহামুর রাহিমীন-সকল দয়ালুর বড় দয়ালু আল্লাহর দয়ার প্রতি আশা রেখে আমাদের আশা করা উচিত আল্লাহ তা'আলা এ আকস্মিক মৃত্যুর জন্যেই তাকে শহীদী মৃত্যুর সম্মানে ভূষিত করবেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আকীদা-বিশ্বাস ও আমলের দিক থেকে অবকাশ থাকলে মহান দয়ালু আল্লাহর মু'আমালা এরূপই হবে-এতে কোন সন্দেহ নেই।

إِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

- নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

২৬২- عَنْ قُطَيْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ.

(رواه الترمذی)

২৬৩. কুত্বা ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ দু'আ করতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ-

-“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি :

* অসচ্চরিত্রতা থেকে

* মন্দ আমল থেকে এবং

* মন্দ প্রবৃত্তি থেকে।

- (তিরমিযী)

২৬৪- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ.

২৬৪. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ-

-“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমারকৃত আমলসমূহের অনিষ্ট থেকে এবং আমি যে সব আমল এখনও করিনি, সেগুলোর অনিষ্ট থেকেও।”

-(সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : কোন মন্দ আমল সংঘটিত হয়ে যাওয়া বা কোন উত্তম আমল ছুটে যাওয়ার জন্যে আমাদের মত সাধারণ মানুষও এর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকে। কিন্তু আরেক্ষীন তথা আল্লাহ ওয়ালা বুয়ুর্গগণ সর্বোত্তম আমলটি করার পরও বা সর্বনিম্ন পর্যায়ের মন্দ আমল থেকে বেঁচে চলার পরও তাঁদের মনে ভয় থাকে, না জানি আমাদের পুণ্য আমলের জন্যে আত্মশ্রাঘা এবং পুণ্যবান হওয়ার অহিমকা-ওদ্ধত্য অন্তরে উদ্বেক হয়ে যায় (যা আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণ্য-অপসন্দনীয় এক বিরাট অপরাধ)! এ জন্যে তাঁরা তাঁদের পুণ্য কর্মের অনিষ্ট এবং পাপকর্ম থেকে বিরত থাকার অনিষ্টের দিক থেকেও আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকেন। যথার্থই বলা হয়েছে :

অর্থাৎ “পুণ্যবানদের জন্যে যা' পুণ্যকর্ম, তাই অতি নৈকট্যপ্রাপ্ত আল্লাহ ওয়ালাদের জন্যে পাপ কাজ।” মানে, তাদের পান থেকে চুন খসলেই দারুণ অপরাধ, অথচ সাধারণ দৃষ্টিতে তাতে অপরাধের কিছুই নেই। এটি প্রেমের জগতের ব্যাপারে স্যাপার। অপ্রেমিকরা তার কী বুঝবে?

রোগ-ব্যাদি এবং বদনয়র থেকে আশ্রয় প্রার্থনামূলক দু'আ

২৭০- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ أَعِيذُكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ وَيَقُولُ هَكَذَا كَانَ

إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ إِسْحَاقَ وَاسْمَعِيلَ (رواه ابو داؤد والترمذی)

২৯৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) তার (দৌহিত্রদ্বয়) হযরত হাসান ও হুসায়নকে এ কালিমাগুলো পড়ে দম করতেন :

أَعِيذُ كَمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَةٌ -

“আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পূর্ণ কালিমাসমূহের আশ্রয়ে সোপর্দ করছি-প্রত্যেক শয়তানের আছর থেকে, প্রত্যেক দংশনকারী কীট-পতঙ্গের কবল থেকে এবং প্রতিটি প্রভাব বিস্তারকারী বদনয়র থেকে।

তিনি বলতেন, এভাবে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম (তাঁর পুত্রদ্বয়) ইসহাক ও ইসমাইলকে কুপ্রভাব মুক্তির তদবীর করতেন।

ব্যাখ্যা : এ কালিমাগুলো পড়ে শিশুদেরকে দম করা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নত। এটা তার পূর্বে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামেরও সুন্নত। নিঃসন্দেহে এ কালিমাগুলো অত্যন্ত বরকতপূর্ণ।

২৬৬- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ شَكَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مِنْذُ أَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الذِّئْيِ يَالَمْ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَازِرُ (رواه مسلم)

২৬৬. হযরত উছমান ইব্ন আবুল 'আস হুফফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লামের নিকট অনুযোগ করলেন যে, তাঁর ইসলাম গ্রহণ অবধি শরীরে এক বিশেষ অংশে ব্যথা বোধ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বললেন : ব্যথায়ুক্ত স্থানে নিজের হাত রেখে তিনবার বিসমিল্লাহ পড়ে সাতবার পাঠ কর :

أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَازِرُ

“আমি আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর কুদরতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি সেই অনিষ্ট থেকে, যা আমি বোধ করছি এবং সেই অনিষ্ট থেকেও যার আশঙ্কা আমি বোধ করি।”

-(সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : যে কোন শারীরিক ব্যথা-বেদনার জন্যে এ আমল এবং আশ্রয় প্রার্থনার তদবীরটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাস দান এবং বহুল পরীক্ষিত।

তাওবা-ইস্তিগফার

দু'আরই একটি বিশেষ প্রকরণ হচ্ছে ইস্তিগফার বা আল্লাহর দরবারে নিজের গুনাহ-খাতা ও ভুল-ত্রুটির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাওবা হচ্ছে তারই প্রাসঙ্গিক ব্যাপার। বরং তাওবা ও ইস্তিগফার দুটোই অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

তাওবার তাৎপর্য হচ্ছে, যে গুনাহ বা নাফরমানী বা অপসন্দনীয়-অবাস্তিত আমল বান্দার দ্বারা হয়ে যায়, তার মন্দ পরিণামের ভয়ের সাথে সাথে তার অন্তরে অনুশোচনা সৃষ্টি হয় এবং ভবিষ্যতে এথেকে বেঁচে থাকবে এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিমত তাঁর ফরমানবরদারী করে চলার সঙ্কল্প সে গ্রহণ করে।

বলাবাহুল্য বান্দার অন্তরে যখন এ ভাবের উদ্বেক হবে, তখন তার অতীত গুনাহর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনার তাগিদও সে স্বাভাবিকভাবেই এবং অতি অবশ্যই অনুভব করবে যাতে করে সে তার কুফল বা মন্দ পরিণতি থেকে বাঁচতে পারে। এ জন্যেই বলা হয়েছে যে, তাওবা এবং ইস্তিগফার- একটা অপরটার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

তাওবা ও ইস্তিগফারের হাকীকত এ উদাহরণের দ্বারা স্পষ্টরূপে অনুধাবন করা যেতে পারে। ধরুন, কোন ব্যক্তি ক্ষুধ্র ও ত্রুদ্র অবস্থায় আত্মহননের উদ্দেশ্যে বিষ খেয়ে ফেললো। যখন সে বিষ তার পাকস্থলীতে পৌঁছে ক্রিয়া শুরু করলো এবং তার নাড়ি-ভুঁড়ি ছিড়ে যাবার উপক্রম হলো এবং এর বিষক্রিয়া তার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠলো এবং চোখের সম্মুখে তার মৃত্যুর দৃশ্য ভেসে উঠলো, তখন তার নির্বুদ্ধিতামূলক আচরণের জন্যে সে খুবই দুঃখিত ও অনুতপ্ত হলো এবং যে কোন মূল্যে প্রাণ রক্ষার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠলো। তখন সে ডাক্তার বা হাকীমের দেওয়া ঔষধ সেবন শুরু করলো। চিকিৎসক বমি করতে বললে বমি করার জন্যেও সে সাধ্যমতো চেষ্টা করতে লাগলো। নিঃসন্দেহে এ মুহূর্তে সে ব্যক্তি সাক্ষা দেলে এ সিদ্ধান্ত বা সংকল্পও গ্রহণ করবে যে, এ যাত্রা যদি বেঁচে যায়, তাহলে আগামীতে আর কখনো এরূপ নির্বুদ্ধিতামূলক কাজ করবে না।

ঠিক এরূপই বুঝে নিন যে, কখনো ঈমানদার বান্দাও গাফলতির অবস্থায় শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে বা নিজ প্রবৃত্তির তাগিদে পাপকর্ম করে বসে। কিন্তু যখন আল্লাহ প্রদত্ত তাওফীকের বলে তার ঈমানী অনুভূতি জাগ্রত হয়ে উঠে এবং সে

অনুধাবন করতে সমর্থ হয় যে, আমি আমার মালিক ও মওলার বিরুদ্ধাচরণ বা তাঁর নাফরমানী করে নিজের ধ্বংসই ডেকে এনেছি এবং আল্লাহর রহমত ও দানের পরিবর্তে তাঁর গযব ও শাস্তিকেই নিজের জন্য অপরিহার্য করে তুলেছি, এ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে কবরে এবং তারপর হাশরে না জানি আমার কী দশা হয়, সেখানে আমার মনীবের কাছে আমি মুখ দেখাবো কি করে? আখিরাতের শাস্তিই বা আমি কেমন করে সহ্য করবো?

মোটকথা, আল্লাহ যখন তাকে এ অনুভূতি বা উপলব্ধির তাওফীক দান করেন, তখন সে তার মালিক ও মওলার রহমত ও বদান্যতার প্রতি প্রত্যঙ্গী হয় যে, তিনি বড় বড় গুনাহও সন্তুষ্ট চিত্তে মাফ করে দিতে পারেন, সে তখন তাঁর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং একেই সে তার গুনাহের বিষের প্রতিকার বলে মনে করে। উপরন্তু ভবিষ্যতের জন্যে সংকল্প করে যে, আর কখনো মাণিকের অবাধ্যতায় লিপ্ত হবো না এবং কখনো এ গুনাহের কাছেও ঘেঁষবো না। বান্দার এ আমলের নামই হচ্ছে ইস্তিগফার ও তাওবাও।

তাওবা ও ইস্তিগফার হচ্ছে সর্বোচ্চ মকাম

পূর্বে আরম্ভ করা হয়েছে যে, আল্লাহর মকবুল ও নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণের সর্বোচ্চ মকাম হচ্ছে আবদীয়ত বা বন্দেগীর মকাম এবং দু'আতে যেহেতু এই আবদীয়ত ও বন্দেগীর অভিব্যক্তি ঘটে থাকে, এজন্যে নবী করীম (সা)-এর বাণী অনুসারে এটাই *مِنْ الْعِبَادَةِ* বা ইবাদতের মগজস্বরূপ। এজন্যে মানুষের সর্বোত্তম আমল এবং সর্বোত্তম অবস্থা এবং সর্বাধিক সম্মানের ব্যাপার হচ্ছে তার দু'আ। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ বাণীটিও যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়েছে, যাতে তিনি বলেছেন :

لَيْسَ شَيْئٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ

“আল্লাহর কাছে দু'আর চাইতে বেশি প্রিয় ও মূল্যবান কোন আমল নেই।”

তাওবা ও ইস্তিগফারকালে বান্দা যেহেতু নিজের অপরাধবোধের দরুন অত্যন্ত লজ্জিত-অনুতপ্ত বোধ করে এবং পাপের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত বলে মালিক মওলাকে মুখ দেখাবের অযোগ্য বলে নিজেকে বিবেচনা করে, এবং নিজেকে অত্যন্ত দোষী ও অপরাধী মনে করে ক্ষমা প্রার্থনা করে ও ভবিষ্যতের জন্যে তাওবা করে; এ জন্যে বন্দেগী, দীনতা-হীনতা ও নিজের গুনাহগার হওয়ার যে উপলব্ধিটুকু তাওবা-ইস্তিগফারকালে থাকে, অন্য কোন দু'আর সময় সেরূপ হয় না। বরং সত্য কথা হলো সেরূপ অন্য সময় হতেই পারে না। এ হিসাবে ইস্তিগফার ও তাওবা আসলে উচ্চমার্গের ইবাদত এবং তা আল্লাহর নৈকট্যের সর্বোচ্চ মকাম। এজন্যে

তাওবা ও ইস্তিগফারকারী বান্দার জন্যে কেবল ক্ষমা ও মার্জানাই নয়, আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দান ও তাঁর মহব্বত-ভালবাসার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

সে সব হাদীস একটু পরেই বর্ণনা করা হবে, যা থেকে জানা যাবে যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) অহরহ তাওবা ও ইস্তিগফার করতেন। উপরের বর্ণনার আলোকে তাঁর এ তাওবা ও ইস্তিগফার বহুল পরিমাণে করার কারণটি সহজেই বোধগম্য হবে।

বস্তুত এটি একটি অত্যন্ত মূর্খতা ও ভ্রান্ত ধারণা যে, তাওবা ও ইস্তিগফার হচ্ছে একান্তই আল্লাহর না-ফরমান ও গুনাহগার বা পাপী-তাপীদের কাজ এবং তাদেরই এর প্রয়োজন রয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আল্লাহর বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দারা এমন কি নবী-রাসূলগণ- যাঁরা গুনাহ থেকে মা'সুম এবং মহফূয (হিফায়তে) থাকেন, তাঁদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, সবকিছু করার পরও তাঁরা অনুভব করেন, আল্লাহর বন্দেগীর হক মোটেও আদায় হয়নি, এজন্যে তাঁরা সর্বদা তাওবা ও ইস্তিগফার করতে থাকেন। তাঁরা তাঁদের সকল আমলকে এমন কি তাঁদের সালাতসমূহকেও ইস্তিগফার যোগ্য মনে করে থাকেন।

এই মা'আরিফুল হাদীস সিরিজের তৃতীয় খণ্ডে সালাত অধ্যায়ে হযরত ছাওবান রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সালাতের সালাম ফিরানোর পর তিনবার বলতেন :

اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ -

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ইস্তিগফার করছি! ক্ষমা প্রার্থনা করছি!! মা'ফী তলব করছি!!!

সালাত সম্পন্ন করার পর তাঁর এ ইস্তিগফার এ ভিত্তির উপর হতো যে, তিনি উপলব্ধি করতেন, সালাতের হক আদায় করা সম্ভবপর হয়নি। وَاللَّهُ أَعْلَمُ (আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত।)

মোদ্দা কথা, তাওবা ও ইস্তিগফার পাপী-তাপী গুনাহগারদের জন্যে তাদের পাপতাপ মার্জনা এবং রহমতের মাধ্যম আর আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ও নিষ্পাপ বান্দাদের জন্যে তাঁদের দর্জা ও মহবুবিয়তের উচ্চতম মকামে আরোহণের সোপান স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা এর তাৎপর্য অনুধাবনের তাওফীক এবং সে বোধ ও একীন দান করুন এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন!

এ ভূমিকার পর তাওবা ও ইস্তিগফার সংক্রান্ত হাদীছগুলো পাঠ করুন, যাতে তাওবা ও ইস্তিগফারের ব্যাপারে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমল বা আচরণের বর্ণনা রয়েছে।

তাওবা ও ইস্তিগফারের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উসওয়ায়ে হাসানা

২৬৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً

২৬৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আল্লাহর কসম, আমি দিনে সত্তর বারেরও অধিক আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাওবা-ইস্তিগফার করে থাকি। (সহীহ বুখারী)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য, তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে যে বান্দার অনুভূতি যে পর্যায়ে হবে, সে সে অনুযায়ী নিজেকে উবুদিয়েত বা দাসত্বের হক আদায়ে অপরাধী বলে মনে করবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অবস্থান যেহেতু এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ পর্যায়ে, তাই তাঁর এ অনুভূতিও ছিল সর্বাধিক। এজন্যে তাঁর মধ্যে এ অনুভূতি অত্যন্ত কার্যকরীভাবে বিদ্যমান ছিল যে, আমি উবুদিয়েতের হক আদায় করতে পারিনি। এজন্যে তিনি ঘন ঘন তাওবা ইস্তিগফার করতেন এবং তার অভিব্যক্তি ঘটিয়ে অন্যদেরকেও তা শিক্ষা দিতেন।

২৬৮- عَنِ الْأَعْرُ الْمُرَزِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوَبُّوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةً مَرَّةً

২৬৮. হযরত আগর মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : লোক সকল! আল্লাহর হুযুরে তাওবা করবে। আমি দিনে এক শ'বার তাওবা করে থাকি। (সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : প্রথমোক্ত হাদীসে সত্তর বারের অধিক এবং এ হাদীসে একশ' বারের কথা বলা হয়েছে। আসলে নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে অধিক সংখ্যক বার বুঝানো। প্রাচীন আরবী ভাষার এটি একটি বাচনভঙ্গি বা বাগধারা। নতুবা হুযুর (সা) যে এর চাইতে অনেক বেশি বার তাওবা করতেন, তা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বর্ণিত পরবর্তী হাদীসটিই এর প্রমাণ।

২৬৯- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّا كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ

إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ مِائَةً مَرَّةً (رواه احمد والترمذی وابو داود وابن ماجه)

২৬৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এক একটি মজলিসে গণনা করতাম, তিনি একশ' বার আল্লাহর দরবারে এরূপ ইস্তিগফার ও দু'আ করতেন :

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ-

“হে আল্লাহ! আমাকে মার্জনা কর, আমার তাওবা কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি তাওবা কবুলকারী এবং পরম ক্ষমাশীল।”

(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবন মাজা)

ব্যাখ্যা : হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর এ বর্ণনার অর্থ এটা নয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ওজীফাস্বরূপ এক এক বৈঠকে একশ'বার করে তাওবা ইস্তিগফার সূচক এ দু'আটি পাঠ করতেন, বরং তিনি যা বুঝাতে চেয়েছেন তা হলো, তিনি মজলিসে বসে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলতেন। আমরা সে মজলিসে হাযির থাকতাম। কথার ফাঁকে ফাঁকে তিনি বার বার আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট হয়ে এ কালিমাগুলোর মাধ্যমে তাওবা ইস্তিগফারও করতে থাকতেন। আমরা নিজেদের মত তা গুণে গুণে দেখতাম, একই মজলিসে আল্লাহর দরবারে তাঁর এ ইস্তিগফার শতবার হয়ে গেছে! আল্লাহই বেহতর জানেন!

২৭০- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبَشَرُوا وَإِذَا أَسَاؤُوا اسْتَغْفَرُوا (رواه ابن ماجه والبيهقى فى الدعوات الكبير)

২৭০. হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রায়ই এরূপ দু'আ করতেন :

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبَشَرُوا وَإِذَا أَسَاؤُوا اسْتَغْفَرُوا-

“হে আল্লাহ! আমাকে ঐ সমস্ত বান্দার অন্তর্ভুক্ত কর, যারা কোন পুণ্য কাজ করলে আনন্দিত এবং পাপ কাজ করলে ইস্তিগফারকারী হয়। (নেক কাজ করলে তারা খুশি অনুভব করে এবং মন্দ কাজ করলে ক্ষমা প্রার্থনা করে।)

-(ইবনে মাজা, বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : যে সব নেকির কাজের দ্বারা বেহেশত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ওয়াদা রয়েছে, সেগুলোর তাওফীক লাভ করাটা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কৃপা দৃষ্টিরই আলামত। এ জন্যে নেক কাজের তাওফীক লাভের জন্যে তার উচিত খুশি হওয়া এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। কুরআনে পাকে বলা হয়েছে :

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا

“বল, আল্লাহর ফযল এবং তাঁর রহমত লাভের জন্যে তাঁর বান্দাদের আনন্দিত হওয়া উচিত।”

অনুরূপভাবে যখন আল্লাহর কোন বান্দা দ্বারা ছোট-বড় কোন গুনাহ সংঘটিত হয়ে যায়, এজন্যে তার দুঃখিত-অনুতপ্ত হওয়া উচিত। সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে তার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। যে বান্দার এ দু'টি ব্যাপার নসীব হয়েছে, তিনি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে দু'আ করতেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকেও যেন ঐ দু'টি ব্যাপার নসীব করেন।

গুনাহের কালিমা এবং তাওবা-ইস্তিগফার দ্বারা কালিমা মুক্তি

২৭৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوا قَلْبَهُ فَذَلِكَ الرَّأْيُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ . (رواه احمد والترمذى وابن ماجه)

২৭৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মু'মিন বান্দা যখন কোন গুনাহ করে, তখন তার কালবে (অন্তরে) একটি কাল বিন্দু সৃষ্টি হয়। তারপর সে ব্যক্তি যদি তাওবা ও ইস্তিগফার করে ফেলে, তা হলে সে কাল বিন্দুটি তার অন্তর থেকে বিদূরিত হয়ে তার কাল্ব পরিষ্কার হয়ে যায়। আর যদি সে তা না করে আরো গুনাহ করে এ কাল বিন্দুকে বাড়িয়ে তোলে তা হলে তা তার গোটা কাল্বের উপর ছেয়ে যায়। এটাই হচ্ছে সেই মরিচসার কথা আল্লাহ তা'আলা (কুরআনের আয়াতে) বলেছেন : كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ-

(মুসনাদে আহমদ, জামে তিরমিযী, সুনানে ইবন মাজা)

ব্যাখ্যা : কুরআন শরীফের এক স্থানে কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ-

“তাদের মন্দকর্মের দরুন তাদের অন্তরসমূহে মরিচা পড়ে গিয়েছে।”

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপরে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা গেল যে, পাপাচারের দরুন কেবল কাফিরদেরই নয় বরং মুসলমানও যখন কোন পাপকর্ম করে তখন তার অন্তর গুনাহর কালিমার দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। কিন্তু সে যদি সাক্ষা দেলে তাওবা ইস্তিগফার করে নেয় তা হলে সে কালিমা ও অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায় এবং দেল পূর্বের মতই স্বচ্ছ ও নূরানী হয়ে যায়। কিন্তু সে বান্দা যদি গুনাহ করার পর তাওবা ও ইস্তিগফার না করে পাপাচার ও নাফরমানীর পথে আরো অগ্রসর হতে থাকে, তা হলে সে অন্ধকাররাশি আরো বৃদ্ধি ও ঘনীভূত হতে থাকে, এমন কি এক পর্যায়ে তার গোটা অন্তরকে তা আচ্ছন্ন করে ফেলে। কোন মুসলমানের জন্যে এটা নিঃসন্দেহে চরম দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে, গুনাহরাশির অন্ধকারে তার অন্তর আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করুন!

২৭২- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ التَّوَّابُونَ (رواه الترمذى وابن ماجه والدارمى)

২৭২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আদম সন্তানদের প্রত্যেকেই ত্রুটিকারী (এমন কোন মানুষ নেই, যার কোন না কোন ভুলত্রুটি কখনো হয়নি।) এবং ত্রুটিকারীদের মধ্যে সেই উত্তম, যে ভুল-ত্রুটি করার পর সাক্ষা দেলে তাওবা করে নেয় এবং আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু হয়ে যায়। (জামে তিরমিযী, সুনানে ইবন মাজা ও সুনানে দারেযী)

ব্যাখ্যা : এর অর্থ হচ্ছে এই যে, ভুল-ত্রুটি মানুষের মজ্জাগত। আদমের কোন সন্তানই এর ব্যতিক্রম নয়। তবে তাদের মধ্যে সেই সব বান্দাই অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, যারা গুনাহখাতা-অপরাধের পর নিজের গুনাহর জন্যে অনুতপ্ত হয়ে নিজের মালিকের দিকে রুজু করে এবং তাওবা ও ইস্তিগফারের সাহায্যে তাঁর সন্তুষ্টি ও রহমত হাসিলে যত্নবান হন।

২৭৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ (رواه ابن ماجه والبيهقى فى شعب الايمان)

২৭৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : গুনাহ থেকে তাওবাকারী গুনাহগার বান্দা বিলকুল সেই বান্দার মত, যে আদৌ গুনাহ করেনি। (সুনান ইব্ন মাজা, শু'আবুল ইমান)

ব্যাখ্যা : এর মর্ম হচ্ছে এই যে, সাক্ষা অন্তরে তাওবা করার পর কোন গুনাহই আর অবশিষ্ট থাকে না। কোন কোন রিওয়াযাতে আছে, মানুষ গুনাহ থেকে তাওবা করার পর এমন নিষ্পাপ হয়ে যায়, যেমনটি সে তার ভূমিষ্ট হওয়াকালে নিষ্পাপ ছিল (কিয়وم ولدته امه) এমন হাদীসও সম্মুখে বর্ণিত হবে, যদ্বারা জানা যাবে যে, তাওবা দ্বারা কেবল গুনাহ মাফই হয় না, বা কেবল অন্তর কালিমামুক্ত ও পরিষ্কারই হয় না, বরং তাওবাকারী বান্দা আল্লাহর মহবুব ও প্রিয়পাত্রের পরিণত হয়ে যায়। তার এ তাওবা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত প্রসন্ন হন।

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ التَّوَّابِينَ-

হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাওবাকারী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর!

গাফফারিয়তের অভিব্যক্তির জন্যে গুনাহর প্রয়োজনীয়তা

২৭৪- عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ قَالَ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوُفَاةُ كُنْتُ كَتَمْتُ عَنْكُمْ شَيْئًا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ لَا أَنْكُمْ تَذْنِبُونَ لَخَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا يَذْنِبُونَ يَغْفِرُ لَهُمْ (رواه مسلم)

২৭৪. হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর অন্তিম শয্যায় অর্থাৎ মৃত্যু লগ্নে বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে একটি কথা শুনেছিলাম, যা এতদিন পর্যন্ত তোমাদের কাছে গোপন রেখেছি। (এখন জীবনের অন্তিম মুহূর্তে সে কথাটি তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়ে সে আমানতটি তোমাদের হাতে সোপর্দ করে যাচ্ছি) আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : যদি তোমরা সকলেই (ফেরেশতাদের মত) নিষ্পাপ হয়ে যেতে, তাহলে আল্লাহ একটি নতুন সৃষ্টিকে (মাখলুক) পয়দা করতেন, তারা গুনাহ করতো, তারপর তিনি তাদেরকে মাফ করতেন। (এভাবে তাঁর শানে গাফফারিয়তের অভিব্যক্তি ঘটাতেন।) (সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে এরূপ ধারণা করে নেয়া যে, আল্লাহ তা'আলা বুঝি গুনাহ ও গুনাহগারকে পসন্দ করেন এবং চান যে লোকে পাপ করে বেড়াক, আর রাসূলুল্লাহ (সা) এ হাদীসের দ্বারা গুনাহগারদেরকে উৎসাহিত করেছেন, যেন তারা গুনাহ করতে থাকে- একটি মূর্খতাব্যঞ্জক ভ্রান্ত ধারণা হবে। আশ্বিয়ায়ে কিরামকে

প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো, লোকজনকে গুনাহ থেকে রক্ষা করা এবং তাদেরকে নেকির দিকে উৎসাহিত-অনুপ্রাণিত করা।

আসলে এ হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার গাফফারিয়তের শান যাহির করা। এ হাদীসের মর্ম হচ্ছে, যেমনটি আল্লাহ তা'আলার খালেকিয়ত বা স্রষ্টাগুণের অভিব্যক্তির জন্যে কোন মাখলুক সৃষ্টি করা, তাঁর রায়যাকিয়ত বা রিয়েকদাতা গুণ প্রকাশের জন্যে জীবিকার মুখাপেক্ষী কোন মাখলুক থাকা এবং অনুরূপ তাঁর হাদী বা হিদায়াতকারী গুণের অভিব্যক্তির জন্যে কোন হিদায়াতকামী ও হিদায়াত গ্রহণের যোগ্যতা সম্পন্ন কোন মাখলুক থাকা জরুরী, ঠিক তেমনি তাঁর 'গাফফার' বা পরম ক্ষমাশীল গুণের অভিব্যক্তির জন্যেও এমন কোন মাখলুক থাকতেই হবে, যারা গুনাহ-খাতা করবে, তারপর আল্লাহর দরবারে তাওবা ও ইস্তিগফার করে সে সব গুনাহখাতা মার্জনার জন্য ফরিয়াদও জানাবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের মাগফিরাতের ফয়সালা করবেন। এভাবে তাঁর 'গাফফার' সত্তার অভিব্যক্তি ঘটবে।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) তাঁর জীবনদশায় সুদীর্ঘ আয়ুর অধিকারী হওয়া সত্ত্বে এই ভয়ে হুযুর (সা)-এর এ কথাটি ব্যক্ত করেননি, পাছে স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোক ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারপর তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্তে নিজের খাস লোকদের মধ্যে একথাটি ব্যক্ত করে দিয়ে তিনি যেন একটি গচ্ছিত আমানত তাঁদের হাতে সোপর্দ করে দিলেন।

একই বক্তব্য, সামান্য শাস্তিক তারতম্য সহকারে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

বারবার গুনাহ ও বারবার ইস্তিগফারকারী

২৭৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَبْدًا أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ فَاغْفِرْهُ فَقَالَ رَبُّهُ أَعْلِمَ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ فَاغْفِرْهُ فَقَالَ أَعْلِمَ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ فَاغْفِرْهُ لِي فَقَالَ أَعْلِمَ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ (رواه البخاري ومسلم)

২৭৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর কোন এক বান্দা একটি গুনাহ করে। তারপর সে বলল : “প্রভু, আমি একটি গুনাহ করে ফেলেছি। আমার সে গুনাহটি মাকফ করে দাও!”

তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন : আমার বান্দা কি জানে যে, তার একজন মালিক আছেন, তিনি তার গুনাহ মাকফও করে দিতে পারেন, আবার ইচ্ছে করলে এজন্যে পাকড়াও করতেও পারেন? আমি আমার বান্দার গুনাহ মার্জনা করে দিলাম এবং তাকে মাকফ করে দিলাম।

তারপর আল্লাহ যতদিন চাইলেন সে ব্যক্তি গুনাহ থেকে বিরত রইলো। তারপর এক সময় আবার গুনাহ করে বসলো। তারপর আবার বললো : প্রভু, আমি একটি গুনাহ করে ফেলেছি, তুমি তা মার্জনা করে দাও!

তখন আল্লাহ আবার বললেন : আমার বান্দা কি জ্ঞাত আছে যে, তার একজন রব আছেন, তিনি তাকে মার্জনাও করতে পারেন আবার ইচ্ছে করলে এজন্যে পাকড়াও করতে পারেন? আমি আমার বান্দাকে মাকফ করে দিলাম।

তারপর আল্লাহ যতদিন চাইলেন, সে বান্দাটি গুনাহ থেকে বিরত রইলো। তারপর একসময় আবার আরেকটি গুনাহ করে বসলো। তারপর আবার বলে উঠলো :

প্রভু, আমি আরেকটি গুনাহ করে বসেছি। আমার সে গুনাহটি তুমি মার্জনা করে দাও! তারপর আল্লাহ আবার বললেন : আমার বান্দা কি জানে যে, তার একজন মনিব আছেন- যিনি তাকে মার্জনাও করতে পারেন, আবার পাকড়াও করতেও পারেন? আমি আমার বান্দার গুনাহ মার্জনা করে দিলাম। এবার সে যা ইচ্ছে তাই করুক!

(সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বার বার গুনাহ এবং বারবার ইস্তিগফারকারী যে বান্দাটির কথা বলেছেন, কোন কোন ভাষ্যকার বলেন, হতে পারে এটা তাঁরই কোন উম্মতের ঘটনা, আবার এটা পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের কারো উম্মতের ঘটনাও হতে পারে। কিন্তু এ লেখকের ধারণা, অধিকতর যুক্তিসঙ্গত কথা হলো, এটা কোন ব্যক্তি বিশেষের ঘটনার বর্ণনা নয়; বরং এটা একটা চরিত্রের বর্ণনা। আল্লাহ তা'আলার লাখ লাখ কোটি কোটি বান্দার অবস্থা এমন হতে পারে যে, আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও তাদের দ্বারা গুনাহ হয়ে যায়, তারপর তারা লজ্জিত-অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে; কিন্তু তারপরও গুনাহর পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং তারা প্রত্যেকবারই সাক্ষা দেলে তাওবা করে থাকে। এমন বান্দাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার একরূপ বদান্যশীল আচরণ হয়ে থাকে- যা এ হাদীসে বিবৃত হয়েছে।

সর্বশেষ বার ইস্তিগফার এবং ক্ষমার ঘোষণার সাথে সাথে বলা হয়েছে غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ (আমি আমার বান্দাকে মাকফ করে দিলাম, এখন তার যা মনে চায় তাই করুক।) এর অর্থ এই নয় যে, অনুমতি পেয়ে গেল, বরং এ শব্দগুলোর দ্বারা বান্দার মালিকের পক্ষ থেকে শুধু এতটুকু দয়ার ঘোষণাই করা হয়েছে যে, বান্দা একরূপ যতবারই গুনাহ করে করে ইস্তিগফার করতে থাকবে আমিও ততবারই তাকে ক্ষমা করতে থাকবো। সাক্ষা দেলের মু'মিন সুলভ ইস্তিগফারের কারণে গুনাহর বিষে তুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবি না, বরং ইস্তিগফার সর্বদা বিষনাশকের কাজ করতে থাকবে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর যে সব বান্দাকে ইবাদত-বন্দেগীরি কিছু রুচিশীলতা প্রদান করেছেন, তাঁরই কেবল উপলব্ধি করতে পারেন যে, এমন বদান্যতাপূর্ণ ঘোষণার কী প্রভাব একজন মু'মিন বান্দার অন্তরের উপর পড়তে পারে এবং এর ফলে তাঁর মনে মালিক ও মওলার কী পরিমাণ আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার সঙ্কল্প জাগতে পারে।

এ হাদীসের সহীহ মুসলিমের রিওয়াযাতে পরিষ্কারভাবে বিবৃত হয়েছে যে, হাদীসের এ পূর্ণ বক্তব্য রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ তা'আলার বরাতে বর্ণনা করেছেন। এ রিওয়াযাত অনুসারে এ হাদীসটি হাদীসে কুদসী শ্রেণীভুক্ত।

২৭৬- عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْرٌ مَنْ اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً (رواه الترمذی وابوداؤد)

২৭৬. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) রিওয়াযাত করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমান; গুনাহ করে বান্দা যদি (সাক্ষা দেলে আল্লাহর দরবারে) ইস্তিগফার করে তাহলে দিনে সত্তর বার তার পুনরাবৃত্তি করে থাকলেও সে গুনাহর পুনরাবৃত্তিকারী বলে গণ্য হবে না। (জামে' তিরমিযী ও সুনানে আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : গুনাহর পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ নির্দিষ্টায় নির্বিকারে গুনাহ করে যাওয়া এবং এর উপর অবিচল থাকা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য এবং মন্দ পরিণতির লক্ষণ। এমন অভ্যস্ত পাপী বা দাগী অপরাধী যেন আল্লাহর রহমতের যোগ্যই নয়। এ হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হলো যে, বান্দা যদি গুনাহর পর ইস্তিগফার অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে বার বার তার গুনাহ করা সত্ত্বেও সে গুনাহর পুনরাবৃত্তিকারী বলে গণ্য হবে না। তবে মনে রাখতে হবে যে, ইস্তিগফার শুধু মুখ বা রসনা থেকে উচ্চারিত শব্দের নাম নয়, বরং তা অন্তরের একটি তলব- যবান বা বসনা যার ভাষ্যকার মাত্র। ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা যদি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে হয়, তা হলে সত্তর বার গুনাহ করা সত্ত্বেও

নিঃসন্দেহে বান্দা আল্লাহর রহমতের যোগ্য এবং এমতাবস্থায় তাকে গুনাহর পুনরাবৃত্তিকারী দাগী অপরাধী বলা যাবে না।

কতক্ষণ পর্যন্ত তাওবা গ্রহণযোগ্য?

২৭৭- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرَغِرْ (رواه الترمذی وابن ماجه)

২৭৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বান্দার তাওবা ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করেন, যাবৎ না মৃত্যুযাতনা শুরু হয়ে তার গড়গড় শব্দ হতে থাকে। (জামে' তিরমিযী ও সুনানে আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : মৃত্যু লগ্নে যখন বান্দার রূহ তার দেহ থেকে বের হতে শুরু করে তখন তার কণ্ঠ নালীতে শব্দ হতে থাকে। আরবীতে একেই বলা হয়ে থাকে গরগরা। এর পর আর জীবনের কোন আশা অবশিষ্ট থাকে না। এটা মৃত্যুর নিশ্চিত ও আখেরী আলামত। এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর এ আখেরী লক্ষণ পরিস্ফুট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যদি বান্দা তাওবা করে নেয় তা হলে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কবুল করবেন। গরগরার এ অবস্থা শুরু হওয়ার পর দুনিয়া থেকে বান্দার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে আখিরাত বা পরকালের সাথে তার সংযোগ কায়ম হয়ে যায়। এজন্যে এ সময় যদি কোন কাফির বা মুশরিক ঈমান আনয়ন করে বা কোন গুনাহগার বান্দা গুনাহরাশি থেকে তাওবা করে তাহলে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত জীবনের আশা বাকি থাকে, ততক্ষণ পর্যন্তই তাওবা কবুল হয়। মৃত্যু চোখের সম্মুখে ভেসে উঠলে সে সুযোগ আর অবশিষ্ট থাকে না। কুরআনে পাকেও এসত্যটি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে :

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ

“এমন লোকদের তাওবা প্রকৃত পক্ষে তাওবাই নয়, যারা গুনাহ করে যেতে থাকে, শেষ পর্যন্ত যখন তাদের কারো কাছে মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলে : এখন আমি তাওবা করছি।” (আন নিসা : ৩য় রুকু)

হাদীসের বক্তব্যের উৎস যে এ আয়াতটিই, তা বলাই বাহুল্য। আর এর পয়গাম হচ্ছে এই যে, তাওবার ব্যাপারে বান্দার টালবাহানা বা দীর্ঘসূত্রিতা অবলম্বন করা উচিত নয়। কে জানে কখন মৃত্যুক্ক্ষণ এসে উপস্থিত হয়ে যায় আর আল্লাহ না করুন তাওবার সময়-সুযোগই হাত ছাড়া হয়ে যায়।

মুমূর্ষু ব্যক্তিদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট তাওবা : ইস্তিগফার

২৭৮- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةَ تَلْحَقُهُ مِنْ أَبِي أَوْ أُمٍّ أَوْ أَخٍ أَوْ صَدِيقٍ فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَدْخُلُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ وَإِنَّ هَدْيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْأَسْتِغْفَارُ لَهُمْ- (رواه البيهقي فى شعب الإيمان)

২৭৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : কবরে সমাহিত ব্যক্তি হচ্ছে আত্নাদরত ডুবন্ত ব্যক্তির মতো। সে ইন্তেযারে থাকে পিতা-মাতা ভাইবোন বা কোন বন্ধু-বান্ধবের পক্ষ থেকে রহমত ও মাগফিরাতের দু'আ পৌঁছবে। যখন তা তার কাছে পৌঁছে, তখন তা সমগ্র দুনিয়া ও দুনিয়া ভর্তি সবকিছু থেকে তার কাছে প্রিয়তর হয়ে থাকে। দুনিয়াবাসীদের দু'আর কল্যাণে আল্লাহ তা'আলা কবরবাসীদের এত বিরাট ছাওয়াব দান করেন, যা পাহাড় তুল্য। আর মূর্দাদের জন্যে জীবিতদের হাদিয়া হচ্ছে তাদের জন্যে মাগফিরাতের দু'আ করা। (বায়হাকী-শু'আবুল ঈমান)

২৭৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنْتَ لِي هَذِهِ ؟ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارٍ وَلَدِكَ لَكَ (رواه احمد)

২৭৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন মৃত নেককার বান্দার মর্যাদা জান্নাতে বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। তখন সে জান্নাতী বান্দা জিজ্ঞেস করে, প্রভু! আমার এ মর্যাদা বৃদ্ধি কিসে ঘটলো ? উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন : তোমার জন্যে তোমার অমুক সন্তানের ইস্তিগফারের বদৌলতে। (মুসনদে আহমদ)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে আওলাদের দু'আর বদৌলতে দর্যা বুলন্দি বা মর্যাদা বৃদ্ধির কথাটি রূপকভাবে বলা হয়েছে। নতুবা অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের দু'আও এরূপ উপকারী প্রতিপন্ন হয়ে থাকে। জীবদ্দশায় যেভাবে সন্তানের উপর পিতামাতার হক

সর্বাধিক এবং তাঁদের খিদমত ও আনুগত্য করা ফরয, তেমনি তাদের মৃত্যুর পরও সম্মানের উপর তাঁদের খাস হক হলো তাঁদের জন্যে রহমত ও মাগফিরাতের দু'আ করা। তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের খিদমত এবং তাঁদের প্রতি সদ্যবহার করার এটাই হচ্ছে খাস পস্থা।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) এবং হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর উক্ত দুটি হাদীসের উদ্দেশ্য কেবল একটি মূলতত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত করাই নয়, বরং এক আলঙ্কারিক ভঙ্গিতে আওলাদ এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে এতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, যেন তারা মৃত ব্যক্তিদের জন্যে রহমত ও মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকেন। তাদের এ উপটোকন কবর এবং জান্নাতে পর্যন্ত মরহুম ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে যাবে।

এ অধম লেখক বলছে, আল্লাহ তা'আলা কখনো কখনো তাঁর কোন কোন বান্দাকে প্রত্যক্ষ করিয়ে দেন যে, কারো দু'আ দ্বারা কোন বান্দা ঐ জগতে কী লাভ করেছেন এবং তাঁদের অবস্থার কী দারুণ পরিবর্তন ঘটেছে।

আল্লাহ তা'আলা এসব বস্তুর তত্ত্বের বিশ্বাস আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দিন এবং এর দ্বারা ফায়দা উঠাবার তাওফীক দান করুন!

মুসলিম সাধারণের জন্যে ইস্তিগফার

কুরআন মজীদে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যেন তাঁর নিজের জন্যে এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মুসলিম সাধারণের জন্যে ইস্তিগফার বা আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

(وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ)

ঐ একই হুকুম আমাদের উম্মতীদের জন্যেও। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্যে উৎসাহিত করেছেন এবং এর ফযীলত বর্ণনা করেছেন। এ সিলসিলার দু'খানা হাদীস নিম্নে পাঠ করুন :

২৮.- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةٌ (رواه الطبرانی في الكبير)

২৮০. হযরত উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমান; যে ব্যক্তি মু'মিন পুরুষদের জন্যে এবং মু'মিনা নারীদের জন্যে আল্লাহর দরবারে ইস্তিগফারের দু'আ করবে, প্রতিটি মু'মিন নর-নারীর হিসাবে সে ব্যক্তির জন্যে একটি করে নেকি লিখিত হবে।

-(মু'জামে কবীর : তাবারানী সঙ্কলিত)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর কোন ঈমানদার বান্দা-বান্দীর জন্যে মাগফিরাত তথা ক্ষমার দু'আ করা যে তার প্রতি একটা বড় এহসান এবং তার একটি বড় খিদমত, তা বলাই বাহুল্য। এ জন্যে যখন কোন বান্দা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত মু'মিন মুসলমানের জন্যে ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন প্রকৃত পক্ষে সে আউয়াল আখের, জীবিত এবং মৃত সকল মুসলমানের খিদমত এবং তাদের প্রতি সদাচার করলো। এ জন্যে প্রতিটি মুসলমানের বিনিময়ে সে একটি করে ছাওয়াব লাভ করবে এবং তার আমলনামায় প্রত্যেকের বিনিময়ে একটি করে ছাওয়াব লিখিত হবে।

সুবহানাল্লাহ! আমাদের জন্যে অসংখ্য ছাওয়াব অর্জনের পথ খুলে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ থেকে আমাদের উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন! সমস্ত মু'মিন মু'মিনাতের জন্যে দু'আয়ে মাগফিরাতের সর্বোত্তম শব্দমালা হচ্ছে তাই, যা কুরআন মজীদে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বরাতে উদ্ধৃত হয়েছে :

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

“হে আল্লাহ! আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং তাবৎ ঈমানদারকে ক্ষমা করে দিও হিসাব-নিকাশ কায়েমের (কিয়ামতের) দিনে।”

২৮১- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً كَانَ مِنَ الَّذِينَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ وَيَرْزَقُ بِهِمْ أَهْلُ الْأَرْضِ.

২৮১. হযরত আবুদারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি নারী-পুরুষ সকল মু'মিনের জন্যে আল্লাহ তা'আলার দরবারে মাগফিরাতের দু'আ করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর ঐ সব মকবুল বান্দার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যাদের দু'আ কবুল হয়ে থাকে এবং যাদের বরকতে পৃথিবীবাসীরা জীবিকা প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

(মু'জামে কবীর : তাবারানী সঙ্কলিত)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর বান্দাদের মঙ্গল কামনা এবং তাদের উপকারের জন্যে সচেষ্ট হওয়াটা আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত পসন্দনীয়। এক হাদীসে আছে :

الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ فَاحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِبَادِهِ (كنز العمال)

“সমস্ত সৃষ্টিকুল হচ্ছে আল্লাহর পরিজন স্বরূপ। সুতরাং মানব জাতির মধ্যে আল্লাহর নিকট প্রিয়তম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে তার সৃষ্টিকুলের সর্বাধিক উপকার সাধনকারী।”

-(কানযুল উম্মাল)

মখলুকের জন্যে খানা-পিনা, কাপড়-বস্ত্র প্রভৃতি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করা এবং তাদেরকে শান্তি ও আরাম দেওয়া যেমন তাদের খিদমত এবং উপকার করার পন্থা, তেমনি আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর বান্দাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করাটাও পারলৌকিক জগতের হিসাবে তাদের একটা বড় খিদমত এবং তাদের পরম উপকার সাধন। তার মূল্য সেদিনই বুঝা যাবে, যেদিন এ ব্যাপারটি চোখের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হবে যে, কার ইস্তিগফারের দ্বারা কে কতটুকু উপকৃত হয়েছেন। সুতরাং যে মু'মিন বান্দা ইখলাসের সাথে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ঈমানদার নারী-পুরুষদের জন্যে মাগফিরাতের দু'আ করে থাকেন, (যার কোর্স এ হাদীসে ২৭ বার বলে উল্লেখ করা হয়েছে) তিনি সমস্ত মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের বিশেষ উপকার সাধনকারী এবং আখিরাতের হিসাবে অনেক বড় খিদমতগার। তাঁরা তাঁদের এ আমলের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নিকট এতই মকবুল মুকাররাব বা নেকট্যাগুণ বান্দা হয়ে যান যে, তাদের দু'আসমূহ কবুল হয়ে থাকে এবং তাঁদের দু'আর বরকতে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীবাসীদেরকে জীবিকা প্রদান করে থাকেন।

কিন্তু এখানে লক্ষ্যযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, এ পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ এবং প্রতিটি প্রাণীর খিদমত এবং তার প্রয়োজনীয় আরাম পৌঁছাবার চেষ্টাই নেকি এবং ছওয়াবের কাজ। হাদীসে পাকে বলা হয়েছে :

فِي كُلِّ ذَاتٍ كَيْدٍ رَطْبٍ صَدَقَةٌ -

“প্রতিটি তাজা প্রাণ ও যকৃতধারীর ব্যাপারেই সাদকার বিষয়টি প্রযোজ্য।” অর্থাৎ প্রতিটি প্রাণীর উপকার সাদকা স্থানীয়। কিন্তু আল্লাহর নিকট মাগফিরাত ও জান্নাতের দু'আ কেবল ঈমানদারদের জন্যেই করা চলে। কুফর ও শিরক ওয়ালারা যাবৎ না এসব জঘন্য পাপাচার থেকে তাওবা করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মাগফিরাত ও জান্নাতের তারা যোগ্য নয়। এজন্যে তাদের জন্যে রহমত ও মাগফিরাতের দু'আও করা চলে না। হাঁ, তাদের জন্যে হিদায়াত ও তাওবার তাওফীকের দু'আ করা যেতে পারে, যার পরে তাদের জন্যে রহমত ও মাগফিরাতের দ্বার উন্মুক্ত হতে পারে। তাদের জন্যে এ দু'আটুকু করাই তাদের সবচাইতে বড় উপকার সাধন এবং তাদের প্রতি সর্বোত্তম গুণেচ্ছা কামনা।

তাওবার দ্বারা বড় বড় গুনাহ মাফ হয়ে যায়

কুরআন ও হাদীসের দ্বারা জানা যায়, আল্লাহর রহমত অনন্ত অসীম এবং কল্পনাভীত প্রশস্ত। তাওবা এবং ইস্তিগফারের বদৌলতে তিনি বড় বড় গুনাহও মাফ করে দেন এবং বড় বড় দাগী পাপী-তাপীদেরকেও মার্জনা করে দেন। যদিও তাঁর মধ্যে কহর ও জালাল তথা ক্রোধ এর সীফাতও রয়েছে। আর তাঁর এ সীফাতটাও

তাঁর উচ্চতম মর্যাদা অনুপাতে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। কিন্তু তা কেবল এসব পাপী-তাপী ও অপরাধীদের জন্যে, যারা পাপকর্ম ও অপরাধ করার পরও তাওবা করে তাঁর দিকে রুজু হয় না এবং তাঁর কাছে মাফী ও মাগফিরাত প্রার্থনা করে না; বরং নিজেদের পাপাচারে অবিচল থেকে এ অবস্থায়ই দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করে। নিম্ন লিখিত হাদীসগুলির মর্ম ও পয়গাম তাই।

একশ' ব্যক্তির হত্যাকারী তাওবা করে মার্জনা লাভ করলো

২৮২- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَأِيبٍ فَأَتَاهُ وَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَكَمَلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةً نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ انْطَلَقَ إِلَى أَرْضٍ كَذَا وَكَذَا فَانْ بَهَا أَنْاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَأَعْبَدَ اللَّهَ تَعَالَى مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ أَدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ قِيْسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَاَلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَذْنَى فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَذْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ (رواه البخارى ومسلم واللفظ له)

২৮২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বর্ণনা করেছেন, তোমাদের পূর্বকার কোন এক (নবীর) উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তি আল্লাহর নিরানুবাই জন বান্দাকে হত্যা করে। (তারপর তার মনে অনুতাপের সঞ্চার হয় এবং আখিরাতের ভয় জাগে) সে লোকজনকে জিজ্ঞেস করে যে, সে এলাকার সবচাইতে

বড় আলেম কে ? (যাতে করে সে তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারে যে, আমার মার্জনার কী হবে ?) লোকজন একজন সন্ন্যাসী (বা প্রবীণ দরবেশ) সম্পর্কে তাকে বললে সে তাঁর কাছে গিয়ে বললো যে, সে নিরানব্বইজন লোক হত্যা করেছে, তার জন্যে কি তাওবার কোন ব্যবস্থা আছে ? (সেও মার্জনা পেতে পারে এমন কোন ব্যবস্থা কি তার জানা আছে ? সে সন্ন্যাসী জবাবে বললেন : তা তো কোনমতেই হতে পারে না। তখন সেই নিরানব্বই খুনের অপরাধী ব্যক্তিটি সেই সন্ন্যাসীকেও হত্যা করে তার জীবনের একশ'টি খুন পুরো করলো। (কিন্তু তারপর আবার তার মনে সেই পূর্বের মত অনুতাপ ও মার্জনার চিন্তার উদ্রেক হয়।) তারপর সে আবার সবচাইতে বড় আলেম কে জানতে চায়। তখন তাঁকে একজন আলেমের সন্ধান দেওয়া হয়। তারপর সে তাঁর নিকট গিয়ে বললো যে, সে একশ'টি খুন করেছে। তার জন্যে কি তাওবার কোন ব্যবস্থা আছে ? জবাবে তিনি বললেন : হাঁ, হাঁ, (এমন ব্যক্তির তাওবাও কবুল হতে পারে।) তার তাওবার পথে কে বাধার সৃষ্টি করতে পারে ? (অর্থাৎ আল্লাহর মখলুকদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তাওবার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। তারপর তিনি তাকে পরামর্শ দিলেন) তুমি অমুক জনপদে যাও। সেখান আল্লাহর কিছু ইবাদতগুয়ার বান্দা রয়েছেন। তুমিও তাঁদের সাথে মিলে ইবাদতে লিপ্ত হবে এবং তোমার স্ব-এলাকায় আর ফিরবে না। কেননা, এটা অত্যন্ত খারাপ এলাকা।

সে মতে সে ব্যক্তি রওয়ানা হয়ে পড়লো। যখন সে পথের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলো তখন আকস্মিকভাবে মৃত্যু তার সম্মুখে উপস্থিত হলো। এবার তাকে নিয়ে রহমতের ফেরেশতাদের এবং আযাবের ফেরেশতাদের মধ্যে বচসা শুরু হলো। রহমতের ফেরেশতারা বললেন : এ ব্যক্তি তাওবা করে আসছে এবং সাক্ষা দেলে আল্লাহমুখী হয়েছে। (এ জন্যে সে রহমত লাভের হকদার হয়ে গেছে।)

ওদিকে আযাবের ফেরেশতারা বললেন : এ ব্যক্তি কখনো কোন পুণ্য কাজ করেনি (উপরন্তু এক শতটি খুন করে এসেছে, এ জন্যে এ দাগী অপরাধী এবং আযাবের হকদার) এ সময় একজন ফেরেশতা (আল্লাহর হুকুমে) মানুষের বেশে সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁরা উভয় পক্ষ তাকেই সালিশরূপে মেনে নিলেন। তিনি এর ফয়সালা দিলেন এই যে, দুই জনপদের দূরত্ব মেপে নিন। (অর্থাৎ ফিৎনা-ফ্যাসাদ ও পাপচারপূর্ণ যে জনপদ থেকে ঐ ব্যক্তিটি রওয়ানা হয়েছে এবং আল্লাহর ইবাদতগুয়ার বান্দাদের যে জনপদের দিকে ঐ ব্যক্তি রওয়ানা করেছে। তারপর যে জনপদটি তার অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী, তাকে সে দলের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করুন! সে মতে যখন দূরত্ব মাপা হলো তখন দেখা গেল, যে জনপদের উদ্দেশ্যে সে রওয়ানা করেছে সেটাই অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী। তখন রহমতের ফেরেশতাগণ তার প্রাণ কবচ করলেন।

- (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি কোন খণ্ডিত ঘটনার বর্ণনা নয়, বরং এ ভঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ তা'আলার রহমত গুণের ব্যাপ্তি এবং তার পূর্ণতার কথাই বর্ণনা করেছেন। এর মর্মবাণী এবং পয়গাম হচ্ছে, বড় বড় পাপীতাপী গুনাহগার বান্দাও যদি সাক্ষা দেলে আল্লাহ তা'আলার হৃদয়ে তাওবা করে এবং ভবিষ্যত জীবনে আল্লাহর আনুগত্য অবলম্বন করে চলার সঙ্কল্প গ্রহণ করে তাহলে তাকেও মাফ করে দেওয়া হবে এবং আরহামুর রাহিমীন পরম দয়ালু আল্লাহর রহমত এগিয়ে এসে তাকে কোলে তুলে নেবে; যদিও ঐ তাওবার পরক্ষণেই তার বিদায়ের ডাক এসে যায় আর সে একটি পুণ্যকর্ম করার সুযোগও না পায় এবং তার আমলনামায় একটি নেকিও লিখিত না থাকে।

এ হাদীসের বক্তব্য সম্পর্কে একটি নীতিগত আপত্তি তোলা হয়েছে এই যে, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করাটা এমনি একটি পাপ, যার সম্পর্ক শুধু আল্লাহর সাথেই নয়, বরং হকুলে ইবাদত তাতে জড়িত রয়েছে। যে পাপী ব্যক্তিটি কাউকে অন্যায়ভাবে খুন করলো সে আল্লাহর না ফরমানীর সাথে সাথে সেই নিহত ব্যক্তি এবং তার বিবি বাচ্চা পরিবার পরিজনের প্রতিও যুলুম করলো। আর একটি সর্বজন স্বীকৃত নীতি হচ্ছে এ জাতীয় যুলুম বা গুনাহ কেবল তাওবার দ্বারাই মাফ হয় না, বরং সংশ্লিষ্ট ময়লুম ব্যক্তিদের নিকট থেকে মাফ নেওয়াও তার জন্যে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। (এ হাদীসে উক্ত খুনী ব্যক্তিটির ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। তাহলে সে কি করে ক্ষমার উপযুক্ত বিবেচিত হলো ?)

হাদীসের ভাষ্যকারগণ এর জবাব দিয়েছেন এবং তাঁরা যথার্থ জবাবই দিয়েছেন। তাঁরা এর জবাবে বলেছেন : উসূল এবং কানুন যে এটাই, তাতে সন্দেহ নেই। তবে ময়লুম ব্যক্তিদের হক আদায়ের এবং তাদের ব্যাপারটা সাফ করার একটা পন্থা এটাও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা পরকালে তাদের উপর যুলুমকারী এবং তারপর সাক্ষা দেলে তাওবাকারী বান্দাদের পক্ষ থেকে ময়লুম বা অত্যাচারিত ব্যক্তিদেরকে তাঁর নিজ রহমতের ভাণ্ডার থেকে প্রতিদান দিয়ে তাদেরকে রাজী-খুশি করে দেবেন। এ হাদীসে উক্ত শ' খুনের অপরাধী এবং পরে তাওবাকারী বান্দাটির ব্যাপারেও আল্লাহ তা'আলা তাই করবেন। তিনি তার পক্ষ থেকে তার হাতে নিহত ব্যক্তিদেরকে এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ময়লুমকে তাঁর নিজ রহমতের ভাণ্ডার থেকে এতটা দান করবেন যে, তারা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং এই একশ' খুনের খুনী অপরাধী তাওবাকারী বান্দা আল্লাহর রহমতে সরাসরি জান্নাতে চলে যাবে।

মুশরিক-কাফিরদের জন্যেও রহমতের মেনিফেস্টো

۲۸۳- عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَحَبُّ أَنْ لِيَ الدُّنْيَا بِهَذِهِ الْآيَةِ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا

عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَقَالَ رَجُلٌ فَمَنْ أَشْرَكَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ أَلَا وَمَنْ أَشْرَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (رواه احمد)

২৮৩. হযরত ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, এ আয়াতটির মুকাবিলায় আমি গোটা দুনিয়া (এবং এর অভ্যন্তরস্থ যাবতীয় নিয়ামত) ও লইতে পসন্দ করি না :

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ-

“হে আমার ঐসব বান্দারা, যারা গুনাহ করে নিজেদের প্রতি অবিচার করেছে। এবং নিজেদেরকে ধ্বংস করে ফেলেছে, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।”

এক ব্যক্তি বলে উঠলো, হযরত, যে ব্যক্তি শিরক করেছে, সেও ? তখন নবী করীম (সা) চুপ করে রইলেন। তারপরে বললেন : - أَلَا وَمَنْ أَشْرَكَ-

“ওহে! শুনে নাও, মুশরিকদের জন্যেও (আমার মালিকের এ ঘোষণা।)

-(মুসনদে আহমদ)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে যে আয়াতখানার উদ্ধৃতি রয়েছে, তা সূরা যুমারের একখানা আয়াত। নিঃসন্দেহে এতে সমস্ত গুনাহগারের জন্যে বড় সুসংবাদ রয়েছে। স্বয়ং তাদের মালিক ও প্রতিপালক তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন যে, তোমরাও আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। তারপর তার পরিশিষ্টস্বরূপ বলা হয়েছে :

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

এবং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে রুজু হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর তোমাদের কাছে শাস্তি এসে পড়ার পূর্বেই এবং তোমাদের অসহায় হয়ে পড়ার পূর্বেই; অতঃপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। এবং তোমাদের প্রভু

পরোয়ারদিগারের পক্ষ থেকে যে উত্তম বাণী নাযিল করা হয়েছে তার অনুসরণ কর- তোমাদের প্রতি সহসাই তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে শাস্তি এসে পড়ার পূর্বেই অথচ তোমরা পূর্ব থেকে কিছু বুঝেই উঠতে পারবে না।

এ উপসংহারের দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সকল অপরাধী ও পাপী-তাপীর জন্যেই আল্লাহর রহমতের দরজা খোলা রয়েছে এবং কারো জন্যেই এ দরজা বন্ধ নয়। তবে শর্ত হচ্ছে আল্লাহর শাস্তি অথবা মৃত্যু আসার পূর্বেই তাওবা করে নিতে হবে এবং না-ফরমানীর পথ ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর দেওয়া হিদায়াতের আনুগত্য অবলম্বন করতে হবে।

এ হাদীসে পাকের দ্বারা জানা গেল যে, ‘রহমতে খোদাওন্দীর’ যে সাধারণ মেনিফেষ্টো সকলের জন্যে, কাফির মুশরিকরাও তার উদ্দিষ্ট এবং আওতাভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ (সা) যেহেতু নিজে রহমতুললিল আলামীন, তাই এ রহমতের মেনিফেষ্টো দ্বারা তাঁর খুশির অন্ত ছিল না এবং এজন্যেই তিনি বলতেন যে, এ আয়াতের দ্বারা আমার অন্তরে আনন্দের যে ফল্লুধারা প্রবাহিত হয়, গোটা দুনিয়া তার বিনিময়ে পেলেও আমার সে আনন্দ হবে না।

তাওবা ও ইস্তিগফারের খাস খাস কালিমা

তাওবা ও ইস্তিগফারের যে হাকীকত বা তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে, তা থেকে পাঠক নিশ্চয়ই উপলব্ধি করে থাকবেন যে, এতে আসল গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক বিচার্য বিষয় হচ্ছে তার স্পীরিট এবং অন্তরের অবস্থা। বান্দা যে ভাষায় বা যে শব্দমালা যোগেই তাওবা করুক না কেন, তা যদি সাক্ষা দেলে আন্তরিকভাবে হয়ে থাকে, তাহলেই তা তাওবা ও ইস্তিগফার এবং গ্রহণীয় হবে। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা) তাওবা ও ইস্তিগফারের কিছু কলিমা শিক্ষা দিয়েছেন এবং এগুলির বিশেষ বিশেষ ফযীলত ও বরকতের কথা বর্ণনা করেছেন। এ সিলসিলার কয়েকখানা হাদীস নিম্নে পাঠ করুন!

২৮৪- عَنْ بِلَالِ بْنِ يَسَارٍ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ (رواه الترمذی وابو داؤد)

১. হযরত যায়দ ইবন হারিছা নন, ইনি এক ভিন্ন যায়দ, যার পিতার নাম ছিল বুলী। ইনিও সাহাবী ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকেও আযাদ করেছিলেন।

২৮৪. বেলাল ইবন য়াসার ইবন য়ায়দ (ইনি নবী করীম (সা)-এর আযাদকৃত দাস ছিলেন) ১ তাঁর পিতামহ য়ায়দ (রা)-এর যবানীতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি এই বলে আল্লাহ তা'আলার দরবারে ইস্তিগফার ও তাওবা করবে :

اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ-

(আমি সেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি চিরজীব এবং চিরদিন কায়েম থাকবেন এবং তাঁর সমীপে তাওবা করছি।)

তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন- যদি যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়নের মত গুনাহও সে ব্যক্তি করে থাকে। (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : প্রাণ রক্ষার্থে জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা জঘন্যতম কবীরা গুনাহগুলোর অন্যতম। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, এমন জঘন্যতম গুনাহর অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিও যদি এ শব্দমালা যোগে আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাওবা-ইস্তিগফার করে, তাহলে তাকেও ক্ষমা করে দেওয়া হবে। বলা বাহুল্য, এমনতর কথা রাসূলুল্লাহ (সা) ওহী ও ইলহাম ব্যতিরেকে বলতেই পারেন না। এজন্যে বুঝে নিতে হবে যে, গুনাহগারদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনার এ শব্দমালা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং এ শব্দমালার মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের বড় বড় গুনাহ মাফ করে দেওয়ার নিশ্চিত ওয়াদা বরং ফয়সালা করা হয়েছে। কী অপার তাঁর রহমত! কিন্তু মনে রাখতে হবে, ইস্তিগফার কেবল শব্দমালার নাম নয়, আল্লাহর নিকট সত্যিকারের ইস্তিগফার হচ্ছে তাই, যা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে নিঃসৃত হয়ে থাকে।

সাইয়েদুল ইস্তিগফার

নিম্নে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) সাইয়েদুল ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার সর্বোত্তম দু'আর শব্দমালা নির্দেশ করে এর অনন্য সাধারণ ফযীলত বর্ণনা করেছেন। বিষয়বস্তুর বিচারে আসলেও এটি একরূপ কালিমাই।

২৮৫- عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْأَسْتَغْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي إِلَّا أَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ (رواه البخاري)

২৮৫. হযরত শাদ্দাদ ইবন আওস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, সেরা ইস্তিগফারের দু'আ 'সাইয়েদুল ইস্তিগফার' হচ্ছে বান্দা আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরয করবে :

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ-

“হে আল্লাহ! তুমিই আমার মালিক-প্রতিপালক, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো এবং আমি তোমার বান্দা এবং আমি আমার সাধ্যমত তোমার সাথে কৃত ঈমানী ওয়াদার উপর কায়েম থাকবো। আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে। আমি আমাকে প্রদত্ত তোমার নিয়ামত রাশির কথা স্বীকার করি এবং নিজের গুনাহরাশিও স্বীকার করি। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা করে দাও। কেননা, তুমি ব্যতীত গুনাহ মার্জনা করার মত আর কেউই নেই।”

রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমান : যে বান্দা ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে দিনের কোন অংশে আল্লাহর দরবারে এ আরয (অর্থাৎ এ শব্দমালাযোগে ইস্তিগফার করবে) এবং ঐদিন রাত আসার পূর্বেই তার মৃত্যু হয়ে যাবে, সে নিশ্চিতভাবে জান্নাতবাসী হবে, আর যে ব্যক্তি রাতের কোন অংশে আল্লাহর দরবারে এরূপ আরয করবে আর সকাল হওয়ার পূর্বেই মারা গেল, সে ব্যক্তি নিশ্চিতভাবেই জান্নাতবাসী হবে। (সহীহ বুখারী)

ব্যাখ্যা : এ কালিমাগুলোর প্রতিটি শব্দে শব্দে আবদীয়তের অভিব্যক্তি ঘটেছে বলেই যে এর অনন্য মর্যাদা, তা বলাই বাহুল্য। সর্বপ্রথম আরয করা হয়েছে :

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ-

“হে আল্লাহ! তুমিই আমার রব বা প্রতিপালক। তুমি ব্যতীত কোন মালিক ও মা'বুদ নেই। তুমিই আমাকে অস্তিত্ব দান করেছো। আর আমি তোমারই বান্দা।” তারপর বলা হয়েছে : وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ-

“আমি ঈমান আনয়ন করে তোমার সাথে আনুগত্যের যে ওয়াদা-অঙ্গীকার করেছি, আমার সাধ্য অনুসারে আমি তার উপর কায়েম থাকার চেষ্টা করবো।” এটা বান্দার পক্ষ থেকে তার দীনতা-হীনতা-দুর্বলতার স্বীকারোক্তি। সাথে সাথে ঈমানী ওয়াদা-অঙ্গীকারের নবায়নও বটে। তারপর আরয করা হয়েছে :

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ-

“আমার দ্বারা যে খাতা-কসুর, ক্রটি-বিচ্যুতি হয়েছে এবং আগামীতে হবে, সেগুলোর অনিষ্ট থেকে হে আমার মালিক ও মওলা, তোমারই আশ্রয় প্রার্থনা করছি।” এতে নিজ ক্রটি-বিচ্যুতির স্বীকারোক্তির সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনাও রয়েছে। তারপর বলা হয়েছে :

أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي

“আমি আমার প্রতি তোমার যে এনাম-এহসান, উপকার ও দয়া, সেগুলোর কথা সাথে সাথে আমার নিজের অপরাধী হওয়ার কথা অকুণ্ঠচিত্তে অকপটে স্বীকার করছি।”

সর্বশেষে দরখাস্ত :

فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ-

“হে আমার মালিক ও মওলা! তুমি তোমার রহম ও করমে আমার গুনাহগুলো মার্জনা করে দাও! কেননা, আমার গুনাহসমূহ মাফ করবে, তুমি ছাড়া এমন যে আর কেউই নেই। কেবল তুমিই আমাকে মার্জনা করতে পার।”

সত্য কথা হলো, যে ঈমানদার বান্দার এতটুকু মা'রিফত ও প্রজ্ঞা থাকবে যে, তার আলোকে সে তার নিজের ও নিজ আমলের হাকীকত উপলব্ধি করতে পারে, সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার আয়মত ও জালালত তথা মাহাত্ম্য এবং তাঁর হকসমূহও সে জানে, সে ব্যক্তি কেবল নিজেকে অপরাধী ও গুনাহগারই মনে করবে এবং পুণ্যের সঞ্চয় যে তার একান্তই কম, এ ব্যাপারে সে রিজহস্ত, এ চেতনাটুকুও তার থাকবে। তারপর তার দেলের আওয়ায এবং আল্লাহ তা'আলার হযুরে তার আকৃতি তাই হবে, যার অভিব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শিক্ষা দেওয়া এ ইস্তিগফারের দু'আয় ঘটেছে। এ বৈশিষ্ট্যের জন্যেই একে 'সাইয়েদুল ইস্তিগফার' বা ক্ষমা প্রার্থনার সেরা দু'আ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ হাদীসটি পৌঁছে যাওয়ার পর তাঁর প্রতি ঈমান পোষণকারী প্রতিটি উম্মতির উচিত হলো এর জন্যে যত্নবান হওয়া এবং কমপক্ষে প্রতিদিনে ও রাতে একবার সাক্ষা দেলে আল্লাহ তা'আলার দরবারে এ ইস্তিগফার করা। আল্লাহ তা'আলার রহমত হোক আমাদের উস্তাদ হযরত মওলানা সিরাজ আহমদ সাহেব রশীদপুরী (র)-এর প্রতি, আজ থেকে ৪৫ বছর পূর্বে দারুল উলূম দেওবন্দে মিশকাত

১. এ বক্তব্যটি ১৯৬৯ সালে লিখিত, মানে আজ ১৯৯৬ সাল থেকে প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বকার কথা।
অনুবাদক।

শরীফের দরস দানকালে যখন ক্লাসে এ হাদীসটি পড়ান, তখন তিনি ক্লাসের সকল ছাত্রকে এটি মুখস্থ করার তাগিদ দেন এবং পরদিন সকলের মুখে মুখস্থ তা শুনবেন বলেও বলে দেন। সত্যি সত্যি পরের দিন প্রায় সকল ছাত্রের মুখ থেকেই তিনি তা শুনেও ছিলেন। তিনি তখন প্রতি দিনে ও প্রতি রাতে অন্তত একবার করে তা অবশ্যই পাঠ করার জন্যে ওসিয়ত করেছিলেন।

২৮৬- عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذِهِ الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَأَسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي وَخَطَايَايَ وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي (رواه البخاري ومسلم)

২৮৬. হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ তা'আলার দরবারে এভাবে দু'আ করতেন :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَأَسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي وَخَطَايَايَ وَعَمْدِي-

“হে আল্লাহ! আমার ভুলচুক (ইলম ও মা'রিফতের চাহিদার খেলাফ) আমার মূর্খতা-নাদানী, আমার কার্যকলাপে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন এবং আমার যে সব অনাচার সম্পর্কে তুমি আমার চাইতে বেশি অবহিত, সে সব গুনাহ মাফ করে দাও!

হে আল্লাহ! মাফ করে দাও আমার-হাসি তামাশা বশে কৃত ও বুঝে-গুনে কৃত, অনিচ্ছাকৃতভাবে কৃত এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত গুনাহসমূহ। আর এসব ধরনের গুনাহই আমার যিম্মায় রয়েছে।
(বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ আকবর! সাইয়েদুল মুরসালীন, মাহবুবে রাব্বুল আলামীন (সা) যিনি নিঃসন্দেহে নিষ্পাপ ছিলেন, তাঁর নিজের সম্পর্কে এরূপ উপলব্ধি ছিল! তিনি নিজেকে আপাদমস্তক গুনাহগার ও অপরাধী জ্ঞান করতেন এবং এভাবে আল্লাহর দরবারে ইস্তিগফার করতেন। সত্য কথা হলো, যিনি যত বেশি মা'রিফত জ্ঞানের অধিকারী হবেন, তিনি নিজেকে ততবেশি আবদিয়াতের হক আদায়ের ব্যাপারে ক্রটিকারী ও অপরাধী জ্ঞান করবেন।

قَرِيبَانِ رَابِيشُ بُوَد حِيرَانِي

“যে যত বেশি নিকট আপন,
তার তত বেশি হয়রানী।”

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ ইস্তিগফারের এক একটি শব্দের মধ্যে আবদীয়তের স্পীরিট পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। আমাদের উম্মতীদের জন্যে এতে শিক্ষা নিহিত রয়েছে।

হযরত খিযির (আ)-এর ইস্তিগফার

২৮৭- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا مَا يَقُولُ لَنَا مَعْشَرَ أَصْحَابِي مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَكْفُرُوا ذُنُوبَكُمْ بِكَلِمَاتٍ يَسِيرَةٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هِيَ؟ قَالَ تَقُولُونَ مَقَالَه أَخِي الْخَضِرُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ يَقُولُ قَالَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَبَتُّ إِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ فِيهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا أَعْطَيْتَكَ مِنْ نَفْسِي ثُمَّ لَمْ أُؤْفَ لَكَ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِلنَّعْمِ الَّتِي أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ فَتَقَوَّيْتُ بِهَا عَلَى مَعَاصِيكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ خَيْرٍ أَرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَنِي فِيهِ مَا لَيْسَ لَكَ اللَّهُمَّ لَا تُخْزِنِي فَإِنَّكَ بِيْ عَالِمٌ وَلَا تُعَذِّبْنِي فَإِنَّكَ عَلَى قَادِرٌ (رواه الديلمي)

২৮৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সত) আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে প্রায়ই বলতেন;

হে আমার সাহাবীবৃন্দ! সামান্য কটি কালিমার সাহায্যে তোমাদের গুনাহগুলোর প্রতিবিধান করতে তোমাদেরকে কিসে মানা করলো? তাঁরা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কী সে কালিমাগুলো? জবাবে তিনি বললেন : তোমরা তাই বলবে যা আমার ভাই খিযির বলতেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন : তিনি কী বলতেন? জবাবে তিনি বললেন, তিনি বলতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَبَتُّ إِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ فِيهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا أَعْطَيْتَكَ مِنْ نَفْسِي ثُمَّ لَمْ أُؤْفَ لَكَ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِلنَّعْمِ الَّتِي أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ مَعَاصِيكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ خَيْرٍ أَرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَنِي فِيهِ مَا لَيْسَ لَكَ اللَّهُمَّ لَا تُخْزِنِي فَإِنَّكَ بِيْ عَالِمٌ وَلَا تُعَذِّبْنِي فَإِنَّكَ عَلَى قَادِرٌ-

“হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি সে সব গুনাহ থেকে, যা থেকে আমি তাওবা করেছি, তারপর আবার তা করেছি এবং আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি তোমার দরবারে সে সব ওয়াদা-অঙ্গীকারের ব্যাপারে, যা আমি আমার নিজ সত্তার ব্যাপারে তোমার সাথে করেছি অথচ তারপর তা পূরণ করিনি। এবং আমি ইস্তিগফার করছি ঐ সব নিয়ামতের ব্যাপারে, যা তুমি আমাকে দান করেছো এবং আমি তোমার অবাধ্যতার জন্যে তা দিয়ে শক্তি লাভ করেছি (অর্থাৎ তোমার প্রদত্ত নিয়ামতের বলে বলীয়ান হয়ে তোমার অবাধ্যতায়ই লিপ্ত হয়েছি।) এবং আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি তোমার দরবারে ঐ সব পুণ্য কাজের ব্যাপারে, যেগুলো আমি তোমার সন্তুষ্টিরই উদ্দেশ্যে করেছি অথচ তারপর তোমার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য গরজের তাতে মিশ্রণ ঘটেছে। হে আল্লাহ! (অন্যদের সম্মুখে) তুমি আমাকে অপদস্থ করো না, কেননা, তুমি নিঃসন্দেহে আমার ব্যাপারে সম্যক অবগত রয়েছো, (আমার কোন কিছু তোমার কাছে গোপন নেই।) আর তুমি আমাকে (আমার গুনাহর জন্যে) শাস্তি দিও না, কেননা, তুমি আমার উপর সর্বব্যাপারে শক্তিমান (আর আমি বিলকুল অক্ষম এবং তোমার সম্পূর্ণ ইখতিয়ার ও কজার মধ্যে।) - (মুসনদে ফিরদাউস : দায়লমী সম্বলিত)

ব্যাখ্যা : অনেক সময়ই এমন হয়ে থাকে যে, আল্লাহর কোন বান্দা পূর্ণ সদিচ্ছা নিয়েই আন্তরিকতা সহকারে কোন গুনাহ থেকে তাওবা করে থাকে; কিন্তু পরে আবার সে সে গুনাহতে জড়িয়ে পড়ে। অনুরূপ ভাবে অনেক সময় বান্দা আল্লাহর সাথে ওয়াদা-অঙ্গীকার করে; তারপর একসময় তা ভঙ্গও করে বসে। আবার অনেক সময় আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের বলে বলীয়ান হয়ে তদ্বারা আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত বন্দেগী না করে গুনাহ ও অবাধ্যতার কাজে তা ব্যায় করে।

অনুরূপভাবে অনেক সময় এমনও হয় যে, কেউ কোন পুণ্য কাজ পূর্ণ সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা সহকারেই শুরু করে যে, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হাসিল করবে, কিন্তু পরবর্তী কালে তাতে নানা অবাস্তব গরজ এবং ভুল অনুভূতির সংমিশ্রণ ঘটে যায়। এগুলো হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা যা অনেক ভাল ভাল লোকের ক্ষেত্রেও ঘটে থাকে।

এ সমস্ত অবস্থায় আল্লাহর সাথে যাদের সম্পর্ক রয়েছে এবং যাদের আখিরাতেও চিন্তা রয়েছে তাঁদের মুখে কী দু'আ থাকা উচিত? উপরোক্ত ইস্তিগফার সূচক কালিমা সমূহে সেদিকেই পূর্ণ দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এই কালিমাগুলো বক্তব্য ও ব্যাপকতার দিকে থেকে মু'জিয়াধর্মী। এজন্যেই এ হাদীসখানা এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে। যদিও কানযুল উম্মালে কেবল দায়লমীর বরাত দেওয়া হয়েছে- যা মুহাদ্দিসগণের নিকট সনদের দিক থেকে দুর্বলতার লক্ষণ। 'ইস্তিগফারের কালিমা সমূহ' শিরোনামে এখানে কেবল এ চারখানা হাদীসই বর্ণনা করা হলো।

সালাত সংক্রান্ত দু'আ সমূহে অনুরূপ খাস খাস সময়ের ও অবস্থার দু'আ সমূহে এবং ব্যাপক অর্থপূর্ণ দু'আ সমূহে এগুলো ছাড়াও প্রচুর কালিমা বর্ণন করা হয়েছে- যেগুলোর সংখ্যা পঞ্চাশের কম হবে না। এ হিসাবে ইস্তিগফারের কালিমাসমূহের মোট সংখ্যা অনেক যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বরাতে হাদীসের কিতাবসমূহে মাছূরা দু'আ রূপে বর্ণিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এগুলোর প্রত্যেকটিই বরকতপূর্ণ।

ইস্তিগফারের বরকতসমূহ

ইস্তিগফারের মূল উদ্দেশ্য এবং প্রতিপাদ্য তো হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার দ্বারা নিজেদের কৃত গুনাহসমূহ মার্জনা, যাতে করে বান্দা তার আযাব বা শাস্তি থেকে রেহাই পায়। কিন্তু কুরআন মজীদ পাঠে জানা যায় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অত্যন্ত বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ইস্তিগফারের দ্বারা ইহলৌকিক অনেক বরকতও লাভ হয়ে থাকে এবং বান্দা এর কল্যাণে এ দুনিয়াতেও অনেক কিছু লাভ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা একীন ও আমল নসীব করুন।

২৮৮- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ الْأَسْتَغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (رواه احمد وابو داود وابن ماجه)

২৮৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে বান্দা ইস্তিগফারকে আকড়ে থাকে (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার দরবারে অহরহ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে) আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিটি সংকীর্ণতা ও মুশকিল থেকে নির্গমনের পথ করে দেবেন এবং তার সকল দুশ্চিন্তা দূর করবেন এবং এমন পন্থায় তাকে জীবিকা দান করবেন, যার কল্পনাও সে করতে পারবে না।

- (মুসনদে আহমদ, সুাননো আব্দুদাউদ ও সুাননে ইবন মাজা)

ব্যাখ্যা : লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এটা কেবল মৌখিক ভাবে ইস্তিগফারের শব্দগুলো উচ্চরণের দ্বারা অর্জিত হবে না, ইস্তিগফারের হাকীকতের দ্বারাই কেবল তা অর্জিত হতে পারে, যার ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তা আমাদের সকলকে নসীব করুন।

২৮৯- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتَغْفَارًا كَثِيرًا (رواه ابن ماجه والنسائي)

২৮৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবন বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আনন্দ ও মুবারকবাদ সে ব্যক্তির জন্যে, যে ব্যক্তি তার আমলনামায় বহুল পরিমাণে ইস্তিগফার পাবে। (অর্থাৎ আখিরাতে সে ব্যক্তি তার আমলনামায় প্রচুর পরিমাণে ইস্তিগফার লিখিত রয়েছে দেখতে পাবে।)

- (সুাননে ইবন মাজা ও সুাননে নাসায়ী)

ব্যাখ্যা : উল্লেখ্য যে, আমলনামায় প্রকৃত ইস্তিগফাররূপে কেবল সে ইস্তিগফারই লিখিত পাওয়া যেতে পারে, যা সত্যি সত্যি এবং আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ইস্তিগফার হবে। আর কেবল মৌখিক ইস্তিগফার যদি লিখিত থাকেই, তা হলে তা মৌখিক ইস্তিগফার হিসাবেই লিখিত হবে। আর যদি তা রেজিস্ট্রীভুক্ত করার মত না-ই হয়, তা হলে তা লিখিতই হবেনা। এ জন্যে এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন নাই :

طُوبَى لِمَنْ اسْتَغْفَرَ كَثِيرًا

(মুবারকবাদ সে ব্যক্তির জন্যে, যে ব্যক্তি বহুল পরিমাণে ইস্তিগফার করে) বরং তিনি বলেছেন :

طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتَغْفَارًا كَثِيرًا

(আনন্দ ও মুবারকবাদ সে ব্যক্তির জন্যে, যে তার আমলনামায় অনেক বেশি ইস্তিগফার পাবে।) উম্মতের মশহুর মা'রিফত বিশেষজ্ঞ নারী রাবেয়া বসরী (কুদ্দিসা সিরুহা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি প্রায়ই বলতেন : “আমাদের ইস্তিগফার এমনই (নিম্ন মানের) যে, আল্লাহর দরবারে তা অনেক বেশি পরিমাণেই করতে হবে।” (নতুবা তা গ্রহণযোগ্যই বিবেচিত হবে না।)

এ হাদীসে উক্ত طُوبَى শব্দটি অনেক ব্যাপক অর্থবোধক। দুনিয়া ও আখিরাতের এবং জান্নাতের সকল আনন্দ ও নিয়ামতই এর অন্তর্ভুক্ত। নিঃসন্দেহে আল্লাহর যে বান্দার সত্যিকারের ইস্তিগফার নসীব হয়েছে এবং বহুল পরিমাণে ইস্তিগফার নসীব হয়েছে, তিনি বড়ই ভাগ্যবান। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফযল ও করমে আমাদেরকেও তা নসীব করুন।

ইস্তিগফার গোটা উম্মতের জন্যে নিরাপত্তা স্বরূপ

উপরে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ে ইস্তিগফারের যে বরকত সমূহের কথা উল্লেখিত হয়েছে, তা ছিল ব্যক্তিগত পর্যায়ে অর্থাৎ তার সুফল ইস্তিগফারী ব্যক্তিরাই কেবল লাভ করবেন। পক্ষান্তরে নিম্নে বর্ণিত হাদীসের দ্বারা জানা যাবে যে, এই ব্যক্তিগত বরকত ছাড়াও ইস্তিগফারকারীদের ইস্তিগফারের এক বহু বড় এবং ব্যাপক বরকত এই যে, তা গোটা উম্মতের জন্যে ব্যাপক আযাব ও গযব থেকে নিরাপত্তা স্বরূপ এবং

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর গোটা উম্মত এরই ছায়াতলে অবস্থান করেছে।

২৭৯- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى أَمَانَيْنِ لَأُمَّتِي وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ فَإِذَا مَضَيْتُ تَرَكْتُ فِيهِمْ الْأِسْتِغْفَارَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رواه الترمذی)

২৯০. হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের জন্যে দু'টি নিরাপত্তা আমার প্রতি নাযিল করেছেন। (সূরা আনাফালে বলা হয়েছেঃ)

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.

“আল্লাহ তা'আলা এমনটি করবেন না যে, হে রাসূল, আপনি তাদের মধ্যে বিরাজমান থাকবেন আর আল্লাহ আযাব নাযিল করবেন; আর এমনটিও হতে পারে না যে, তারা ইস্তিগফার করতে থাকবে আর আল্লাহ তাদেরকে আযাবে লিপ্ত করবেন।”

(তিনি বলেন) : তারপর যখন আমি চলে যাব, তখন কিয়ামত পর্যন্ত কালের জন্যে তোমাদের মধ্যে (নিরাপত্তা ও রক্ষাকবচ স্বরূপ) ইস্তিগফার রেখে যাব।

-(জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : হাদীসে উক্ত আয়াতটি হচ্ছে সূরা আনফালের ৩৩ নং আয়াত যার উদ্ধৃতি হযুর (সা) দিয়েছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, উম্মতের আযাব থেকে রক্ষাকবচ হচ্ছে দু'টি স্বয়ং নবী করীম (সা) এর সত্তা- যতক্ষণ তিনি তাদের মধ্যে বিরাজমান থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত সাধারণভাবে ও ব্যাপকভাবে আযাব দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করা হবে না। দ্বিতীয় যে ব্যাপরটি তাদের রক্ষা কবচ ও নিরাপত্তা স্বরূপ কাজ করছে, তা হলো তাদের নিজেদের ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর দরবারে ইস্তিগফার ও কান্নাকাটি করতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত ব্যাপক আযাব ও গযব দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করা হবে না। দু'টি রক্ষা কবচের একটি থেকে উম্মত হযুর (সা)-এর ইস্তিকালের সাথে সাথে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে আর দ্বিতীয় রক্ষাকবচটি- যা তাঁরই বদৌলতে উম্মত লাভ করেছে অর্থাৎ ইস্তিগফার কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। উম্মত চরম বে-আমলী বদ-আমলীতে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত অক্ষত

ও নিরাপদে বেঁচে রয়েছে, ধ্বংস হয়ে যায়নি, তার মূলে এই ইস্তিগফারকারী বান্দাদের ইস্তিগফারেরই বরকতে।

তাওবা-ইস্তিগফার দ্বারা আল্লাহ কতটুকু খুশি হন

তাওবা-ইস্তিগফার সংক্রান্ত হাদীসসমূহের সিলসিলা নিম্নলিখিত হাদীস দ্বারাই সমাপ্ত করা হচ্ছে, যা সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমের এক বিরাট সংখ্যক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে এবং যাতে রাসূলুল্লাহ (সা) তওবাকারীদেরকে সেই সুসংবাদ শুনিয়েছেন, যা অন্যান্য বড় বড় আমলের ব্যাপারেও শুনাননি। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার রহমতের শান উপলব্ধির জন্যে এই একখানি মাত্র হাদীস হলেও তাই যথেষ্ট হতো। সত্য কথা হলো, এই কয়েক ছত্রের হাদীসখানা মা'রিফতের একটা গোটা দফতর স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বোধশক্তি ও একীকরণ করুন।

২৭৯- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلَّهِ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي أَرْضٍ دَوِيَّةٍ مُهْلِكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ فَطَلَبَهَا حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ فَنَامَ حَتَّى أَمُوتَ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ عَلَيْهَا زَادُهُ وَشَرَابُهُ فَقَالَ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ (رواه البخاری ومسلم)

২৯১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম, আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দার তাওবা দ্বারা তার চাইতে বেশি খুশি হননি যে ব্যক্তি (তার সফরে) কোন বিজন ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কুল প্রান্তরে গিয়ে উপনীত হয়েছে, সাথে আছে কেবল তার উটনীটি- তার উপর আহাৰ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি। তার পর সে সেখানে মাথারেখে শুয়ে পড়লো। তার নিন্দা এসে গেল। তারপর যখন চোখ খুললো তখন দেখতে পেলো যে, উটনীটি

(সমস্ত সামান্য সহ) গায়েব। তারপর সে তা খুঁজতে খুঁজতে খরতাপ পিপাসা ইত্যাদিতে এতই কাতর হয়ে পড়লো যে, তার প্রাণান্তকর অবস্থা হলো। তখন সে ভাবলো (এখন আমার জন্যে এটাই উত্তম হবে যে,) আমি আমার পূর্বের স্থানে গিয়ে শুয়ে পড়ি এবং আমৃত্যু সেখানেই নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকি। তখন সে বাহর উপর মাথা রেখে মৃত্যুর উদ্দেশ্যে শুয়ে পড়ে। তারপর যখন চোখ খুললো তখন দেখতে পেলো যে, তার উটনীটি তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে। তার উপর তার আহাৰ্য পানীয় সবকিছুই ঠিক ঠাক ভাবে রয়েছে। এ ব্যক্তিটি তার হারানো উটনীটি দ্রব্যসম্ভারসহ পেয়ে যে পরিমাণ খুশি হবে, আল্লাহর কসম, মু'মিন বান্দার তাওবা করায় আল্লাহ তার চাইতে বেশি খুশি হয়ে থাকেন।

— (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : ঐ বেদুইন মুসাফিরের কথাটা একটু চিন্তা করুন তো, যে একা তার উটনীটিকে সঙ্গে নিয়ে গোটা পাথের ও সফর কালের আহাৰ্য পানীয় উটনীর পিঠো তুলে নিয়ে দূর দরাজের এমন সফরে বেরিয়েছে, যে পথে কোথাও দানাপানি পাওয়ার কোনই আশা নেই। তার পর সফর কালেই কোন এক দুপুরে কোন এক গাছের ছায়াতলে একটু শুয়ে পড়তেই সে ক্লান্ত-শান্ত মুসাফির নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। একটু পরে চোখ খুলতেই সে মুসাফির কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে দেখলো যে, উটনীটি সব কিছু নিয়ে নিরুদ্ধেশ। তারপর সে উটনীটির খোঁজে ছুটাছুটি করে এমনি ক্লান্ত-শান্ত-পিপাসার্ত এবং খরতাপে কাতর হয়ে পড়লো যে, তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠলো। সে বেচারা ভাবলো যে, এরূপ বিজন-বিভূঁইয়ে তরলতা হীন প্রান্তরে মৃত্যুই বুঝি তার ভাগ্যলিপি। তাই সেই ছায়ায় গিয়ে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে এবং মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছে। এ অবস্থায় পুনরায় সে নিদ্রাভিত্ত হয়ে পড়লো। তার পর চোখ খুলতেই দেখে, তার উটনীটি সকল দ্রব্যসম্ভার নিয়ে তার মাথার উপর খাড়া।

একটু ভেবে দেখুন তো, পলাতক ও হারিয়ে যাওয়া যে উটনীটিকে হারিয়ে যে বেদুইন মরতে বসেছিল, সে উটনীটি অপ্রত্যাশিত ভাবে পুনরায় ফিরে আসায় সে বেদুইনটি কী পরিমাণ খুশি হতে পারে! পরম সত্যবাদী এবং সত্যবাদীতার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত নবী করীম (সা) হাদীসে পাকে আল্লাহর কসম খেয়ে বলছেন, আল্লাহর শপথ, বান্দা যখন গুনাহর পর আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, সাক্ষদেলে তাওবা ইস্তিগফার করে তখন রহীম ও করীম আল্লাহ তার চাইতেও অধিক খুশি হন যতটুকু খুশি ঐ পলাতক উটনীটির ফিরে আসায় ঐ বেদুইনটি হতে পারে।

প্রায় একই রিওয়াযাত সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত ইব্ন মাসউদ ছাড়াও হযরত আনাস (রা) কর্তৃকও বর্ণিত হয়েছে এবং সহীহ মুসলিমে এ মহাপুরুষদ্বয় ছাড়াও হযরত আবু হুরায়রা, হযরত নু'মান ইব্ন বশীর এবং হযরত

বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকেও অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে। বরং হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণনায় এতটুকু বাড়তিও আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) ঐ বেদুইন মুসাফিরটির পরম খুশির অবস্থার বর্ণনা করে বলেন যে, উটনীটি এরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে ফিরে পাওয়ায় বেদুইনটি আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার অসীম দয়ার স্বীকারোক্তি করে বলতে চাচ্ছিল :

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ

“হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক আর আমি তোমারই বান্দা।” কিন্তু আনন্দের আতশয্যে তার রসনায় পর্যন্ত বিভ্রম দেখা দিল, সে বলে উঠলো :

اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ

“হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার প্রতিপালক।”

হযুর (সা) তার মতি বিভ্রমের সাফাই দিতে গিয়ে বললেন :

أَخْطَأُ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ

(আনন্দের আতশয্যে বেচারা ভুল করে বসেছে।^১)

নিঃসন্দেহে এ হাদীসে তাওবাকারী গুনাহগার বান্দাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্টির যে সুসংবাদ দিয়েছেন, তা জান্নাত এবং জান্নাতের সকল নিয়ামত থেকেও উত্তম। শায়খ ইবনুল কাইয়েম তাঁর ‘মাদারিজুস সালিকীন’ গ্রন্থে তাওবা ও ইস্তিগফার সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এ হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির ব্যাখ্যায় বড় চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন, যা পাঠ করে ঈমানী রুহ আনন্দে নেচে উঠে! নিম্নে তার কেবল সারাংশ তুলে ধরছি :

“আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে মানব জাতিকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন এবং পৃথিবীর তাবৎ বস্তু তাদের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। আর মানবকে তিনি সৃষ্টি করেছেন কেবল তাঁর মা'রিফত, আনুগত্য এবং ইবাদতের জন্যে। গোটা সৃষ্টি জগতকে তিনি মানুষের বশীভূত করে দিয়েছেন। এবং তাঁর ফেরেশতাগণকে পর্যন্ত তাদের সেবায় ও প্রহরায় নিয়োজিত করেছেন। তারপর তাদের হিদায়াত ও পথ প্রদর্শনের জন্যে কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন। নবুওত ও রিসালতের সিলসিলা জারী করেছেন। তারপর তাদেরই মধ্য থেকে কাউকে ‘খলীল’ (পরম বন্ধু) বানিয়েছেন, কাউকে ‘কলীম’ (তাঁর সাথে একান্তে আলাপকারী) বানিয়েছেন এবং অনেককে তাঁর

১. উলামা ও ফেকাহবিদগণ হযুর (সা)-এর এ বাণী থেকে বুঝেছেন যে, এরূপ বিভ্রমের ফলে যদি কারো মুখ দিয়ে কুফরী কালাম বেরিয়ে যায় তবে সে ফাকির হবে না। ফিকহ ও ফতোয়ার কিতাবাদিতে তা স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে।

বেলায়েত এবং নৈকট্য দানে ধন্য করেছেন এবং প্রধানতঃ মানব জাতির জন্যেই জান্নাত জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন।

মোদ্দা কথা, ইহলোকে পরলোকে এ বিশ্ব জগতে যা কিছু আছে এবং অনাগতকালে হবে, এ সবেরই কেন্দ্র কিন্তু হচ্ছে এ মানব জাতি। একে কেন্দ্র করেই সবকিছু আবর্তিত হচ্ছে। এ মানবই আমানতের বোঝা বহন করেছে। তারই জন্যে শরীয়ত নাযিল হয়েছে এবং ছাওয়াব ও আযাবও তারই জন্যেই। সুতরাং এ গোটা বিশ্বজাহানের আসল মকসুদ হচ্ছে এই মানব জাতি। আল্লাহ তাঁর নিজ কুদরতী হাতে তাকে বানিয়েছেন। তাতে তাঁর নিজ 'রুহ' নিষ্ক্ষেপ করেছেন। আপন ফেরেশতাদের দিয়ে তাকে সাজদা করিয়েছেন। তাকে সাজদা না করায় ইবলীসকে আপন দরবারে থেকে বিতাড়িত করেছেন এবং আল্লাহ তাকে তার শত্রু বলে ঘোষণা করেছেন। এসব এজন্যে যে, ঐ স্রষ্টা কেবল মানুষের মধ্যেই এ যোগ্যতা রেখেছেন যে, সে একটি যমীনী ও জড় পদার্থ থেকে সৃষ্ট মাখলুক হওয়া সত্ত্বেও নিজের স্রষ্টা ও প্রতিপালকের (যিনি গোপন থেকে গোপনতর এবং গায়েব থেকে গায়েবতর হওয়া সত্ত্বেও) উচ্চতর মা'রিফত হাসিল করার এবং তাঁর রহস্যাবলী ও কৌশলাদি সম্পর্কে অভিজ্ঞান হাসিল করতে পারে। তাঁকে ভালবাসতে এবং তাঁর আনুগত্য করতে পারে। তাঁর উদ্দেশ্যে নিজের পরম প্রিয় বস্তু কুরবানী করতে ও বিসর্জন দিতে পারে। তাঁর খাস রহমত ও অগণিত দানের যোগ্যতা অর্জন করে তাঁর অনন্ত অসীম করুণায় সিক্ত হতে পারে। আর সেই বদান্যশীল প্রভু যেহেতু নিজ গুণেই রহীম বা পরম দয়াময়। দয়া ও বদান্যতা তাঁর স্বকীয় গুণ (যেভাবে মমতা মায়ের অনন্য গুণ) এজন্যে আপন বিশ্বস্ত ও সংকর্মশীল বান্দাদের ইনাম ইহসান দিয়ে ধন্য করা, এবং আপন দানে তাদের ঝুলি ভরে দিয়ে সন্তুষ্টি ও তৃপ্তি লাভ করা তার তেমনি অনন্য বৈশিষ্ট্য, যেমনটি মমতাময়ী মায়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিজ সন্তানকে দুঃখদান করা তাকে নাইয়ে ধুইয়ে দিয়ে উত্তম কাপড় চোপড় পরিয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করা।

এখন বান্দা যদি তার চরম দুর্ভাগ্যের দরুন আপন স্রষ্টা প্রতিপালকের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার পথ ছেড়ে দিয়ে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার পথ বেছে নেয় এবং তাঁর দুশমন ও বিদ্রোহী শয়তানের বাহিনী এবং তার অনুসারীদের দলে ভিড়ে যায় এবং পরম বদান্যশীল প্রভু পরোয়ারদিগারের রহমত, দয়া-দাক্ষিণ্য ও সৃষ্টি-বাৎসল্যকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার পরিবর্তে তাঁর গযব ও কহরকেই উসকিয়ে দিতে শুরু করে, তাহলে তাঁর (অনন্য) গযব কহর ও অসন্তুষ্টির আগুন প্রজ্বলিত হবে, তা বলাই বাহুল্য যেমনটি ক্রোধের সঞ্চর হয়ে থাকে অবাধ্য ও অধম অভাগা দুষ্কৃতকারী সন্তানের বিরুদ্ধে মমতাময়ী মায়ের মনে। তারপর যদি সে বান্দার নিজ ভুল-ত্রুটির চেতনা-অনুভূতি জাগ্রত হয় এবং সে অনুভব করতে সমর্থ হয় যে, আমি আমার

মালিক মওলা ও প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করে নিজেকে ও নিজের ভবিষ্যতকে ধ্বংস করে দিয়েছি, আর তাঁর রহমত ও বদান্যশীলতা ছাড়া আমার বাঁচার আর কোন পথই নেই, তারপর লজ্জিত-অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা ও দয়ার প্রার্থী হয়ে তাঁর রহমত ও বদান্যশীলতার দরবারের দিকে রুজু হয়, সাচ্চা দেলে তাওবা করে মিনতি ও কান্নাকাটি করে ক্ষমা প্রার্থনা করে, ভবিষ্যতে বাধ্য ও অনুগত হয়ে চলার অঙ্গীকার করে, তাহলে আশা করা যেতে পারে যে, মায়ের চাইতে হাজার হাজার গুণ বেশি করুণা ও বাৎসল্যের অধিকারী প্রতিপালক যিনি বান্দাকে করুণা ও রহমত বর্ষণ করে এত আনন্দিত-উল্লসিত হন, যতটুকু আনন্দিত-উল্লসিত স্বয়ং মুখাপেক্ষী বান্দা তা পেয়ে হয় না, তাহলে চিন্তা করা যেতে পারে যে, এমন করুণাময় বদান্যশীল প্রভু পরোয়ারদিগার তাঁর সে বান্দার তাওবা ও রুজু করায় কতটুকু আনন্দিত-উল্লসিত হতে পারেন।”

শায়খ ইবনুল কাইয়েম তার চাইতে অনেক বিশদভাবে এ ব্যাপারটি আলোচনা করে উপসংহারে কোন এক আল্লাহওয়ালা আরিফ বুয়ুর্গের ঘটনা লিখেছেন, যিনি শয়তানের প্ররোচনায় বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েছিলেন এবং পাপের রোগজীবাণু তাঁর অন্তরকে ও কলুষিত-রোগগ্রস্ত করে ফেলেছিল। তিনি লিখেন :

সেই দরবেশ একটি গলিপথ অতিক্রম করছিলেন। এমন সময় তিনি একটি দরজা খোলা দেখতে পান। একটি শিশু কাঁদতে কাঁদতে সে দরজা দিয়ে বের হলো। সে বের হতেই তার মা ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। শিশুটি এভাবে কাঁদতে কাঁদতে কিছুদূর অগ্রসর হলো। কিন্তু কিছু দূর গিয়েই সে এক স্থানে থমকে দাঁড়ালো। সে তখন ভাবলো- বাপমার ঘর ছেড়ে আমি যাবোই বা কোথায়? একথা ভেবে সে ব্যথা ভারাক্রান্ত মনে ঘরের দিকে ফিরে এলো এবং দরজা ভিতর থেকে বন্ধ দেখে দরজার চৌকাঠে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। এ অবস্থায়ই সে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। তারপর তার মা এসে দরজা খুলে এ অবস্থায় তাকে শায়িত দেখে তার মনও ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। তার করুণা সিন্ধু উথলে উঠলো। তার চোখে অশ্রুর বন্যা দেখা দিল। সে তার সন্তানকে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলো। তাকে সোহাগ করতে করতে বলতে লাগলো-

বৎস, তুই দেখলি তো, আমি ছাড়া তোর জন্যে আর কে আছে? তুই অবাধ্যতা ও মূর্থতার পথ বেছে নিয়ে আমার মনে কষ্ট দিয়ে আমাকে এমনি রাগান্বিত ও ক্রুদ্ধমূর্তি করলে, যেমনটি তোর জন্যে আমার স্বভাবজাত ভাবে থাকার কথা ছিল না। আমার স্বভাবধর্মের তাগিদ তো হলো তোকে আদর-সোহাগ করা। তোর আরাম-

আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা। তোর সর্বপ্রকার মঙ্গল কামনা করা। আমার যা কিছু সব তো তোর জন্যেই।

সেই দরবেশ এ সব দেখলেন। তিনি তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলেন।

এ কাহিনী সম্পর্কে চিন্তা করার সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ বাণীটি সম্মুখে রাখুন যাতে তিনি বলেছেন : **اللَّهُ أَرْحَمُ لِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بَوْلِدِهَا**

“আল্লাহর কসম, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার প্রতি অধিকতর স্নেহ মমতাসীল- যতটুকু এ মা তার এ সন্তানের প্রতি।”

কত অভাগা ও বঞ্চিতই না এসব বান্দা, যারা না-ফরমানী ও পাপাচারের পথ বেছে নিয়ে রহীম ও করীম পরম দয়ালু ও পরম বদান্যশীল প্রভু পরোয়ারদিগারের রহমত থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছে এবং তাঁর গবয় ও কহরকেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছে! উসকিয়ে দিচ্ছে! অথচ তাওবার দরজা তাদের জন্যে সতত উন্মুক্ত! সেদিকে অগ্রসর হয়ে তারা সেই করুণাময় আল্লাহ তা'আলার আদর-সোহাগ লাভ করতে পারে- যাঁর আদর-সোহাগ ও করুণার সম্মুখে মায়ের আদর সোহাগ ও করুণা কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলা এ হাকীকত অনুধাবনের তাওফীক দান করুন এবং সে একীন বিশ্বাস আমাদের অন্তরে দান করুন!

يَا غَفَّارُ اغْفِرْ لِي يَا تَوَّابُ تَبَّ عَلَىَّ يَا رَحْمَنُ ارْحَمْنِي يَا رَوْفُ ارْوَفْ بِي يَا عَفُوُّ اَعْفُ عَنِّي يَا رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَطَوَّقْنِي حُسْنُ عِبَادَتِكَ

হে ক্ষমাশীল! আমায় ক্ষমা কর। হে তাওবা কবূলকারী! আমার তাওবা কবূল কর। হে দয়াময়! আমায় দয়া কর। হে মেহেরবান! আমায় মেহেরবানী কর। হে ক্ষমাশীল! আমায় ক্ষমা কর। হে পালনকর্তা! আমার প্রতি তুমি যে নিয়ামত দান করেছে, আমাকে তার শুকরিয়া আদায় করার শক্তি দাও এবং সুন্দরভাবে তোমার ইবাদত করার ক্ষমতা আমাকে দান কর।

১. এটা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণিত একটি হাদীসের অংশ। তাতে আছে, জনৈকা মহিলা উম্মাদের মত আর সন্তানকে কোলে নিয়ে বারবার তাকে চুমু খাচ্ছিলো। দুধ পান করচ্ছিল। দর্শকমাত্র তার এ সন্তান বাৎসল্য ও উতলাভাব দেখে অভিভূত হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন : “আল্লাহর কসম, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার প্রতি অধিকতর সদয়, যতটুকু না এ মহিলাটি তার সন্তানের প্রতি সদয়।”

দরুদ ও সালাম

সালাত ও সালাম তথা দরুদ শরীফ এক প্রকার সর্বোত্তম ও সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন দু'আ, যা আল্লাহ পাকের দরবারে গিয়ে থাকে এবং যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্তার সাথে ঈমানী সম্পর্ক এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার অভিব্যক্তিস্বরূপ তাঁর জন্যে করা হয়ে থাকে। এর আদেশ স্বয়ং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পাক কুরআনে ঘোষিত হয়েছে :

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (الاحزاب)

এ আয়াতে ঈমানদারদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, তারা যেন আল্লাহর রাসূলের প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ করে। (আর এটাই হচ্ছে আয়াতের আসল প্রতিপাদ্য।) এ সম্বোধন ও আদেশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা এবং এতে জোর দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভূমিকা স্বরূপ বলা হয়েছে :

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ

অর্থাৎ নবীর প্রতি সালাত (যার নির্দেশ তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে) আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর পবিত্র ফিরিশতাকুলের আচরিত অভ্যাস, তোমরাও একে তোমাদের অভ্যাসে পরিণত করে এই প্রিয় ও মুবারক আমলে শরীফ হয়ে যাও!

আদেশে দান ও সম্বোধনের এ ভঙ্গিটি কুরআনে পাকে কেবল মাত্র সালাত ও সালামের ক্ষেত্রেই অবলম্বন করা হয়েছে। অন্য কোন আমলের ব্যাপারেই এরূপ বলা হয়নি যে, স্বয়ং আল্লাহ এবং তাঁর ফিরিশতাগণ এরূপ করে থাকেন, সুতরাং তোমরাও এমনটি করবে। নিঃসন্দেহে এটা সালাত ও সালামের অনন্য বৈশিষ্ট্য—এটা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মকামে-মহবুবিতের অন্যতম বৈশিষ্ট্যও বটে।

নবীর প্রতি সালাতের মর্ম এবং একটি সন্দেহ নিরসন

সূরা আহযাবের উক্ত আয়াতের দ্বারা অনেকের মনে একটা খটকা লেগে যায় যে, উক্ত আয়াতে আল্লাহ ও ফিরিশতাদের বেলায়ও সালাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আবার মু'মিন বান্দাদের বেলায়ও ঐ একই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ হাকীকতের দিক থেকে আল্লাহ ফিরিশতাকুল এবং মু'মিন বান্দাদের আমল নিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকবে।

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি যে 'সালাত'—যাকে এ আয়াতে ফিরিশতাদের সাথেও সম্পৃক্ত করে يُصَلُّونَ (তাঁরা সকলে সালাত প্রেরণ করেন) বলা হয়েছে এবং সকলের আমলকেই এক শব্দে 'সালাত' বলা হয়েছে, তা তো কোনক্রমেই মু'মিনদেরও আমল হতে পারে না। অনুরূপ, ঈমানদার বান্দাদেরকে صَلُّوا বলে যে 'সালাত'-এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা' কখনো স্বয়ং আল্লাহর কাজ হতে পারে না।

এ সন্দেহ ভঞ্নের উদ্দেশ্যে প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, সালাত শব্দটিকে যখন যার দিকে সম্পৃক্ত বা সম্বোধিত করা হয়, তখন তার হিসাবে তার অর্থ হয়ে থাকে। যখন আল্লাহর দিকে এ শব্দটিকে সম্পৃক্ত করা হয়, তখন তার অর্থ হয় রহমত বর্ষণ করা, আর যখন ফিরিশতাকুল এবং মু'মিনদের সাথে তা সম্পৃক্ত হয়। তখন তার অর্থ হয় আল্লাহর দরবারে রহমত বর্ষণের দু'আ করা। কিন্তু বিস্তৃত কথ্য হলো, সালাত শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। সম্মানিত করা, প্রশংসা করা, মর্যাদা সমুন্নত করা। প্রীতি বাৎসল্য, বরকত-রহমত, স্নেহ-সোহাগ করা, সদিচ্ছা, নেক দু'আ বা আশীর্বাদ করা এ সব অর্থেই সালাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এজন্যে তা আল্লাহ, ফিরিশতাকুল এবং মু'মিন বান্দাদের সকলের পক্ষ থেকেই সমভাবে হতে পারে। অবশ্য, এটুকু পার্থক্য থাকবে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে 'সালাত' তাঁর উচ্চ শান অনুযায়ীই হবে। ফিরিশতাগণের 'সালাত' হবে তাঁদের মর্যাদা অনুপাতে এবং মু'মিন বান্দাদের সালাত হতে তাঁদের নিজেদের মর্যাদা অনুপাতে।

সে হিসাবে এ আয়াতের অর্থ দাঁড়াচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর প্রতি অত্যন্ত সদয় ও প্রসন্ন, তাঁর আদর-সোহাগ অহরহ তাঁর প্রতি বর্ষিত হচ্ছে। তিনি তাঁর প্রশংসায় মুখর এবং উচ্চ থেকে উচ্চতর মর্যাদায় তিনি তাঁকে আসীন করতে যত্নবান। ফিরিশতাগণও তাঁকে অত্যন্ত সম্মান-সমীহ করে থাকেন। তাঁর প্রশংসা ও স্তব-স্তুতিতে তাঁরাও পঞ্চমুখ। সতত তাঁরা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আয়রত। সুতরাং হে মু'মিন বান্দারা! তোমরাও অনুরূপ কর! সর্বদা আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁর জন্যে স্নেহ-বাৎসল্য, মর্যাদাবৃদ্ধি, মকামে মাহমুদে আসীন করা এবং গোটা বিশ্বের ইমামত, তাঁর সীমাহীন কবুলিয়াত এবং শাফা'আতের দু'আ করে তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ কর!

সালাত ও সালামের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব

এ আয়াতে যে শানদার ভূমিকা দিয়ে যে গুরুত্ব সহকারে ঈমানদারগণকে সালাত ও সালামের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা থেকেই এর গুরুত্ব এ মাহাত্ম্য এবং আল্লাহর কাছে তা অত্যন্ত প্রিয় আমল হওয়াটা সুস্পষ্ট। পরবর্তী হাদীসগুলো দ্বারা জানা যাবে যে, ঈমানদার বান্দাদের জন্যে তাতে কতটুকু খায়র-বরকত ও রহমত নিহিত রয়েছে।

সালাত ও সালাম সম্পর্কে ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের বিভিন্ন মসলকে

গোটা মুসলিম জাতির ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ প্রায় একমত্য পোষণ করেন যে, সূরা আহযারের উক্ত আয়াতের নির্দেশ অনুসারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণ প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয। ইমাম শাফেয়ী এবং এক রিওয়ায়াত অনুসারে ঈমান আহমদও বলেন, প্রত্যেক সালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহুদদের পর দরুদ পাঠ ওয়াজিব। তা না করলে সালাত আদায় হবে না। কিন্তু ইমাম মালিক, ইমাম আবু হানীফা এবং অধিকাংশ ফকীহগণের অভিমত হলো, শেষ বৈঠক তো নিঃসন্দেহে ওয়াজিব, যাতে প্রাসঙ্গিকভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর দরুদ-সালামও এসে যায়। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে দরুদ শরীফ পাঠ ফরয বা ওয়াজিব নয়, বরং তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বরকতপূর্ণ সুন্নত-যা ছুটে গেলে সালাতে অনেক কমতি ও অপূর্ণতা রয়ে যায়। কিন্তু এ মতদ্বৈততা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে প্রায় সকলেই একমত্য পোষণ করেন যে, উক্ত আয়াতের নির্দেশ অনুসারে প্রতিটি মুসলমানের উপর ব্যক্তিগতভাবে সালাত ও সালাম প্রেরণ ফরযে আইন, যেমনটি তাঁর রিসালাতের সত্যতার সাক্ষ্যদান ওয়াজিব-যার জন্যে কোন নির্দিষ্ট সময় বা সংখ্যার বাধ্যবাধকতা নেই। এর সর্ব নিম্ন স্তর হচ্ছে অন্তত জীবনে একবার তা করতে হবে এবং তার উপর কায়ম থাকতে হবে।

পরবর্তীতে হাদীস আসছে-যদ্বারা জানা যাবে যে, যখনই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নাম বা প্রসঙ্গ আসবে তখনই অতি অবশ্য তাঁর প্রতি দরুদ পাঠ করতে হবে। এ ব্যাপারে অবহেলাকারীর প্রতি কঠোর সতর্কবাণীর কথাও বর্ণিত হবে। এসব হাদীসের ভিত্তিতে অনেক ফকীহর অভিমত হচ্ছে, যখনই কেউ হুযুর পাক (সা)-এর উল্লেখ করবেন বা অন্য কারো মুখে তাঁর নাম শুনবেন তখন তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণ ওয়াজিব। একটি অভিমত হলো একই মজলিসে যদি বারবার তাঁর নাম উচ্চারিত হয় বা তাঁর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, তখন প্রতিবারই তাঁর প্রতি দরুদ পাঠ ওয়াজিব হবে। অন্য এক অভিমত হচ্ছে, প্রথমবার দরুদ পাঠ ওয়াজিব এবং পরবর্তী প্রতিবার দরুদ পাঠ মুস্তাহার। মুহাক্কিক আলিমগণ এ অভিমতই গ্রহণ করেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

দরুদ শরীফের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তা'আলা যেভাবে আমাদের জড়জগতে ফলফুলের ভিন্ন ভিন্ন রংরূপ দান করেছেন এবং এগুলোর ভিন্ন ভিন্ন সুবাস দিয়েছেন : (ফার্সী কবির ভাষায় : *یرگله رانگ وبوئے دیگر است*) অনুরূপ বিভিন্ন ইবাদত, যিকর ও দু'আর ভিন্ন ভিন্ন খাসিয়াত (বৈশিষ্ট্য) ও বরকত রেখেছেন। দরুদ শরীফের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে খালিস অন্তরে বহুল পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠে আল্লাহর খাস রহমতের দৃষ্টি, রাসূলুল্লাহ (স)-এর রুহানী নৈকট্য এবং তাঁর বিশেষ অনুরাগ লাভের এটি হচ্ছে সবচাইতে খাস ওসীলা। পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে উল্লিখিত হাদীসগুলো দ্বারা এটাও জানা যাবে যে প্রত্যেকটি উম্মতের দরুদ ও সালাম তার নামধামসহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছানো হয়ে থাকে। এ জন্যে ফিরিশতাদের রীতিমত একটি বিভাগ রয়েছে।

একটু চিন্তা করুন, আপনি যদি জানতে পারেন, আল্লাহর অমুক বান্দা আপনার জন্যে এবং আপনার পরিবার-পরিজনের জন্যে অহরহ নেক দু'আ করে থাকে। সে তার নিজের জন্যে ততটুকু দু'আ করে না, যতটুকু আপনার জন্যে করে থাকে এবং এটা তার অত্যন্ত প্রিয় কাজ, তাহলে আপনার অন্তরে তার জন্যে কতটুকু ভালবাসা এবং তার মঙ্গল কামনার উদ্বেক হতে পারে। তারপর যখনই আল্লাহর ঐ বান্দা আপনার সম্মুখে আসবে বা আপনার সাথে দেখা করবে, তখন আপনি তার সাথে কী আচরণ করবেন ?

এ উপমা দ্বারা বুঝা যেতে পারে যে, আল্লাহর যে বান্দা ঈমান ও ইখলাস সহকারে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি বহুলভাবে দরুদ ও সালাম পাঠ করবে, তার প্রতি তিনি কতটুকু প্রসন্ন থাকবেন এবং কিয়ামতের দিন তার সাথে তাঁর কী কায়কারবার হবে ? আল্লাহর নিকট রাসূলুল্লাহ (স)-এর যে মর্যাদার আসন রয়েছে, সে দিকে লক্ষ্য রেখে একটু অনুমান করুন তো, এ বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলা কতটুকু প্রসন্ন থাকবেন এবং তার প্রতি তিনি কতটুকু সদয় থাকবেন।

দরুদ ও সালামের উদ্দেশ্য

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দরুদ ও সালাম বাহ্যত রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্যে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ হলেও যেভাবে অন্যদের জন্যে দু'আ তাদের উপকারার্থে করা হয়ে থাকে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি দু'আর উদ্দেশ্য সেরূপ তাঁকে উপকৃত করা থাকে না। আমাদের দু'আর তাঁর আদৌ কোন প্রয়োজন বা মুখাপেক্ষিতা নেই, গরীব-মিসকীনদের হাদিয়া-তুহফার বাদশাহদের কী প্রয়োজন! বরং আল্লাহ তা'আলার যেমন আমাদের বান্দাদের উপর হক হচ্ছে ইবাদত ও স্তব-স্তুতির দ্বারা নিজেদের আবদিয়াত এবং উবুদিয়াত বা দাসত্বের নয়রানা তাঁর হুযুরে পেশ করা,

এতে আল্লাহর নিজের কোন ফায়দা নেই, বরং তা আমাদের নিজেদেরই ঠেকা! আর এর ফায়দা আমরা নিজেরাই পেয়ে থাকি। অনুরূপ রাসূলুল্লাহ (স)-এর কৃতিত্ব ও কামালাত, তাঁর পয়গম্বরসুলভ খিদমতসমূহ এবং উম্মতের প্রতি তাঁর ইহসানসমূহের প্রেক্ষিতে তাঁর হক হচ্ছে উম্মত তাদের আনুগত্য, নিয়ামন্দী ও কৃতজ্ঞতার হাদিয়া-নয়রানা স্বরূপ দরুদ ও সালাম প্রেরণ করবে। আর যেমনটি উপরে বলা হয়েছে, এর দ্বারা তাঁর উপকার সাধন উদ্দিষ্ট নয় বরং নিজেদেরই উপকার সাধন তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি, আখিরাতে হাওয়াব, তাঁর মহান রাসূলের রুহানী নৈকট্য এবং তাঁর খাস সদয় দৃষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই দরুদ ও সালাম পাঠ করা হয়ে থাকে। দরুদ পাঠকারীর আসল উদ্দিষ্ট থাকে তাই।

আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দয়াই বলতে হবে যে, তিনি আমাদের দরুদ ও সালামের হাদিয়াটুকু ফিরিশতাদের মাধ্যমে তাঁর রাসূলের খিদমতে পৌঁছিয়ে দেন এবং অনেকের সালাম কবর মুবারকে সরাসরি তাঁকে শুনিয়েও দিয়ে থাকেন। (যেমনটি পরবর্তী হাদীসসমূহ থেকে জানা যাবে।) উপরন্তু আমাদের সালাত ও সালামের অনুপাতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি তাঁর দান এবং হুযুর (স)-এর দর্জা বৃদ্ধিও করে থাকেন।

দরুদ ও সালামের খাস হিকমত

আখিয়ায়ে কিরাম বিশেষতঃ সাইয়েদুল আখিয়া (স)-এর খিদমতে ভক্তি-শ্রদ্ধা, মহব্বত, বিশ্বস্ততা ও কৃতজ্ঞতা মিশ্রিত হাদিয়াস্বরূপ দরুদ ও সালাম প্রেরণের তরীকা নির্ধারণ করার সবচাইতে বড় হিকমত হচ্ছে এই যে, এর দ্বারা শিরকের মূলোচ্ছেদ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলার পরেই সর্বাধিক সম্মানিত ও পবিত্র সত্তার অধিকারী হচ্ছেন এই আখিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম। তাঁদের মধ্যেও সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী হচ্ছেন খাতামুন নারিয়ীন সাইয়েদিনা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (স)। যখন তাঁর ব্যাপারেই এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর প্রতি সালাম ও দরুদ প্রেরণ করতে হবে, (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁর জন্যে বিশেষ রহমত ও নিরাপত্তার দু'আ করতে হবে) তাতে বুঝা গেল যে, তিনিও আল্লাহ তা'আলার রহমত ও সদয় দৃষ্টির মুখাপেক্ষী আর তাঁর হক ও উচ্চতম মর্যাদার দাবি হচ্ছে তাঁর জন্যে আল্লাহ তা'আলার দরবারে উঁচু থেকে উঁচুতর দু'আ করতে হবে। তারপর শিরকের আর কোন অবকাশই থাকে না। পরম দয়াময় ও বদান্যশীল আল্লাহ তা'আলার কত বড় দয়া ও বদান্যতা যে, তাঁর এ হুকুম আমার-বান্দা ও উম্মতীদেরকে নবী রাসূলদের, বিশেষত সাইয়েদুল আখিয়া বা নবীকূল শিরোমণির জন্যে দু'আকারী বানিয়ে দিয়েছে। যে বান্দা এমন পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারীদের জন্যে দু'আ করে, সে কী করে অন্য মাখলুকের পূজারী হতে পারে ?

হাদীসে দরুদ ও সালামের প্রতি উৎসাহ দান
এবং তার ফাযায়েল ও বরকতসমূহ

এ ভূমিকাটির পর এবার সে হাদীসগুলো পাঠ করুন, যেগুলোতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর দরুদ পাঠের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং দরুদের ফযীলত ও বরকতের কথা বর্ণিত হয়েছে।

২৭২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرًا (رواه مسلم)

২৯২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি একবার আমার প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশবার সালাম বর্ষণ করেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : উপরে বলা হয়েছে যে, সালাত অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি ও বিশেষ দানকে যেমন সালাত বলা হয়ে থাকে, তেমনি ঈমানদার বান্দাদের প্রতি সাধারণভাবে তাঁর যে রহমত ও করুণা বর্ষিত হয়ে থাকে, তার জন্যেও সালাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ জন্যে হাদীসে ঐ রহমত ও দানের ব্যাপারেও সালাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে-যা দরুদ ও সালামের বিনিময়ে মু'মিন বান্দাদের প্রতি বর্ষিত হয়ে থাকে। বলা হয়েছে : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا অর্থাৎ আল্লাহ তার প্রতি দশবার সালাত বর্ষণ করেন। বলাবাহুল্য, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আল্লাহর যে সালাত, অন্য যে কারো প্রতি বর্ষিত সালাতের তুলনায় এ দুই সালাতের পার্থক্য ততটুকুই হবে, যতটুকু পার্থক্য রয়েছে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) এবং ঐ মু'মিন বান্দার মর্যাদার মধ্যে।

পরবর্তী কোন কোন হাদীসের দ্বারা জানা যাবে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আমাদের বান্দাদের সালাত প্রেরণের অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলার নিকট সালাত প্রেরণের দু'আ করা।

এটাও বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একটি হাকীকত বা ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করাই কেবল এ হাদীসের উদ্দেশ্য নয়; বরং ঐ মুবারক ও বরকতপূর্ণ আমল (অর্থাৎ নবীর প্রতি দরুদ)-এর প্রতি উৎসাহিত করাই এর উদ্দেশ্য- যা আল্লাহ তা'আলার সালাত, তখন তাঁর খাস রহমত হাসিল করা এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রুহানী নৈকট্য লাভে ধন্য হওয়ার ওসীলাস্বরূপ। অনুরূপভাবে পরবর্তী আলোচ্য হাদীসগুলোর উদ্দেশ্যও তাই।

২৭৩- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَوةٍ وَاحِدَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ (رواه النسائي)

২৯৩. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি একবার আমার প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশবার সালাত প্রেরণ করেন তার দশটি পাপ মোচন হয় এবং তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটে। - (সুনানে নাসায়ী)

২৭৬- عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى مِنْ أُمْتِي صَلَوةٍ مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَرُفِعَتْ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكُتِبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَى عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ (رواه النسائي)

২৯৪. আবু বুরদা ইবন নিয়ার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমার উম্মতের যে কেউ অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে একবার আমার প্রতি সালাত প্রেরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশটি সালাত প্রেরণ করেন এবং এর বিনিময়ে তার দশটি স্তর উন্নীত করেন এবং তার জন্য দশটি নৈকি লিখে দেন এবং তার দশটি পাপ মোচন করেন। - (সুনানে নাসায়ী)

ব্যাখ্যা : হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত প্রথম হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি একবার দরুদ পাঠের জন্যে দশবার সালাত বর্ষণের কথাই বলা হয়েছে। হযরত আনাস (রা) বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসে দশবার সালাত বর্ষণের সাথে সাথে দশটি স্তর উন্নীত করার এবং দশটি পাপ মোচনের কথা বলা হয়েছে। হযরত আবু বুরদা ইবন নিয়ার বর্ণিত এ তৃতীয় হাদীসে উপরন্তু দশটি নৈকি দরুদ পাঠকারীর আমলনামায় লিখিত হওয়ার মুসাবাদও শুনানো হয়েছে। এ অধম লেখকের মতে, এটা একান্তই ইজমালী বর্ণনা ও তার ব্যাখ্যার তারতম্য। অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীসে যা বলা হয়েছে, তা প্রথামোক্ত হাদীসে ইজমালীভাবে বর্ণিত বক্তব্যের ব্যাখ্যা স্বরূপ। আল্লাহই সম্যক অবগত। তৃতীয়োক্ত হাদীস দ্বারা একথাও জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ বিনিময় লাভের জন্যে পূর্বশর্ত হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি এ সালাত ও সালাম হবে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে-অত্যন্ত খালিস অন্তরে।

২৭৫- عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّهُ جَاءَنِي جِبْرَائِيلُ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ أَمَا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّدٌ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا (رواه النسائي والدارمي)

২৯৫. হযরত আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) তশরীফ আনলেন, তাঁর মুখমন্ডল তখন অত্যন্ত প্রসন্ন। (তার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে) তিনি বললেন, আজ জিব্রাইল আমীন আসলেন এবং বললেন : আপনার প্রতিপালক বলছেন, হে মুহাম্মদ! একথা কি আপনাকে আনন্দিত করবে না যে, আপনার কোন উম্মতই এমন হবে না যে, সে আপনার প্রতি একবার সালাত প্রেরণ করবে অথচ আমি (আল্লাহ) তাঁর প্রতি দশবার সালাত বর্ষণ করব না। এবং আপনার কোন উম্মত এমন হবে না, যে আপনার প্রতি একবার সালাম প্রেরণ করবে অথচ আমি তার প্রতি দশবার সালাম প্রেরণ করবো না।

— (সুনানে নাসায়ী ও মুসনাদে দারেমী)

ব্যাখ্যা : কুরআনে পাকে আল্লাহ পাক বলেন :

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى

— “হে নবী! আপনার প্রতিপালক অচিরেই আপনাকে এতটুকু দান করবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।”

এ প্রতিশ্রুতির পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়ন তো হবে কিয়ামতের সময়; কিন্তু এটাও তার একটি কিস্তি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্মান এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন, এবং মাহবুবীয়তের এত উঁচু মকাম তাঁকে দান করেছেন যে, যে বান্দা তাঁর মহব্বত ও সম্মানে খালিস আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশটি সালাত ও সালাম প্রেরণের নীতি নিজের জন্যে বেছে নিয়েছেন। স্বয়ং জিব্রাইল আমীন মারফত তিনি এ সুসংবাদটি দিয়েছেন এবং প্রিয়ভঙ্গিতে তা দিয়েছেন :

إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ أَمَا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّدٌ

— (আপনার প্রতিপালক বলছেন, আপনি কি এতে সন্তুষ্ট নন হে মুহাম্মদ যে....)

আল্লাহ তা'আলা নসীবে রেখে থাকলে, এসব হাদীসের দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাহবুবীয়তের মকাম সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে।

২৭৬- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلَ نَخْلًا فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَدْ تَوَخَّاهُ قَالَ فَجِئْتُ أَنْظُرُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا لَكَ ؟ فَنَذَرْتُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنَّ جِبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي أَلَا أُبَشِّرُكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لَكَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَوةً صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ (رواه احمد)

২৯৬. হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) লোকালয় থেকে বের হয়ে একটি খেজুর বাগানে প্রবেশ করলেন এবং সিজদায় গিয়ে তা এত দীর্ঘ করলেন যে, আমার আশঙ্কা হলো, আল্লাহ তাঁর জান কবয করে নেননি তো! আমি তখন তাঁর নিকটবর্তী হয়ে গভীরভাবে দেখতে লাগলাম, এমন সময় তিনি তাঁর মাথা উঠালেন। তারপর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার কী হলো হে ? (অমন করে কী দেখছো ?) আমি বললাম, (দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত আপনার সিজদা থেকে মাথা না উঠানোর দরুণ) আমার সন্দেহ হয়, এ জন্যে আমি আপনাকে (গভীরভাবে) দেখছিলাম।

তখন তিনি বললেন, আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে, জিব্রাইল (আ) এসে আমাকে বললেন, আমি কি আপনাকে একটি সুসংবাদ শুনাবো না ? আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বলছেন : যে ব্যক্তি আপনার প্রতি সালাত প্রেরণ করবে আমিও তার প্রতি সালাত প্রেরণ করবো আর যে ব্যক্তি আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করবে আমিও তার পতি সালাম প্রেরণ করবো।

— (মুসনাদ আহমদ)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণকারীদের প্রতি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার সালাত ও সালাম বর্ষণের কথা বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু দশ সংখ্যার ওয়াদার এতে উল্লেখ নেই। কিন্তু এর আগে হযরত আবু তালহা বর্ণিত হাদীসের দ্বারা জানা যায় যে, হযরত জিব্রাইল (আ) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দশবার সালাত ও সালাম বর্ষণের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তারপর হয় রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই আর দশবারের কথা উল্লেখ করা জরুরী বিবেচনা করেননি, অথবা পরবর্তী কোন রাবী হাদীস বর্ণনাকালে তা বলতে ভুলে গিয়ে থাকবেন।

মুসনাদে আহমদে এ হাদীসের অন্য এক রিওয়াযাতে এটুকুও আছে। فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْرًا সূতরাং আমি শুকরিয়া স্বরূপ আল্লাহর দরবারে সিজাদ করলাম। ইমাম বায়হাকী হাদীসটি বর্ণনা করে মন্তব্য করেন : সিজদায়ে শুকর এর প্রমাণ স্বরূপ বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে আমার দৃষ্টিতে এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য হাদীস। আল্লাহই ভালো জানেন।

২৯৭. প্রায় সমার্থক একখানি হাদীস তাবারানী তাঁর নিজস্ব সনদে হযরত উমর (রা) থেকেও বর্ণনা করেন। তাতেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি অসাধারণ সিজদাহর উল্লেখ রয়েছে। তার শেষ অংশে আছে : সিজদা থেকে উঠে তিনি আমাকে বললেন :

إِنَّ جِبْرَيْلَ اتَّانِي فَقَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ

“জিব্রাইল আমার কাছে এসে এ পয়গাম পৌছালেন যে, আপনার যে উম্মতই আপনার প্রতি একবার সালাত প্রেরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশবার সালাত বর্ষণ করবেন এবং এর দ্বারা তার মর্যাদা দশটি স্তর উন্নীত করবেন।”

এসব হাদীসের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য হচ্ছে উম্মতীদেরকে একথা জানান যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সালাত ও সালামের 'তোহফা' এবং তাঁর অফুরন্ত রহমত লাভের একটি অতি কার্যকরী এবং সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ। আল্লাহ তা'আলা এক একবারের সালাত ও সালামের বিনিময়ে দশ দশবার সালাত ও সালাম বর্ষণ করেন এবং দশটি করে মর্যাদার স্তর উন্নীত করে দেন। আমলনামা থেকে দশটি গুনাহ মোচন করে দেন এবং দশটি করে নেকি লিখে দেন। উদাহরণ স্বরূপ কোন ব্যক্তি যদি প্রত্যহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি কেবল একশ' বার করে দরুদ শরীফ পাঠ করে, তাহলে হাদীসসমূহ প্রদত্ত সুসংবাদ অনুসারে (যা এক দু'জন নয়, অনেক অনেক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত এবং সিহাহ, সুনান ও মুসনদ জাতীয় প্রায় সঙ্কলনসমূহে বিশ্বস্ত রাবীগণের মাধ্যমে বর্ণিত ও উদ্ধৃত) তার প্রতি আল্লাহ তা'আলা এক হাজার সালাত ও রহমত বর্ষণ করেন। তার মর্যাদার এক হাজার স্তর উন্নীত হয়। তার আমলনামা থেকে এক হাজার গুনাহ মোচন করা হয় এবং তার স্থলে এক হাজার নেকি লিখিত হয়। আল্লাহ আকবর! কতই না শস্তা অথচ উপকারী সওদা! কতই না ক্ষতিগ্রস্ত ও হতাভাগ্য ঐ সব ব্যক্তি, যারা ঐ সৌভাগ্য এবং উপার্জন থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত রাখলো। আল্লাহ তা'আলা একীভূত নসীব করুন এবং আমলের তাওফীক দান করুন।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উল্লেখ কালে দরুদের ব্যাপারে গাফেল ব্যক্তিদের বঞ্চনা

২৭৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى وَرْغِمَ أَنْفٍ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرْغِمَ أَنْفٍ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ (رواه الترمذی)

২৯৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অপদস্থ হোক সে ব্যক্তি, যার সম্মুখে আমার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল অথচ সে আমার প্রতি দরুদ পাঠ করলো না। অপদস্থ হোক সে ব্যক্তি যার জন্যে রমযান (এর মত রহমত ও মাগফিরাতের) মাস এলো এবং তার জন্যে মাগফিরাতের ফয়সালা না হতেই তা চলেও গেল। অপদস্থ হোক সে ব্যক্তি, যার পিতামাতা উভয়কে অথবা তাদের যে কোন একজনকে তাদের বার্ধক্যের অবস্থায় পেলো অথচ সে তাদের খিদমত ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করতে পারলো না।

(জামে' তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে উক্ত তিন ব্যক্তির জন্যে অপমান ও বিড়ম্বনার বদদু'আ রয়েছে। তাদের তিন জনেরই অভিনু অপরাধ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা তাদের তিন জনকেই তাঁর রহমত ও মাগফিরাত লাভের সর্বোত্তম মওকা দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত লাভের সে সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে বঞ্চনাকেই নিজেদের জন্যে বেছে নিয়েছে। নিঃসন্দেহে এ হতভাগারা এরূপ বদদু'আরই উপযুক্ত। পরবর্তী হাদীসের দ্বারা জানা যাবে, এ কমবখতদের জন্যে আল্লাহর সবচাইতে নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতা জিব্রাইল পর্যন্ত কঠোর বদদু'আ করেছেন। আল্লাহ রক্ষা করুন!

২৭৭- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْضَرُوا فَحَضَرْنَا فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ قَالَ آمِينَ ثُمَّ ارْتَقَى

الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ أَمِينٌ ثُمَّ ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ أَمِينٌ
فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ عَنِ الْمُنْبَرِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ
شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْتَمِعُهُ فَقَالَ إِنَّ جِبْرِئِيلَ عَرَضَ لِي فَقَالَ بَعْدَ مَنْ
أَذْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَقُلْتُ أَمِينٌ فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّانِيَةَ قَالَ
بَعْدَ مَنْ أَذْرَكَ أَبَوَيْهِ الْكَبِيرُ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ
أَمِينٌ (رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد)

২৯৯. হযরত কা'আব ইব্ন উজরা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে নিকটে ভিড়ে বসার জন্যে বললেন, নিকটে এসো। আমরা তাঁর নিকটে ভিড়ে বসলাম। তিনি (তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে) মিসরের প্রথম সিঁড়িতে কদম রেখেই বললেন : আমীন। তারপর দ্বিতীয় সিঁড়িতে কদম রেখেও বললেন আমীন। তারপর তৃতীয় সিঁড়িতে কদম রাখলেন এবং বললেন, আমীন।

তারপর যখন ভাষণ অন্তে মিসর থেকে নেমে আসলেন তখন আমরা আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আজ আমরা এমন কিছু শুনলাম যা ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি। (অর্থাৎ মিসরের প্রত্যেক সিঁড়িতে কদম রাখার সময় আমীন বলাটা)।

জবাবে তিনি বললেন, আমি যখন মিসরের প্রথম সিঁড়িতে কদম রাখলাম, তখন জিব্রাইল আমীন এসে বললেন :

بَعْدَ مَنْ أَذْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ

—“ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হোক, আল্লাহর রহমত থেকে দূর হোক, যে রমযান মাস পেলো, অথচ তাকে ক্ষমা করা হলো না।” তখন আমিও বললাম : আমীন! (অর্থাৎ তাই হোক) তারপর যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে কদম রাখলাম, তখন তিনি পুনরায় বললেন : بَعْدَ مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ

—“ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি, যার সম্মুখে আপনার প্রসঙ্গ উঠলো, সে আপনার প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ করলো না। আমিও বললাম : আমীন! (তাই হোক!) অতঃপর আমি যখন তৃতীয় সিঁড়িতে কদম রাখলাম তখন জিব্রাইল বলে উঠলেন :

بَعْدَ مَنْ أَذْرَكَ أَبَوَيْهِ الْكَبِيرُ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

—ধ্বংস হোক সে হতভাগা ব্যক্তি, যার সম্মুখে তার পিতামাতা উভয়েই বা তাদের কোন একজন বার্ষিক্যে উপনীত হলো, অথচ সে তাদের খিদমত ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে বেহেশতে প্রবেশের উপযুক্ত হতে পারলো না। আমি বললাম : আমীন! (তাই হোক!) — (মুত্তাদরাকে হাকিম)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের বক্তব্য পূর্ববর্তী হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসের বক্তব্যের প্রায় সমার্থক। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, এ হাদীসে বদদু'আকারী হচ্ছে জিব্রাইল (আ), আর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর প্রতিটি বদদু'আ সমর্থনে আমীন উচ্চারণকারী। হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালামের বদদু'আ ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমীন বলা সংক্রান্ত এ ঘটনাটি শাদিক তারতম্যের সাথে হযরত কা'আব ইব্ন উজরা (রা), ছাড়াও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), হযরত আনাস (রা), হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা)' হযরত মালিক ইব্ন হুয়াররিস (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন হারিছ (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে, যা হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে স্থান পেয়েছে। এসব রিওয়াযাতের কোন কোনটিতে একথাও আছে যে, হযরত জিব্রাইল বদদু'আ করে করে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে 'আমীন' বলার জন্যে নিজেই বলে দিচ্ছিলেন। তারপরই রাসূলুল্লাহ (সা) 'আমীন' বলছিলেন।

উপরোক্ত হাদীসসমূহে উক্ত ভিন্ন ধরনের অপরাধীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালামের বদদু'আরূপে তাঁদের যে গভীর অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেয়েছে, এটা আসলে উক্ত তিন ধরনের অপরাধীদের অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোরতম সতর্কবাণী স্বরূপ। উপরন্তু আরো জানা গেল যে, হুযুর (সা)-এর আল্লাহর মাহবুবীয়তের কারণে ফিরিশতা জগতে এবং উর্ধ্বজগতে মাহবুবীয়ত ও মর্যাদার এত উচ্চ আসনে তিনি সমাসীন যে, যে ব্যক্তি তাঁর হুক আদায়ে এতটুকু পরানুখ বা উদাসীন যে তার উল্লেখ শুনেও তাঁর প্রতি দরুদ আদায়ে গাফলতি করে, তার প্রতি সমস্ত উর্ধ্বজগতের ইমাম ও প্রতিনিধি হযরত জিব্রাইলের অন্তর থেকে এরূপ কঠোর বদদু'আ বের হয় এবং সাথে সাথে এর উপর তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র মুখ দিয়ে 'আমীন' বলিয়ে নিচ্ছেন!

আল্লাহ তা'আলা এ জাতীয় ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে হিফায়ত করুন! হুযুর (সা)-এর হুক উপলব্ধি করার এবং সাথে সাথে তা আদায়ের তাওফীকও দান করুন!

এ সব হাদীসের ভিত্তিতে ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় তখন সে প্রসঙ্গ উত্থাপনকারী এবং শ্রবণকারী উভয়ের উপরেই তাঁর প্রতি দরুদ প্রেরণ ওয়াজিব হয়ে যায়- যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

২০০- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَخِيلُ الَّذِي مَن ذُكِرَتْ عَنْده فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى (رواه الترمذی)

৩০০. হযরত আলী মুরতায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জাত কৃপণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যার সম্মুখে আমার প্রসঙ্গ উল্লেখিত হলো অথচ সে (একটু টোঁট-রসনা নাড়িয়ে) আমার প্রতি দরুদও পড়ে না।

-(জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : এর মর্মকথা হচ্ছে, সাধারণত কৃপণ মনে করা হয়ে থাকে ঐ ব্যক্তিকে, যে তার ধন-সম্পদ ব্যয়ে কুণ্ঠিত থাকে বা কার্পণ্য করে; কিন্তু তার চাইতেও বড় কৃপণ এবং সবচাইতে বড় কৃপণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যার সম্মুখে আমার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলো অথচ সে রসনা নাড়িয়ে দরুদের দু'টি কলিমা উচ্চারণেও কার্পণ্য করে অথচ তিনি উম্মতের জন্যে কী না করেছেন আর এ উম্মত তাঁর নিকট থেকে কী না পেয়েছে। সে সব চাওয়া পাওয়ার বিনিময়ে প্রত্যেকটি উম্মত যদি তাদের প্রাণ উৎসর্গ করে দেয়, তবুও তাঁর হক আদায় হবার নয়।

مرحبا ائى پيك مشتا قان بده پیغام دوست

تا كنم جاں از سر رغبت فدائى نام دوست

হে আগ্রহীদল! বন্ধুকে জানিয়ে দিও,

যাতে সানন্দে বন্ধুর পক্ষে জীবন উৎসর্গ করতে পারি।

মুসলমানদের কোন বৈঠকই যেন

আল্লাহর যিকর ও নবীর প্রতি দরুদ শূন্য না হয়

২০১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى

وَسَلَّمَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى

نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تَرَةٌ فَإِنَّ شَاءَ عَذَابُهُمْ وَإِنْ شَاءَ غُفْرَ لَهُمْ (رواه الترمذی)

৩০১ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যেখানে কিছুসংখ্যক লোক বসে এবং সে বৈঠকে তারা আল্লাহর স্মরণ অথবা তাদের নবীর প্রতি দরুদ পাঠ করে না (অর্থাৎ তাদের সে মজলিস যিকরুল্লাহ ও নবীর প্রতি দরুদ পাঠ থেকে সম্পূর্ণ শূন্য হয়) তাহলে (কিয়ামতে) তা তাদের জন্যে আক্ষেপ ও ক্ষতির কারণ হবে। আল্লাহ চাইলে এ জন্যে তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন আবার তিনি চাইলে তাদের সে অপরাধ ক্ষমাও করতে পারেন।

-(জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, মুসলমানদের কোন মজলিসই এমন হওয়া চাই না, যাতে আল্লাহর যিকর বা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি দরুদ ও সালাম একেবারেই হবে না। জীবনের কোন একটি মজলিসও এরূপ গিয়ে থাকলে কিয়ামতের দিন এ জন্যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং এ জন্যে সেখান অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে হবে। তারপর ইচ্ছে করলে আল্লাহ তা'আলা এ জন্যে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন আবার ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

ঐ একই বক্তব্য প্রায় একই শব্দমালা যোগে ১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) ছাড়াও ২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা), ৩. হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা), ৪. হযরত ওয়াছেলা ইবনুল আসকা (রা) প্রমুখ সাহাবীর যবানীতে বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

দরুদ শরীফের আধিক্য কিয়ামতের দিন হযর (সা)-এর

নৈকট্যের কারণ হবে

২০২- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلَوةٍ (رواه الترمذی)

৩০২. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমার সবচাইতে নৈকট্যপ্রাপ্ত এবং আমার উপর বেশি হকদার হবে ঐ ব্যক্তি, যে আমার প্রতি সর্বাধিক সালাত প্রেরণকারী হবে।

-(জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ ঈমান ও ঈমানদার সুলভ জীবনের সকল বুনিয়াদী শর্ত পূরণের সাথে সাথে যে উম্মতী আমার প্রতি যতবেশি দরুদ ও সালাম প্রেরণ করবে,

কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি তত অধিক ও খাস নৈকট্যের অধিকারী হবে। আল্লাহ তা'আলা এ দৌলত হাসিলের সৌভাগ্য অর্জনের তাওফীক দান করুন।

৩.৩- عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي

৩০৩. রুয়ায়ফে ইবন ছাবিত আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুহম্মদের প্রতি দরুদ পাঠ করে এরূপ দু'আ করে :

اللَّهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

—“হে আল্লাহ! তাঁকে (অর্থাৎ আল্লাহর নবী মুহম্মদ (সা) কিয়ামতের দিন আপনার সবচাইতে নিকটবর্তী আসনে অধিষ্ঠিত করুন।” তার জন্যে আমার শাফা'আত ওয়াজিব হবে।

— (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি তাবারানীও তাঁর মু'জামে কবীর' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তাতে দু'আর প্রসঙ্গটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

مَنْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي

এতে সালাত ও সালামের পূর্ণ শব্দগুলো এসে গেছে এবং তা অত্যন্ত মুখতসরও বটে।

এমনি তো রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর গোটা উম্মতের জন্যে ইনশাল্লাহ শাফা'আত করবেন। কিন্তু যে সব উম্মতীরা এ শব্দমালা যোগে তাঁর প্রতি দরুদ প্রেরণ করবে এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁর জন্যে এরূপ দু'আ করবে, তাদের ব্যাপারে শাফা'আত করাকে তিনি তাঁর বিশেষ কর্তব্য বলে জ্ঞান করবেন। আশা করা যায় যে, তিনি তাদের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব সহকারেই সুপারিশ করবেন।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

— হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি রহম কর এবং কিয়ামতের দিন তাঁকে তোমার নিকটতম আসনে অধিষ্ঠিত কর।

উদ্দেশ্য সিদ্ধি এবং প্রয়োজন পূরণেও দরুদ পাঠ সমধিক কার্যকরী

৩.৪- عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَكْثَرُ الصَّلَاةِ عَلَيْكَ فَمَا أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَوَتِي فَقَالَ مَا شِئْتُ قُلْتُ الرَّبُّعُ قَالَ مَا شِئْتُ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ النِّصْفُ فَقَالَ مَا شِئْتُ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ النِّصْفُ فَقَالَ مَا شِئْتُ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ قَالَ مَا شِئْتُ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَوَتِي كُلَّهَا قَالَ إِذَا تَكْفَى هَمَّكَ وَيُكْفِرُ لَكَ ذَنْبَكَ (رواه الترمذی)

৩০৪. হযরত উবাই ইবন কা'আব (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে আরয কলাম, আমি চাই যে, আপনার প্রতি সালাত (দরুদ) অধিক পরিমাণে প্রেরণ করি। তাহলে আমি কী পরিমাণে তা করতে পারি? (অর্থাৎ নিজের জন্য যে পরিমাণ দু'আ কার্যকর, তার অনুপাতে কত অংশ আপনার জন্যে দরুদের উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করবো?) তিনি বললেন : তুমি যতটুকু চাইবে ততটুকু। তখন আমি বললাম : এক চতুর্থাংশ? জবাবে তিনি বললেন : তুমি যতটুকু চাইবে ততটুকু, তবে ততোধিক করলে তা তোমার জন্যে উত্তম হবে। আমি বললাম : তাহলে তিন ভাগের দু'ভাগ? তিনি বললেন : তুমি যতটুকু চাইবে ততটুকু, তবে ততোধিক হলে তা তোমার জন্যে উত্তম। তখন আমি বললাম : তা হলে আমার গোটা দু'আর সময়টাই সালাতের জন্যে নির্ধারিত করে নিলাম। তখন তিনি বললেন : তাহলে তোমার সকল প্রয়োজন আল্লাহর পক্ষ হতে পূরণ করা হবে (অর্থাৎ তোমার গায়েবী তাবৎ ইহলৌকিক পরলৌকিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহ আল্লাহর গায়েবী ভান্ডার থেকে পূরণ করে দেওয়া হবে এবং তোমার সকল গুনাহ মার্জনা করে দেওয়া হবে।

— (জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : হাদীসের মর্ম অনুধাবনের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা অনুবাদের ফাঁকে ফাঁকে (বন্ধনীযোগে) করে দেওয়া হয়েছে। সাধারণভাবে হাদীসের ভাষ্যকারগণ বলেছেন, এ হাদীসে 'সালাত' শব্দটি দু'আ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে— যা তার আসল অর্থও বটে।

হযরত উবাই ইবন কা'আব (রা) সে সব অতি ভাগ্যবান সাহাবীগণের অন্যতম—যাঁরা অধিক পরিমাণে দু'আ-দরুদ ও আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটিতে

অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতেন। একদা তাঁর অন্তরে এ চিন্তার উদ্বেক হলো যে, আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি ও দু'আতে যে সময়টা অতিবাহিত করে থাকি, তার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট অংশ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি সালাত এর উদ্দেশ্যে খাস করে নিলে উত্তম হয়। এ ব্যাপারে তিনি স্বয়ং হুযুর পাক (সা)-এরই শরণাপন্ন হলেন এবং কতটুকু অংশ তিনি এ জন্যে নির্ধারিত করবেন তার পরামর্শ চাইলেন। হুযুর (সা) এজন্যে কোন সময় সীমাবদ্ধ করতে পসন্দ করলেন না, বরং তা তাঁর নিজের ইচ্ছার উপরই ছেড়ে দিলেন এবং এদিকে ইঙ্গিত করলেন যে, এ জন্যে তুমি যতবেশি সময় দিতে পারবে, তা তোমার জন্যে ততই মঙ্গলজনক হবে। অবশেষে এক পর্যায়ে এসে তিনি তার দু'আর সমস্ত সময়টাই হুযুর (সা)-এর প্রতি সালাত ও সালামে ব্যয়িত করার সকল ব্যক্ত করলেন। তাঁর এ ফয়সালার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে এ সুসংবাদ দিলেন যে, তুমি এমনটি করলে তোমার যতপ্রকার কঠিন সমস্যা রয়েছে-যার জন্যে তোমরা দু'আ করে থাকো, আল্লাহ তা'আলার দয়ায় সেগুলোর আপনা-আপনিই সমাধান হয়ে যাবে এবং তোমার পূর্বকৃত গুনাহ রাশি মাফ করে দিবেন এবং সে ব্যাপারে কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

‘মা’আরিফুল হাদীসের’ এ খণ্ডেই কুরআন মজীদ তিলাওয়াতের ফযীলতের বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসে কুদসী সংবলিত বাণী উদ্ধৃত করা হয়েছে। যাতে আছে :

مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِيَّ وَمَسْئَلَتِيْ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ

যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে, এছাড়া আল্লাহর অন্যান্য যিকর এবং নিজ অভাব-অনটনের জন্যে যাক্ষা-প্রার্থনা করার সময়ও সে পায় না, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে যা দেওয়া হবে সে যাক্ষাকারীদের তুলনায় অনেক অনেকগুণ বেশি ও উত্তম হবে।

যেভাবে ঐ হাদীসে সবসময় কুরআন মজীদ তিলাওয়াতে ব্যস্ত ব্যক্তির জন্যে আল্লাহ তা'আলার খাস রহমত ও দানের উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এরূপ ব্যক্তিবর্গকে যাক্ষাকারীদের তুলনায় এবং যিকর দু'আকারীদের তুলনায় অনেক উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে, ঠিক তেমনি উবাই ইব্ন কা'আব (রা) বর্ণিত এ হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ (সা) এসব মুখলিস ও প্রেমিক উম্মতীদের জন্যে-যারা নিজেদের অভাব অনটনের জন্যে দু'আ করার কথা বিস্মৃত হয়ে সমস্তটা সময় কেবল প্রিয় নবীর প্রতি দরুদ পাঠে-তাকে সালাত ও সালাম প্রেরণের জন্যে ওয়াক্ফ করে

রেখেছেন এবং নিজেদের অভাব-অনটন সংক্রান্ত দু'আর পরিবর্তে তখনও নবীজীর প্রতি সালাত ও সালামেও অতিবাহিত করেন তাঁদের জন্যে আল্লাহর একান্ত খাস রহমতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং আরো বলেছেন যে, তাদের সকল কঠিন ও গুরুতর সমস্যার তিনি অত্যন্ত সহজ সমাধান গায়েব থেকে করে দেবেন এবং তাদের গুনাহ মার্জনা করে দেয়া হবে।

এর রহস্য কথা হলো এই যে, যেভাবে কুরআন মজীদ নিয়ে ব্যস্ততা এবং একেই ওযীফা বা জপমালা বানিয়ে নেওয়াটা আল্লাহর পবিত্র গ্রন্থের প্রতি পরম বিশ্বাস ও চরম আসক্তির নিদর্শন স্বরূপ এবং এজন্যেই এমন ব্যক্তির আলাহর খাস রহমতের যোগ্যতর পাত্র; অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি সালাত ও সালামের এমন নিষ্ঠাপূর্ণ আসক্তি যে, নিজের অভাব অনটনের কথা পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে আল্লাহর রাসূলের প্রতি কেবল সালাত-সালাম প্রেরণ করা আল্লাহর প্রিয় নবীর প্রতি নিষ্ঠাদ ভালবাসা ও সাক্ষা ঈমানেরই পরিচায়ক, এমন মুখলিস বান্দারাও সে অধিকারের হকদার যে, আল্লাহ তা'আলা না চাইতেই তাদের সকল সমস্যার সমাধান ও সকল অভাব-অনটন পূরণ করে দেবেন।

এ ছাড়া সে সব হাদীসও বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, যেকোন বান্দা যখন একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ করে, তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দশটি করে রহমত তার প্রতি বর্ষিত হয়ে থাকে, তার আমলনামায় দশটি করে নেকি লিখিত হয়, দশটি গুনাহ মোচন করে দেওয়া হয় এবং দশটি স্তরে তার মর্যাদা উন্নীত হয়। একটু ভেবে দেখুন তো, যে বান্দাটির অবস্থা এমন হবে যে, সে তার ব্যক্তিগত দু'আর সময়টাও কেবলমাত্র প্রিয় নবীর জন্যে সালাতের দু'আয় কাটিয়ে দেয়, নিজের জন্যে কিছু চাওয়ার বা প্রার্থনার সময় পর্যন্ত তার হয়ে উঠে না, তার প্রতি আল্লাহর রহমত কী মুশলধারে বর্ষিত হতে পারে!

তার অপরিহার্য ফল দাঁড়াবে এই যে, সে না চাইতেই আল্লাহর রহমত এসে তার সকল অনটন পূর্ণ করবে, তার সকল অভাব মিটিয়ে দেবে। গুনাহরাশির প্রভাব থেকে সে ব্যক্তি পূর্ণ অব্যাহতি পেয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা এসব হাকীকতের পূর্ণ প্রত্যয় ও আমল নসীব করুন।

দরুদ শরীফ দু'আ কবুলিয়তের ওসীলা স্বরূপ

৩.৫- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْفُوفُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلَّى عَلَى نَبِيِّكَ (رواه الترمذی)

৩০৫. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'আ আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানেই আটকে থাকে, যতক্ষণ না তুমি তোমার নবীর প্রতি দরুদ পাঠ করবে, তা একটুও উপরে উঠতে পারে না। - (জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : এই হাদীসটি দু'আর আদব অধ্যায়ে ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। (হাদীস নং-১২৩) তাতে এ ব্যাপারে হিদায়াত চাওয়া হয়েছে যে, দু'আকারী ব্যক্তির সর্বপ্রথম আল্লাহর স্তব-স্তুতি করা, তারপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি দরুদ পাঠ করা এবং তারপর আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিজের অভাব-অনটনের ব্যাপারে দু'আ করা উচিত। হযরত উমর (রা)-এর উক্ত বাণী দ্বারা জানা গেল যে, দু'আর পরেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি সালাত প্রেরণ করা উচিত। তা দু'আ কবুল হওয়ার ওসীলা স্বরূপ।

'হিসনে হাসীন' গ্রন্থে শায়খ আবু সুলায়মান দারানী (র)-এর যবানীতে বর্ণিত হয়েছে যে, দরুদ শরীফ (যা রাসূলুল্লাহ সা-এর জন্যে একটা সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের দু'আ) তা তো আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই কবুল করে থাকেন। তারপর বান্দা যখন তার দু'আর পূর্বেও আল্লাহ তা'আলার কাছে হযুর (সা)-এর জন্যে দু'আ করে এবং তারপরেও তাঁর জন্যে দু'আ করে, তখন আল্লাহ তা'আলার দয়াল সত্তার কাছে এমনটি আশা করা যায় না যে, তিনি আগের এবং পরের দু'আগুলো তো কবুল করে নেবেন এবং মধ্যকার এ বেচারার দু'আটি প্রত্যাখ্যান করে দেবেন। এ জন্যে পূর্ণ আশা রাখা চাই যে, যে দু'আর আগে ও পরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি দরুদ থাকবে, তা ইনশাআল্লাহ অবশ্যই কবুল হবে।

উপরোক্ত রিওয়ায়াতে একথা স্পষ্ট নয় যে, দু'আ কবুলিয়ত সংক্রান্ত উক্ত বক্তব্যটি হযরত উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে শুনেছিলেন, নাকি এটা তাঁর নিজের বাণী। কিন্তু এ এমনি একটি বক্তব্য, যা কোন ব্যক্তি নিজে থেকে বলার সাহস পাবেন না, বরং আল্লাহর নবীর মুখে শুনে বলাটাই অধিকতর বুদ্ধিগ্রাহ্য। এ জন্যে মুহাদ্দিসগণের সর্বজন স্বীকৃত মূলনীতি অনুযায়ী এ রিওয়ায়াত হাদীসে মারফু শ্রেণীভুক্ত হতে পারে এবং এটি ঐ পর্যায়ের বলেই গণ্য।

দুনিয়ার যে কোন স্থান থেকে প্রেরিত দরুদ

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পৌঁছেনো হয়

৩. ৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا

قَبْرِئِ عِيْدًا وَصَلُّوا عَلَى فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ
(رواه النسائي)

৩০৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : তোমরা নিজেদের ঘরসমূহকে কবর বানিয়ে নিও না। আমার কবরকে মেলা বানিয়ে ফেলিও না। তোমরা আমার প্রতি সালাত প্রেরণ করতে থাকবে, কেননা তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তোমাদের সালাত আমার নিকট পৌঁছেবে। - (সুনান নাসায়ী)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে তিনটি হিদায়াত দেওয়া হয়েছে :

১. নিজেদের ঘরসমূহকে কবর বানিয়ে ফেলিও না। এর অর্থ মুহাদ্দিসগণ এরূপ করেছেন যে, যেরূপ কবরে মূর্তীগণ যিকর ও ইবাদত করেন না এবং কবরসমূহ যিকর ও ইবাদত-বন্দেগী থেকে শূন্য থাকে, তোমরা তোমাদের বাসস্থানসমূহকে সেরূপ বানিয়ে তোল না যেন। বরং তোমরা তোমাদের ঘরসমূহকে ইবাদত-বন্দেগীর দ্বারা আবাদ রাখবে। এর দ্বারা জানা গেল যে, যে ঘরে ইবাদত-বন্দেগী হয় না। সেটা জীবিতদের ঘর বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না, বরং মৃতদের বাসস্থান বা কবরস্তান শব্দটি এমন ঘরসমূহের জন্যেই প্রযোজ্য।

২. দ্বিতীয় হিদায়াতটি হচ্ছে, আমার কবরকে মেলার স্থল বা তীর্থস্থানে পরিণত করো না। অর্থাৎ যেভাবে বছরের কোন এক বিশেষ সময়ে মেলাসমূহে লোকসমাগম ঘটে, তেমন কোন মেলা যেন আমার কবরে তোমরা বানিয়ে না দাও!

বুয়ুর্গানে দ্বীন ও ওলী আল্লাহগণের মাযারসমূহে উরসের নামে যেসব মেলা বসে থাকে, তা থেকে অনুধান করা চলে যে, আল্লাহ না করুন এমন কোন মেলা যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাযারকে কেন্দ্র করে বসতো তাহলে তাঁর পবিত্র আত্মা তাতে কতই না ব্যথিত ও দুঃখিত হতো!

৩. তৃতীয় যে হিদায়াতটি করা হয়েছে তা হলো তোমরা জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে^১ যেখানেই অবস্থান করো না কেন, পাশ্চাত্যে থাকো অথবা প্রাচ্যেই থাকো, তোমাদের প্রেরিত সালাত-সালাম সেখান থেকেই আমার কাছে পৌঁছে যাবে।

১. জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে জাতীয় বাগধারা উর্দু ভাষায় প্রচলিত না থাকলেও বাংলায় এর প্রচলন আছে এবং বাস্তবেও এখন লক্ষ লক্ষ লোক পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অহরহ আকাশ ভ্রমণে লিপ্ত থাকেন। তাঁদের দরুদও এ হাদীসের মর্মের আওতাধীন। কেননা, হাদীসে স্পষ্ট আছে : এ জন্যে মওলানা নু'সানী সাদ্দা যিল্লুল্লাহ আলী 'অন্তরীক্ষে' শব্দার্থ ব্যবহার না করা সত্ত্বেও আমরা তা করেছি।

ঐ একই বক্তব্য প্রায় কাছাকাছি শব্দমালা যোগে তাবারানী তাঁর নিজ সনদে হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা)-এর যবানীতে বর্ণনা করেছেন। সেখানে তাঁর শব্দমালা হচ্ছে :

حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَىَّ فَإِنْ صَلَوَتَكُمْ تَبْلُغْنِي

আল্লাহ তা'আলা তাঁর যে সধ নেক বান্দাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে হৃদয়ের সম্পর্কের কিছুটাও দান করেছেন, তাঁদের জন্যে এটা কতবড় খোশখবরী ও সান্ত্বনা বাণী যে, চাই হাজার হাজার মাইল দূর থেকেই হোক না কেন, তাঁদের সালাত ও সালাম তাঁর দরবারে অবশ্যই পৌঁছে যাবে।

قرب جاني چو بود ے بعد مكاني سهل است

রূহের নৈকট্য যদি রয়

স্থানের দূরত্ব কিছু নয়।

[তাই তো বাঙালী কবি গেয়ে উঠেছেন :

“পশু আমি আরব সাগর লজ্জি কেমন করি ?”

“তবেও আরব সাগরের হাওয়া,

আমার সালামখানি পৌঁছে দিস্ তুই

নবীজীর রওজায়।”

“দূর আরবের স্বপ্ন দেখি,

বাংলাদেশের কুবীর হতে.....।”

ইত্যাদি ইত্যাদি। - অনুবাদক]

৩.৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ (رواه النسائي والدارمي)

৩০৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহর এমন কিছু ফিরিশতা রয়েছেন, যারা অহরহ পর্যটনরত। তাঁরা আমার উম্মতীদের সালাত ও সালাম আমার নিকট পৌঁছাতে থাকেন।

- (সুনানে নাসায়ী ও মুসনাদে দারেমী)

ব্যাখ্যা : হযরত আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) কর্তৃক বর্ণিত তাবারানীতে সঙ্কলিত অপর এক হাদীসে এতটুকু বিস্তারিত ও বর্ধিত বর্ণনাও আছে যে, সালাত সালাম নবীজীর খিদমতে উপস্থাপনকারী ফিরিশতাগণ সালাত ও দরুদ প্রেরণকারী উম্মতীর নামধামসহ তাঁর দরুদ পৌঁছিয়ে থাকেন। তারা এরূপ বলেন :

يَا مُحَمَّدُ صَلِّ عَلَىكَ فَلَانُ كَذَا وَكَذَا

- হে মুহাম্মদ! আপনার অমুক উম্মত আপনার প্রতি এরূপ এরূপভাবে সালাত-সালাম আরয করেছে। হযরত আম্মার (রা) বর্ণিত এ হাদীসেরই অন্যান্য কোন কোন রিওয়াযাতে একথাও আছে যে, ফিরিশতাগণ উক্ত সালাত প্রেরণকারীর নাম তার পিতৃপরিচয়সহ এভাবে উল্লেখ করে থাকেন :

يَا مُحَمَّدُ صَلِّ عَلَىكَ فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ

- হে মুহাম্মদ! অমুক অমুক তোমার উপর দরুদ পাঠ করেছে। কতই না সৌভাগ্য এবং কতই না সস্তা সওদা! যে উম্মতি খালিস অন্তরে সালাত ও সালাম আরয করে থাকে, তা তার নামধাম পিতৃপরিচয়সহ নবীজীর দরবারে পৌঁছে যায়! আর এভাবে এ বেচারা উম্মতীর সাথে সাথে তার পিতার নামটাও ফিরিশতাদের মাধ্যমে উক্ত উঁচু দরবারে পৌঁছে যায়!

جاں ميدهم در آرزو آے قاصد آخر باز گو

در مجلس آن ناز نین حرفے کہ از ما میرود

- হে বার্তাবহ! আকাঙ্ক্ষায় জীবন দেবো, অবশেষে বলবে - সেই প্রিয় মজলিসে ক'টা কথা, যা যাবে আমার পক্ষ থেকে।

৩.৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَىَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَىَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ (رواه ابو داؤد والبيهقي في الدعوات الكبير)

৩০৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যখনই কেউ আমার প্রতি সালাত প্রেরণ করে, তখনই আল্লাহ আমার আত্মাকে আমার দেহে ফিরিয়ে দেবেন-যাতে করে আমি তার সালামের জবাব দিতে পারি।

- (সুনানে আবু দাউদ, বায়হাকী প্রণীত দাওয়াতুল কবীর)

ব্যাখ্যা : হাদীসের বাহ্যিক শব্দমালা দর্শনে **رَدَّ اللَّهُ عَلَى رُوحِي** কারো মতে এ ধারণা জন্মাতে পারে যে, তাঁর রুহ মুবারক বুঝি পবিত্র দেহ থেকে এমনিতে বিচ্ছিন্ন থাকে। কেবল যখন কেউ সালাত-সালাম আরয করে তখনই সালামের জবাব দানের সুবিধার্থে রুহ মুবারককে পবিত্র দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, এ ধারণাটি কোন ক্রমেই সঠিক হতে পারে না। যদি এ ধারণাকে যথার্থরূপে ধরে নেওয়া হয় তাহলে মানতেই হবে, দৈনিক লাখ লাখ কোটি কোটিবার তাঁর পবিত্র আত্মা পবিত্র দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশীকরণ ও নির্গমন ক্রিয়া ঘটে থাকে। কেননা, এমন কোন দিনক্ষণ নেই, যখন তাঁর লাখ লাখ কোটি কোটি উন্নত দূর থেকে সালাত ও সালাম প্রেরণ না করছেন বা মাযার শরীফে হাযির হয়ে সালাম আরয না করছেন। সব সময়ই সেখানে নবী প্রেমিক মু'মিন বান্দাদের ভিড় লেগেই আছে! বছরের যে কোন সাধারণ দিনেও সেখানে হাজার হাজার লোক সশরীরে হাযির হয়ে থাকেন।

এছাড়া নবী-রাসূলগণের নিজেদের কবরসমূহে জীবিত থাকার ব্যাপারটি একটি সর্বজন স্বীকৃত সত্য। যদিও সে জীবনের ধরন-ধারণ সম্পর্কে উম্মতের উলামাদের মধ্যে নানারূপ মতভেদ রয়েছে। কিন্তু এতটুকু কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, শরীয়তের দলীল-প্রমাণাদির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে, আখিয়ায়ে কিরাম বিশেষত সাইয়িদুল আখিয়া (সা) তো নিজেদের কবরে জীবনসহ বিদ্যমান রয়েছেন। তাই হাদীসের অর্থ কোনক্রমেই এরূপ করা যাবে না যে, তাঁর পবিত্র দেহ রুহশূন্য নিষ্প্রাণ অসাড় অবস্থায় পড়ে থাকে, আর যখনই কেউ সালাম আরয করে, তখনই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দিয়ে জবাব দেওয়ানোর উদ্দেশ্যে তাতে প্রাণ সঞ্চারিত করে দেন। তাই অধিকাংশ ভাষ্যকারই 'রুহ ফিরিয়ে দেওয়ার' ব্যাখ্যা স্বরূপ বলেছেন, কবর মুবারকে পবিত্র রুহ মুবারক অহরহ পরকালের দিকে এবং আল্লাহ তা'আলার জামালী ও জালালী তাজাল্লীসমূহ দর্শনরত (আর এটাই অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য) তারপর যখনই কোন মু'মিন বান্দা সালাত-সালাম আরয করে তখনই তাঁর রুহানী তাওয়াজ্জুহ এদিকে নিবিষ্ট হয় এবং তিনি সে সালামের জবাবও দান করেন। এটাকেই রূপকভাবে রুহ ফিরিয়ে দেয়া বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এ দীন লেখক আরয করছি যে, এ সব ব্যাপার স্যাপার কেবল তাঁরাই কিছুটা অনুভব করতে পারবেন, যাঁদের আলমে বরযখের অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা বা সম্পর্ক আছে। আল্লাহ তা'আলা এসব তত্ত্বকথার জ্ঞান নসীব করুন।

এ হাদীসের মর্মকথা হচ্ছে, যে উম্মতীই খালিস অন্তরে নবী করীম (সা)-এর প্রতি সালাত ও সালাম তথা দরুদ প্রেরণ করবে, তিনি কেবল অভ্যাসবশে বা ভাসাভাসা-

ভাবে তার মৌখিক জবাবই দেন না, বরং রুহ ও কলব নিবিষ্ট করে তার সালামের জবাব দিয়ে থাকেন। আসলেও যদি গোটা জীবনের সকল সালাত ও সালামের কোনই ছাওয়াব বা বিনিময় না পাওয়া যায়, কেবল তাঁর জবাবটাই পাওয়া যায়, তাহলেই তো সবই জুটে গেল!

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

হে নবী! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহর রহমত-বরকত বর্ষিত হোক।

৩.৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى عِنْدَ قَبْرِى سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَى نَائِيًا أَبْلَغْتُهُ (رواه البيهقى فى شعب الإيمان)

৩০৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কবরে হাযির হয়ে সালাম সালাত আরয করে, আমি তা নিজ কানে সরাসরি শুনতে পাবো, আর যে ব্যক্তি দূর থেকে আমার প্রতি সালাত-সালাম প্রেরণ করবে, তা আমার নিকট পৌঁছানো হবে। - (রায়হাকী-শু'আবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের দ্বারা এ বর্ণনাটিই খোলাসাভাবে পাওয়া গেল যে, ফিরিশতাদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে কেবল ঐ সালামই পৌঁছানো হয়ে থাকে, যা কেউ দূর থেকে প্রেরণ করে থাকে। কিন্তু যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সশরীরে তার কবর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন, তাঁরা সেখানে হাযির হয়েই সালাত-সালাম আরয করলে তিনি তা' সরাসরি শুনতে পান এবং যেমনটি এ হাদীস থেকে এই মাত্র জানা গেল, তিনি তার জবাবও দিয়ে থাকেন।

কতই না ভাগ্যবান ঐ সমস্ত লোক, যাঁরা প্রতিদিন শত শতবার হাজার হাজার বার তাঁর খিদমতে সালাত প্রেরণ করে থাকেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে জবাবও লাভ করে থাকেন! হক কথা তো হলো এই যে, সারা জীবনের সালাত ও সালামের জবাব যদি একটি বারই জুটে যায়, তাহলে মব্ব্বতের কণামাত্র যাঁদের নসীব হয়েছে তাঁদের জন্যে তাই ইহলোক পরলোকের সমস্ত বিত্ত-বিভব থেকে উত্তম। কোন এক প্রেমিক কত চমৎকারই না বলেছেন :

بهر سلام مكن رنجه در جواب آن لب
نه صد سلام مرا بس يکے جواب از تو

- সালাম দিয়ে সে পবিত্র অধরের, জবাবের জন্যে হয়ো না মগ্ন আমার শত
সালামের যদি একটি জবাব জুটে, ধন্য হবে মোর তাতেই মানব জনম।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَالْهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى عَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى

- হে আল্লাহ! উম্মী নবী এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর দরুদ-সালাম এবং
বরকত নাযিল কর, যেমন এবং যে পরিমাণ তুমি পসন্দ কর এবং সন্তুষ্ট হও।

দরুদ ও সালামের বিশেষ বিশেষ কালিমা সমূহ

উপরে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-এর প্রতি দরুদ
ও সালাম প্রেরণের আদেশ আমাদের তথা বান্দাদের প্রতি দিয়েছেন এবং স্বয়ং
রাসূলুল্লাহ (সা) নানা ভঙ্গিতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার ফযীলত ও বরকতের
কথা বর্ণনা করেছেন যা ইতিমধ্যেই সশ্রদ্ধ পাঠকবর্গ পাঠ করেছেন। তারপর সাহাবায়ে
কিরামের জিজ্ঞাসার জবাবেও রাসূলুল্লাহ (সা) সালাত ও সালামের বিশেষ বিশেষ
কালিমা শিক্ষা দিয়েছেন। নিজের অবস্থান ও সামর্থ্য অনুসারে হাদীসের কিতাবপত্র
তন্ন তন্ন করে ঘাটাঘাটি করে নিম্নলিখিত এ সংক্রান্ত হাদীস সংগ্রহ করে উপস্থাপন
করা হচ্ছে। وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ

٣١٠- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِينِي كَعْبُ بْنُ
عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ
فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ-

(رواه البخارى ومسلم)

৩১০. মশহুর তাবেয়ী আবদুর রহমান ইব্ন আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি
বলেন, আমার হযরত কা'আব ইব্ন উজরা (রা) (যিনি বায়'আতে রিদওয়ানে অংশ
গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন) এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে
বললেন : আমি কি তোমাকে একটি মূল্যবান উপহার দেবো যা আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ
(সা)-এর পবিত্র মুখে শুনেছি? (অর্থাৎ তোমাকে একটি হাদীস শুনাবো?) আমি

বললাম : জী হাঁ, আপনি আমাকে সে উপহারটি দান করুন! তিনি বললেন : আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্নেলে বললাম : আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তো আপনাকে সালাম দেবার পদ্ধতি বলে দিয়েছেন (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আপনি আমাদেরকে বলে দিয়েছেন যে, আমরা যেন তাশাহুদে

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

বলে আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করি, এখন আমাদেরকে একথাও বলে দিন যে, আমরা আপনার প্রতি সালাত কিভাবে প্রেরণ করবো? জবাবে বললেন : তোমরা বলবে :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرাহِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

“হে আল্লাহ! আপনার খাস রহমত বর্ষণ করুন মুহম্মদ (সা) এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি যেমনটি খাস রহমতে ধন্য করেছেন ইবরাহীম এবং তাঁর পরিবার পরিজনকে। নিঃসন্দেহে আপনি স্বমহিমায় প্রশংসিত ও স্বগুণে মর্যাদাবান।

হে আল্লাহ! আপনার খাস বরকত নাযিল করুন মুহম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি, যেমনটি খাস বরকতে ধন্য করেছিলেন ইবরাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে। নিঃসন্দেহে আপনি স্বমহিমায় প্রশংসিত এবং স্বগুণে মর্যাদাবান।

— (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : হযরত কা'আব ইব্ন উজরা (রা) আবদুর রহমান ইব্ন আবু লায়লাকে এ হাদীসটি যে শানদার ভূমিকাসহ শুনান, তদ্বারা অনুমান করতে বেগ পেতে হয় না যে, তিনি এ দুরূদ শরীফটিকে কী মহাআত্মপূর্ণ ও মূল্যবান বলে বিবেচনা করতেন। তাবারী এ হাদীসেরই রিওয়ায়াত প্রসঙ্গে বলেন যে, কা'আব ইব্ন উজরা (রা) এ হাদীসখানা আবদুর রহমান ইব্ন আবু লায়লাকে শুনিয়েছিলেন, যখন তিনি বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফে রত ছিলেন।^১ এর দ্বারাও তাঁর অন্তরে এর প্রতি কিরূপ সন্তুর্মবোধ ছিল, তা অনুমান করা চলে।

ঐ একই হাদীসের বায়হাকী শরীফের রিওয়ায়াতে আছে, সালাত অর্থাৎ দরুদ শরীফের তরীকা সংক্রান্ত এ প্রশ্নটি তখনই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে করা হয়েছিল, যখন সূরা আহযাবের এ আয়াতটি নাযিল হয় :^১

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

এ আয়াতে সালাত ও সালামের যে নির্দেশ দেয়া হয়, সে সম্পর্কে ইতিপূর্বেই এ পুস্তকে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি সালাত প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন তা আমরা কেমন করে পালন করবো? — এ প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) যে সব কালিমা এ হাদীসে এবং অনুরূপ অন্য অনেক হাদীসে শিক্ষা দিয়েছেন, অর্থাৎ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ এতদ্বারা জানা গেল যে, তাঁর প্রতি আমাদের সালাত প্রেরণের তরীকা হচ্ছে ‘আমরা তাঁর কাছে এ প্রার্থনা জানাবো যে, তিনি যেন তাঁর নবীর প্রতি সালাত ও বরকতরাশি অবতীর্ণ করেন। তা এ জন্যে যে, আমরা যেহেতু দীন ভিত্তারী রিক্তহস্ত, আমাদের আদৌ এ যোগ্যতা নেই যে, আমাদের পরম হিতৈষী এবং আল্লাহর সম্মানিত বরণীয় নবীর দরবারে কোন উপটৌকন পেশ করতে পারি, এ জন্যে আল্লাহ তা'আলার দরবারেই আমাদের আকূল ফরিয়াদ, তিনি নিজে যেন সালাত ও বরকত নাযিল করুন অর্থাৎ তাঁর প্রদত্ত দানে সম্মানে রহমতে সোহাগে বাৎসল্যে মকবুলিয়তের স্তর অধিক থেকে অধিকতর উন্নীত করে তাঁর খাস রহমতের দ্বারা ধন্য করেন। উপরন্তু তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতিও যেন তিনি অনুরূপ আচরণ করেন।

সালাতের প্রার্থনার সাথে সাথে বরকতের প্রার্থনার হিকমত বা রহস্য

‘সালাত’ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে এ অনেক ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। সম্মান করা, প্রশংসা করা, রহমত, স্নেহ-বাৎসল্য, মর্যাদার স্তরে উন্নীতকরণ মঙ্গল কামনা, কল্যাণ প্রদান, কল্যাণের দু'আ করা-এসব অর্থেই সালাত শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ‘বরকত’ হওয়ার মানে হচ্ছে কারো জন্যে পূর্ণ আনুকূল্য, নিয়ামত এবং তার স্থায়িত্ব ও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি সাধিত হওয়ার সপক্ষে ফয়সালা হওয়া। মোটকথা, বরকত এমন কোন ভিন্ন বা স্বতন্ত্র কিছু নয়, যা সালাতের মধ্যে শামিল নেই। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে হযুর (সা)-এর জন্যে সালাত-এর দু'আ করার পর নতুন করে বরকত ও রহমতের দু'আ করার কোন প্রয়োজনীয়তা আর অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করা কালে নানা শব্দ নানা

ভঙ্গিতে বারবার তাঁর দরবারে প্রার্থনা ও কাকুতি-মিনতি করাটাই বাঞ্ছনীয় ও শোভনীয়। এতে বান্দার মালিকের প্রতি মুখাপেক্ষিতা, দীনতা ও ভিত্তারীপনার অভিব্যক্তি ঘটে থাকে। এ জন্যে দরুদ শরীফ পাঠকালেও রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর আল-আওলাদের জন্যে সালাত প্রার্থনার সাথে সাথে বরকতের প্রার্থনা জানানোই বিধেয়। অন্য কোন কোন রিওয়াযাতে সালাত ও বরকতের সাথে সাথে তাঁদের জন্যে তারাহুহুম বা দয়া পরবশ হওয়ার প্রার্থনাও এসেছে-যা একটু পরেই বিবৃত হবে।

দরুদ শরীফে 'আল' শব্দের মর্ম

আলোচ্য দরুদ শরীফে 'আল' শব্দটি মোট চারবার ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা এর অনুবাদ করেছি পরিবার পরিজন বলে। আরবী ভাষায় বিশেষত কুরআন শরীফের ভাষায় কোন ব্যক্তির আল বলা হয় তার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরকে-চাই তা রক্তের বা আত্মীয়তার বন্ধনের সম্পৃক্ততাই হোক, যেমন তার স্ত্রী পুত্র, চাই তার সাথে বন্ধুত্ব বা তার আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হিসাবে সম্পৃক্ততাই হোক- যেমন তার বন্ধু-বান্ধব, পার্শ্বচর, ভক্ত-অনুরক্ত এবং মিশনের অনুসারীবৃন্দ।^১ এ জন্যে ভাষাগত দিক থেকে ওখানে 'আল' শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে, কিন্তু পরবর্তী হাদীস-যা আবু হুমায়েদী সায়েদীর যবানীতে বর্ণিত হয়েছে, তাতে দরুদ শরীফের যে শব্দমালা আছে, তার দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে 'আল' শব্দের দ্বারা ঘরের লোকজন বা পরিবার-পরিজনই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ নবী করীম (স)-এর মহধর্মিণীগণ তাঁর আল-আওলাদ এবং তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্তগণ যাঁরা তাঁর জীবন ধারনার সাথে জড়িত হয়ে ধন্য হয়েছেন (মর্যাদার দিক থেকে বড় হয়ে ও অনেকের জীবনে এ সৌভাগ্য ঘটেনি) অনুরূপভাবে এটাও তাঁদের একটি বিশেষ ও অনন্য মর্যাদা যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মতো তাঁদের প্রতিও দরুদ ও সালাম প্রেরণ করা হয়ে থাকে। আর এজন্যে এটাও কোন জরুরী ব্যাপার নয় যে, উম্মুল মু'মিনীন তথা নবী সহধর্মিণীগণ যাঁরা নিঃসন্দেহে 'আল' গভীভুক্ত ছিলেন- তাঁরাই উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক

১. ইমাম রাগিব ইস্পাহানী তাঁর বিখ্যাত 'মুফরদাতুল কুরআনে' 'আল' শব্দ প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে বলেছেন :

ويستعمل في من يختص بالانسان اختصاصا ذاتيا اما بقربة قريبة او بموالة قال عز وجل (وال ابراهيم وال عمران) وقال ادخلوا ال فرعون اشد العذاب-

মানুষের সঙ্গে বিশেষভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অথবা নিকটতম নৈকট্যসূত্রে অথবা বন্ধুত্ব সূত্রে সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে 'আল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন : **اَلْاِبْرَاهِيْمُ اَلْاِيْمَانُ** : ইবরাহীমের বংশধর, ইমরানের পরিবার) তিনি আরো বলেন, **اَدْخُلُوا اَلْفِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ** (ফিরাউনের বংশধরকে কঠোরতম আযাবে নিষ্ক্ষেপ করো- (আলমুফরাদাত, পৃষ্ঠা-২০)

মর্যাদার অধিকারী বলে বিবেচিত হবেন (তাঁদের উপরে কেউ হতে পারেন না) আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম হওয়ার মাপকাঠি হচ্ছে ঈমান এবং ঈমানওয়ালা সৎকর্মাদি এবং ঈমানী উচ্চমানের অবস্থা-যাকে এক কথায় **تَقْوَى** (তাকওয়া) বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اتَّقَاكُمْ

- "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে তারাই-যারা তাকওয়া-পরহেজগারীতে সর্বগ্রগামী।"

এর উপমা ঠিক এরূপ, যেমন আমাদের এ প্রাত্যহিক জগতে যখন কোন প্রিয়জন বা অন্তরঙ্গ ব্যক্তি কোন বুয়ুর্গের জন্যে কোন হাদিয়া-তোহফা প্রেরণ করে, তখন তার উদ্দিষ্ট থাকে, ঐ বুয়ুর্গ এবং তাঁর সাথে সম্পৃক্ত ঘনিষ্ঠ জনরা এবং তাঁর পরিবার-পরিজনও তা' ব্যবহার করে আনন্দ পাবেন। এটাই উটোকনদাতা এবং তার ঘনিষ্ঠ প্রিয় জনদের স্বাভাবিক কামনা হয়ে থাকে। ঠিক তেমনি দরুদ শরীফও একটি তোহফা ও সওগাত স্বরূপ, যা উক্ত জনেরা নবী করীম (সা)-এর খিদমতে প্রাঠিয়ে থাকেন। রাসূলে পাক (সা)-এর সাথে সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিবার-পরিজনকে এতে शामिल করে নেওয়াটা হচ্ছে তাঁকে প্রাণ ভরে ভালবাসারই নিদর্শন। এবং এতে রাসূলে করীম (সা)-এর আনন্দিত হওয়াটাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। এ জন্যে এসব ব্যাপারে কে অগ্রগণ্য কে পরে গণ্য, এসব কালাম শাস্ত্রীয় বিতর্ক উত্থাপন করা মোটেই সুরূচির পরিচায়ক নয়। সে যাই হোক, এ অধ্যক্ষ লেখকের মতে, এ ব্যাপারে অগ্রগণ্য অভিমত হচ্ছে, দরুদ শরীফে 'আলে-মুহম্মদ' বলতে, নবী করীম (সা)-এর পরিবার-পরিজন-তাঁর সহধর্মিণীগণ তাঁর সন্তান সন্ততিরাই বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে আলে ইবরাহীম বলতে ইবরাহীম (আ)-এর পরিবার-পরিজনকেই বুঝানো হয়েছে। কুরআন শরীফে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহধর্মিণীকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে :

رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

- নিঃসন্দেহে উক্ত আয়াতে বর্ণিত 'আহলে বায়ত' হচ্ছেন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আহলে বহিত তথা পরিবার-পরিজন।

দরুদ শরীফে ব্যবহৃত উপমাটির তাৎপর্য ও ধরন

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শিখানো এ দরুদ শরীফে আল্লাহ তা'আলার নিকট রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর 'আল'-এর প্রতি সালাত ও বরকত নাযিলের দরখাস্ত করতে গিয়ে আরয করা হয়েছে, এমনি সালাত ও বরকত তুমি তাঁদের প্রতি নাযিল কর, যেমনটি ইতিপূর্বে তুমি ইবরাহীম (আ) ও তাঁর 'আল'-এর প্রতি করেছিলে।

এ উপমা সম্পর্কে একটি মশহুর ইলমী আপত্তি উত্থাপন করা হয়ে থাকে এই যে, উপমায় সাধারণত উপমান উপমেয় এর তুলনায় শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে উপমেয় তার তুলনায় কম মর্যাদা সম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমন ঠাণ্ডা পানিকে বরফের সাথে উপমা দিয়ে বলা হয়ে থাকে- এ ঠাণ্ডা পানিটুকু বরফের মত ঠাণ্ডা। এতে শৈত্যগুণ যে বরফেই বেশি, তা স্বীকৃত। কেননা, পানি যতই ঠাণ্ডা হোক না কেন, বরফ থেকে তা পানিতে কিছু না কিছু কমই থাকবে। বরফের শৈত্য তার চাইতে অধিক। উক্ত নিয়মানুযায়ী ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর আলের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপন্ন হয়। কেননা দরুদ শরীফে মুহম্মদ (সা) এবং তাঁর 'আলের' প্রতি ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর 'আল'-এর অনুরূপ সালাত ও রহমত-বরকত বর্ষণের দু'আ করা হয়েছে।

হাদীসের ভাষ্যকারগণ নানাভাবে এর জবাব দিয়েছেন- যা 'ফতহুল বারী' প্রভৃতি কিতাবে দেখে নেয়া যেতে পারে। এ অধম লেখকের মতে এর সর্বাঙ্গগণ্য সন্তোষজনক জবাব হচ্ছে—উপমা অনেক সময় কেবল একটি নির্দিষ্ট ধরন বুঝাবার উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি এক সুনির্দিষ্ট ধরনের কাপড়ের একটি টুকরো নিয়ে কাপড়ের বড় কোন দোকানে যায় যে, আমার এরূপ কাপড় চাই। অথচ সে যে কাপড়টি চায়, তার হাতে রক্ষিত পুরনো জীর্ণশীর্ণ বিবর্ণ কাপড় খণ্ডের তুলনায় তা উৎকৃষ্টই হয়ে থাকে। এ জাতীয় দোকানে রক্ষিত কাপড়টি নিশ্চয়ই নতুন এবং এর চাইতে মূল্যবান ও চকচকে। নিঃসন্দেহে এ হিসাবে তার বাঞ্ছিত উপমেয় কাপড়টি অধিকতর মূল্যবান। দরুদ শরীফে ব্যবহৃত উপমাটি ঠিক এ ধরনেরই। তার অর্থ এই যে, যে জাতীয় বা যে ধরনের সালাত ও বরকতরাশি ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর 'আল'-এর প্রতি বর্ষণ করে তাঁদেরকে ধন্য করা হয়েছিল, ঠিক সে ধরনের সালাত ও বরকতরাশি মুহম্মদ (সা) এবং তাঁর 'আল' (পরিজনের) প্রতি বর্ষণ করে তাঁদেরকেও ধন্য কর! হযরত ইবরাহীম (আ) কয়েক দিক দিয়ে সকল নবী-রাসূল বরং গোটা বিশ্বচরাচরের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী

* আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাঁর আপন অন্তরঙ্গ-খলীল বানিয়েছেন :

وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

* আল্লাহ তা'আলা তাঁকে 'ইমামতে কুবরা' দানে ধন্য করেছিলেন :

إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

* তিনি তাঁকে বায়তুল্লাহ শরীফের নির্মাতা বানিয়েছেন

* তাঁর পরবর্তী আমলে কিয়ামত পর্যন্ত নবুওয়াতকে তাঁরই পরিবারে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। বাইরের অন্য কেউই আর নবী হননি।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ) ছাড়া আর কারো প্রতি আল্লাহর এত দান ও করুণা বর্ষিত হয়নি এবং মহাবুয়িত ও মকবুলিয়তের এত উচ্চ আসনে আর কেউই আসীন হননি। তাই দরুদ শরীফে আল্লাহ তা'আলার দরবারে এ দু'আই করা হয়ে থাকে যে, এ জাতীয় দানসমূহের দ্বারা আপনি আপনার হাবীবা মুহম্মদ (স) এবং তাঁর 'আল'-কেও ধন্য করুন!

মোদ্দা কথা, এ উপমা হচ্ছে একান্তই ধরন-ধারণ নির্ধারক, যাতে অনেক সময় উপমানের চাইতে উপমেয়ই উত্তম হয়ে যায়। উপরে বর্ণিত কাপড়ের উপমাই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

দরুদ শরীফের আদ্যান্ত 'আল্লাহুমা' ও 'ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ' প্রসঙ্গে

দরুদ শরীফের সূচনা করা হয়েছে 'আল্লাহুমা' শব্দটি দিয়ে আর তার সমাপ্তি টানা হয়েছে اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ বলে আল্লাহর দু'টি বরকতপূর্ণ নাম 'হামীদ' এবং মাজীদ দিয়ে। কোন কোন উচ্চ স্তরের বুয়ুর্গ থেকে উদ্ধৃত করা হয়ে থাকে যে, (اللَّهُمَّ) শব্দটি আল্লাহ তা'আলার সকল আসমাউল হুসনা (গুণবাচক বিশেষ্য) এর প্রতিনিধিত্বকারী আর এর মাধ্যমে দু'আ করা মানেনই হচ্ছে তাঁর সমস্ত গুণবাচক নাম (৯৯) এর মাধ্যমে দু'আ করা। শায়খ ইবনুল কাইয়েম (جَلَاءُ الْأَفْهَامِ) 'জালাউল ইফহাম' গ্রন্থে এ সম্পর্কে অত্যন্ত স্বচ্ছ-পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন- যা পণ্ডিত শ্রেণীর লোকদের দেখবার মতো। তিনি তাতে বলেছেন যে, এ অর্থটা সৃষ্টি হয়েছে শব্দটির তাশ্দীদযুক্ত 'মীম' অক্ষর থেকে। তারপর তিনি ভাষা বিজ্ঞানের যুক্তি প্রমাণ দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তারপর তাঁর সে দাবীর পক্ষে পূর্ববর্তী যুগের কতিপয় বুয়ুর্গের অভিমত উদ্ধৃত রয়েছেন।^১ আর হামীদ ও মাজীদ আল্লাহ তা'আলার দু'টি অতীব বরকতপূর্ণ নাম। তাঁর তাবৎ জালালী ও জামালী গুণের প্রতিফলন ঘটেছে এতে। হামীদ হচ্ছেন সেই পবিত্র সত্তা যাঁর মধ্যে এমন সব গুণাবলী ও কৃতিত্বের সমাবেশ ঘটেছে যে, সকলের স্তব-স্তুতি স্বগুণে-স্বমহিমায় তাঁরই পাওনা।

১. প্রায় দশ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনার পর তিনি লিখেছেন :

وهذا القول الذي اخترناه قد جاء عن غير واحد من السلف- قال الحسن البصري اللهم مجمع الدعاء وقال ابو رجاء العطاردي ان الميم في قوله اللهم فيها تسعة وتسعون اسما من اسماء الله تعالى وقال النظر شمائل من قال اللهم فقد دعا الله لجميع اسمائه- جلا الانبياء

আমরা যে বক্তব্যটা গ্রহণ করেছি, তা একাধিক অতীত মনীষী থেকে বর্ণিত হয়েছে। হযরত হাসান বহরী বলেন, আল্লাহুমা হচ্ছে সমস্ত দু'আর সমষ্টি। আবু রাজা আল-আতারদী বলেন, আল্লাহুমা'র মীম-এর মধ্যেই আল্লাহ তা'আলার ৯৯ নাম নিহিত রয়েছে। নযর ইবন শামীল বলেন- যে ব্যক্তি আল্লাহুমা বলে, সে যেন আল্লাহর সমস্ত নামেই তাঁকে ডাকলো। -জিলাউল আফহাম, পৃষ্ঠা-৯৪

আর মাজীদ হচ্ছেন সেই পবিত্র সত্তা, যার মধ্যে প্রতাপ-প্রতিপত্তি মাহাত্ম্যপূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। এ হিসাবে 'حَمِيدٌ مَّجِيدٌ' এর অর্থ দাঁড়ালো এই যে, হে আল্লাহ! তুমি সমস্ত জালালী ও জামালী গুণাবলীর আধার। এজন্যে সাইয়িদিনা মুহাম্মদ এবং আলে-মুহাম্মদ-এর উপর সালাত ও বরকত প্রেরণের প্রার্থনা তোমারই দরবারে জানাচ্ছি। কুরআন মজীদে হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি রহমত বর্ষণের কথা যেখানেই উল্লেখিত হয়েছে, সেখানেই আল্লাহর এ দু'টি নামের ঐ বৈশিষ্ট্য ও অনন্যতার জন্যে এগুলোকেই বিলকুল এরূপই বাক্যের উপসংহার রূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ
মোদাকথা 'اللَّهُم' দিয়ে দরুদ শরীফের সূচনা এবং 'حَمِيدٌ مَّجِيدٌ' দিয়ে এর সমাপ্তি টানা বেশ অর্থপূর্ণ। এ দু'টি কালিমার এই তাৎপর্যপূর্ণ আবহ দরুদ শরীফের আবেদনকে অনেক তীব্র করে তুলেছে :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

এ দরুদ শরীফের শব্দমালার রিওয়ায়াতগত মর্যাদা

হযরত কা'আব ইবন উজরার রিওয়ায়াতে দরুদ শরীফের যে পাঠ বা শব্দমালা উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে, ইমাম বুখারী (র) তা বুখারী শরীফের কিতাবুল আযিয়াতে উদ্ধৃত করেছেন। (দেখুন : বুখারী শরীফ, ১ম জিলদ পৃ. ৪৭৭) এ ছাড়া কমপক্ষে বুখারীর আরও দু'টি স্থানে ইমাম বুখারী (র) এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। একটি হচ্ছে সূরা আহযাবের তাফসীর প্রসঙ্গে (২য় জিলদ পৃ. ৭০০) এবং অপরটি হচ্ছে কিতাবুদ দাওয়াত-এ (জিলদ ২, পৃ. ৯৪১) ঐ দু'স্থানে দরুদ শরীফে 'كَمَا وَصَلَّيْتَ' এর পরে 'إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ' রিওয়ায়াত করেছেন। সহীহ মুসলিমের রিওয়ায়াতেও অনুরূপ পাঠ রয়েছে। তবে হাফিয ইবন হাজার (র) এ হাদীসের সহীহায়ন ও অন্যান্য কিতাবের রিওয়ায়াতসমূহকে সম্মুখে রেখে ফাতহুল বারী' (فتح الباری) কিতাবে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কা'আব ইবন উজরা (রা) বর্ণিত দরুদ শরীফের পূর্ণ পাঠ

তাই, যা উপরে উদ্ধৃত হয়েছে। যে সব বর্ণনায় কেবল 'عَلَى إِبْرَاهِيمَ' বা কেবল 'عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ' বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে বর্ণনাকারীদের স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছে। (দেখুন : ফাতহুল বারী পারা ২৬, পৃ. ৫১)

হযরত কা'আব ইবন উজরা (রা) ছাড়াও আরো কয়েকজন সাহাবী থেকে এর কাছাকাছি বক্তব্য এবং দরুদ শরীফের প্রায় অনুরূপ শব্দমালা হাদীসের কিতাবসমূহে রিওয়ায়াত করা হয়েছে। সে সব রিওয়ায়াত সম্মুখে আসছে।

۳۱۱- عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ
نُصَلِّيُ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ (رواه البخاری)

৩১১. হযরত আবু হুমায়দ সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলা হলো : আপনার প্রতি কিভাবে দরুদ পাঠ করবো ইয়া রাসূলুল্লাহ ?

১. শায়খ ইবনুল কাইয়েম (র)-এর কিতাব (جلاء الافهام) জালাউল ইফহাম এর কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। দরুদ ও সালাম সংক্রান্ত তাঁর এ কিতাবখানি এ বিষয়ের শ্রেষ্ঠ কিতাব এবং এতে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা বিধৃত হয়েছে। কিন্তু দরুদ শরীফের শব্দমালার ব্যাপারে তিনি একটি ভুলের শিকার হয়েছেন- যেখানে তিনি বলে ফেলেছেন :

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-এ শব্দমালা সহীহ রিওয়ায়াতের মধ্যে কোথাও নেই। সহীহ বর্ণনাসমূহে হয় কেবল 'عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ' আছে নতুবা কেবল 'إِبْرَاهِيمَ' আছে। (জিলাউল ইফহাম, পৃ. ২৩০) অথচ প্রকৃত পক্ষে এ শব্দমালা কা'আব ইবন উজরার এ রিওয়ায়াতে সহীহ বুখারীতেই মওজুদ রয়েছে, যা ইমাম বুখারী (র) 'কিতাবুল আযিয়া'-তে রিওয়ায়াত করেছেন। (জিলদ ১ পৃ. ৪৭৭)

অনুরূপ সহীহ বুখারীর আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর রিওয়ায়াতেও তা মওজুদ রয়েছে। (দেখুন জিলদ ২ পৃ. ৯৪০) দরুদ শরীফের এ শব্দমালা সম্পর্কে প্রায় একই বিভ্রম ঘটেছে শায়খ ইবনুল কাইয়েমের উস্তাদ শায়খুল ইসলাম ইবন তায়মিয়ারও। তিনি লিখেন :

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ -

-এর কোন সনদ আমার জানা নেই। (দেখুন : ফাতাওয়া ইবন তায়মিয়া জিলদ ১ পৃ. ১৬১) এ জাতীয় ভুল বড় বড় অনেকেরই হয়ে যায়। কিন্তু তাতে তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়ে যায় না। ভুলত্রান্তি মুক্ত কেবল এক সত্তাই- لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى

জবাবে তিনি বললেন : আল্লাহ তা'আলার দরবারে এরূপ আরয় করবে :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ

“হে আল্লাহ! তোমার খাস রহমত নাযিল কর মুহম্মদ (সা) তাঁর সাথী-সহধর্মীগণ ও বংশধরদের প্রতি, যেমনটি তুমি নাযিল করেছ ইবরাহীম (আ)-এর আল-আওলাদের প্রতি। হে আল্লাহ! সমস্ত স্তব-স্তুতি তোমারই জন্যে শোভনীয় এবং তাবৎ মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব তোমারই”।

(সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে দরুদ শরীফের যে শব্দমালা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা কা'আব ইবন উজরা (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে কিছুটা ভিন্ন। প্রথম হাদীসে اللَّهُمَّ اللَّهُ بَارَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে এ হাদীসে উভয় স্থানেই مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ বলা হয়েছে। এরই ভিত্তিতে এ অধীন প্রথমোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সে সব ভাষ্যকারের বক্তব্যকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে- যারা বলেছেন যে, দরুদ শরীফে 'আলে মুহাম্মদ' বলতে নবী সহধর্মীগণ এবং নবী করীম (সা)-এর বংশধরগণকে বুঝানো হয়েছে। অন্য একটি সামান্য শাব্দিক পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্ত হাদীসে كَمَا بَارَكْتَ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ বলা হয়েছিল, অথচ এ হাদীসে উভয় স্থানে কেবল عَلَى مُحَمَّدٍ বলা হয়েছে। হযরত আবু হুমায়দ সায়েদী (রা)-এর এ রিওয়াযাত ছাড়াও অন্যান্য অধিকাংশ সাহাবীগণের বর্ণিত হাদীসসমূহেও, যা পরে আসছে অনুরূপভাবে কেবল عَلَى مُحَمَّدٍ এসেছে। কিন্তু যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে, এ কেবল শাব্দিক তারতম্য, তাতে অর্থের তেমন কোন তারতম্য হয়নি। আরবী বাকধারায় যখন কারো নামোল্লেখ করে তার 'আল'-এর উল্লেখ করা হয়, তার উল্লেখ আলাদাভাবে না করা হয়, তা হলে সেও এর অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। যেমন কুরআন শরীফে বলা হয়েছে :

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

- আল্লাহ তা'আলা গোটা বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে আদম, নূহ, আলে ইবরাহীম এবং আলে ইমরানকে নির্বাচিত করেছেন। বলা বাহুল্য, এখানে ইবরাহীম (আ) নিজেও 'আলে ইবরাহীম'-এর মধ্যে शामिल রয়েছেন। অনুরূপ : وَأَغْرَقْنَا آلَ

أَدْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ এবং فِرْعَوْنَ আয়াতদ্বয়ে স্বয়ং ফেরআউনও 'আলে ফেরআউন' শব্দের আওতাভুক্ত।

মোদ্দাকথা, উক্ত হাদীসদ্বয়ে দরুদ শরীফের যে সব শব্দমালা এসেছে, তাতে সামান্য তারতম্য কেবল শাব্দিক দিক থেকে রয়েছে, এজন্য উলামা-কুফাহাগণ বলেছেন, এর যে কোনটাই সালাত আদায় কালে পড়া চলে। অনুরূপ অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের রিওয়াযাতে পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে যে হাদীসগুলো বর্ণিত হতে যাচ্ছে তাতে বর্ণিত দরুদ শরীফের শব্দমালায় যে তারতম্য রয়েছে, সে সবই সালাতে পড়া চলে।

৩১২- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْنَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ (رواه مسلم)

৩১২. হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। আমরা কতিপয় লোক হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা)-এর মজলিসে বসা ছিলাম। এমন সময় সেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) তাশরীফ নিয়ে এলেন। তখন (হাযিরীনে মজলিসের পক্ষ থেকে) বশীর ইবন সা'আদ তাঁর খিদমতে আরয় করলেন : আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আপনার প্রতি দরুদ পাঠের আদেশ দিয়েছেন। এবার (আমাদেরকে বলুন দেখি) ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কিভাবে আপনার প্রতি দরুদ পাঠ করবো ?

হাদীসের রাবী আবু মাসউদ আনসারী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) কিছুক্ষণ নিরুত্তর রইলেন। (যদ্বারা আমাদের ধারণা হয় যে, সম্ভবত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশ্নটি মনঃপূত হয়নি) এমন কি আমাদের মনে হলো, হায়, যদি প্রশ্নটি না করা হতো! এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) জবাব দিলেন : তোমরা বলবে :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

“হে আল্লাহ! তোমার খাস সালাত ও রহমত নাযিল কর মুহম্মদ এবং মুহম্মদ (সা)-এর আল-আওলাদের প্রতি, যেমনটি সালাত নাযিল করেছে ইবরাহীম-এর আলের প্রতি। এবং বরকত নাযিল কর মুহম্মদ এবং মুহম্মদ-এর আল-আওলাদের প্রতি যেমনটি বরকত নাযিল করেছে সমগ্র বিশ্বমাঝে আলে ইবরাহীমের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি-স্তবত্বতির অধিকারী এবং সমস্ত মাহাত্ম্য তোমারই।” আর সালাম হচ্ছে যেমনটি তোমরা জ্ঞাত আছ।

(সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) বর্ণিত এ হাদীছের তাবরীর রিওয়াযাতে এতটুকু বাড়তি আছে যে, যখন বশীর ইবন সা'আদ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন করলেন যে, আমরা আপনার প্রতি কিভাবে সালাত প্রেরণ করবো, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) কিছুক্ষণ নিরুত্তর রইলেন। এমন কি তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হলো : (فَسَكَتَ حَتَّى جَاءَهُ الْوَحْيُ) তারপর তিনি উক্তরূপ দরুদ শিক্ষা দেন। এ বাড়তি অংশ দ্বারা জানা গেল যে, তাঁর চূপ থাকাটা ওহীর অপেক্ষায় ছিল। আর এটাও জানা গেল যে, দরুদ শরীফের কালিমা সমূহ তাঁকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। উপরন্তু উক্ত হাদীস থেকে এও জানা গেল যে, দরুদ সংক্রান্ত এ প্রশ্নটি সর্বপ্রথম তাঁকে হযরত সা'আদ ইবন উবাদার মজলিসেই করা হয়েছিল, যার জবাবের জন্যে তাঁকে ওহীর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। অন্যান্য কোন কোন সাহাবী (কা'আব ইবন উজরা এবং আবু হুমায়দ সায়েদী প্রমুখ) গণের রিওয়াযাতে এরূপ যে সব প্রশ্নের উল্লেখ রয়েছে, তা হয় এ মজলিসেরই ঘটনার বিবরণ, না হয় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ প্রশ্ন করে থাকবেন এবং তিনি জবাবে তাঁদেরকে দরুদ শরীফের সে সব কালিমা শিক্ষা দিয়েছেন, যা তাঁদের রিওয়াযাতে বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ হাদীসের পূর্বাপর দৃষ্টে এবং তাঁদের বর্ণিত শব্দমালার তারতম্য দেখে মনে হয় এই দ্বিতীয়োক্ত সম্ভাবনাই বেশি। আল্লাহই সমধিক জ্ঞাত।

হযরত আবু সাঈদ আনসারীর এ হাদীসের ইমাম আহমদ, ইবন খুযায়মা, হাকিম প্রমুখের রিওয়াযাতে একটি বাড়তি ব্যাপার হচ্ছে এই যে, বশীর ইবন সা'আদ (রা) দরুদ প্রেরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেছিলেন :

كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَوَاتِنَا

“আমরা সালাত আদায়কালে আপনার প্রতি কিভাবে দরুদ পাঠ করবো।”

এর দ্বারা জানা গেল যে, বিশেষত সালাত আদায়কালীন দরুদ পাঠ সম্পর্কেই তাঁকে প্রশ্নটি করা হয়েছিল এবং এ দরুদে ইবরাহীমই বিশেষত সালাতের মধ্যে পাঠের উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ (সা) শিক্ষা দিয়েছিলেন।

হযরত আবু মাসউদ আনসারীর এ রিওয়াযাতেও আবু হুমায়দ সায়েদী (রা)-এর হাদীসের মত **عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ كَمَا صَلَّيْتَ كَمَا** এর পর কেবল **عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ** রিওয়াযাত করা হয়েছে এবং সর্বশেষে **مُجِيدٌ** এর পূর্বে **فِي الْعَالَمِينَ** শব্দের বাড়তি সংযোজন রয়েছে।

২১২- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَلِمْنَا فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ (رواه البخاری)

৩১৩. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আমরা আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার প্রতি সালামের তরীকা তো আমরা রপ্ত করেছি, (অর্থাৎ তাশাহুদে তা পেয়ে গিয়েছি : السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ) এবার আমাদেরকে বলুন, আমরা আপনার প্রতি সালাত কিভাবে প্রেরণ করবো?

জবাবে তিনি বললেন : আল্লাহ তা'আলার দরবারে তোমরা এরূপ আরয করবে:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَآلِ إِبْرَاهِيمَ

হে আল্লাহ! সালাত বর্ষণ করুন আপনার বান্দা ও রাসূল আলে মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি যেমনটি সালাত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি, খাস বরকতসমূহ নাযিল করুন মুহম্মদ (সা) এবং আলে মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি, যেমনটি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম (আ) ও আলে ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি। (সহীহ বুখারী)

২১৬- عَنْ طَلْحَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ : قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ (رواه النسائي)

৩১৪. হযরত তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বললো, হে আল্লাহর নবী, আমরা আপনার প্রতি কিভাবে সালাত প্রেরণ করবো? জবাবে তিনি বললেন : এভাবে বলবে :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ
مَجِيدٌ
(সুনানে নাসায়ী)

৩১৫- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ
فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَتَكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

৩১৫. হযরত বুয়ায়েদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আমরা আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালামের পদ্ধতি তো আমরা জেনেছি, এবার আমাদেরকে সালাতের পদ্ধতিটা বলে দিন :

জবাবে তিনি বললেন, তোমরা এরূপ বলবে :
اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَتَكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
جَعَلْتَهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

“হে আল্লাহ! আপনার সালাত ও রহমত, আপনার বিশেষ কৃপা ও করুণা নাযিল করুন মুহম্মদ এবং আলে-মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি, যেমনটি নাযিল করেছেন ইবরাহীমের প্রতি। নিঃসন্দেহে আপনি সকল শুব-স্তুতি ও মাহাত্ম্য-মর্যাদার অধিকারী।”

(মুসনাদে আহমদ)

৩১৬- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (رواه احمد وابن حبان والدارقطني
والبيهقي في السنن)

৩১৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা যখন আমাকে সালাত প্রেরণ করবে, তখন বলবে :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ
حَمِيدٌ مَجِيدٌ

(মুসনাদে আহমদ, সহীহ ইবন হিব্বান, সুনানে দারা কুতনী, সুনানে বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : হযরত ইবন মাসউদ (রা) বর্ণিত এ দরুদে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র নামের সাথে তাঁর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ও খাস লকব **النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ** শব্দটি জুড়ে দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন মজীদে তাঁর এ বিশেষণটি একটি বিশেষ নিদর্শন হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ (الاعراف)

এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবদ্বয়ে তাঁর উল্লেখ এ বিশেষণযোগে করা হয়েছে। উম্মী শব্দের অর্থ নিরক্ষর বা লেখাপড়াহীন লোক। অর্থাৎ কিনা যে হিদায়াত তাঁর কাছে এসেছে, তা কোন উস্তাদ বা কিতাবের মাধ্যমে প্রাপ্ত শিক্ষা নয়, বরং প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর নিকট থেকে তিনি তা প্রাপ্ত হয়েছেন। লেখা পড়ার দিক থেকে তিনি মাতৃগর্ভ থেকে সদ্য প্রসূত সন্তানের মত। বলা বাহুল্য, এ শব্দটির মধ্যে-যা তাঁর একটি বিশেষণ ও লকবরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, তাঁর বিশেষ মাহবুবীয়ত এবং তাঁর নবুওত ও রিসালতের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন পেশ করে দেয়া হয়েছে। ফার্সী কবির ভাষায় :

نگار من بمکتب نه رفت و خط نه نوشت
بغمزه مسئله آموز شد مدرس شه

আমার প্রেমিক মক্তবে গমন করেনি। লিখাও শিখেনি, ইঙ্গিতে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং শত শিক্ষক হয়েছে!

৩১৭- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ فَقَالَ صَلُّوا عَلَيَّ وَاجْتَهِدُوا فِي

الدُّعَاءِ وَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
(رواه احمد والنسائي)

৩১৭. হযরত যায়দ ইব্ন খারিজা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার প্রতি দরুদ কিভাবে প্রেরণ করতে হবে?

জবাবে তিনি বললেন : আমার প্রতি সালাত প্রেরণ করবে এবং খুব মনোনিবেশ সহকারে দু'আ করবে এবং বলবে :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

(মুসনাদে আহমদ ও সুনানে নাসায়ী)

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়দ ইব্ন খারিজা আপনার প্রতি সালাত কীরূপে প্রেরণ করবো- এ প্রশ্নের জবাবে বলেন :

صَلُّوا عَلَى وَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ

এ অধম লেখক দ্বারা এ অর্থ এটাই বুঝেছে যে, দরুদ শরীফ, যা মূলত আল্লাহ তা'আলার হুযুরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্যে একটি দু'আই, তা কেবল মৌখিকভাবে ভাসা ভাসা রূপে নয়, বরং পূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে করতে হবে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

৩১৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَنْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ شَهِدْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَفَعْتُ لَهُ.

(رواه الطبرنى فى تهذيب الآثار فتح البارى)

৩১৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার প্রতি এরূপ দরুদ প্রেরণ করে :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

কিয়ামতের দিন আমি তার জন্যে সাক্ষ্য দেবো এবং তার জন্যে শাফা'আত বা সুপারিশ করবো। (তাবারী সঙ্কলিত তাহযীবুল আছার)

ব্যাখ্যা : হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর রিওয়াযাতকৃত এ দরুদে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর 'আলের' জন্যে সালাত ও বরকতের সাথে تَرَحَّم বা তাঁর প্রতি বাৎসল্য প্রদর্শনের দু'আও রয়েছে।

এখানে একটি কথা উল্লেখ্য, অনেক আলিম ও ফকীহ হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্যে রহমত এর দু'আ করতে বারণ করেন, কেননা, এটা হচ্ছে আম মু'মিনদের জন্যে দু'আ। কিন্তু সালাত ও সালাম-এর সাথে যদি تَرَحَّم বা তাঁর প্রতি দয়াপ্রবণ হওয়ার দু'আ করা হয়, তা হলে তাতে আপত্তি নেই। তাশাহুদে প্রত্যেক সালাতেই পড়া হয়ে থাকে :

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

এতে তাঁর প্রতি সালাম এর সাথে সাথে রহমতের দু'আও রয়েছে। অনুরূপ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত এ দরুদে সালাত ও বরকতের দু'আর সাথে تَرَحَّم এর দু'আও করা হয়েছে। এভাবে تَرَحَّم এর দু'আ সালাত ও সালাম এর পূর্ণতা বিধানকারী বা সম্পূরক হয়ে যায়।

৩১৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَنَالَ بِالْمَكِّيَّالِ الْآوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
(رواه ابو داود)

৩১৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার ও আমার পরিজনের প্রতি সালাত প্রেরণের মাধ্যমে পূর্ণ ছাওয়াব হাসিল করে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন এরূপ বলে :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

“হে আল্লাহ! তোমার সালাত তথা খাস দান ও রহমত নাযিল কর নবী উম্মী মুহম্মদ (সা) তাঁর সহধর্মিণীগণ ও তাঁর আল-আওলাদের প্রতি, যেমনটি খাস রহমত নাযিল করেছে ইরবাহীমের আল-আওলাদ-পরিজনের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি স্তব-স্তুতি ও মাহাত্ম্যের অধিকারী।”

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের ভিত্তিতে অনেকের ধারণা দরুদসমূহের মধ্যে এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ দরুদ। কেননা, বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি পূর্ণ বরকত ও রহমত এবং ছাওয়াব হাসিল করে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন দরুদটি পাঠ করে। আবার কেউ কেউ বলেছেন : সালাতে ঐ দরুদটি পাঠ করা সর্বোত্তম যা ইতিপূর্বে প্রথমোক্ত হাদীসসমূহে অতিবাহিত হয়েছে। আর সালাতের বাইরে এ দরুদই সর্বোত্তম যা হযরত আবু হুরায়রা (রা) এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

২২- عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدُّهُنَّ فِي يَدَيَّ جِبْرَيْلُ وَقَالَ جِبْرَيْلُ هُكَذَا أَنْزَلَتْ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعِزَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ- اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ تَحَنَّنْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

৩২০. হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : জিবরাঈল (আ) আমার হাতের আঙ্গুলে গুণে গুণে দরুদের এ কলিমাগুলো শিক্ষা দেন এবং বলেন যে, রব্বুল ইয়্যতের পক্ষ থেকে এরূপ নাযিল হয়েছে :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

(মুসনাদে ফেরদৌস-দায়লমী, আবুল ঈমান-বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : এ দরুদটিতে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি আল্লাহ তা'আলার নিকট সালাত, বরকত ও তারাহহমের দু'আর সাথে সাথে সালাম ও তাহানুনের (تحنن) দু'আ করা হয়েছে।

তাহানুন হচ্ছে প্রীতি সোহাগ ও বাৎসল্য। সালাম অর্থ সকল অনিষ্ট থেকে নিরাপদ এবং হিফাযতে থাকা।

এ হাদীসটি সংক্রান্ত একথাটিও উল্লেখযোগ্য যে, কানযুল উম্মালের ১ম জিলদে যেখানে এ হাদীসখানা উদ্ধৃত হয়েছে, সেখানেই সনদের দিক থেকে এর দুর্বলতার কথাটাও বলে দেয়া হয়েছে। তারপর এ কিতাবেরই দ্বিতীয় জিলদে দরুদ শরীফের এ কলিমাঃসমূহই হযরত আলী মুরতায়ার যবানীতে মুস্তাদরক প্রণেতা আবু আবদুল্লাহ হাকিম নিশাপুরী (র)-এর 'মা'রিফতে ইলমে হাদীস'-এর বরাতে ধারাবাহিক সনদের সাথে উদ্ধৃত করেছেন। এ সনদের কোন কোন বারীর উপর কঠোর সমালোচনাও করা হয়েছে। সাথে সাথে সুয়ূতী (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তা অন্যান্য তরীকা বা সূত্রেও পেয়েছেন। হযরত আনাস (রা) থেকেও প্রায় একই মর্মের একখানা হাদীস রিওয়ায়াত আছে, যা ইবন আসাকিরের কানযুল উম্মালেও বর্ণিত হয়েছে। হাদীস বেত্তাগণের এটা সর্বজন স্বীকৃত মূলনীতি যে, যযীফ হাদীস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হলে তা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। বিশেষত ফাযায়েযে আমল সংক্রান্ত যযীফ হাদীসসমূহও আমলযোগ্য। মোল্লা আলী কারী (র) (شرح شفاء) (শরহে শিফা) গ্রন্থে হাকিমের রিওয়ায়াতকৃত হযরত আলী (রা)-এর হাদীসের রাবীদের প্রতি কঠোর সমালোচনার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন :

“চূড়ান্ত বিচারে এ হাদীসটি যযীফ আর উলামাগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, আমলসমূহের ফাযায়েলের ব্যাপারে যযীফ হাদীসও নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকে” (শারহে শিফা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৩)

এসব কথার দিকে লক্ষ্য রেখেই এ হাদীসখানা যযীফ হওয়া সত্ত্বেও এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

এ পর্যন্ত যেসব হাদীস, লিখিত হয়েছে, যেগুলোতে দরুদ ও সালামের কালিমাঃসমূহ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, এর সবগুলিই ছিল মারফু' শ্রেণীর হাদীস। অর্থাৎ এ সবগুলিই স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী ছিল। এগুলোতে দরুদ ও সালামের যে কালিমাগুলো শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, এ সবগুলোর বুনিয়াদ বা ভিত্তি ওহীর উপর প্রতিষ্ঠিত। হযরত আবু মাসউদ আনসারীর হাদীসের বর্ণনা প্রসঙ্গে উপরে বলা হয়েছে যে, যখন হযরত বশীর ইবন সা'আদ (রা) জিজ্ঞেস করলেন যে, আমরা আপনার প্রতি

কিভাবে দরুদ প্রেরণ করবো, তখন তিনি অনেকক্ষণ ধরে নিরুত্তর ছিলেন। এ সময় তাঁর কাছে ওহী আসে এবং তিনি দরুদে ইবরাহীমী শিক্ষা দেন। এর দ্বারা জানা গেল যে, দরুদ শরীফের ব্যাপারে তিনি মৌল নির্দেশনা ওহী থেকেই লাভ করেছিলেন। এর ভিত্তিতে বলা যায় যে, দরুদ ও সালামের যে সব কালিমা সময় সময় তিনি শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলো ওহী ভিত্তিক। পক্ষান্তরে বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরাম এবং বুয়ুর্গানে দীন থেকে যে সব দরুদ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে সে বৈশিষ্ট্যটি বিদ্যমান নেই এবং সেগুলোর ফযীলত হুযুর (সা)-এর শিক্ষা দেওয়া দরুদসমূহের সমকক্ষ নয়; যদিও-বা শাদিক দিক থেকে এবং অর্থের দিক থেকে এগুলোও বেশ উঁচু দরের এবং এগুলোর মকবুলিয়তের ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই। ঐ পর্যায়ের দু'খানা দরুদ নিম্নে দেওয়া হচ্ছে। এর একখানা ফকীহুল উম্মত হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর যবানীতে হাদীসের কিতাবসমূহে উদ্ধৃত হয়েছে এবং অপরখানা হযরত আলী মুরতাযা (র)-এর যবানীতে বর্ণিত এবং এ দু'খানা দরুদের দ্বারা ই এ প্রসঙ্গের ইতি টানছি।

৩২১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ فَقَالُوا لَهُ فَعَلَّمْنَا فَقَالَ قُولُوا :

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغِطُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

৩২১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তোমরা নবী করীম (সা)-এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করবে তখন সর্বোত্তম পন্থায় তাঁর প্রতি দরুদ প্রেরণ করবে। কেননা, তোমরা জানো না যে, আল্লাহ চাহে তো তোমাদের এ দরুদ তাঁর কাছে পেশ করা হবে। তখন লোকজন বললো : তা হলে আপনিই আমাদেরকে দরুদ প্রেরণ শিখিয়ে দিন! তিনি বললেন : তোমরা এরূপ বলবে :

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

“হে আল্লাহ! তোমার খাস সালাত, রহমত ও বরকতসমূহ নাযিল কর নবীকুল শিরোমণি, মুত্তাকীগণের ইমাম, খাতামান নবীয়ায়ী হযরত মুহম্মদের প্রতি, যিনি তোমার খাস বান্দা ও রাসূল, পুণ্য ও কল্যাণের পথের অগ্রণী ও পথপ্রদর্শক ও রহমতের নবী। (অর্থাৎ যার অস্তিত্ব গোটা বিশ্ববাসীর জন্যে আশীর্বাদ স্বরূপ।) হে আল্লাহ! তাঁকে বিশেষ প্রশংসিত ‘মাকামাম মাহমুদায়’ অধিষ্ঠিত কর, যা পূর্ববর্তীদের এবং পরবর্তীদের সকলের জন্যেই ঈর্ষণীয়।

হে আল্লাহ! মুহম্মদ এবং মুহম্মদের পরিজনের প্রতি সালাত বর্ষণ করুন, যেমনটি সালাত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম এবং ইবরাহীমের পরিজনের প্রতি। নিঃসন্দেহে তুমি স্তব-স্তুতি ও মাহাত্ম্যের অধিকারী। (ইব্ন মাজা)

ব্যাখ্যা : দরুদ শরীফের এ কালিমাগুলো হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) আপন লোকজনকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বরকতপূর্ণ এবং মকবুল এ কালিমাগুলো। এতে দরুদে ইবরাহীমী ভুক্ত কালিমাসমূহ শামিল রয়েছে- যা হযরত কা'আব ইব্ন উজরা (রা) বর্ণিত রিওয়াযাতে ইতিপূর্বেই অতিবাহিত হয়েছে এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বরাতে সর্বপ্রথমে উল্লেখিত হয়েছে।

৩২২- عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ رَبِّي وَسَعْدُكَ صَلَوَاتُ اللَّهِ الْبَرِّ الرَّحِيمِ وَالْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيُّنَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ عَلَى مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الشَّاهِدِ الْبَشِيرِ وَالْدَّاعِي إِلَيْكَ بِإِذْنِكَ السُّرَّاجِ الْمُنِيرِ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ (اورده القاضي عياض في كتاب الشفا)

৩২২. হযরত আলী মুরতাযা কাররামাল্লাহ ওয়াজহাহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি এভাবে দরুদ প্রেরণ করতেন : (সর্বপ্রথম তিনি সূরা

আহযাবের ঐ আয়াতখানা তিলাওয়াত করতেন- যাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি দরুদ প্রেরণের আদেশ করা হয়েছে)

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ رَبِّي وَسَعْدَ يَكْ

“হে আল্লাহ! তোমার এ ফরমান আমার শিরোধার্য, আমি সে হুকুম পালনের জন্যে হাযির প্রভু! হাযির!!

صَلَّوَاتُ اللَّهِ النَّبِرَ الرَّحِيمِ وَالْمَلَائِكَةَ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ ... (الخ)

ঐ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে, যিনি পরম ইহসানকারী ও পরম দয়ালু নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ এবং সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও পুণ্যবানদের পক্ষ থেকে এবং ঐসমস্ত সৃষ্টির পক্ষ থেকে, যারা হে রাক্বুল আলামীন তোমার তাসবীহ পাঠ করে থাকে, খাতামান-নাবিয়্যীন, সাইয়েদুল মুরসালীন, ইমামুল মুত্তাকীন, রাসূলে রাক্বুল আলামীন মুহম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহর প্রতি সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক- যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে শাহাদত তথা সাক্ষ্য দানকারী, সুসংবাদদাতা, তোমারই নির্দেশে তোমারই পানে আস্থানকারী, প্রদীপ্ত প্রদীপ। তাঁর প্রতি সালাম বর্ষিত হোক!

(শিফা-কাযী ইয়ায (রা))

ব্যাখ্যা : এ দরুদখানা শব্দ ও অর্থের দিক থেকে যে অনেক উচ্চ মার্গের এবং ঈমান উদ্দীপক, তা বলাই বাহুল্য; কিন্তু হাদীসের কোন কিতাবে এ দরুদখানা নজরে পড়েনি। অবশ্য পঞ্চম ও ষষ্ঠ হিজরী শতকের মুহাদ্দিস ও আলিম কাযী ইয়ায (রা) তাঁর বিখ্যাত (الشفاء بحقوق المصطفى) ‘আশ শিফা বিহুক্বিল মোস্তফা’ গ্রন্থে হযরত আলী মুরতাযা (রা)-এর বরাতে এ দরুদখানা উদ্ধৃত করেছেন।^১ আল্লামা কাস্তালানী মাওয়াহিবু লাদুন্নিয়া (مواهب الدنيا) গ্রন্থে শায়খ যায়নুদ্দীন ইবনুল হসায়ন মুরাগীর গ্রন্থ তাহকীকুন নুসরা ফী দারিল হিজরা’ (تحقيق النصرة في دار الهجرة)-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, হযুর (সা)-এর সালাতে জানাযায় হযরত আলী (রা) হযুর (সা)-এর প্রতি এ দরুদখানাই পাঠ করেছিলেন এবং লোকজনের জিজ্ঞাসা করায় তিনি অন্যদেরকেও এ দরুদখানা শিক্ষা দিয়েছিলেন।^২ সে যাই হোক, শব্দমালা ও অর্থের দিক থেকে বড়ই চমৎকার ও প্রিয় এ দরুদখানা!

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসুউদ এবং হযরত আলী মুরতাযা (রা)-এর বরাতে দরুদ ও সালামের যে কালিমা সমূহ এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে, তা দ্বারা জানা গেল যে, উম্মতকে যে কেবল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শিক্ষা দেয়া ছকেই যে দরুদ পাঠ করতে হবে, তা জরুরী নয়; বরং প্রেমিক ভক্তরা নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী দরুদ ও সালাম প্রেরণ করতে পারেন। তাই উম্মতের অনেক আল্লাহওয়ালা বুযুগই এদের মধ্যে তাবয়ীন এবং পরবর্তী কালের অনেক আল্লাহ প্রেমিক রয়েছেন, তাঁদের বরাতে দরুদের অনেক শব্দমালা প্রচলিত আছে; কিন্তু সেগুলো আমাদের মা'আরিফুল হাদীসের আওতাভির্ভূত এজন্যে এখানে সে সবার উল্লেখ সমীচীন বোধ করলাম না। আল্লাহ পাক তাওফীক দিলে সে সব একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সঙ্কলিত করার ইচ্ছে আছে।

আল্লাহ তা'আলার ফযল এবং তাঁর প্রদত্ত তাওফীক বলে মা'আরিফুল হাদীস-এর পঞ্চম খণ্ড এখানেই সমাপ্ত হলো। আল্লাহ তা'আলা এটা কবুল করুন এবং এর সঙ্কলক এরা পাঠকবর্গের জন্যে এটাকে রহমত ও মাগফিরাতের হেতু করুন!

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

সমাপ্ত

১. শারহে শিফা, জিলদ ৩, পৃ. ৪৮।

২. যুরকানী শারহে মাওয়াহিবুন লাদুন্নিয়া, জিলদ ৮, পৃ. ২৯১।